একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ
১ম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৮৯

২৩শ বর্ষ } ১ গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, সোমবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

জগতের যত বড় সম্প্রদায় এবং যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, তৎসমুদয় যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়, তাহা গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সমগ্র-জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়; কিন্তু কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন হওয়া চাই। যাহা কিছু ভোগ-বাঞ্ছা-মূলক ধারণা, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা 'কৃষ্ণের কীর্ত্তন' নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে যদি আমরা 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজত ভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা 'নাম' বলিয়া ভুল কল্পনা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ শব্দ, শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীকৃষ্ণাক্ষর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহারই নাম—'সঙ্কীর্ত্তন'। কিন্তু ইহা-দ্বারা কেহ যেন 'ছুঁচোর কীর্ত্তন'কে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' বলিয়া মনে না করেন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ঐরূপ বা ঐজাতীয় কীর্ত্তন নহে,—কেবলমাত্র পিত্ত বৃদ্ধি করিবার কীর্ত্তন নহে,—মানুষের কল্পিত কীর্ত্তন নহে,—জড়-ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে,—ওলাউঠা ভাল করিবার কীর্ত্তন নহে,—সামান্য জড়-মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়ন-মাধবের, সদানন্দের তথা অপ্যয়-দীক্ষিতের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের যথার্থ মুক্তিলাভ হইতে পারে,—কাশীর মায়াবাদি প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে বিষয়ে আচ্ছন্ন ও অতি-অভিনিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে,—রাজা প্রতাপ-রুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্ব্বজীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে,—মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইবার কালে বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষীই তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। গৌরসুন্দর সকলের

মঙ্গলের জন্য—উদ্ভিদ্, পশু, পক্ষী, মানব প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন।

পল্ কেরস্ বেন্, হিউম হেগেল, বার্গ্ শঁ, ক্যান্ট—ইঁহারা সকলেই মনীষী, আর Stoic Philosophersরাও মনীষী। আমাদের দেশের ষড়্‌দর্শন-প্রণেতৃগণ—মনীষী; চার্ব্বাকও একজন মনীষী; বৌদ্ধগণও মনীষী; শাঙ্কর বৈদান্তিকগণও মনীষী; —জগতে এইসকল হাজার-হাজার মনীষী হাজার-হাজার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যদি বুদ্ধিমন্ত হই—আমরা যদি বাস্তব-সত্যের উপাসক হই—আমরা যদি কুহককে বা কৈতবকে 'সত্য' বলিয়া বরণ না করি—আমরা যদি সত্যস্বরূপ বাস্তব-ভগবান্ বিষ্ণুতে প্রপন্ন হই, তাহা হইলে সেই বাস্তব-সত্যবস্তু যতদূরেই থাকুন না কেন,—হাজার-হাজার তথা-কথিত আচার্য্য, মহাজন বা দার্শনিক পণ্ডিত লোক তাঁহাদের মনীষার দ্বারা—গবেষণার দ্বারা হাজার-হাজার মন-ভুলান ইন্দ্রিয়তর্পণের দোকানদারী কথা আমাদের নিকট উপস্থিত করুন না কেন, ঐ সকলগুলিকেই অনাদর করিয়া নিজেদের নিত্যচরম-মঙ্গল লাভের জন্য আমরা সকল সময় নিত্য-বাস্তব-সত্যেরই অনুসন্ধান করিব।

চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা এই নির্ম্মৎসর সাধুগণের সতত-সেব্য সেই পরম-বাস্তব প্রোজ্ঝিত-কৈতব সত্যবস্তুর কথা আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'হাবিজাবির মধ্যে যাওয়ার কিছু-মাত্র দরকার নাই, হাজার-হাজার দোকানদার তাঁহাদের নিজ-নিজ-দোকানের মন-গড়া জিনিষসমূহের প্রচার প্রচলনের জন্য বিজ্ঞাপন-বিস্তার ও ক্রেতা সংগ্রহ (advertise canvas) করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। যদি তাঁহাদের ঐসকল মনো-হারিণী কথায় ভুলিয়া ঐসকল দোকানদারগণের দোকানে আমরা যাই, তবে আমরা নিত্যসত্যবাস্তব-বস্তু-লাভে বঞ্চিত হইব। কিন্তু আমাদের অচেতন-হৃদয়ে যদি চৈতন্যদেব উদিত হন—যদি চৈতন্য-হরি আমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন—যদি স্বয়ংপ্রকাশবস্তু নিজকে নিজে কৃপা-পূর্ব্বক প্রকাশ করেন, তবেই আমরা ঐসকল দোকানদারদিগকে অনায়াসে একেবারেই বাদ দিয়া (Summarily reject করিয়া) দিতে পারিব। সেই চেতনময় বস্তু স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নির্ব্বিশেষবাদ বিনাশ এবং বলির সর্ব্বস্ব গ্রহণ ও শুক্রাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি আত্মার ধর্ম্মই জানাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের (১।২।৬) "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" এই শ্লোক জগতে অন্য কোনও গ্রন্থে আছে কিনা, জানি না; কিন্তু এই শ্লোকটী বিচার করিলে জগতের সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা বা লোক-বঞ্চনাকারী তুচ্ছ সমন্বয়বাদ-স্পৃহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

বদ্ধজীবগণের ইন্দ্রিয় তর্পণ করিবার যোগ্যতা ভগবত্তায় নাই; কিন্তু পৃথিবীর মানুষগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেই 'ঈশ্বর' বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছেন। শুদ্ধভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত জগতের সর্ব্বত্র 'বুৎপরস্ত্' বা Idolatry চলিতেছে। নাস্তিক-সম্প্রদায় (Atheists) বলেন,—যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নহে, তাহা 'বস্তু'-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না; 'ঈশ্বর' যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন, তখন ঈশ্বর 'বস্তু' নহেন অর্থাৎ তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা অস্তিত্ব নাই। সন্দেহবাদী (Sceptic) বলেন,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মোট কথা, সকলেই চায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বস্তু, বা ইন্দ্রিয়তর্পণের অন্যতম বস্তুরূপে ঈশ্বরকে। এইসকল Agnostic, Atheist ও Scepticএর এরূপ ধারণা হইতে ক্রমশঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। নাস্তিক-সম্প্রদায় মনে করেন,—ঈশ্বর বুঝি তাঁহার থানাবাড়ীর রায়ত! কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন যে, ভোগময় জ্ঞানে বা দর্শনে ভগবানের অধিষ্ঠান নাই।

আমরা বর্ত্তমান-কালে ভগবদ্বিরোধি-মতবাদসমূহকে—ভগবদ্বিরোধিনী কথাসমূহকেই 'ভগবৎ-কথা' বা 'ভাগবত-কথা' বলিয়া মনে করি—বিশ্বাস করি—আলোচনা করি এবং উঁহাদের ব্যাখ্যাতৃগণকেই

'মহাজন' বলিয়া বহুমানন করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (৬।৩।২৫),—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

দৈবী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত বিষ্ণুবিরোধী ব্যক্তি কখনও 'মহাজন' নহেন। ভ্রমাদি-দোষ-দুষ্ট কোন সম্প্রদায়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই—জগতের দোকানদারদের কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই; যে-সকল ব্যক্তি 'মহাজন' সাজিয়া,—ভক্তসম্প্রদায়ের মুখোস পরিয়া, মূঢ় নির্ব্বোধ সরলমতি লোকদিগকে কুপথে ও বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের কোন কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যতা নাই; যাঁহারা মনুষ্যজাতিকে হিংসা করিবার জন্য উদার সমন্বয়বাদের নামে লোক-প্রতারণা ও নানা-প্রকার পাষণ্ডতা করিতেছেন, কিম্বা পৃথিবীর ভোগী মূঢ় লোকেরা যাঁহাদিগকে 'মহাজন' বলিতেছেন, তাঁহাদিগের কোন কথাতেও বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা কেহই প্রকৃত মহাজন-শব্দ-বাচ্য নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ পরমোচ্চ আদর্শ পরমোচ্চকণ্ঠে জগতে ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত "দোলো পুঁথি" নহেন, ইনি পরম-নিরপেক্ষ গ্রন্থ। কোন দেশের কোন ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর কখনও লিখিত হয় নাই। আমাদের যোগ্যতা নাই, তাই দুর্ভাগ্যক্রমে অন্যভাবে ভাগবত দর্শন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি! কিন্তু তাই বলিয়া ভাগবতের 'নিরস্তকুহক' সত্যে সঙ্কীর্ণতা থাকিতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দর এই ভাগবত-সত্য প্রচার করিয়া আমাদিগকে 'জুয়াচোর'দের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

আমরা বর্গ ও ঘন বস্তুকে বুঝিতে পারি, কিন্তু যাহার চতুর্থ আয়তন বা পরিসর (fourth dimension) আছে, সেরূপ বস্তুকে আমরা বুঝিতে পারি না—সেই তুরীয়-বস্তুকে আমরা ধারণা করিতে পারি না। Parabolic Curve (ক্ষেপণীক্ষেত্রকার বক্র রেখা) অথবা, two parallel straight lines (সমান্তরাল রেখাদ্বয়) কোথায় গিয়া মিলিত হয়, তাহা আমরা জানি না। মানবজ্ঞানে করণাপাটবদোষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতা রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার-সমূহ দোষচতুষ্টয়-দ্বারা সর্ব্বদা প্রতিহত হইবার যোগ্য। যাকে তাকে 'মহাজন', 'গুরু' বা 'আচার্য্য' বলিয়া জ্ঞান বা বিশ্বাসই চঞ্চলতা।

বাস্তব সত্যবস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা তাঁহারই কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহার দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানাইয়া দিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব নিত্যকাল প্রকাশমান। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোকসমূহ—ভূত-পূজক, পুতুল-পূজক, কাল্পনিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-সমূহের সেবক এবং *তখনই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া* বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত অক্ষজজ্ঞানী পৌত্তলিক ব্যক্তিগণের কথা কিছুতেই শুনিব না।

পৃথিবীর বন্ধন হইতে মোচনকারী, ভোগসুখের আধার-ভূমি অনিত্য স্বর্গ বা স্বাধীনতার প্রদান-কারী লোকগণকে শ্রীভাগবতশাস্ত্র কখনও 'মহাজন' বলেন না; তাঁহারা 'হিংসা-কারী জন'। বৈতানিক কর্ম্ম-নিপুণ অর্থাৎ কর্ম্মের ফলাবটীকারী এক অজ্ঞানান্ধ আর এক অজ্ঞানান্ধকে অন্ধকার-রাজ্যে প্রেরণ করেন। যাহারা কর্ম্মালানে মূঢ় কর্ম্মিগণকে বন্ধন করেন, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিলে আমাদের কখনও সুবিধা হইবে না; তাঁহাদের মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহে প্রলোভিত হইলে আমাদের কখনও নিত্য-মঙ্গল হইবে না। আজ-কাল কলিকাতা-সহরে শুনিতে পাওয়া যায় যে, জুয়াচোরের দল 'মেকীসোনার তাল' দেখাইয়া অনভিজ্ঞ লোককে প্রলোভিত ও পরে তাহার যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে।

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ সংখ্যা ২২৫ পৃষ্ঠার পর

রামায়ণ গ্রন্থ-কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহাকে ইতিহাস বলা যায়। ঐ গ্রন্থ বাল্মীকি রচিত। যে বাল্মীকি ঋষি রামচন্দ্রের সমকালীন ছিলেন। যে রামায়ণ বাল্মীকির নামে এখন প্রচলিত আছে, তাহাই বাস্তবিক বাল্মীকির সম্পূর্ণ রচনা, এমত বোধ হয় না। নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ ও লবকুশের রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ কীর্ত্তন, ইত্যাদি বিচার করিলে বোধ হয়, ঐ গ্রন্থমধ্যে রাম-চরিত্রসূচক অনেক শ্লোক বাল্মীকি-কর্ত্তৃক রচিত হইয়া লবকুশ-কর্ত্তৃক পরিগীত হয়, পরন্তু তাহার অনেক দিন পরে অন্য কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। উহার বর্ত্তমান আকৃতি মহাভারত রচনার পরে প্রচারিত হইয়াছে অনুমান করি, যেহেতু জাবালিকে তিরস্কার করিবার সময় রামচন্দ্র তাঁহার মতকে তুষ্ট শক্যমত * বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান কলেবরটী খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৫০০ বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে। লিখিত আছে, মহাভারত ব্যাসদেবের রচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ব্যাস যুধিষ্ঠিরের সময়ে বেদ বিভাগপূর্ব্বক বেদব্যাস পদবীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকর্ত্তৃক ভারতরচনা হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না। কেননা, ভারতে জন্মেজয় প্রভৃতি তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের বর্ণন আছে। বিশেষতঃ মহাভারতে মানব-শাস্ত্রের উল্লেখ থাকায় মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর খ্রীষ্টের পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়া অনুমতি হয় †। ইহাতে স্থির হয় যে, বেদব্যাস ভারতগ্রন্থের কোন আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যাসান্তর কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরে মহাভারত নামে প্রকাশ হয়। লোমহর্ষণ নামক কোন শূদ্রবংশীয় পণ্ডিত মহাভারতগ্রন্থ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ঋষিদিগের নিকট পাঠ করেন। বোধ হয়, তিনিই মহাভারতের বর্ত্তমান কলেবর সৃষ্টি করেন, কেননা ব্যাসদেবের কৃত ২৪০০ শ্লোক তৎকালে লক্ষ শ্লোক হয়। এখন বিবেচ্য এই যে, লোমহর্ষণ কোন্ সময়ের লোক। কথিত আছে যে, বলদেবের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়; ইহাতে বোধ হয় যে পণ্ডিত ও ভক্ত হইলে শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণ তুল্য মাননীয় হইবে, এই বাক্য দৃঢ়ীকরণার্থে তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজে ঐ আখ্যায়িকার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক ঐ সভা বলদেবের অনেক পরে স্থাপিত হয়। যে রোমহর্ষণ ব্যাসশিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে ঐ সভার বক্তা ছিলেন, ইহাতেও সন্দেহ হয়। বোধ হয়, বলদেবের সময় ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ বৈদিক ইতিহাস ব্যাখ্যা কালে হত হন। কিন্তু তাহার বহুদিন পরে (জনমেজয়ের সভায় বৈশম্পায়নের বক্তৃতার বহুদিন পর) তৎপদস্থ অন্য কোন সৌতি মহাভারত বক্তৃতা করেন। কালক্রমে পূর্ব্ব আখ্যায়িকা ঐ সময়ের ইতিহাসে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের বিশেষ কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান হয় যে, অজাতশত্রুর পূর্ব্বে বার্হদ্রথদিগের পরে সৌতি ১ কর্ত্তৃক মহাভারত কথিত হয়। নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, যেকালে শান্তস্বভাব ঋষিগণ চন্দ্রসূর্য্য-

---

* বর্দ্ধমানাধিপতির আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত সংস্কৃত রামায়ণ দৃষ্টি করুন।

† পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতং।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥
মহাভারতং।

১ ঐ সৌতিই মহাভারত রচনা সম্বন্ধে শেষ ব্যাস। পুষ্কর তীর্থের সন্নিকট অজয়মীর নগরে তাহার নিবাস ছিল যেহেতু তীর্থযাত্রাক্রমবর্ণনে আদৌ পুষ্কর তীর্থ দর্শন করিতে বিধান করিয়াছেন। গ্রঃ কঃ

বংশের লোপ দৃষ্টি করিলেন, তখন ক্ষত্রাভাবে তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রিত মনে করিয়া নিমিষক্ষেত্রের বিজন দেশে বাস করতঃ শাস্ত্রালোচনায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নৈমিষারণ্য সভা সম্বন্ধে আরও একটী অনুমান হয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর নন্দিবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে কোন সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ প্রাবল্য হয়। বৈষ্ণবদিগের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, পারমার্থিক তত্ত্বে সকল মানবেরই অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মতে ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহের মোক্ষধর্ম্মে অধিকার নাই। জন্মান্তরে ব্রাহ্মণজাতিতে উদ্ভূত হইয়া অপর জাতীয় শান্তস্বভাব ব্যক্তিরা মোক্ষানুসন্ধান করিবেন। এই দুই বিরুদ্ধমতের বিবাদ-সূত্রে বৈষ্ণবগণ সূতবংশীয় পণ্ডিতদিগকে উচ্চাসন দান করতঃ নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের পূজনীয়তা প্রদর্শন করান। ঐসভায় অর্থ-বশীভূত সামান্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ব্রহ্মসভা বলিয়া বৈষ্ণবদিগের পোষণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ সকল কর্ম্মকাণ্ডকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সূতকে গুরুরূপে বরণ করতঃ পাপাত্মক কলিকাল পার হইবার একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন *। যে প্রকারেই হউক ঐ সভা ভারত যুদ্ধের অনেক পরে সংস্থাপন হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতরচনার অনতিবিলম্বেই দর্শনশাস্ত্র রচিত হয়। ভারতবর্ষে ৬টী দর্শন প্রবলরূপে প্রচলিত আছে, অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল কাণাদ, মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রই বৌদ্ধমত প্রচারের পর উৎপন্ন হইয়াছে। দার্শনিক ঋষিগণ আদৌ নিজ নিজ গ্রন্থ সূত্ররূপে রচনা করেন। বৈদিক সূত্র সকল যেরূপ স্মরণের সাহায্যের জন্য উদ্ভূত হইয়াছিল, দার্শনিক সূত্র সকল সেরূপ নয়। ব্রাহ্মণেরা যখন বৌদ্ধদিগের প্রবল মতের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন, তখন বেদশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎ সকল প্রথমে রচনা করিয়া যুক্তি ও স্বমত স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ সৌগত, মাধ্যমিক যোগাচার প্রভৃতি স্বমতের দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ন্যায়, পরে সাংখ্য ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে ছয়টী বিচারশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সূত্ররূপে গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক স্বশিষ্যেতর কাহারও হস্তে না পড়ে এরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময় হইতে আন্বিক্ষিকী বিদ্যারূপ কোন বৈদিক ন্যায় তাৎকালিক গোতমঋষি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রচলিত ছিল। কিন্তু আবশ্যক মতে ঐ সামান্য গ্রন্থের স্থলে ব্রাহ্মণেরা গোতমের নামে বর্ত্তমান অক্ষপাত রচনা করেন। সৌগতমত নিরসনার্থে গোতমসূত্রে যত্ন দেখা যায় ‡। কাণাদশাস্ত্র ন্যায়শাস্ত্রের অনুগত। সাংখ্যশাস্ত্রেও বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধ অনেক সিদ্ধান্ত দেখা যায়। পাতঞ্জল মতটী সাংখ্যের অনুগত। জৈমিনীকৃত মীমাংসা বৌদ্ধ নিরস্ত কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ সাধন মাত্র। বেদান্ত শাস্ত্র যদিও সকলের কনিষ্ঠ, তথাপি ইহার মূল উপনিষৎ বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত আন্বিক্ষিকী বিদ্যারই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দর্শনশাস্ত্র সমুদয়ই খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই ৮০০ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

---

* কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেস্মিন্ বৈষ্ণবে বয়ং।
আসীনা দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরেঃ॥
ত্বন্নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং॥

ভাগবতং।

‡ নোৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধেঃ। ন পয়সঃ পরিণাম গুণান্তরপ্রাদুর্ভাবাৎ। —গোতমসূত্রং।

বর্ষারম্ভে

আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা আজ শুভ ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ১ গোবিন্দ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১৫ ফাল্গুন (১৩৮৯), ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৩) সোমবার পত্রিকার ১ম সংখ্যার শুভারম্ভ। ১ মাধব, ১৫ মাঘ পত্রিকার ২২শ বর্ষ ১২ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। ৩ মাধব, ১৭ মাঘ—শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব; ৬ মাধব, ২০ মাঘ—শ্রীল জয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব; ৯ মাধব, ২৩ মাঘ—শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের তিরোভাব; ১১ মাধব, ২৫ মাঘ—ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস; ২১ মাধব, ৫ ফাল্গুন—শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী, শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব, শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিরোভাব; ২৩ মাধব, ৭ ফাল্গুন—মহাবিষ্ণুর অবতার গৌর আনা ঠাকুর শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব; ২৪ মাধব, ৮ ফাল্গুন—শ্রীল মধ্বাচার্য্যের তিরোভাব; ২৫ মাধব, ৯ ফাল্গুন—শ্রীল রামানুজ আচার্য্যের তিরোভাব; ২৬ মাধব, ১০ ফাল্গুন শ্রীভৈমী একাদশী; ২৭ মাধব, ১১ ফাল্গুন—শ্রীবরাহ দ্বাদশী বা শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব; ২৮ মাধব, ১২ ফাল্গুন—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-ত্রয়োদশী এবং ৩০ মাধব, ১৪ ফাল্গুন—শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শুভাবির্ভাব—মাঘী পূর্ণিমা তিথি। এই সকল শুভ বাসরে আমরা শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমা শংসন-মুখে শ্রীচৈতন্যবাণীর সুখোৎপাদনে যথাসামর্থ্য চেষ্টান্বিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়াছি।

বর্ষারম্ভে শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনের স্মরণমুখে আমরা যাবতীয় ভক্তিবিঘ্ন অপসারণপূর্ব্বক কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবাবাঞ্ছাপূর্ত্তির মহতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্মের মাধ্যমেই কৃষ্ণকৃপা অবতরণ করেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥"

সেব্য বিষয়বিগ্রহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সেবক আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। এজন্য শ্রীগুরু পাদপদ্মকে "শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তুতে" বলিয়া প্রণাম জানান হইয়াছে। শ্রীগৌরকৃপার অপ্রাকৃত মূর্ত্তবিগ্রহ—শ্রীগুরুদেব অর্থাৎ শ্রীগৌরকৃপাই শ্রীগুরুরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত আমাদের সাধনভজনাদি সকল প্রয়াসই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে সমর্পিতাত্ম হইয়া শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্টপালনে যত্নবান্ হইলেই শিষ্য গুরুপাদপদ্মের স্নেহ-প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। বিদেহরাজ নিমির আত্যন্তিক মঙ্গল-বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রথম যোগেন্দ্র কবি বলিতেছেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং **গুরুদেবতাত্মা**॥

—ভাঃ ১১।২।৩৭

অর্থাৎ ভগবদ্ বিমুখ জীবের ভগবন্মায়াবলে ভগবৎ-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহা হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি-রূপ বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া পড়ে, তাহা হইতে উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ যাবতীয় ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি 'গুরুদেবতাত্মা' হইয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে আরাধ্য দেবতা ও আত্মা বা প্রিয়তম জ্ঞানে কামনান্তররহিত হইয়া অনন্যভক্তি-সহকারে সেই ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন।

শ্রীগুরুভক্তিতেই যাবতীয় ভক্তিসদাচার পালিত

হয়, গুরুদত্ত মন্ত্রের সম্যক্ পুরশ্চরণ সংসাধিত হয়। শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ-ক্রমেই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব অপ্রসন্ন হইলে কোটি কোটি জন্মের সাধন-ভজনেও ভগবৎপ্রসাদ লাভ করা যায় না। গুরু-কৃপাবলেই বিষয় অনল নির্ব্বাপিত হইয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দ-নামে রতি বর্দ্ধিত হয়। সাধনভজন যাহা কিছু সমস্তই গুরুভক্তিমূলক। গুরুসেবা বাদ দিয়া সাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ দুরাশা—বাতুলতা মাত্র। এজন্য আদৌ গুরুপাদাশ্রয়, তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা-শিক্ষালাভ করতঃ বিশ্রম্ভ অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে গুরুসেবাফলে গুরুকৃপা-ক্রমেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রগাঢ় প্রীতিমূলা প্রেমভক্তি লাভ সম্ভব হইয়া থাকে। ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।"

"শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ সেই মোর মন্ত্রজপ
সেই মোর ধরম করম॥"

শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৪

অর্থাৎ প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া পরে আমার পূজা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। অন্যথায় পূজা ফলবতী হয় না।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিতেছেন—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার দেবতার প্রতি পরমা ভক্তি আছে এবং দেবতার প্রতি যেরূপ, গুরুদেবের প্রতিও যাহার সেইরূপ ভক্তি, সেই মহাত্মারই মৎকথিত পুরুষার্থ বোধগম্য হইতে পারে। [অর্থাৎ প্রকৃত পুরুষার্থ—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীগুরুভক্তিবলে সেই পরম প্রয়োজন প্রেমসম্পল্লাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির বিষয় হয়।]

শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া কহিতেছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

—ভাঃ ১১।১৭।২৭

অর্থাৎ হে উদ্ধব, আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে। কদাচ আচার্য্যের অবমাননা করিবে না। [সঃ টীঃ নাসূয়েত মা দোষদৃষ্টিং কুর্য্যাৎ] মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল মানবজ্ঞানে কদাচ তৎপ্রতি অসূয়া প্রকাশ অর্থাৎ অনাদর প্রকাশ বা দোষদৃষ্টি করিবে না। কারণ গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।

শ্রীকৃষ্ণ তদীয় সখা সুদামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)—

"নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥"

অর্থাৎ সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুসেবা দ্বারা যেরূপ প্রীত হই, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম ধর্ম্মেও তাদৃশ তুষ্ট হই না। [সঃ টীঃ ইজ্যা যজ্ঞো গার্হস্থ্য ধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্ট জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে তাভ্যাং। তথা তপসা বানপ্রস্থ-ধর্ম্মেণ বা অহং পরমেশ্বরস্তথা নতুষ্যেয়ং যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া।]

ঐ শ্রীভাগবত সপ্তম স্কন্ধে নারদোক্তিতে আছে—

যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং শ্রুতস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

অর্থাৎ হে রাজন! সাক্ষাদ্ ভগবদভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহস্বরূপ দিব্যজ্ঞানালোকপ্রদাতা গুরুদেবে মনুষ্যজ্ঞান-রূপ অসদ্‌বুদ্ধি করিলে সে ব্যক্তির অখিল শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়।

মনুস্মৃতিতে কথিত আছে—

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥

অর্থাৎ অজ্ঞানকেই বালক বলা যায়, মন্ত্রদাতাই পিতা শব্দে অভিহিত হন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন অজ্ঞান ব্যক্তি নিঃসন্দেহেই বালক এবং মন্ত্রদাতাই পিতা সন্দেহ নাই।

আরও কথিত আছে—

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ সদা॥"

অর্থাৎ গুরুদেবই ব্রহ্মা, গুরুদেবই বিষ্ণু, গুরুদেবই মহেশ্বর এবং গুরুদেবই পরব্রহ্ম, সুতরাং সর্ব্বদা গুরুদেবের সম্যক্ পূজা বিধান করিবে।

[টীঃ সম্পূজয়েদ্‌গুরুমেব]

শ্রীগুরুদেবই পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম। বিষ্ণুধর্ম্মে ও শ্রীভাগবতে হরিশ্চন্দ্রোক্তিতে আছে যে,—

"গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমং।
তস্মাদ্ ধর্ম্মাৎ পরোধর্ম্মঃ পবিত্রং নৈব বিদ্যতে॥
কামক্রোধাদিকং যদ্‌যদাত্মনোঽনিষ্টকারণং।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥"

অর্থাৎ গুরুসেবাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম তদপেক্ষা উত্তম অথবা পবিত্র ধর্ম্ম আর নাই। গুরুদেবে ভক্তি থাকিলে আত্মার অনিষ্টকারক কামক্রোধাদিকে পুরুষ অনায়াসেই জয় করিতে পারিবে।

যাহা মন্ত্র, তাহাই গুরুস্বরূপ, যিনি গুরু, তিনিই সাক্ষাৎ হরি অর্থাৎ শ্রীহরির প্রিয়তম, শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি প্রীত থাকেন, শ্রীহরিও তাঁহার প্রতি প্রীত হন। যে সকল ব্যক্তি গুরুদেবকে পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবোধে নিরন্তর অর্চ্চনা করেন তিনি ভগবদ্ধামের অতিথি হন।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

অর্থাৎ শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব ত্রাণ করেন। কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই পরিত্রাতা নাই। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুদেবের প্রসন্নতা সম্পাদন করিবে।

শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, গুরুদেব শিষ্যের কল্যাণার্থ তাড়ন ভর্ৎসন, এমনকি প্রহার করিলেও বা অভিশাপ দিলেও অথবা বিরুদ্ধ বা রুষ্ট হইলেও শিষ্য তৎপ্রতি ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক তৎ পাদপদ্ম পূজা হইতে কখনই বিরত হইবেন না। সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুদেবের প্রসন্নতা সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। যে-সকল ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত কিম্বা বেদবিহিত সদ্‌গুরুকে বিসর্জ্জন করে; তাহারা অতীব — কৃতঘ্ন, তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে মাংসাশী পশুপক্ষিগণও তাহাদিগকে ভোজন করে না। যে ব্যক্তি একবার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার সেই গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে মহানরাধম, কোটিকল্পকাল যাবৎ তাহাকে নরকে পচ্যমান হইতে হয়। তবে গুরুদেব নামাপরাধে হতজ্ঞান হইয়া অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বা মায়াবাদাদি মহাদোষলিপ্ত হইলে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ে ভজন করিতে হয়। পঞ্চরাত্রে কথিত আছে—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

অর্থাৎ অবৈষ্ণব বা অভক্তসমীপে মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। পুনর্ব্বার যথাবিধি বৈষ্ণব গুরুসকাশে মন্ত্র গ্রহণ করা তাহার কর্ত্তব্য। সুতরাং গুরুকরণ সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে ভবিষ্যতে ঐরূপ কোন অশান্তিকর ব্যাপার উপস্থিত না হয়।

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে—

যে সমস্ত পাপিষ্ঠ নরাধম গুরুদেবের আদেশ রক্ষা বা পালন না করে, হে মুনিপ্রবর, তাহাদিগের নরক-যাতনা হইতে পরিত্রাণ নাই। গুরুবর্গের আরাধনা করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অবমাননা করিলে শিষ্যদিগের স্ত্রী, পুত্র, মিত্র ও সম্পত্তি সমস্তই বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞানতা নিবন্ধন গুরুদেবকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহারা শতজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। নিরন্তর পাপাচরণকারী গুরুদ্রোহী মূঢ়গণের যে কিঞ্চিৎ সুকৃত বা পুণ্য থাকে, তাহাও নিশ্চিতই দুষ্কৃত বা পাপ বলিয়া গণনীয় হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কৃষ্ণাভিন্ন

প্রকাশবিগ্রহ জ্ঞানে সর্ব্বপ্রথমে পূজা করিয়া তিনের অন্যূন অযুগ্ম প্রণতি করিবেন। শ্রীব্যাসবাক্যে আছে—ব্যত্যস্তহস্তে অর্থাৎ হস্তদ্বয় উল্টাপাল্টা করত শ্রীগুরুদেবের চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিবে। বাম হস্তে বামপদ ও দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণপদ স্পর্শ করিতে হইবে।

এইপ্রকারে শাস্ত্রে গুরুভক্তির কথা প্রচুর পরিমাণে কথিত হইয়াছে। শিষ্য গুরুদেবে অচলাভক্তি রাখিয়া দেবতাগণকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অগ্রেই শীঘ্র শীঘ্র হরিপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়, এজন্য পরশ্রীকাতর দেবতাগণও সাধকের গুরুভক্তি মন্দীভূত করিয়া দিয়া থাকেন। তথাপি নিষ্কপট গুরুসেবকগণকে শ্রীহরিই সকল বিঘ্ন বিমুক্ত করিয়া দেন।

আগামী ৫ গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন—আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব তিথি পূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শুভবাসর। স্বয়ং শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইঙ্গিতক্রমে শ্রীব্যাসপূজার মহান আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই ত' সমগ্র জীবসত্তার আদিগুরু। "হেন নিতাই বিনা ভাই, শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।" তাই নিত্যানন্দ প্রভুই গুরুপূজার সৌভাগ্য প্রদান করিয়া হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌরাবির্ভাব উপলব্ধির সৌভাগ্য প্রদান করেন। আগামী ২৯ গোবিন্দ, ১৩ই চৈত্র শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসী।

আবার আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি যেমন, অস্মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি পূজাবাসর শ্রীউত্থান একাদশী শুভবাসরে, তাঁহার তিরোভাব তিথিও তেমন আগামী ১৬ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন অস্মদীয় পরমেষ্ঠী গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি-পূজাবাসরে। ঐ দিবস আবার শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীরও তিরোভাব তিথি, অপূর্ব্ব সমাবেশ। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল মাধব গোস্বামিপাদের শ্রীশৈলীমূর্ত্তি ও সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসবও আগামী ২২ গোবিন্দ, ৬ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ সোমবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বহু ভক্তসমাগমে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইবে। উহার পরদিবস ৭ই চৈত্র সন্ধ্যায় আমাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব এবং ৮ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্ত ষোলক্রোশ নবদ্বীপধাম পরিক্রমা। ঐ ১২ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর অধিবাস, ১৩ই চৈত্র শ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং ১৪ই চৈত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব—৪৯৭ গৌরাব্দের শুভারম্ভ।

তাই আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিকী কৃপা প্রার্থনা-মূলে আমাদের শ্রীপত্রিকার ত্রয়োবিংশ বর্ষের শুভারম্ভ ঘোষণা করিতেছি, শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধন করিয়া—সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র নিষ্কপট সেবায় উৎসাহ উদ্যম ও যোগ্যতা নিত্যনবনবায়মানভাবে সম্বর্দ্ধিত করুন; আমরা যেন শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা-চেষ্টাদ্বারা সেই বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ তাঁহার আন্তরসুখ বিধানে সমর্থ হই, ইহাই তচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা। আমাদের শ্রীপত্রিকার গ্রাহক গ্রাহিকাগণকেও আমরা আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহারাও কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তনে নব নব উৎসাহ প্রদান করুন—সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু।

আমি কে?

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, রাইপুর]

প্রথমেই আমাদিগকে জানিতে হইবে—আমি কে? তৎপরে আমাদের কর্ত্তব্য কি?—তাহা সহজেই জানা যাইবে। আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি—আমরা জীব, আমরা ভগবান্ নহি। আমরা ভগবানের সন্তান বা সেবক। জীব আমরা চেতন কিন্তু দেহ বা জগৎ জড়, অচেতন বা প্রাকৃত। জীব নিত্য বস্তু, দেহ সৃষ্ট বস্তু ও অনিত্য বস্তু। জীব আমি দেহী, আমি দেহ নহি। যেমন গৃহ ও গৃহী এক নহে, তদ্রূপ দেহ ও দেহী এক নহে। দেহী আমি—জীব, আত্মা কিন্তু দেহ—অনাত্মবস্তু, সৃষ্টবস্তু, জড়-বস্তু। জীব অণুচেতন বলিয়া ক্ষুদ্রবস্তু কিন্তু ভগবান বিভুচেতন বলিয়া বৃহদ্‌বস্তু।

আমরা ভগবৎ-সেবক। ভগবান্ কৃষ্ণ আমাদের নিত্য প্রভু, নিত্য উপাস্য ও নিত্য পিতা। এজন্য কৃষ্ণসেবাই জীব আমাদের নিত্য ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য, কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম কিছু নাই।

জীব আমরা কৃষ্ণসেবক—ইহাই দিব্যজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আর ইহা না জানাই অজ্ঞানতা। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই এই দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় এবং অজ্ঞানতা দূর হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

জীবের স্বরূপ কি?—ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ)

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ও কৃষ্ণের ভেদাভেদপ্রকাশ। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া আর কাহারও দাস নহে।

শাস্ত্র বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ—আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব—তাঁর সেবকানুচর॥
জীবের স্বরূপ—কৃষ্ণদাস-অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥
কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে কৃষ্ণদাস॥
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ শক্তিমান্ আর জীব কৃষ্ণশক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণ-সেবক। জীবের স্বরূপ-বিচারে পাই—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। আর কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচারে আমরা পাই—সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ হন জীবের নিত্যপ্রভু।

পদ্মপুরাণ বলেন—

অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণোচ্যতে।
মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ওঁ বা প্রণবের ব্যাখ্যায় আমরা পাই—অ-কার অর্থে বিষ্ণু, উ-কার অর্থে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং ম-কার অর্থে তাঁহার দাস জীব। সুতরাং জীব ভগবানের সেবক—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

শাস্ত্র বলেন—

অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক-নায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥

অ-কার অর্থে কৃষ্ণ, উ-কার অর্থে রাধা এবং ম-কার অর্থে জীব।

পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥

শ্রীনারায়ণই জগতের প্রভু, ঈশ্বর ও নিয়ামক। জগতের স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবই ভগবানের দাস।

'দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাণ্ডসকলং জগৎ।'

(ঐ)

ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা এবং অন্যান্য সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক।

ম-কারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥

(পদ্মপুরাণ)

জীব একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরিরই দাস, কদাপি অন্য কাহারও দাস বা সেবক নহে।

জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, জীব স্বরূপশক্তি বা মায়াশক্তি নহে। তটস্থা অর্থে মধ্যবর্ত্তিনী।

জীব স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নয় বলিয়া জীবকে তটস্থা শক্তি বলে।

জীব কৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদ-তত্ত্ব। কৃষ্ণ চেতন এবং জীবও চেতন; উভয়েই চেতন বলিয়া চেতন-ধর্ম্ম বশতঃ জীব ও কৃষ্ণে অভেদ। কিন্তু কৃষ্ণ বিভুচেতন আর জীব অণুচেতন, এখানেই কৃষ্ণে ও জীবে ভেদ। কৃষ্ণ—বৃহদ্‌বস্তু, কিন্তু জীব অণুবস্তু। কৃষ্ণ—স্বাধীন, স্বতন্ত্র কিন্তু জীব কৃষ্ণের অধীন। কৃষ্ণ মায়াধীশ কিন্তু জীব মায়াবশ, এখানেই কৃষ্ণে ও জীবে ভেদ। শাস্ত্র বলেন—

'মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।' (চৈঃ চঃ)

যজুর্ব্বেদ বলেন—

নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

(নারায়ণোপনিষৎ)

ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হইতেই ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, কালী, দুর্গা, সূর্য্য, অন্যান্য দেবতা, ঋষিগণ এবং অন্যান্য সকল জীবই প্রকাশিত হইয়াছেন।

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।'

অর্থাৎ আমিই সকলের উৎপত্তি-স্থান ও সকলের একমাত্র প্রভু ও চালক বলিয়া সকলেই আমার সেবক।

শাস্ত্র বলেন—(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ অন্তর।
ধরণী ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥
শঙ্কর-নারদ আদি যাঁর দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥
বেদে ভাগবতে কহে দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি' রমা, অজ, ভবের যতন।
হেন দাস্য-যোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ মাগি খায়॥

শাস্ত্র আরও বলেন—

নাস্তি দাস্যাৎ পরং শ্রেয়ো নাস্তি দাস্যাৎ পরং পদম্।
নাস্তি দাস্যাৎ পরো লাভো নাস্তি দাস্যাৎ পরং সুখম্॥

(হরিভক্তি-কল্পলতিকা)

কৃষ্ণদাস্যের ন্যায় এমন মঙ্গল আর কিছু নাই। কৃষ্ণদাস্যের ন্যায় এত লাভ আর কিছুতে হয় না এবং কৃষ্ণদাস্যের ন্যায় এত সুখও আর কিছুতে নাই।

শাস্ত্র বলেন—

জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥

(হরিভক্তিবিলাস)

সহস্র সহস্র জন্মের পর যদি ভাগ্যক্রমে 'আমি কৃষ্ণের দাস' এরূপ সুবুদ্ধি বা দিব্যজ্ঞান কাহারও হয়, তাহা হইলে সেই মহাভাগ্যবান্ সজ্জন নিজে ত' সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভগবান্‌কে লাভ করেনই, এমন কি তিনি এই দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জগতের সকলকেই সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন। কৃষ্ণদাস্যের এত অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য!

শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'আস্তাং তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ, কেবল-ভগবদ্দাস-অভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি।'

'ভগবদ্ভজন ত' দূরের কথা, কেবলমাত্র ভগবদ্দাস-অভিমান হইলেই জীবের অনায়াসে সিদ্ধি অর্থাৎ ভগবৎ-

প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যজুর্ব্বেদ বলেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

(যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে। অতএব সকলেই যে কৃষ্ণের সন্তান বা সেবক, তাহা সহজেই অনুভবনীয়।

শ্রুতি আরও বলেন—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' হে বিশ্ববাসী জীবগণ, তোমরা সকলেই অমৃতের পুত্র অর্থাৎ শ্রীহরির নিত্যসেবক।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি অথবা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী নহি; কিন্তু আমি পরমানন্দমূর্ত্তি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩২-৩৪)

শ্রীবলদেব, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, অন্যান্য অবতারগণ, শ্রীনন্দাদি গুরুজন সকলেই দাস-অভিমানে কৃষ্ণসেবায় তন্ময়।

শাস্ত্র বলেন—

ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি অদ্বৈত তাঁর নাম॥

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস-অভিমান॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও—জীবে উপদেশ করে॥

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর॥
এসব পণ্ডিত লোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥

এইমত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে—হও চৈতন্যের দাস॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥

শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার॥
শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন, কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥
যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী-অভিমান॥
তাঁ-সবার কথা রহু, শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা॥

তেঁহো যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥
আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব অবতংস॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ গুণ লীলা গায়, নাচে নিরন্তর॥
পিতা মাতা গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে, সবে তাঁর দাস।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ॥

(চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র বলেন—'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস এবং কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু।' কিন্তু যারা এই শাস্ত্রবাক্য স্বীকার করে না, তাহাদের সংসার দুঃখ অনিবার্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৫।৩)—যাহারা নিজ জন্ম দাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না তাহাদের অধঃপতন হইয়া থাকে।

চৈঃ চঃ আদি ৬।৭৩ **শ্রীবিশ্বনাথটীকা**—এই অধঃপতন কিরূপ? অজ্ঞ ও বিজ্ঞের অধঃপতন একরূপ নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতা-বশতঃ হরিভজন করে না বলিয়া তাহাদের জন্মমৃত্যু রূপ সংসার হইতে মুক্তি হয় না, দেহান্তে তাহাদের পুনর্জন্ম হয়। আর যাহারা জানিয়া-শুনিয়াও হরিভজন না করিয়া ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে, সেই অপরাধে তাহাদিগকে ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

শাস্ত্র বলেন—

চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥
এত বলি' নাচে গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈয়া সুস্থির॥
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥ (চৈঃ চঃ)

অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তবে তাঁহার দাসাভিমান কেন? তদুত্তর এই যে—অংশীর গুণ অংশে থাকিবেই। অংশী শ্রীবলদেবের দাসাভিমান বা ভক্ত-অভিমান আছে বলিয়াই তাঁহার অংশ অদ্বৈতাচার্য্যের দাসাভিমান হওয়া স্বাভাবিক।

তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ॥
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥

(চৈঃ চঃ)

কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অবতার বা অংশ বলিয়া তাঁহার হৃদয়েও ভক্তভাব আছে।

শ্রীবলরামাদি ঈশ্বর হইয়াও কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন এবং দাস্যসুখে মত্ত হইয়া আত্মহারা হন। অন্য ত' দূরের কথা, স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য ভক্তভাব গ্রহণ করেন। কারণ ভক্তভাব ব্যতীত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন হয় না।

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥

নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
(চৈঃ চঃ)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৭।২৬ শ্রুতিস্তবব্যাখ্যা-ধৃত শ্লোক)

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতাংশ-সদৃশ স্বরূপই জীবের সূক্ষ্ম স্বরূপ। জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর)

কেশাগ্রের শতভাগকে শতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

আমরা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে জানিলাম—স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-মূর্ত্তি, আনন্দের সাগর; জীব আমরা সেই আনন্দের সন্তান।

প্রশ্ন—আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের সেবক জীব আমাদের এত দুঃখ কি করিয়া হইল এবং এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির উপায়ই বা কি?—শ্রীল সনাতন প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বলিতেছেন—

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
(ভাঃ ১১।২।৩৭)

অভয়বস্তু ভগবান্‌কে ভুলিয়া অনিত্য বস্তুর চিন্তা প্রবল হওয়ার জন্যই আমাদের ভয়, চিন্তা ও দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মানুষ যখন ভগবান্‌কে ভুলিয়া যায় তখন মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে। তখন 'আমি কৃষ্ণদাস'—ইহা বিস্মৃত হওয়ার জন্যই জাগতিক অভিমান বা কর্ত্তাভিমান আসে। কৃষ্ণকে ভুলিয়া এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গফলে যদি কোন কৃষ্ণবিমুখ জীব সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক গুরুকে ঈশ্বর ও প্রিয় জানিয়া তন্নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কৃষ্ণ-ভজন করে, তবেই সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্ত দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও সুখী হয়।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ

জীব ভগবানের দাস বলিয়া দাস্য ব্যতীত কেহই কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না ও পারিবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
(ভাঃ ১১।১৪।২০)

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তি অর্থাৎ দাস্য দ্বারাই লভ্য হন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্লোকের অর্থে বলিয়াছেন—

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তি-রস॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৭৫)

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
(ঐ ২১)

ভক্তগণের প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তির দ্বারাই লভ্য হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৩ চৈত্র, ১৩৮৯, ২৮ মার্চ্চ, ১৯৮৩ সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

— কার্য্যতালিকা —

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যাবলীর অনুমোদন।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) হিসাব পরীক্ষকের (Auditor এর) দ্বারা পরীক্ষিত ১৯৭৮-৭৯ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের অনুমোদন। ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ ও ১৯৮১-৮২ সালের জন্য অডিটর নিয়োগ সম্বন্ধে কলিকাতা মঠে গভর্ণিংবডির ৩১ জানুয়ারী, ১৯৮৩ তারিখের সিদ্ধান্তানুসারে পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য অডিটর নিয়োগ।

(৬) গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা এবং আবশ্যকবোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তি বিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

যশড়ায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা—শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গত ৩ মাঘ (১৩৮৯), ১৭ জানুয়ারী (১৯৮৩) সোমবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের তিরোভাব তিথিপূজা মহোৎসব তাঁহাদের পরমপূত চরিতামৃত ও মহতী শিক্ষা কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে গত ২ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী রবিবার দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী মঠসেবক সমভিব্যাহারে সন্ধ্যায় যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভাগমন করেন। তাঁহারা শ্রীমন্দিরে পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন—মঠসেবকগণের পক্ষ হইতে স্থানীয় ভক্তবর শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বা সর্ব্বজনবিদিত পাঁচু ঠাকুর, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ দাস প্রভৃতি। শোভাযাত্রা শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বাহির হইয়া যশড়া ও চাকদহ গ্রামের বিভিন্ন পাড়া এবং কাঁঠালপুলিস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। কৃষ্ণনগর শাখামঠ হইতে আগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন। কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীল লক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী।

৩ মাঘ, ১৭।১।৮৩ সোমবার শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা মহোৎসব। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় ভাষণ দান করেন—প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং কৃষ্ণনগর-মঠরক্ষক অধ্যাপক পণ্ডিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পবিত্র চরিত্র ও শিক্ষামৃত সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা হয়। বিরহসূচক কীর্ত্তনাদিও হইয়াছিল। এদিকে শ্রীমন্দিরেও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ভক্তবর শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা ও বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজাদি বিষয়ে মঠসেবকগণও প্রচুর সহায়তা করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর সমবেত অগণিত ভক্ত নরনারী মহানন্দে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীগজন্নাথ দেবের অনন্ত মহিমা। ইনি শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে রত্নসিংহাসনে পূজিত সাক্ষাৎ সেই শ্রীজগন্নাথদেব, তাঁহার পরমভক্ত শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক এই যশড়া শ্রীপাটে শুভবিজয় করিয়াছেন। এজন্য যশড়া সাক্ষাৎ সেই শ্রীজগন্নাথ-ধাম। অধুনা তিনিই কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার পরমভক্ত শ্রীপাদ্ মাধব মহারাজকে তাঁহার সেবাভার অর্পণ করেন। তিনি আবার তৎপ্রিয় শিষ্য বর্ত্তমান মঠাচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে সেই সেবাভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল তীর্থ মহারাজ বিশেষ যত্নের সহিত সেই সেবা পরিচালনা করিতেছেন।

রাত্রিতে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। আচার্য্যদেব, শ্রীল দামোদর মহারাজ ও পূজনীয় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন। শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন করেন।

দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দিবসপঞ্চকব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব

গত ২৭ নারায়ণ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ১২ই মাঘ (১৩৮৯), ২৬ জানুয়ারী বুধবার শুক্লা দ্বাদশী হইতে ২ মাধব, ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী রবিবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পঞ্চদিবসব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা এবং রবিবার দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে সভার শুভারম্ভ হয়। প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলে। [সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যথাক্রমে—(১) ভবসমুদ্র উত্তরণের উপায়, (২) শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, (৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অসমোর্দ্ধ বৈশিষ্ট্য, (৪) সনাতনধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও (৫) নামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোত্তমতা।]

সভাপতিত্ব করেন—১ম দিবস—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মদনমোহন গোস্বামী এম্-এ, পি এইচ-ডি; ২য় দিবস—সভাপতি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও প্রধান অতিথি—কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীগণেন্দ্র নারায়ণ রায়; ৩য় দিবস—সভাপতি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি ও কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী নীল চন্দ্র চৌধুরী; ৪র্থ দিবস—সভাপতি—শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট; ৫ম দিবস—সভাপতি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য এবং প্রধান অতিথি—বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডঃ নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দান করেন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ (হিন্দীভাষায়), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহই ভাষণ ও ধন্যবাদ দান করেন।

১৪ মাঘ শুক্রবার পূর্ণিমাতিথি চতুর্দ্দশী বিদ্ধা থাকায় ১৫ই মাঘ শনিবার শ্রীমন্দিরে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদিত হয়। এই দিবস মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর অগণিত ভক্ত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অভিষেক সময়ে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিয়াছিল।

১৬ মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে সুরম্য রথারোহণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের ও রথরজ্জু আকর্ষণের সৌভাগ্য প্রদান করিয়া সন্ধ্যায় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ শ্রীবিগ্রহগণের রথে অবস্থান কালে ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি যাবতীয় সেবা সম্পাদন করেন। তিনি প্রত্যহ সান্ধ্য সভায় তাঁহার সুকণ্ঠনিঃসৃত কীর্ত্তনদ্বারাও শ্রোতৃবৃন্দের প্রচুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

সোমড়া বাজারে বিরাট্ ধর্ম্মসভা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের অন্যতম প্রিয়শিষ্য ভক্তবর শ্রীমদ্ বিমল চন্দ্র ধর (দীক্ষানাম শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর প্রসাদ দাসাধিকারী) মহোদয়ের বিশেষ প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ৪ঠা মাঘ (১৩৮৯), ইং ১৮ই জানুয়ারী (১৯৮৩) মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে যশড়া (শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উৎসব সম্পন্ন করিয়া) হইতে যাত্রা করতঃ নৌকাযোগে বলাগড় খেয়াঘাট ও তথা হইতে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সোমড়াবাজারস্থ (জেলা হুগলী) উক্ত শ্রীবিশ্বম্ভর প্রসাদ প্রভুর বাসভবনে শুভবিজয় করেন। বিশ্বম্ভর প্রভুর সগোষ্ঠী বৈষ্ণবসেবা-তৎপরতা শতমুখে প্রশংসার্হ ও মহান আদর্শস্থানীয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত, বহুদিবসব্যাপী কলিকাতার একটি কলেজে অধ্যাপনা করিয়া বর্ত্তমানে একটি লিমিটেড কোম্পানীর তত্ত্বাবধায়ক। এতৎসূত্রে তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে হয়। ত্রিতলস্থ একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার ঠাকুরঘর বিরাজিত। তত্রস্থ সুরম্য সিংহাসন, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের শৃঙ্গার ও পূজার সজ্জাদি তাঁহার অন্তর্হৃদয়ের ভক্ত্যুন্মুখী প্রবৃত্তির অভিব্যঞ্জক। তিনি অনেক ভক্তিশাস্ত্রও অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারী দুই দিবসই সন্ধ্যায় বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও নামসংকীর্ত্তন। উভয় দিবসই শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল দামোদর মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন। আচার্য্যদেবের ভাষণই অধিককাল-ব্যাপী হইয়াছিল এবং তাহা শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ হৃৎকর্ণ-রসায়ন হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিবস বুধবার সকালেও শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর প্রভুর সৌজন্য ও কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবসেবাচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। আমরা ভগবচ্চরণে সগোষ্ঠী তাঁহার ভক্তিময় দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—ধনী নির্ধন—সকলেই যাহাতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত আস্বাদন করিয়া সুখ লাভ করিতে পারেন, এজন্য আমরা দীর্ঘকাল-যাবৎ আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬ টাকা করিয়াই গ্রহণ করিতেছিলাম। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কাগজের মূল্য ও ডাকমাশুল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমরা উক্ত ৬ টাকা ভিক্ষাই বজায় রাখিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও ডাকমাশুলের হার অভাবনীয়রূপে তিনগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ২৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ৬ টাকা হইতে ৮ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন যাঁহাদের নিকট ভিক্ষার টাকা বাকী রহিয়াছে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২২শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ৬ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৩শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ৮ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি

বিনীত নিবেদক—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা ঃ—নদীয়া
২৩ দামোদর, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ;
৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯; ২৪ নভেম্বর, ১৯৮২

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও অত্র শ্রীমঠে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু, ১৪ চৈত্র, ২৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও ২৯ গোবিন্দ, ১৩ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং তৎপরদিবস মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক
গভর্ণিং বডি পক্ষে—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের

শ্রীসমাধি-মন্দিরে তদীয়

শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পোঃ—শ্রীমায়াপুর, জিলা ঃ—নদীয়া

(রেজিষ্টার্ড) ২৮ মাধব, ৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ;

ঈশোদ্যান ১২ ফাল্গুন, ১৩৮৯ ; ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় রূপানুগপ্রিয়ায় চ।
শ্রীমতে ভক্তিদয়িত মাধবস্বামিনামিনে ॥"

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ মূল শ্রীচৈতন্য মঠ ও বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট **ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** শ্রীসমাধিমন্দিরে তদীয় শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা মহোৎসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিং বডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থনামুখে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন সহযোগে আগামী ২২ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ সোমবার গৌরসপ্তমী তিথি-বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে সুসম্পন্ন হইবে।

অতএব মহাশয়/মহাশয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠ-রক্ষক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত ,, ৩.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র

১৩৮৯

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৮৯

২৩শ বর্ষ } ২ বিষ্ণু, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, বুধবার, ৩০ মার্চ্চ, ১৯৮৩ { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর

"চেতো-দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয়রূপ ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, সেই ভোগোন্মুখ চিত্তে বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছেন না। যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের লোকের প্রতি আমাদের 'ছোট' বলিয়া জ্ঞান থাকিবে, যেকাল-পর্য্যন্ত জগতের সকল লোকেরাই স্বরূপতঃ হরিভজন করিতেছেন—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ পঃ)—"সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে"—এই আত্মস্বরূপ-প্রতীতিটী উদিত না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

একমাত্র কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই—ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ-কারী; শ্রেয়ঃকুমুদ-বিকাশিনী পরমস্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার বিস্তারকারী অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনেই চরম-শ্রেয়ো-লাভ হয়।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন—বিদ্যা-বধূজীবন-স্বরূপ। লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষ কথা—"শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তন"। পরবিদ্যা-শ্রিত পণ্ডিত না হইলে হরিনাম-কীর্ত্তন হয় না। যাঁহারা জড়-জগতে 'বড়' হইতে অভিলাষী, স্বর্গ-সুখ লাভ করিবার প্রয়াসী, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা 'পণ্ডিত' নহেন। আমাদের দুর্ভাগা দেশের এখন ধারণা যে, যাঁহারা লেখাপড়া জানে না, যাঁহারা—স্ত্রীলোক, ছোট-জাতি, অতি-সহজেই চোখে জলবাহিরকারী প্রাকৃতসহজিয়া, অলস লোক, অবসর-প্রাপ্ত লোক (retired men), তাঁহাদের জন্যই হরি-কীর্ত্তন (?)! অথবা, যাঁহারা ব্যবসায় করিবার জন্য, উদরভরণের জন্য, সুর-তাল-মান-লয় দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য 'দশা'য় পড়ে, ভাবপ্রবণতা (emotion) দেখায়, তাঁহারাই 'কীর্ত্তনীয়া' এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত ব্যাপারই—'কীর্ত্তন'! কিন্তু ঐগুলি কখনও 'হরিকীর্ত্তন' নহে; ঐগুলি ব্যবসায়—মায়ার কীর্ত্তন। যাহারা জহরৎ চিনে না, তাহাদিগকে যেমন প্রতারক ব্যবসায়ী কাচ দিয়া ঠকাইয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধারণ অজ্ঞ মুর্খ লোক-

গণকেও ব্যবসায়িগণ সুর, মান, লয়, তাল দেখাইয়া কৃষ্ণেতর গীতকে 'হরিনাম' বলিয়া প্রতারণা করে।

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনফলে কৃষ্ণসেবানন্দ অনুক্ষণ বৃদ্ধি এবং পদে পদে কৃষ্ণপ্রেমামৃতের আস্বাদ-লাভ হইতে থাকে। কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-ফলেই সর্ব্বাত্মার স্নান-লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা তাহার ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি আবার কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয়ও নিশ্চয়ই 'হরিনাম' নহে বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীহরিই একমাত্র সম্যক্‌রূপে নিরন্তর কীর্ত্তনীয়, আর জগতের যত অভিধেয়ের কথা আছে, উহাদের মূল্য —অন্ধ-কপর্দ্দকমাত্র। অন্যান্য অভিধেয়ের কথা উপাধি-দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত সরল ও নিরপেক্ষভাবে এইসকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 'কোন্ কথাটী গ্রহণ করিব'—এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে।

শ্রুতি বলেন,—ভগবান স্বয়ং পরিপূর্ণ চেতনময় বস্তু। অণুচৈতন্য জীব বিভুচৈতন্য হইতে অসংলগ্ন হইয়া যে বিচার করে, তাহা কখনও যথার্থ বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে জীব সেইরূপ চৈতন্যভক্তের নিকট চৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান, তিনিই নিত্য বাস্তব সত্যবস্তু গৌর-কৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতে থাকেন;—তাঁহার আর অন্য কোন কার্য্য থাকে না। শ্রীচৈতন্যদেব জগতের অচেতন জীবের চৈতন্যবৃত্তি উদ্বোধন করিয়া সেই চৈতন্য-বৃত্তির নিকট শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)—

'শেষ-লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানাঞা সবে, বিশ্ব কৈলা ধন্য॥'

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ-নিজ মনোহারী দোকানের পণ্যদ্রব্যসমূহের ক্রেতৃ-সংগ্রহকারী (canvasser), কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন; কারণ, বদান্যতা (charity) ও ক্রেতৃ-সংগ্রহ-চেষ্টা (canvass) 'এক' কথা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর—নিরস্ত-কুহক সত্যের প্রচারক। তিনি বলেন,—বাস্তব-সত্য স্বয়ংই সুকৃতিমান্ জীবের সেবোন্মুখ-বৃত্তির নিকট প্রকাশিত হন, সত্য জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। বন্ধমোক্ষবিৎ শ্রৌতপন্থিগণই—মহাজন, আর তর্কপন্থিগণ—মহাজন নহেন। প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহ—পরস্পর মতভেদযুক্ত, এবং বাস্তব-সত্য-বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকার করাইতে অসমর্থ বলিয়াই এইরূপ গোলমাল—গণ্ডগোল্। কেহ বলিতেছেন,—'সূর্য্য, গণেশ, শক্তি বা নিরীশ্বরতার পূজা করিব।' কেহ বলিতেছেন, 'ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার রুচির—আমার খেয়ালের অনুরূপ হইবেন।' কেহ বা বলিতেছেন,—'ভগবানকে আমি এই মন দিয়াই গড়িয়া লইব, আবার এই মনের দ্বারাই আমার মনগড়া মূর্ত্তিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব।' এইরূপ নানা কুমতবাদ জগতে প্রচলিত আছে।

কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ কথা নহে। চেতন-বৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শুদ্ধভক্তগণের নিকটই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই; কিন্তু অচেতন জাগতিক লোকদের তদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু কার্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ জগতের অন্যান্য লোকের ন্যায় কখনও হিংসার কথা বলেন না। জগতের কর্ম্মবীর বা ধর্ম্মবীরগণ তাৎকালিক অভাব-প্রতীকারের চেষ্টা দেখাইয়াছেন বা দেখাইতেছেন মাত্র। অসত্যকে 'সত্য' মনে করিয়া লইয়া যে প্রতারণা হইতেছে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত নিত্যমঙ্গল হইতেছে না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের যথার্থ নিত্য-মঙ্গল বিধান করিতে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সতত যত্নবন্ত; প্রথম বাধা—আমাদের স্থূলদেহ, দ্বিতীয় বাধা—আমাদের মন।

যাহা জড়েন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা গৃহীত হয়, উহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বস্তু মাত্র; তাহা 'ভগবান্' নহে। উহাকে

নিত্য-মঙ্গলার্থি-জনগণের সেবা করিবার আবশ্যকতা নাই। জড়জগতে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিসমূহেরই তাণ্ডব নৃত্য। কিন্তু ভগবান্ অধোক্ষজের সেবকসূত্রে একমাত্র ভগবানেরই ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির বিধান করিবার জন্য যদি আমরা সকলে মিলিয়া ভগবানের সেবা করি, তবেই আমাদের নিত্য-মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা।

কাহারও কাহারও মতে,—ভগবান্ একজন ইন্দ্রিয়-তর্পণযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহকারী (order-supplier); তাই আমরা অনেক সময় 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন,—বণিক্ হইও না। তাঁহার ভক্তগণ—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩)—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজ ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎসেবকের ভগবৎসেবা ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। যাহার যে কিছু বস্তু আছে বলিয়া অভিমান আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ'-ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন,—'হে জীব! তুমি স্বরূপতঃ কে, তাহা আগে জান।' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের 'অপ্রিয়' বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যেরূপ অবাধ্য শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে এবং সদ্‌বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও তদ্রূপ জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-মানব-জাতির রুচির প্রতিকূলে চেতনময় কথা বলিলেও তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলেই ভীত হইতে হইবে না; তাঁহারা আমাদের বহির্ম্মুখ হৃদয়গ্রন্থিরূপ পচা-ঘা বা বিস্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া স্বাস্থ্যবিধান বা মঙ্গলসাধনের জন্যই আসেন। 'দলাদলি করিব', 'অপরের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিকতর প্রতিভা-সম্পন্ন আর একটী নূতন মত স্থাপন করিব',—এইরূপ ইচ্ছা কখনও শ্রীচৈতন্য-ভক্তের নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর

পুরাণ সকল দর্শনশাস্ত্রের পরে প্রকাশিত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও মহাভারতে যে পুরাণ সকলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেগুলি কেবল বৈদিক আখ্যায়িকা। অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রচারিত। তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণটী সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেননা ইহাতে ভবিষ্যৎ রাজাদের উল্লেখ নাই। মহাভারতের সংশয় নিরসন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা, সূর্য্য-মাহাত্ম্য ও দেবীমাহাত্ম্য, এই সকল মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে। চৈত্রবংশ সমুদ্ভুত রাজা সুরথের গল্প তাহাতে সন্নিবেশিত থাকায় ছোটনাগপুরস্থ চিত্রনাগবংশীয় রাজাদের রাজ্য কোল

জাতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইলে পর, মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে অনুমিত হয়। "কোলাবিধ্বংসিনঃ" শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ সময় ভারতবর্ষে ব্রাত্যাধিকার প্রবল ছিল বুঝিতে হইবে। অতএব খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পরে ঐ পুরাণ রচিত হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের সম্মান অধিক এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণের পরেই উহা রচিত হয়। বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থ কোন দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ; যেহেতু তদ্‌গ্রন্থে লিখিত আছে যে মানবেরা সুস্বাদু দ্রব্য সকল আহারান্তে তিক্ত দ্রব্য অবশেষে ভোজন করিবেন। এই প্রকার ব্যবহার দক্ষিণ প্রদেশে প্রচলিত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা স্বদেশ-নিষ্ঠ আস্বাদটী গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা অবশেষে মিষ্টান্ন ভোজনে আহার সমাপ্ত করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের প্রায় ৬০০ বৎসর পর ঐ পুরাণ প্রকাশিত হয়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ইত্যাদি আর আর পুরাণ সকল খ্রীষ্টের ৮০০ বৎসর পরে লিখিত হয়, যেহেতু ঐ সকল পুরাণে অনেক আধুনিক মতের আলোচনা আছে *। শঙ্করাচার্য্য নামক অদ্বৈতবাদীর মত প্রচারের পর ঐ সকল গ্রন্থ হইয়াছিল। শাঙ্করভাষ্যে বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত হওয়ায় বিষ্ণুপুরাণ শঙ্করের পূর্ব্বে প্রচারিত ছিল, বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে সর্ব্বশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতের উদয়কাল বিচার করিতে হইবে। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়গণ আমাদের বাক্য তাৎপর্য্য না বুঝিয়া এবম্বিধ শাস্ত্রকে আধুনিক বলিয়া হতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, অতএব এই বিচার তাঁহাদের পক্ষে পাঠ্য নয়। বাস্তবিক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগম শাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন †। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিলবেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবত উদয় হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ সূর্য্য স্বরূপ ঐ পারমহংস্য সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দর্শন করুন ; যাঁহাদের কর্ণ আছে তাঁহারা শ্রবণ করুন ; যাঁহাদের মন আছে তাঁহারা শ্রীভাগবতের সত্য সকলের নিদিধ্যাসন করুন। পক্ষপাতরূপ অন্ধতাপীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্য আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। চৈতন্যাত্মা ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্ধতা দূর করুন।

শ্রীভাগবতের জন্ম নাই, যেহেতু উহা সনাতন, নিত্য ও অনাদি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে ও কোন্ মহাত্মার চৈতন্যে ঐ গ্রন্থরাজের প্রথম উদয় হয়, তাহা নিরূপণ করা অতীব বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে যাঁহারা কোন বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম নহেন, সেই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের জন্য কথিত হইয়াছে যে, যৎকালে ব্যাসদেব সর্ব্বশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও সন্তোষ হইলেন না, তখন তত্ত্বদর্শী নারদের উপদেশ ক্রমে সরস্বতীতীরে সমাধি দ্বারা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীভাগবত প্রকাশ করিলেন। যে যে মহাপুরুষেরা পরমার্থ শাস্ত্র সংগ্রহ করিতেন তাঁহারা ব্যাসপদ প্রাপ্ত হইয়া জনগণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন। ব্যাস শব্দে এস্থলে বেদব্যাস হইতে ভাগবতকর্ত্তা ব্যাস পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় পরমার্থ-তত্ত্বের গূঢ়াবস্থান নির্ণীত না হইল, তখন বাক্য ও মনকে তদন্ত হইতে নিরস্ত করিয়া পরমার্থবিদ্যাবিশারদ ব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরমতত্ত্বের অনুভব ও অনুবর্ণন-

* মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব-বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

† নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥
ভাগবতং।

রূপ শ্রীভাগবত রচনা করিলেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে শ্রীভাগবত গ্রন্থ দ্রাবিড়দেশে প্রায় সহস্র বৎসর হইল প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। স্বদেশনিষ্ঠতা মানবজীবনের সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ; অতএব মহাপুরুষগণও ঐ প্রবৃত্তির কিয়ৎ পরিমাণে বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। ভাগবতগ্রন্থে অনতি প্রাচীন দ্রাবিড়দেশের যেরূপ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ভাগবত-লেখক ব্যাস মহোদয়ের স্বদেশ বলিয়া ঐ দেশটী লক্ষিত হয় *। যদি অন্য কোন শাস্ত্রে দ্রাবিড়দেশের তদ্রূপ মাহাত্ম্যোল্লেখ হইত, তাহা হইলে এরূপ অনুমান করিবার আমাদের অধিকার থাকিত না। বিশেষতঃ অত্যন্ত আধুনিক একটী তদ্দেশীয় তীর্থকে উল্লেখ করায় আরও আমাদের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হইতেছে †। তদ্দেশপ্রচারিত বেঙ্কটমাহাত্ম্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চোলরাজ্য হইতে লক্ষ্মীদেবী কোলাপুর গমন করিলে বেঙ্কট তীর্থের স্থাপন হয়। কোলাপুর সেতারার দক্ষিণ। চালুক্য রাজারা খ্রীষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে চোলদিগকে পরাজয় করতঃ ঐ সকল দেশে একটী বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করেন। অতএব ঐ সময়েই চোললক্ষ্মী কোলাপুর যান, এবং বেঙ্কট তীর্থের স্থাপনা হয়। এতন্নিবন্ধন নবম শতাব্দীতে শ্রীভাগবতের অবতার স্বীকার করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। দশম শতাব্দীতে শঠকোপ, যামুনাচার্য্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ প্রচার করেন। তাঁহারাও দ্রাবিড়দেশীয় ছিলেন, অতএব তাঁহাদের কর্ত্তৃক ভাগবত গ্রন্থ সম্মানিত হওয়ায় নবম শতাব্দীর পরে ভাগবতের উদয়কাল নিরূপণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ একাদশ শতাব্দীতে যৎকালে শ্রীধরস্বামী ভাগবতের টীকা করেন, তখন ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বকৃত হনুমদ্ভাষ্য প্রভৃতি কয়েকটী টীকা প্রচলিত ছিল। অতএব এতদ্বিষয় আর অধিক বিচারের আবশ্যক নাই; কেবল বক্তব্য এই যে, ঐ গ্রন্থের রচয়িতার আশ্রমিক নামটী অবগত হইবার কোন উপায় দেখি ন'। তিনি যিনিই হউন, সেই মহাপুরুষ ব্যাসদেবকে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা সহকারে সারগ্রাহী জনগণের গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠা করি †।

* কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥
ভাগবতং॥

† দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ।
দশমস্কন্ধে।

† আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে নিতান্ত অসম্মত। এরূপ শ্রদ্ধাকে শ্রদ্ধা বলা যায় না। গ্রঃ কঃ

বৈষ্ণব সদাচার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাগ্রহণ মাত্রেই পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই শ্রীবিষ্ণুপূজায় অধিকার লাভ হয়। আগমে লিখিত আছে—

লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥
—হঃ ভঃ বিঃ ৩।৩ ধৃত আগমবাক্য

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্রলাভ করতঃ প্রত্যহ মন্ত্রদেবতার পূজা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্ট সাধন করেন।

কিন্তু সদাচারপালন ব্যতীত কাহারও কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সদাচার পালনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই সদাচারের লক্ষণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

—হঃ ভঃ বিঃ ৩।৮ ধৃত বিষ্ণুপুরাণবাক্য

অর্থাৎ দোষহীন ব্যক্তিগণই সাধু, 'সৎ' শব্দ সাধুবাচক। সেই সাধুগণের যে আচরণ, তাহাই 'সদাচার' বলিয়া কথিত হয়।

ভবিষ্যোত্তরেও কথিত হইয়াছে—

আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথা বৃত্তং স সদাচার ইষ্যতে॥
আচার এব ধর্ম্মস্য মূলং রাজন্ কুলস্য চ।
আচারাদ্‌বিচ্যুতো জন্তুর্ন কুলীনো ন ধার্ম্মিকঃ॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম আচার হইতে সমুৎপন্ন, সাধুরা সদাচার বিশিষ্ট, সেই সাধুগণের যে আচার, তাহাই সদাচার বলিয়া অভিপ্রেত।

হে রাজন্, আচারই ধর্ম্ম এবং কুলের মূল। আচার-ভ্রষ্ট ব্যক্তি কুলীন বা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

এই আচার সম্বন্ধে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির পক্ষে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া নিশাভাগে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত যে সকল নিত্যকৃত্য, পক্ষকৃত্য, মাস-কৃত্যাদির ব্যবস্থা সাত্বতস্মৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাসে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতিবিস্তৃত ; তন্মধ্যে অবশ্যকরণীয় বিধানসমূহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশানুসারে পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মই স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহাই মুখ্য বিধি, আর তাহা কোনক্রমেই বিস্মৃত হইতে হইবে না—ইহাই মুখ্য নিষেধবাক্য। নিখিল শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধিনিষেধসূচক বাক্যের ইহাই মুখ্য তাৎপর্য্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে ভক্তরাজ প্রহ্লাদোক্ত নববিধ ভক্ত্যঙ্গকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম সম্পদ্‌দানে মহাশক্তি সম্পন্ন বলিয়াও তন্মধ্যে আবার নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও করভাজন ঋষিপ্রোক্ত "যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও উক্ত হইয়াছে—

"সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম যজ্ঞসার॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৭৬-৭৮

কিন্তু ইহার আচার বা প্রণালী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি, কিম্বা শাকফল খাবে॥
সদা নাম লবে, যথা লাভেতে সন্তোষ।
এইমত 'আচার' করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ॥
তৃণাদপি সুনীচেন……কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি' কহোঁ, শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২৬-৩৩

শ্রীশ্রীস্বরূপ রূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বৈধীভক্তির অসংখ্য অঙ্গের মধ্যে চৌষট্টিটি ভক্ত্যঙ্গের কথা বলিয়া তন্মধ্যে আবার "সাধুসঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥" —এই পাঁচটি অঙ্গকে 'সকল সাধনশ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন। এই পাঁচটীর আংশিক অনুষ্ঠান-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হইয়া থাকে।

"সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

কিন্তু—"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥"

উঁহাদের প্রত্যেকের অনুশীলনে 'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্' অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্যফলেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রে শুদ্ধভক্ত সাধু-সঙ্গের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥" সাধুসঙ্গ যেরূপ অন্বয়ভাবে বৈষ্ণব আচার, অসৎসঙ্গ ত্যাগও তদ্রূপ ব্যতিরেকভাবে বৈষ্ণব আচার। এই আচারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় কথিত হইয়াছে—

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"
"অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"

সাধুসঙ্গ ফলেই কৃষ্ণভক্তি ও সেই ভক্তির পরিপক্কা-বস্থায়ই প্রেমলাভ হয়, আবার সেই সাধুসঙ্গই প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত। বিদেহরাজ নিমি তাঁহার যজ্ঞস্থলে নবযোগেন্দ্রের শুভাগমনে অত্যন্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্ন্ণাম্ ॥"
ভাঃ ১১।২।৩০

অর্থাৎ "হে নিষ্পাপসকল, আমি আপনাদিগের নিকট জীবের আত্যন্তিক—চরম পরম মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধ পরিমাণ কালও সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাহা জীবগণের পক্ষে সর্ব্ব-ফলপ্রদ অমূল্য রত্ননিধি প্রাপ্তিস্বরূপ আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।"

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥" —ভাঃ ৫।১৮।১২

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি বিদ্যমানা, সমস্ত গুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্গুণসকল অসম্ভব।

শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য অনন্তগুণে গুণী শ্রীল অনন্ত আচার্য্য। তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে মহাযোগপীঠে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সদ্গুণ বর্ণন প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশোগুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, মহাধীর ॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসাশূন্য তাঁর চিত ॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সেসব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৮।৫৪-৫৭

শ্রীসনাতন শিক্ষায়ও কথিত হইয়াছে—

"সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে ॥
সেইসব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্দরশন ॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৭২-৭৭

উপরিউক্ত কৃপালু হইতে মৌনী পর্য্যন্ত গুণগণ—বৈষ্ণবের বা শুদ্ধভক্ত সাধুর লক্ষণবিশেষ। তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতাই 'স্বরূপ' গুণ বা লক্ষণ, অপর ২৫টি গুণ 'তটস্থ' লক্ষণবিশেষ।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া সাধুর লক্ষণ কহিতেছেন—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সর্ব্বদোষহরা হি তে॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২১-২৪

অর্থাৎ সেই সাধুর 'তটস্থলক্ষণ' সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—

তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে (বৃক্ষের ন্যায়) সহিষ্ণু; জীব-দুঃখে দয়ার্দ্র—প্রাণিমাত্রেরই নিত্যমঙ্গলবিধাতা; তাঁহারা সকল জীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না; তাঁহারা নিষ্কাম—অতএব শান্ত; শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণ স্বরূপ।

অতঃপর ঐ সাধুগণের **স্বরূপলক্ষণ** সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন্—

তাঁহারা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয়জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন; আমার সেবা-সুখতাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; আমার জন্য স্বজন বন্ধুবান্ধবাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদ্গতচিত্ত এইসকল সাধুকে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় ব্যথিত করিতে পারে না।

হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এইসকল সাধু সর্ব্বসঙ্গ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য। তাঁহারাই অসৎসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং হে মাতঃ, এইপ্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।

ঐপ্রকার কৃষ্ণৈকশরণ সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ ভগবানে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সাধনভক্তি), পরে রতি অর্থাৎ ভাবভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

—ভাঃ ৩।২৫।২৫ দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধ প্রেমোদয়ের ক্রমও এইরূপঃ—

"কোনভাগ্যে (ভক্ত্যুন্মুখীসুকৃতিবলে) কোন
জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণকীর্ত্তন'।
শ্রবণাদ্যে (সাধনভক্ত্যে) হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন'—সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৩।৯-১৩

শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গফলে এইরূপ পরমশুভদ প্রেমসম্পদ্-প্রাপ্তির সৌভাগ্য উদিত হইলেও অসৎসঙ্গফলে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত অশুভ ফলোদয় হয়। এজন্য অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ বরণই প্রধান বৈষ্ণব-সদাচার। এই অসৎ মুখ্যতঃ দুই প্রকারের—এক 'স্ত্রীসঙ্গী', অপর 'কৃষ্ণাভক্ত' অসাধু।

এতৎসম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"**অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার।** 'অবৈষ্ণব' বলিলে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও 'কৃষ্ণের অভক্ত'—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ— 'বৈধধর্ম্মপর' স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং 'অবৈধ' স্ত্রীসঙ্গ, যাহা অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফল জন্য নরকাদি লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ' ও 'কাম' নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ'

নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণ-বৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়াবিলাসী—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা শুদ্ধভক্তি নাশের কারণ। মায়াবাদী মুমুক্ষু—মোক্ষফলভোগকামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়-ভোগত্যাগী, আর স্ত্রীসঙ্গী—বুভুক্ষু বা ভোগী; উভয়েই স্ব স্ব জড়েন্দ্রিয়তর্পণপর কৃষ্ণেতর ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' নহে।"

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া যোষিৎসঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গেরও ভয়াবহ পরিণতি বর্ণন করিতেছেন—

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ॥"

—ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৫

অর্থাৎ সত্য শৌচ অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, বুদ্ধি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থবিষয়ামতি, লজ্জা, শ্রী অর্থাৎ ধনধান্যলক্ষণা অথবা হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, ভগ অর্থাৎ উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ ঐসকল অশান্ত—অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণাক্লিষ্ট, মূঢ়, খণ্ডিতাত্ম অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট (বা 'আত্মনোঽধঃপাতনাদাত্ম-ঘাতিষু'—চঃ টীঃ), ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোন বস্তুর সংসর্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।

"যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেব বিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্ চ॥

—ভাঃ ৩।৩১।৪০

অর্থাৎ দেবনির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে; কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।

কাত্যায়ন সংহিতাতেও কথিত হইয়াছে—

বরংহুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন সৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥

অর্থাৎ প্রজ্বলিত বহ্নিশিখামধ্যে পিঞ্জরমধ্যে অবস্থিতি জন্য যে নিদারুণ যন্ত্রণা, তাহা বরং সহ্য করা উচিত, তথাপি কৃষ্ণচিন্তা বহির্ম্মুখগণের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না। অর্থাৎ কাহারও যদি আগুনে পুড়িয়া মরিতে বা কারারুদ্ধও হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিবে, তথাপি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকের সহিত সঙ্গ করিবে না।

পূজনীয় গোস্বামিপাদেরা ইহাও বলিয়াছেন যে,—

'মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্'—অর্থাৎ ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে কখনও দেখিও না।

'কৃষ্ণাভক্ত' বলিতে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিকামী কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি উদ্দিষ্ট। শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন—

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হবে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত,
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥

* * *

দুর্ল্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া-কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদধর্ম্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥

* * *

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যে বা খায়।
নানা যোগি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

* * *

জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥"

শ্রীগৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম-অপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥
কৃষ্ণভক্তির অনুকূল সব করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সব কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগচেষ্টা ছাড় আর কর্ম্মসঙ্গ।
মর্কটবৈরাগ্য-ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥
কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥
সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধুভক্ত রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥
গোরাপদ আশ্রয় করহ বুদ্ধিমান্।
গোরা বৈ সাধুগুরু আছে কেবা আন॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীগৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া যে 'সাধুগুরু'র আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় তিনি মায়াবাদকে বিশেষভাবে গর্হণ করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রমুখে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথা শ্রবণে মহাপ্রভু কহিলেন—

(প্রভু কহে—) "মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত' সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১২৯-১৩২

মায়াবাদী নিত্যকৃষ্ণসেবাবিরোধী বলিয়া শুদ্ধনাম-কীর্ত্তনে তাহার অধিকার হয় না—

"অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদিগণ, যাতে মহাবহির্ম্মুখে॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৪৩

পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরির প্রকটিত প্রেমবন্যায় সমস্ত জগৎ প্লাবিত হইয়া গেল, কেবল মায়াবাদী প্রভৃতিই সেই কৃষ্ণপ্রেমরসে বঞ্চিত হইল—

"মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেইসব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।২৯-৩০

শ্রীবেদব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইলেও মায়াবাদীর ভাষ্যে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা অর্থাৎ সেব্য-সেবকভাবের নিত্যত্ব অস্বীকৃত হওয়ায় তাহা শ্রবণ করিলে জীবসত্তার নিত্যাবৃত্তি শুদ্ধভক্তিনাশ-রূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাই বলা হইয়াছে—

"জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদিভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৯

শ্রীভগবান্ আচার্য্য শ্রীল স্বরূপ দামোদরকে স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য সমীপে বেদান্ত শ্রবণের জন্য অনুরোধ জানাইলে শ্রীস্বরূপ কহিতে লাগিলেন—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরকভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥"

আচার্য্য কহে—'আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠচিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥'
স্বরূপ কহে—"তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিৎব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ॥"
লজ্জা ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হৈলা।
আর দিল গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥

—চৈঃ চঃ অ ২।৯৪-১০০

অর্থাৎ "সেই মায়াবাদে—ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার; এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা; জীব বস্তুতঃ নাই, কেবল অজ্ঞান কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান—এইরূপ বিচার আছে। এইসকল কথা শুনিতে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।" —অঃ প্রঃ ভাষ্য।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমুরারি গুপ্ত ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ব্বিশেষ মতবাদখণ্ডন প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ডখণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
শুনহ মুরারি গুপ্ত কহি যত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকল বেদসার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তজন লাগি' দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৩।৩৬-৪৪

নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' গীতিকাব্যে গাহিয়াছেন—

"বিষয় বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে, প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥
সে দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোনকাল॥
বিষয়ী-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥
মায়াবাদ-দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয়॥
ধিক্ তার কৃষ্ণসেবা—শ্রবণকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥
মায়াবাদ-সম ভক্তি প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদিসঙ্গ নাহি চাই॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি'
বৈষ্ণবসঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি'॥"

বেদে নিরাকার নির্ব্বিশেষাদি শব্দ শ্রীভগবানের প্রাকৃত আকার বা প্রাকৃত জন্মকর্ম্মাদিবিশেষ নিরাকরণ বা নিষেধপূর্ব্বক অপ্রাকৃত আকার বা জন্মাদিবিশেষ স্থাপনার্থই ব্যবহৃত হইয়াছে। নতুবা সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব কখনই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষপর বাক্য বলিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার সবিশেষপর বাক্যও বলিয়াছেন, সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অপ্রাকৃত সবিশেষতত্ত্বই বলবান্ হন। এজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৬-১৬৭

"সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥
'নির্ব্বিশেষ' যাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন ॥
'যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব' ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৪১-১৪২

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—"যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেননা জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি বাক্যে অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিন কারক দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদিত হয়। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'বহুস্যাং' বাক্যদ্বারা ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং 'স ঐক্ষত' ইত্যাদি ঐতরেয় শ্রুতিবাক্যে সেই ভগবান্ সিসৃক্ষায় প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলেন—এই বাক্যদ্বারা ভগবান্ যে মনদ্বারা চিন্তা করিলেন ও যে নয়নদ্বারা ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহা প্রাকৃত মনোনয়ন সৃষ্টির পূর্ব্বেই থাকায় তাহার অপ্রাকৃতত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। উপনিষদের প্রায় সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'সর্ব্ববেদান্ত-সার' সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৩২) সেই ব্রহ্মকে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলিয়াই জানাইয়াছেন -

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

অর্থাৎ নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

এইরূপে শ্বেতাশ্বতরোক্ত 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যেও প্রথমে ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্ত পদ নাই বলিয়া পরে শীঘ্র চলে, সকলবস্তু গ্রহণ করে ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রুতিবাক্যের মুখ্য অভিধাবৃত্তি ত্যাগ করতঃ মায়াবাদী গৌণ লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতে চাহিলেও শ্রুতির মুখ্যার্থ সবিশেষত্ব প্রতিপাদক। বস্তুতঃ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপ। তাঁহার প্রাকৃত আকার নিষেধার্থই নিরাকারাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণ চিদ্বিলাসকে নির্ব্বিলাসরূপে স্থাপনই মায়াবাদ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়া চ ॥"—এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—সেই পরমাত্মার কোনও প্রাকৃত ক্রিয়া নাই, যেহেতু তাঁহার কোনও প্রাকৃত হস্তপদাদি-রূপ করণ বা ইন্দ্রিয় নাই, অথচ করণ ব্যতীতই তাঁহার অপ্রাকৃত লীলার কার্য্য হইয়া থাকে। তিনি অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠদেহে একই সময়ে সর্ব্বত্র থাকিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই, তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব। সেই পরমেশ্বরের অলৌকিকী শক্তি তাঁহার স্বাভাবিকী, তাঁহার এই স্বাভাবিকী শক্তি বিবিধ, তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপ এই তিন শক্তিই পরা বা প্রধানা। এই তিন শক্তির অপর নাম যথাক্রমে—চিৎশক্তি বা সম্বিৎশক্তি, সৎশক্তি বা সন্ধিনীশক্তি এবং আনন্দশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি।

সুতরাং ব্রহ্মে এইরূপ স্বাভাবিকীশক্তিত্রয় থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে মায়াবাদী নিঃশক্তিক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য খুবই ব্যস্ত হন।

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি আবার অন্তরঙ্গা 'চিচ্ছক্তি', বহিরঙ্গা 'মায়াশক্তি' ও তটস্থা 'জীবশক্তি'—এই তিন স্বরূপে প্রকাশিত। চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎ সমবেত সার জীবকে প্রদান করিলে এবং জীব তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির নিষ্কপট চিচ্ছক্তিভাবে আবরণ বিক্ষেপাত্মক অচিৎ বিক্রম দূরীভূত হইয়া জীব কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির অধিকারী হন। শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গক্রমে শুদ্ধ-ভক্তি সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য হইলেই জীব ঐ পরমপুরুষার্থ প্রেমসম্পদ্ লাভ করিতে পারেন।

অর্চ্চন-প্রসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

অর্চ্চন অর্থে পূজা। অর্চ্চন নবধা ভক্তির অন্যতম সাক্ষাৎ ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুর নিকট যথাবিধি কৃষ্ণমন্ত্র বা বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষিত ব্যক্তি অর্চ্চন অর্থাৎ ভগবৎ-পূজা করিতে পারে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কাহারও অর্চ্চন করিবার অধিকার হয় না। এইজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তির ভগবৎ-পূজা নিষ্ফল হয়।

যিনি শিবের উপাসক, তাঁহাকে যেমন শৈব বলে, যিনি সূর্য্যের উপাসক, তাঁহাকে যেমন সৌর বলা হয়, যিনি শক্তি-উপাসক, তিনি যেমন শাক্ত নামে কথিত হন, বিষ্ণু উপাসকও তদ্রূপ বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন (১০।৪)—

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ। (লিঙ্গপুরাণ).

বিষ্ণুই যাঁহার অভীষ্টদেব, তিনি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন।

শ্রীসনাতনটীকা—

দেবতা ইষ্টদেবত্বেন পূজ্য ইত্যর্থঃ, এষ বৈষ্ণবঃ বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতঃ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১।৫৫) আরও বলেন—

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজায় তৎপর, অভিজ্ঞগণ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন; তদ্ব্যতীত অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।

ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যাঁহারা যথা-বিধি কৃষ্ণমন্ত্র বা বিষ্ণুমন্ত্র পান নাই, তাঁহাদের ভগবৎ-পূজায় অধিকার হয় না। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—অর্চ্চনমার্গে অবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়স্ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা যথা আগমে—

দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥
(শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৩ অনুচ্ছেদ)

অর্চ্চনমার্গে বিধির অপেক্ষা আছে। অতএব পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ, অনন্তর শাস্ত্রীয়বিধানও শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দীক্ষাবিষয়ে আগমে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ কর্ম্ম বেদ অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির ভগবানের অর্চ্চনে অধিকার নাই; অতএব নিজেকে দীক্ষিত করিবেন।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ বলেন—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
(ব্রহ্মযামল)

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ও পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া ভগবদর্চ্চনাদি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অস্মিঁল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ॥
(ভাঃ ৪।১৮।৩-৫)

ইহলোকে ও পরলোকে মানবগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য তত্ত্বদর্শী মুনিগণ শাস্ত্র হইতে নানাবিধ বিধি নির্ণয় করিয়াছেন।

সাধারণ ব্যক্তিও যদি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই মুনিগণের

প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্চ্চনাদি করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পণ্ডিতব্যক্তিও যদি ঐসকল বিধি অগ্রাহ্য করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পূজাদি করেন, তাহা হইলেও তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে।

অর্চ্চাবতারের অর্চ্চন-কালে প্রথমেই গুরুপূজা করাই বিধি। শাস্ত্র বলেন—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৩৪)

ভগবান বলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপরে আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, নতুবা পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রপাঠে জানা যায়—বিষ্ণুবিগ্রহ, কৃষ্ণবিগ্রহ, রাম-নারায়ণাদি অন্যান্য ভগবদ্‌বিগ্রহ ও শালগ্রাম—এ সবই সাক্ষাৎ ভগবান। এই সব ভগবদ্‌বিগ্রহকে অর্চ্চাবতার বলা হয়। ভগবান্ শ্রীহরি জগতের মঙ্গলবিধানার্থ অর্চ্চাবতাররূপে কৃপা পূর্ব্বক বিশ্বে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অর্চ্চাবতার হরিভক্তগণের পূজিত নাম-রূপ-গুণাদি বিশিষ্ট নিত্য-উপাস্য-মূর্ত্তি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ-প্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষিতপ্রায়, স্বয়ং প্রভু ও পালক হইয়াও ভক্তের পাল্যপ্রায় হইয়া তাঁহারই শ্রীমন্দিরে কৃপা পূর্ব্বক সেবা গ্রহণ করিবার জন্য বিরাজিত থাকেন।

ভগবৎ-পার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

পুরাতন বা আধুনিক সকল বিষ্ণুবিগ্রহই সাক্ষাৎ ভগবান্। যাহারা ভগবদ্‌বিগ্রহকে মনঃকল্পিত কৃত্রিম বস্তু বা শিলা-কাষ্ঠ প্রভৃতি মনে করে পরন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করে না, তাহারা পাষণ্ডী, অপরাধী ও নারকী। শাস্ত্র বলেন—

প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্যকরণ॥ (চৈঃ চঃ)

পদ্মপুরাণ বলেন—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি, গুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের কলিকলুষ-নাশন চরণামৃতে জলবুদ্ধি, সমস্ত পাপনাশন বিষ্ণুর নাম মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমানবুদ্ধি করে, সে নারকী।

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে-ই ত পাষণ্ড।
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সে-ই হয় যমদণ্ড্য। (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র বলেন—যাহারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কায়-মন-বাক্য, অর্থ, বিদ্যা, প্রভৃতি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করে, তাহাদের মঙ্গল হয়ই।

শ্রীবিগ্রহসেবার কথা দূরে থাকুক, যদি একটী তৃণকেও ভগবৎ-সম্পর্কদৃষ্টিতে বা ভগবৎ-সেবকবুদ্ধিতে জলসেচন ও প্রণামাদি করা যায়, তাহা হইলেও মুক্তি ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিলে মহা-মঙ্গল ও সিদ্ধি যে হইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি? (বৃহদ্ভাগবতামৃত)

স্কন্দপুরাণ বলেন—

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্।
তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥

যেস্থানে শালগ্রাম অবস্থিত, তাহার তিন যোজন পর্য্যন্ত তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটিগুণ অধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—শালগ্রাম সাক্ষাৎ ভগবান্। কি খণ্ডিত, কি স্ফুটিত, কি ভগ্ন, যাহাই হউক না কেন, শালগ্রাম-শিলায় কোন দোষ নাই।

শাস্ত্র বলেন—অর্চ্চাবতার শালগ্রাম ও অন্যান্য ভগবন্মূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া আদর ও প্রীতির সহিত শ্রীবিগ্রহের সেবা করা বিশেষ প্রয়োজন। তদ্দ্বারা মহামঙ্গল হয়, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রেম ও ভগবৎ প্রাপ্তি সবই হইয়া থাকে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

শ্রীহনুমান্‌জী শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে এ জগতে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তির নিকট থাকিয়া তাঁহাকে শ্রীমূর্ত্তি বা প্রতিমা জ্ঞান না করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র-জ্ঞানে প্রীতির সহিত পূর্ব্ববৎ অদ্যাপি তাঁহার সেবা করিতেছেন। আমাদেরও এই আদর্শে শ্রীবিগ্রহসেবা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে মঙ্গল, শান্তি ও সিদ্ধি অবশ্যই হইবে।

জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (১৯৮) বলিয়াছেন—

এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥
(ভাঃ ১১।২৭।৪)

ভক্ত স্ত্রী-শূদ্র সকলেই বিষ্ণুপূজায় অধিকারী। কিন্তু অভক্ত স্ত্রী বা শূদ্র তাহা পারে না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

নারীজাতি ও শূদ্র বিষ্ণুভক্ত হইলে আগমোক্ত বিধানে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিতে পারে।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ জননী শ্রীশচীদেবীর বিষ্ণুপূজার কথা এইরূপ বলিয়াছেন—

নীলাচলে আছি মুই তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই' দেখি মুই তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥
একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত॥
লেবু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড সার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার॥
প্রসাদ দেখিয়া মাতা করেন ক্রন্দন।
নিমাইর প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন॥
নিমাই নাহিক এথা, কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই' মুই সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্য পাত্র দেখে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত?
কিবা মোর মনে ভ্রম হৈয়া গেল!
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল?
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল!
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাইয়া দেখিল॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি॥ (চৈঃ চঃ)

ধর্ম্মব্যাধেরও শালগ্রাম পূজার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রিয়ব্রত-উপাখ্যানে দেখা যায়। (হরিভক্তিবিলাস ৫। ৪৫৪-৪৫৫ টীকা)

স্কন্দপুরাণ বলেন—

এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥
অতো নিষেধকং যদ্‌যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
(হরিভক্তিবিলাস ৫।৪৫০-৪৫৪)

যথাবিধানে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কি দ্বিজ, কি স্ত্রী, কি শূদ্র—সকলেই শালগ্রামশিলাত্মক শ্রীভগবানের পূজা করিবেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহাদের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে। সৎ শূদ্র হইলে তাঁহারও অধিকার আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যের অধিকার নাই। অন্যের

অর্থাৎ যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত নহেন, তাঁহাদের শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। 'সৎ-শূদ্র'-শব্দে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শূদ্র।

কি স্ত্রী, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি যে কেহ শালগ্রাম-পূজা দ্বারা নিত্য মঙ্গল লাভ করেন।

সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রাদির শালগ্রামপূজা করিবার বিষয়ে যে সমস্ত নিষেধবচন শ্রবণ করা যায়, তত্ত্বদর্শিগণ তৎ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ঐ সকল নিষেধবচন যাহারা বিষ্ণুর ভক্ত নহে তাহাদের জন্যই বুঝিতে হইবে। নিষেধবচন যথা—শুচিই হউন বা অশুচিই হউন, ব্রাহ্মণই আমার পূজায় অধিকারী. স্ত্রী বা শূদ্রের করস্পর্শ বজ্রপাত হইতেও আমার কষ্টদায়ক।

শ্রীসনাতনটীকা—এবং লিখিতপ্রকারেণ শালগ্রাম-শিলাত্মকঃ তৎস্বরূপঃ শ্রীভগবানেবেতি তদ্ভজনে সর্ব্বেষাম-ধিকারোঽভিপ্রেতঃ ; তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—সর্ব্বৈর্দ্বিজাদি-ভির্জনৈঃ সম্যক্ পূজ্য ইতি। তত্র দ্বিজৈরিতি ত্রিবর্ণৈর্বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যৈরিত্যর্থঃ। নন্বু 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রী-শূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মম' ইতি শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে। তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজাপরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ। তদেব শ্রীনারদোক্ত্যা প্রমাণয়তি—ব্রাহ্মণেতি। সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাং, শালগ্রামে শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে। অন্যেষামসতাং শূদ্রাণাম্ ; অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে, অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধা-ন্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্। যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চাবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তা-দৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণু-দীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্। যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি মধ্যে যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে—শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে—শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি। পাদ্মে চ—'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।' কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ তত্র—যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্—যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ-প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ইতি। সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা। তথা চ হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে—তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রাস্তথা স্বয়ম্। মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মমেতি। চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথু-মহারাজবর্ণনে—সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রত ইতি।

সদ্‌গুরুর নিকট যথাবিধি পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শূদ্র—সকলেই শালগ্রাম-শিলারূপী ভগবানের পূজা করিতে পারেন। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্রের শালগ্রাম-পূজায় অধিকার আছে ; এতদ্ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার নাই। যে ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে ভক্তি নাই, তাহার শালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই। সৎ-শূদ্র অর্থে শূদ্রকুলোদ্ভূত বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি।

বায়ুপুরাণে সৎ-শূদ্রের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—যে ব্যক্তি অযাচক, যিনি দান করেন এবং প্রাণমাত্র রক্ষার জন্য কৃষিকার্য্য করেন, প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ করেন, এইরূপ শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন। অতএব 'আমি একমাত্র ব্রাহ্মণেরই পূজ্য'—এইরূপ উক্তির সহিত মহাপুরাণগণের বাক্যের যে বিরোধ, তাহা কতিপয় মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তের কল্পনা বলিয়াই জানিতে হইবে। তবে অদীক্ষিত বা অবৈষ্ণব শূদ্র ও অভক্ত স্ত্রীলোকের শালগ্রাম পূজায় অধিকার নাই। যাঁহারা যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেরূপ শূদ্রকুলো-দ্ভূত পুরুষ বা স্ত্রীগণেরই শালগ্রাম-পূজায় অধিকার। যেহেতু শূদ্র ও অন্ত্যজকুলে যে সকল বৈষ্ণব আবির্ভূত

হন, তাঁহাদিগকে কখনও শূদ্রাদি বলিয়া তত্ত্বজাতি-সামান্যে নির্দ্দেশ করা হয় না। শ্রীনারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—হে মহারাজ! চণ্ডালকুলে আবির্ভূত বিষ্ণুভক্ত বহির্ম্মুখ অভক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল বা যে-কোন কুলে ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হউন না কেন, যদি তাঁহাদিগকে কেহ সেই জাতি বলিয়া দর্শন করে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে শূদ্র, নিষাদ বা চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি বলিয়া মনে করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত। যাহাদের বিষ্ণুতে ভক্তি নাই, এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদিকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারাই শূদ্রপদবাচ্য। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিকুলজাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণের সমান হইয়া থাকেন। তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ—কাঁসা যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে-কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তি বৈষ্ণবী-দীক্ষা-প্রভাবে বিপ্রত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, কুক্কুরভোজী অন্ত্যজ-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি ভগবানের নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, বিষ্ণুকে নমস্কার ও স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন; আর যাঁহারা ভগবানের দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি? দুর্জ্জাতিত্ব সবন-যজ্ঞে অনধিকারের কারণ। সেই দুর্জ্জাতিত্বরূপ প্রারব্ধ ভগবানের নামের আভাসেই বিনষ্ট হয়। অতএব বিপ্রের সহিত সেই বৈষ্ণবগণের একত্রেই গণনা হয়।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—তীর্থ, অশ্বত্থবৃক্ষ, গাভী, ব্রাহ্মণ ও আমার ভক্ত—এই পাঁচ প্রকার বস্তুকে আমার অঙ্গ বলিয়া জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (৪।২১।১২)—পৃথুমহারাজের দণ্ড সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হইত, কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের উপর তিনি কোন দণ্ডবিধান করিতেন না। ইহা দ্বারাও বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের একইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (২।৫।১২) বলেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(তত্ত্বসাগর)

কাঁসা যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরুদেবের নিকট বিষ্ণুমন্ত্র বা কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীসনাতনটীকা— নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৯।১০) বলেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার মন, বাক্য, অর্থ, চেষ্টা ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছে, এইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কেন না, সেইরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তি স্বীয় কুলকে পবিত্র করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ভক্তি-হীন ব্যক্তি নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না, সুতরাং কুলকে কি করিয়া পবিত্র করিবে?

এই ভাগবতীয় প্রমাণ হইতে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ উভয়ের মধ্যে বৈষ্ণবগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইতেছে। অতএব 'পবিত্র হউক আর অপবিত্র হউক, ব্রাহ্মণই আমার পূজার অধিকারী। স্ত্রী ও শূদ্র হস্তের দ্বারা আমাকে স্পর্শ করিলে বজ্রের ন্যায় আমার কষ্টদায়ক হয়'—এই বাক্য তত্ত্বদর্শিগণের দ্বারা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা অভক্ত স্ত্রী, শূদ্র বা অন্ত্যজ, তাহাদের জন্যই নির্দ্দেশ জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"শ্রীল মাধবমহারাজের শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে গীতি"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ-লিখিত]

বিরহতাপিত প্রাণে সান্ত্বনা অর্পিতে।
শ্রীগুরু প্রকট হৈলা বিগ্রহ রূপেতে॥
"প্রভু কহে—বৈষ্ণবদেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"
(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১)

(শ্রী) মাধবগোস্বামিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইল।
তাহা দেখি' ভক্ত মনে মহাশান্তি পাইল॥
'শ্রীভক্তিদয়িত মাধব' নাম তব ধন্য।
নাম-মূর্ত্তি-স্বরূপেতে হও ত' অভিন্ন॥
শ্রীগুরুর প্রিয়কার্য্য বহু সম্পাদিলা।
বহুস্থানে মঠ স্থাপি' প্রচারাদি কৈলা॥
যোগ্যশিষ্যগণে সেবাভার সমর্পিলা।
শ্রীগুরু আহ্বানে তুমি তাঁর স্থানে গেলা॥
এস এস ভাই, সবে মিলি' গাই,
শ্রীগুরুচরণ মহিমা।
শ্রীগুরুকৃপায়, সর্ব্বসিদ্ধি হয়,
ঘুচে যায় মন-কালিমা॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন—এই শাস্ত্রবাণী।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন আপনি॥
গুরু রুষ্ট হ'লে কৃষ্ণ নাহি করে ত্রাণ।
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে গুরু করেন পালন॥
অতএব সাধুগণ বিশেষ যতনে।
গুরুর প্রসাদসিদ্ধি করেন সাধনে॥
শ্রীগুরুকরুণাসিন্ধু পতিতপাবন।
অপরাধ ক্ষমি হৃদে দেহ শ্রীচরণ॥
গুরুদেব প্রভুপাদ অনুগ্রহ ক'রে।
তব জন-সঙ্গ-সেবা দাও 'যাযাবরে'॥

৬ চৈত্র, ১৩৮৯
২১ মার্চ্চ, ১৯৮৩

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যান

বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ—

মেদিনীপুর জেলা অন্তর্গত ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ৮৮ বৎসর বয়সে গত ১১ নারায়ণ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ২৫ পৌষ (১৩৮৯), ১০ জানুয়ারী (১৯৮৩) সোমবার কৃষ্ণা-দ্বাদশী তিথিতে বেলা ১২-৪৫ মিঃ এ তাঁহার মেদিনীপুর জেলাস্থিত ঝাড়গ্রাম মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের মাধ্যাহ্নিক নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। (শ্রীপত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।)

শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রায় রাগভূষণ—

গত ২১ কেশব (৪৯৬), ৬ই পৌষ (১৩৮৯), ইং ২২।১২।৮২ বুধবার শুক্লাসপ্তমী তিথিতে রাত্রি ১১-৩০ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস রায়ের জামসেদপুরস্থ (94 New D/5 Flat, Cable Town, Jamshedpur-3) বাসায় সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। গত ১৬ই পৌষ, ১ জানুয়ারী (১৯৮৩) শনিবার কলিকাতা হইতে সমাগত পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, ঝাড়গ্রাম হইতে সমাগত শ্রীমদ্ যতি মহারাজ, স্থানীয় জামসেদপুর টাটানগর মঠের শ্রীমৎ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমৎ অকিঞ্চন মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী মহারাজগণ এবং ব্রহ্মচারী সাধুগণের সমুপস্থিতিতে মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সাত্বতস্মৃতিবিধানে তাঁহার পারলৌকিককৃত্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের সহিত সম্পর্কিত হন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নারমা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশে তাঁহার আবির্ভাব হয়। তখন তাঁহার বিরাট্ জমিদারী ছিল। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। অতঃপর রাজনীতি চর্চ্চা বাদ দিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে তিনি শ্রীশ্রীমন্মহা-প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ ৮২ বৎসর বয়সে স্বীয় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, সারা জীবনই কীর্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মধুমাখা কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইত। মনে হইতেছে এখনও যেন তাঁহার সেই সুমধুর কীর্ত্তনকাকলী ইথারে তরঙ্গায়িত ঝঙ্কৃত হইতেছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জ্ঞানীগুণী শিষ্যবৃন্দ সকলেই একে একে অন্তর্হিত হইতেছেন। মেদিনী যেন ক্রমশঃই রত্নশূন্যা হইয়া পড়িতেছেন! 'স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ'!

শ্রীযুক্তা শৈলবালা বসু—

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিতা দীক্ষিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীযুক্তা শৈলবালা বসু গত ৮ই পৌষ (১৩৮৯), ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৮২) শুক্রবার শুক্লা নবমী তিথিতে রাত্রি ১০ ঘটিকা ৩০ মিনিটে বিরাটী মহাজাতী নগর কলিকাতা-৫১ স্থিত নিজ বাসভবনে ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রয়াণকালে তাঁহার ভাসুরপো এবং নাতি-নাতনি রাখিয়া গিয়াছেন। পতি স্বধামগত শ্রীযুক্ত কিরণ বসু খুলনা নিবাসী ছিলেন। শ্রীযুক্তা শৈলবালা বসুর ইচ্ছা অনুসারে গত ১৫ই মাঘ ১৩৮৯, ইং ২৯শে জানুয়ারী ১৯৮৩ শনিবার কলি-কাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসবকালে তাঁহার বিরহোৎসব

সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবীর জীবিতকালে শ্রীগুরু-সেবার উদ্দেশ্যে অর্পিত অর্থ শ্রীধামমায়াপুরে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের সমাধি মন্দিরের সেবায় প্রদান করা হইয়াছে।

তিনি তাঁহার জীবিতকালে বহু মঠমন্দিরে অর্থাদি-দানে সেবানুকূল্য করিয়া গিয়াছেন।

ব্যারিষ্টার ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস—

গত ২৭ মাঘ, ১৩৮৯ ; ইং ১০।২।৮৩ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিবাসরে রাত্রে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ দাসাধিকারী (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস) মহোদয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৭৮ বৎসর বয়সে স্বীয় সহধর্ম্মিণী, দুই পুত্র ও এক কন্যাকে রাখিয়া স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্‌-এ পাশ করিয়া তিনি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাদেশে লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। তথায় 'ভারতে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব' সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। ব্যারিষ্টারী পাশ করতঃ কলিকাতায় আসিয়া তিনি তত্রত্য হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়ে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণান্তে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁহার দেহ কলিকাতা হইতে শ্রীধামমায়াপুরে লইয়া গিয়া তথায় গঙ্গাতটে শেষ-কৃত্য সম্পাদন করা হয়। তাঁহার অপ্রকট সংবাদ আনন্দ-বাজার পত্রিকার ২৯ মাঘ, ১৩৮৯ ; ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ শনিবার সহর সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1.	Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2.	Periodicity of its publication :	Monthly.
3 & 4.	Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
	Nationality :	Indian
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5.	Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
	Nationality :	Indian
	Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6.	Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 30. 3. 1983.

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.২০

(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ

(৯) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫

(১০) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ২.২৫

(১১) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১২) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০

(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ

(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০

(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০

(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস**—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৯) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — ,, ২.৫০

(২০) **শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা**—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। **ভিক্ষা**—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক
সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—
১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ
কার্য্যাধ্যক্ষ :—
শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।
প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পো: শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পো: কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পো: ও জে: মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পো: বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পো: বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পো: কৃষ্ণনগর, জে: মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অ: প্র:) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পো: গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আ:) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পো: তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পো: যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পো: ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পো: চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পা:) ফো: ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পো: পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পো: আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রি:) ফো: ১১৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পো: মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পো: দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পো: চক্চকাবাজার, জে: কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পো: বালিয়াটী, জে: ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ২ মধুসূদন, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, শুক্রবার, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৩ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—মহাযোগপীঠ, শ্রীধামমায়াপুর

কাল—মঙ্গলবার, ১২ই মাঘ, ১৩৩২

যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীনামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন এবং শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অপর সাধন-প্রণালীর প্রতি উদাসীন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

পরমহংসকুলশিরোমণি শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন (ভাঃ ১২।৩।৫২)—

'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥'

বর্ত্তমান কাল—কলি; এই কালে ধ্যানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে;—লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত, সুতরাং এখন বিষ্ণুর ধ্যান সম্ভবপর হয় না। আমরা অনেক-সময়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়কেই চিন্তা করি; সুতরাং অধোক্ষজ-ধ্যানের সম্ভাবনা অতি অল্পই। ধ্যানপ্রণালী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বিচার করা আবশ্যক যে, কে ধ্যান করিতেছেন, কাঁহার ধ্যান করিতেছেন এবং সেই ধ্যানই বা কি? ধ্যেয়বস্তু বাস্তব-সত্য বস্তু হওয়া আবশ্যক, ধ্যাতার বাস্তব নিত্যসত্তা থাকা আবশ্যক এবং ধ্যান-ক্রিয়াও নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রতিহত-গতি-বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক; নতুবা প্রকৃত ধ্যান হয় না।

বর্ত্তমান-কালে বিক্ষিপ্ত-চিত্তবৃত্তিতে—কলিকল্মষ-পূর্ণ-হৃদয়ে ধ্যেয়-বস্তু সর্ব্বদা নিজ-রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। যে সকল বিষয় আমরা আমাদের জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা দেখি, তাহাই আমরা ধ্যান করি। আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আমাদের ধ্যেয়বস্তু হয়, নিত্য-বাস্তব অধোক্ষজ সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের গোচরীভূত হন না। সত্যযুগে বাস্তব-সত্যবস্তু ধ্যানের বিষয়ীভূত হইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদযুগে সত্য অনেকটা তিরোহিত হইয়াছেন; সুতরাং সত্যের সাধনপ্রণালী কলিযুগের বিক্ষিপ্ত-চিত্তের পক্ষে কার্য্যকরী হন না। বিক্ষিপ্ত মনের দ্বারা প্রকৃত ধ্যেয়বস্তুর ধ্যান হয় না—অন্যবস্তুর ধ্যান হইয়া যায়। আমরা কর্ম্মমার্গের পথিক-সূত্রে যে-সকল বিষয় ধ্যান করি, তাহা ধ্যান করিলে

আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তিই বাড়িয়া যাইবে। কলিকালে আমাদের যোগ্যতার—নিষ্পাপ নির্ম্মল অবিক্ষিপ্ত চিত্তের অভাব-নিবন্ধন ধ্যান-ক্রিয়া অসম্ভব।

ত্রেতা-যুগে বিষ্ণুর যজনকার্য্য যজ্ঞদ্বারা সাধিত হইত। ত্রেতা-যুগের অনুশীলনের বিষয় 'মখ' বা 'যজ্ঞ'। যজ্ঞকার্য্যে ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, উদ্‌গাতা ও হোতা—চতুর্ব্বিধ পুরুষের এবং সমিধ্, আজ্য, অগ্নি প্রভৃতি যজ্ঞোপকরণের আবশ্যকতা। ত্রেতা-যুগে অসুরকুল যজ্ঞবিধির প্রতি প্রথমতঃ তত আক্রমণ করে নাই; পরে এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন নানা-ভাবে যজ্ঞ-ক্রিয়া আক্রান্ত হইতে থাকিল।

ত্রেতা-যুগে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমন্ত লোকগণ যজ্ঞের দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা বিষ্ণুরই আরাধনা করিতেন এবং যজ্ঞেশ্বরের অবশেষ দ্বারা দেবতা-বৃন্দের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেন। অপরাপর লোকসমূহ যজ্ঞ-দ্বারা পিতৃ ও দেবতাগণের আরাধনা করিত; ক্রমশঃ ইতরলোকগণ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা না করিয়া ইতর দেবতাগণকেও বিষ্ণুর সম পর্য্যায়ে গণনা করিতে লাগিল।

চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পিতৃযজ্ঞে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। চার্ব্বাক-ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'ধূর্ত্তপ্রতারকগণই পিতৃশ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া এবং রাজন্যবর্গকে যাগাদিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিপুল অর্থ সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা নিজ নিজ-পরিজনবর্গ প্রতিপালন করিবার জন্যই ঐরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে পশুকে হনন করা যায়, সে স্বর্গলোকে গমন করে;—যদি ইহাই সত্য হয় এবং এইসকল বাক্যে যদি যজ্ঞকারিগণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে তাহারা যজ্ঞে আপনাপন পিতা-মাতা-প্রভৃতির মস্তক ছেদন করে না কেন? তাহা হইলে ত' অনায়াসেই পিতা-মাতা-প্রভৃতির স্বর্গলাভ হইতে পারে এবং তাহাদিগকেও আর পিতা-মাতার স্বর্গলাভের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে হয় না! আর শ্রাদ্ধ করিলেই যদি মৃতব্যক্তি তৃপ্ত হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে তাহার উদ্দেশ্যে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত' তাহার তৃপ্তি জন্মিতে পারে! আর যদি এই পৃথিবীতে শ্রাদ্ধ করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে অঙ্গনে শ্রাদ্ধ করিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? যাহা দ্বারা কিঞ্চিদুচ্চে স্থিত ব্যক্তিরই তৃপ্তি হয় না তদ্দ্বারা আবার কিরূপে অত্যুচ্চ-স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হইবে? অতএব পিতৃশ্রাদ্ধাদি—কেবল ধূর্ত্তগণের উপজীবিকামাত্র; বস্তুতঃ, উহা-দ্বারা কোনও ফল-লাভ হয় না' ইত্যাদি।

যখন ত্রেতা-যুগে যজ্ঞকার্য্যের বিধান আক্রান্ত হইল, তখন দ্বাপরের প্রবৃত্তিকাল। তখন অর্চ্চন দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা ব্যবস্থিত হইল। বিষ্ণুর আরাধনায় পশুবধ উদ্দিষ্ট হয় না। উষঃ, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তর্পণের সহায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানগ্রাহ্য দেবাদির বা পিতৃকুলের পূজা-প্রণালী—যাহা ত্রেতা-যুগে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাই দ্বাপরে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিষ্ণুর পরিচর্য্যা-ক্রিয়ায় পরিণত হইল। সাত্বতগণ যে ভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করিতেন, তাহাই বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালী। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্যতীত রবি, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অক্ষজজ্ঞানগম্য নানা দেবতাগণের পরিচর্য্যাদিই অসাত্বত-সম্প্রদায়ে প্রচলিত হইল।

দ্বাপরান্তে কলিপ্রারম্ভে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায়ও দৈব ও পিত্র্যকর্ম্মের এবং বিষ্ণুর উপাসনার ব্যাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বকালেই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকুল সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিষ্ণুপূজা উপলক্ষ্য করিয়া দেবল-সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি হইল। এইসকল দেবল-সম্প্রদায় বিষ্ণুপূজার ছল করিয় উদরভরণাদিকার্য্যে লিপ্ত হইল—বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে জিহ্বোদরপূজায় রত হইল সেবার পরিবর্ত্তে ভোগে লিপ্ত হইল। কলিতে দ্বাপরের বিষ্ণু পরিচর্য্যা হইবার পরিবর্ত্তে উদরপরিচর্য্যা, স্ত্রী-পুত্র-সেবা বা দেহসেবা হইতেছে দেখিয়া সাত্বতগণ অন্য ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন।

শ্রীমদাচার্য্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি স্বকৃত মুণ্ডকোপনিষদ্‌ভাষ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতার এই সাত্বত বচন-প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।
কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥"

দ্বাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবলমাত্র পাঞ্চরাত্রিক-বিধানানুসারে বিষ্ণুর অর্চ্চন করিয়াছেন ; কিন্তু বর্ত্তমান কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীনামরূপী ভগবান্ হরির পূজা হইয়া থাকে।

দ্বাপরযুগের বিষ্ণুপরিচর্য্যা-প্রণালীর ব্যভিচারের 'ছিট' বর্ত্তমানকালেও আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বাপরের সাত্বতগণের বিষ্ণুপরিচর্য্যার সহিত পাল্লা দিবার জন্য যেরূপ অবান্তর পূজা প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে যেরূপ উদরপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমান-কালে তাহারই নিদর্শনাবশেষ রহিয়াছে। এখন বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে অক্ষজজ্ঞানগম্য নানাবিধ দেবদেবীর পূজা-রূপ দেবলবৃত্তি চলিতেছে। এখন শ্রীনারায়ণপূজার পরিবর্ত্তে 'শালগ্রাম দিয়া বাদামভাঙ্গার' কার্য্য অবাধে চলিতেছে! বাহিরের দিকে অর্চ্চনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া লওয়া হইয়াছে ; তদ্দ্বারা স্ত্রী পুত্র-প্রতিপালন ও নানাবিধ ভোগ চলিতেছে!

কলিকালে দ্বাপরীয় অর্চ্চন হইবার উপায় নাই ;—কলিকালে শ্রীনামদ্বারা ভগবানের অর্চ্চন হইবে অর্থাৎ কলিকালে শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মুখে বিষ্ণুর অনুশীলন হইবে। কিন্তু কলিতে যেরূপ সাত্বতগণ-যাজিত দ্বাপরীয় অর্চ্চন-প্রণালীর ব্যভিচার করিয়া আমরা উদরের পূজা করিবার জন্য দেবল' হইয়া পড়ি, কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও তদ্রূপ ব্যভিচারে অবস্থিত হইয়া আমরা নামবিক্রয়ী হইয়া পড়ি। আমরা গ্রন্থ পড়ি, গ্রন্থ প্রকাশ করি, উদ্দেশ্য—কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ। আমরা নাম' (?) করিয়া অর্থ লই—উদর ভরণ করি ; আমরা কীর্ত্তনীয়া হই, উদ্দেশ্য—কীর্ত্তন নয়, হরি-সেবা নয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ। আমরা যদি অন্যকার্য্যে বেশী পয়সা পাই, অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাই, তাহা হইলে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া অন্যকার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত হই। যদি কেহ বলেন,—'ভাগবত পাঠ করিয়া পয়সা পাইবে না', তখন আমরা পাঠ ছাড়িয়া দেই, তখন আমরা বলি,—'ভাগবত আর দুধ দেয় না।' কেহ যদি বলেন,—'কীর্ত্তন করিয়া পয়সা পাইবে না—মন্ত্র দিয়া পয়সা পাইবে না—বক্তৃতা দিয়া অর্থ পাইবে না', তখন আমরা লোকের দ্বারে কীর্ত্তন ছাড়িয়া দেই, মন্ত্র দেওয়ার ব্যবসায় ছাড়িয়া দেই, বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করি। কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠা পাইলে আমাদের কপট-সেবার অভিনয়টুকুও বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের হরিনাম-কীর্ত্তন (?), আমাদের ভাগবত-পাঠ (?) বা বক্তৃতা (?) কলিসহচর কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্যই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ঐসকল অভিনয় কখনও নামকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ বা বক্তৃতা নহে। ঐসকল চেষ্টা—নামাপরাধ, ঐসকল চেষ্টা—ব্যবসায় বা বণিগ্‌বৃত্তি-মাত্র। বণিগ্‌বৃত্তি কখনও 'সেবা' নহে—"ন স ভৃত্যঃ, স বৈ বণিক্।" ঠাকুর দেখিয়া যদি কেহ ভেট না দেয়, তবে আমি ঠাকুর-পূজা ছাড়িয়া দেই ; 'আমার উদরভরণের জন্যই ত' আমার ঠাকুর-পূজা (?) ভাগবত-পাঠ (?), বা নামকীর্ত্তন (?)!' এইরূপ কার্য্য কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল না—মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এইপ্রকার জঘন্য কদর্য্য ব্যবসায় করেন নাই। পরযুগে লোকে ভাগবতবিক্রয়ী, মন্ত্রবিক্রয়ী, নামবিক্রয়ী হইবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনস্বরূপ ভাগবত, সাক্ষাৎ নামি-কৃষ্ণস্বরূপাভিন্ন শ্রীনাম, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ শ্রীভগবন্মূর্ত্তিকে দাঁড় করাইয়া তদ্দ্বারা স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সেবা করাইয়া লইবে,—এই ঘৃণিত উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস বা ষড়্‌গোস্বামি-গণ কখনও জগতে হরিনাম প্রচার বা ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করেন নাই বা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দেন নাই।

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর

আমাদের আবশ্যকীয় গ্রন্থসমূহের আধুনিক মতে সময় নির্ণয় করিলাম। আর্য্যদিগের সকল প্রকার শাস্ত্রের বিচারে আমাদের আবশ্যক কি? অন্যান্য অনেকানেক শাস্ত্র সকল অতি পুরাতন কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তে সমালোচিত হইয়াছে। প্রফেসর প্লেফেয়ার সাহেবের বিচার দৃষ্টিপূর্ব্বক মহাত্মা আর্চডিকন প্রাট সাহেব এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কলিযুগারম্ভের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা ছিল এবং তাহারও অনেক পূর্ব্বে বেদ সকল শ্রুতিরূপে বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন জ্যোতির্ব্বেত্তা পরাশর খ্রীষ্টাব্দের ১,৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া মেজর উইলফোর্ড সাহেব যে নির্ণয় করেন তাহা ডেভিস সাহেবের মতে অথর্ব্ববেদোক্ত কোন শ্লোক হইতে স্থির হয় কিন্তু অথর্ব্ববেদের জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় শ্লোকটী যে পরে সন্নিবেশিত হইয়া থাকা, বোধ হয়, তাহা উইলফোর্ড সাহেব চিন্তা করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় আর্চডিকন প্রাটের নির্ণয় অধিক মাননীয়; যেহেতু সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্র সকল আদিম প্রজাপতিদিগের নামে সংজ্ঞিত হওয়ায় ঐ ঐ ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঐ ঐ নক্ষত্র বিচারিত হইয়াছিল এমত বুঝিতে হইবে। তৎকালে অক্ষর সৃষ্টি না হওয়ায় সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচিত হইত। এই প্রকার অতি প্রাচীনকাল হইতে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদরূপে প্রচলিত ছিল। এ সকল বিচার করিতে গেলে আমাদের পুস্তকে স্থানাভাব হইয়া উঠে, অতএব আমরা তত্তদ্বিষয় আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম। পারমার্থিক শাস্ত্রের সাক্ষাৎ ও গৌণ শাখাদ্বয়ে যে যে পুস্তক দৃষ্ট হয়, তাহা আমরা নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

	শাস্ত্রের নাম।	কোন্ অধিকারে প্রচারিত হয়।
১।	প্রণবাদি লক্ষণ সাঙ্কেতিক শ্রুতি।	প্রাজাপত্যাধিকারে।
২।	সম্পূর্ণ শ্রুতি গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দ।	মানব দৈব ও কিয়দংশ বৈবস্বতাধিকারে।
৩।	সৌত্র শ্রুতি।	বৈবস্বতাধিকারের প্রথমার্দ্ধে।
৪।	মন্বাদি স্মৃতি।	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে।
৫।	ইতিহাস।	বৈবস্বতাধিকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধে।
৬।	দর্শন শাস্ত্র।	অন্ত্যজাধিকারে।
৭।	পুরাণ ও সাত্বত তন্ত্র।	ব্রাত্যাধিকারে।
৮।	তন্ত্র।	মুসলমানাধিকারে।

যতদূর পারা গেল ঘটনা সকলের ও গ্রন্থ সকলের আধুনিক মতে কাল নিরূপিত হইল। সারগ্রাহী জনগণ বাদ-নিষ্ঠ * নহেন, অতএব সদ্যুক্তি দ্বারা ইহার বিপরীত কোন বিষয় স্থির হইলেও তাহা আমাদের আদরণীয়। অতএব এতৎ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পরমার্থবাদী বা বুদ্ধিমান অর্থবাদীদিগের নিকট হইতে অনেক আশা করা যায়।

আমাদের শাস্ত্রমতে কল্পবিচার ও যোগবিচার এ প্রকার নয়। আমরা শাস্ত্রবাক্যই বিশ্বাস করি। আধুনিক সিদ্ধান্ত সমূহ তদধিকারীদিগের জন্যই দেখাইলাম। সেই মতে ভারতীয় আর্য্যপুরুষদিগের আদ্যকাল ৬,৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে দেখাইয়াও আমরা ভারতের অতুল্য প্রাচীনতা স্থাপন করিলাম; যেহেতু অপর কোন জাতি ইহাঁদের তুল্যকাল হইতে পারিলেন না। কথিত আছে ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশরদেশ অত্যন্ত প্রাচীন। মেনেথো নামক মিশরের ইতিহাসলেখক যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, খ্রীষ্টের ৩,৫৫৩

---

* বাদবাদাংস্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কঞ্চন সংশ্রয়েৎ।
ভাগবতং।

বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে মানব রাজ্য স্থাপন হয়। তথাকার প্রথম রাজার নাম মিনিস। গণনা করিলে ভারতবর্ষে যখন হরিশ্চন্দ্ররাজা রাজ্য করিতেছিলেন, তখন মিনিসের রাজ্য আরম্ভ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিশ্চন্দ্রের সমকালীন মনীশ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ আছে এবং ঐ নাম মিনিসের নামের সহিত ঐক্য বোধ হয়। কথিত আছে, মিনিসরাজা পূর্ব্বদেশ হইতে ইজিপ্টে গমন করেন। বৃহৎ পিরামিড, স্থফুরাজ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। খ্রীষ্টের ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ মহাভারত যুদ্ধের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে হিকসস্ নামক একজন পূর্ব্বদেশীয় রাজা ইজিপ্ট আক্রমণ করেন। বর্ণাশ্রম রূপ একটী ধর্ম্ম, ইজিপ্টে প্রচলিত ছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের সহিত ইজিপ্টে কোন সম্বন্ধ থাকা বোধ হয়। ভবিষ্যৎ অর্থবাদিগণ ইহার অনুসন্ধান করুন। হিব্রুদেশের মতে মানব সৃষ্টি খ্রীষ্টের ৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বে হয়. এমত কি শ্রাবস্তরাজার সময়ে বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। ঐ সকল বিষয় সম্প্রতি স্পষ্ট প্রমাণ করা যাইতে পারে না। হিব্রু ও মিশরদেশের বিষয় যখন এই প্রকার প্রদর্শিত হইল, তখন অন্যান্য জাতিসমূহের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। ইজিপ্টের মিনিসরাজার পূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনা সকল অলৌকিক। হিব্রুজাতির মধ্যে আদমের ১,০০০ বৎসর জীবনবৃত্তান্তও তদ্রূপ। তত্তদ্দেশের কোমলশ্রদ্ধদিগের বিশ্বাসের বিষয় হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ ভারতের ৭১ মহাযুগের মন্বন্তর ও দশরথ রাজার সহস্র বৎসর পরমায়ুর ন্যায় উহাদিগকে জ্ঞান করেন। সারগ্রাহী জনেরা এরূপ বিবেচনা না করুন যে, ভারতের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমরা ভারতকে প্রাচীন বলিয়া স্থির করিলাম। সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বজাতির প্রতি সমদৃষ্টি থাকায় নিরূপিত সত্য দ্বারা যে জাতি অতি প্রাচীন বলিয়া স্থির হইবে, তাহাতেই তাঁহারা অনুমোদন করিবেন।

(ক্রমশঃ

শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবানুগত্য ব্যতীত প্রেমসম্পদ্ দুরধিগম্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহবিহ্বলা শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় একাদিক্রমে দ্বাদশবৎসরকাল গম্ভীরায় অবস্থানকালে যে অপূর্ব্ব দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা কাব্যরসামোদী কবির কল্পনা মাত্র নহে। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষাৎ শ্রীস্বরূপদামোদরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী তাহা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিবারাত্র প্রেমাবেশে উন্মাদ ও প্রলাপ-চেষ্টাকালে শ্রীল স্বরূপদামোদর মহাপ্রভুর অন্তর্হৃদয়ের ভাবানুরূপ গীতি কীর্ত্তন-দ্বারা ও শ্রীল রায় রামানন্দ ভাবানুরূপ শ্লোক পঠন-দ্বারা মহাপ্রভুকে সুখ প্রদান করিতেন। "চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি (অর্থাৎ রায়রামানন্দকৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক), কর্ণামৃত (শ্রীবিল্বমঙ্গল গোস্বামী বা লীলাশুককৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ (কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামিকৃত)। স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায়, শুনে পরম আনন্দ॥"—চৈঃ চঃ ম ২।৭৭। ঐ ৫ খানি রসগ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ-রামানন্দসঙ্গে আস্বাদন করিতেন। দেহাত্মবোধ থাকাকালে জড়রসাসক্ত ব্যক্তির ঐ সকল অপ্রাকৃতরস-গ্রন্থালোচনায় অনধিকারচর্চ্চা জনিত প্রায়শঃ কুফলই ফলিতে দেখা যায়। অথচ উন্নত অধিকারে উহাই একমাত্র আলোচ্য ভক্তিরসগ্রন্থ। এজন্য শুদ্ধভক্তসাধু-

সঙ্গে ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ অধিকার উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু অপক্ক অবস্থায় কৃত্রিমভাবে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষায় পক্কতার অভিনয় করিতে গেলে অধঃপতন অনিবার্য্য। "বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ। রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে পারকীয় ভাবাশ্রয়ে লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥" (কঃ কঃ) নিয়ম করিয়া প্রতিদিন আদরের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীনামের কৃপা-বলে সাধক শীঘ্রই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হন। "প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্ত্তন করি। সিতপল যেন নাশি রোগমূল ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥" "ঈষৎ বিকশি পুন, দেখায় নিজরূপগুণ, চিত্ত হরি লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস॥" শ্রীভগবান্ আমাদের পরম হিতকারী বান্ধব নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াই আমাদিগকে তাঁহার সকল প্রেমসম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করেন। নামভজনে রত্যুদয় না হইলে সে দুর্ল্লভ সম্পদে অধিকার-লাভ কি করিয়া সম্ভব হইবে? ঐ ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র উচ্চারণমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিতেছেন—"(প্রভু কহে) কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" এই শ্রীমুখবাক্যের প্রথম দুইটি পয়ারে 'বিধি' ও দ্বিতীয় দুইটি পয়ারে রাগ-ভক্তির নির্দ্দেশ রহিয়াছে। জপ শব্দের অর্থে 'হৃদুচ্চারে' অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত ভাবযুক্ত উচ্চারণই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। এইজপ তিনপ্রকার—'বাচিক' অর্থাৎ কীর্ত্তন—সকলে শুনিতে পায়, এইরূপ; 'মানসিক'—মনে মনে স্মরণ এবং 'উপাংশু' বলিতে ওষ্ঠস্পন্দন—নিজে শুনিতে পাইবেন কিন্তু অন্য লোকে শুনিতে পাইবে না। 'নির্ব্বন্ধ' শব্দে অভিনিবেশ, গাঢ়মনোযোগ, আগ্রহ, নিয়ম, অভিলষিত বস্তুপ্রাপ্তি-জন্য আন্তরিক যত্ন, ইহাকেই 'আদর' বলা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'লক্ষপতি' হইবার অর্থাৎ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল সংখ্যা পুরাইবার দিকে ঝোঁক দিলে হইবে না। তাহা হইলে তাহাতে আদর প্রকাশ পাইবে না। উচ্চারণটি স্পষ্ট ও ভক্তিভাবযুক্ত হওয়া চাই। তাহা হইলেই শীঘ্র শীঘ্র নামের ফল 'প্রেম' পাওয়া যাইবে। 'গোপাল সিং-এর বেগার শোধ' দেওয়া নাম হইলে "বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন। তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" (চৈঃ চঃ আ ৮।১৬) দশ অপরাধই আমাদের প্রধান দুর্দ্দৈব। এই দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে। এজন্য শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের সাহচর্য্য একান্ত আবশ্যক। "একাকী আমার নাহি পায় বল হরিনাম সংকীর্ত্তনে। (হে বৈষ্ণব ঠাকুর!) তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণনামধনে॥ কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে॥" —এইরূপ আর্ত্তিসহকারে নামপরায়ণ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। কৃষ্ণই মাদৃশ বদ্ধজীবগণকে কৃপা করিবার জন্য গুরুরূপ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই গুরুবৈষ্ণব কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকৃপা লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে? তাই কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন— "কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও গাহিয়াছেন,—"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ। বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥ তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস। কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস॥" —চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৬০-৬৩। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর জ্ঞাতি খুল্লতাত বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টসেবক কৃষ্ণ-নামনিষ্ঠ ভক্তপ্রবর শ্রীকালিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ভক্তপদধূলি,

ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ—এই তিনটি বস্তু সেবার জন্য আমাদিগকে বারম্বার উপদেশ করিয়া বলিতেছেন—উক্ত সাধনত্রয় হইতেই কৃষ্ণনাম প্রেমোল্লাস ও কৃষ্ণকৃপা অবশ্যই লাভ হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই এই 'প্রেম' নামক অত্যদ্ভুত পরম পুরুষার্থ, শ্রীবৃন্দাবন-মহামাধুর্য্য ও 'মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর অপূর্ব্ব মহিমা-প্রকাশক। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ জানাইয়াছেন

".প্রেমানামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমচমৎকার-মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥"

অর্থাৎ প্রেম-নামক পঞ্চম পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের বিপিনা — গহনা অর্থাৎ দুষ্প্রবেশ্যা মহামাধুরী কদম্বে প্রবেশ ছিল! কেই বা পরমচমৎকার অধিরূঢ় মহাভাবমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্যবস্তুরূপে) জানিত? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ১৩০

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎপ্রকাশিত 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষভাগে লিখিয়াছেন—"এবম্ভূত অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণরস এজগতে জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য দেবই আনিয়াছেন, পূর্ব্বে কেহ আনেন নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একটি শ্লোক এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয়স্বরূপ দয়িতস্বরূপ প্রেমস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামিহৃদয়ে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সীমা—ভজনরহস্যের সর্ব্বগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দান করিয়া তাঁহাকে পরম প্রবীণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, ব্রজলীলায় তিনি শ্রীরাধার পরমপ্রিয়তমা শ্রীরূপ-মঞ্জরী। সুতরাং তিনি ব্যতীত শ্রীরাধার মনোঽভীষ্ট বা শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট আর কে বুঝিবে? তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'র প্রথমেই শ্রীরূপ ও তদনুগবর শ্রীরঘুনাথপাদ-পদ্মে যুগল-প্রীতি বুঝিবার জন্য আকুতি জানাইয়াছেন; "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সুসম্পদ, সেই মোর ভজন পূজন। সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন" — যথাসর্ব্বস্ব বলিয়া জানাইয়া শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক সেই শ্রীরূপের চরণসান্নিধ্য পাইবার জন্য উৎকট আর্ত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থরত্নের প্রতি পরিচ্ছেদের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥" শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিলেন—"হা রূপ গোসাঞি, দয়া করি কবে, দিবে দীনে ব্রজবাসা। রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ হইতে দাসের আশা॥" "শ্রীরূপমঞ্জরী-সঙ্গে যাব কবে, রস-সেবাশিক্ষাতরে। তদনুগা হ'য়ে রাধাকুণ্ডতটে রহিব হর্ষিতান্তরে॥"

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও ঐ শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারারই আনুগত্যাদর্শ তাঁহার সমগ্র প্রকটলীলায় সর্ব্বক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের শেষ বাণীও এই—

"* * * সকলে রূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। রূপানুগগণের পাদপদ্ম-ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। * * * জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। (রূপানুগ) ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হবে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদমনোঽভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হবেন। * * আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই —

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল বা শৃঙ্গাররস-

মাধুর্য্য জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি—নিজপ্রেমশোভা দান করিবার জন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে তৎকৃপাবলে তৎপ্রিয়তম শ্রীরূপ সেই পরমগূঢ় মহানিধির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার একান্ত কৃপা ব্যতীত সেই অপ্রাকৃত প্রেমসম্পদে আর কাহারও প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। তাই শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানরূপ মহাবদান্যলীলার পরিকর আমাদের শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের নিষ্কপট আনুগত্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারাই আমাদের মরুতুল্য নীরস হৃদয় সরস করিয়া তাহাতে প্রেমামৃতপ্রবাহ বহাইয়া দিতে পারেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ, রাইপুর]

প্রশ্ন—ভগবান্ কি কখন কখন ভক্তকে কষ্টও দেন ?

উত্তর—হিতৈষী ভগবান্ ভক্তের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ তাঁহার ভক্তিবৃদ্ধি ও উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য কোন কোন ভক্তকে কখন কখন কৃপা পূর্ব্বক দুঃখ দেন। তবে এতদপি ন সার্ব্বত্রিকম্। কখন কখন কষ্ট না দিয়াও ভগবান্ ভক্তের ভক্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ভক্তের দুঃখ ভগবদ্দত্ত, ন তু কর্ম্মফলজনিত।

(ভাঃ ১।৯।২০ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—অনায়াসে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কি ?

উঃ—আদর ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা দ্বারাই সুখে অনায়াসে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রেও গুরুসেবারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বাধিক্যত্ব উক্ত হইয়াছে। (ভাঃ ৪।২৮।৩৪ টীকা)

শ্রীমদ্‌গুরুকৃপয়া জীবস্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-রুচির্ভবতি।

(ভাঃ ৪।২৮।৩০ টীকা)

মহৎকৃপয়া জীবস্য মনঃ কৃষ্ণসেবাসক্তং ভবতি।

(ভাঃ ৪।২৮।৩২ টীকা)

শাস্ত্র বলেন—গুরুভক্ত্যা ভগবান্ মিলতি।

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ)

প্রঃ—ভগবৎসেবায় অর্থদান কি খুব কঠিন ?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—মহাভাগ্য না থাকিলে কেহ ভগবানের সেবায় অর্থ দিতে পারে না ও পারিবে না। ভগবান্ কৃপা করিয়া যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই অর্থ দিয়া ভগবৎসেবা করার সৌভাগ্য পান।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও ধনত্যাগ দুষ্কর। ভগবৎকৃপায় সেবার সুযোগ আসিলেও শ্রদ্ধা-সহকারে ভগবৎসেবায় বা ভক্তসেবায় অর্থ দিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি বিরল। (ভাঃ ৮।২০।৯ টীকা চ)

প্রঃ—ভক্তের রক্ষক কে ? গুরু কি সাক্ষাৎ হরি ?

উঃ—ভক্তিপথে গুরু ও ভগবান্‌ই জীবের রক্ষক। এজন্য ভগবদ্ভজনে ভয়ের লেশমাত্রও নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।

ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥

ভগবান্‌ই জীবের প্রিয়তম আত্মা—ইহা যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্, যিনি বিদ্বান্ তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই হরি। এরূপ গুরুই আশ্রয়ণীয় ও সেবনীয়।

য এবং বিদ্বান স এব গুরুরাশ্রয়ণীয়ঃ। য এবং গুরুঃ, স এব হরিঃ।

(ভাঃ ৪।২৯।৫১ চক্রবর্ত্তী টীকা)

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

সন্ত এব আত্মা প্রেমাস্পদং, ন তু দেহো জীবাত্মা বা এবং সন্ত এবাহং ইষ্টদেবো, ন তু তাংস্ত্যাক্ত্বা প্রতিমারূপোঽহম্। (ভাঃ ১১।২৬।৩৪ চক্রবর্ত্তী টীকা)

সাধুগুরুই প্রীতির পাত্র, দেহ বা জীবাত্মা প্রীতির পাত্র নয়। সাধুগুরুরূপী আমিই জীবের ইষ্টদেব ও উপাস্য, কিন্তু সাধুগুরুকে বাদ দিয়া শ্রীবিগ্রহরূপী আমার সেবা করিলে মঙ্গল বা সিদ্ধি সম্ভব নয়।

প্রঃ—কখন ভগবদ্দর্শন হয়?

উঃ—মন্থন দ্বারা যেমন কাষ্ঠে অগ্নি দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ গুরূপদিষ্ট শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি দ্বারা মন পুনঃ পুনঃ মথিত হইয়া শুদ্ধ হইলে সেই নির্ম্মল চিত্তে ভগবানের প্রকাশ ও দর্শন হয়।

দোহন দ্বারা গাভীস্তনে যেমন দুগ্ধ পাওয়া যায়, ঘর্ষণ দ্বারা যেমন কাষ্ঠে অগ্নি দৃষ্ট হয়, ভূমিকর্ষণ দ্বারা যেরূপ ধান্য লাভ হয়, কূপ খনন দ্বারা যেমন জল-প্রাপ্তি হয়, ভজন দ্বারা তদ্রূপ ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। (ভাঃ ৮।৬।১২ টীকা)

প্রঃ—সবই কি ভগবদিচ্ছায় হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। সুখ্যাতি, জয়, পরাজয়, মৃত্যু, ধন, বিদ্যা সবই ভগবদ্‌ইচ্ছাতেই হয়। এজন্য অপরে করিতেছে বা আমি করিতেছি — এরূপ মনে করা, অহংকার করা, দুঃখ করা বা উল্লাস করা মূর্খতা। (ভাঃ ৮।১১।৯ টীকা)

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।'

প্রঃ—ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি সবই সুলভ হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ভগবান্ প্রসন্ন হইলে দীর্ঘ আয়ুঃ, ভজন-অনুকূল দেহ, শত্রুজয়, প্রচুর ধন, প্রচুর সুখ মুক্তি, সিদ্ধি বা প্রেম ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সবই সুলভ হয়। (ভাঃ ৮।১৭।১০)

ভগবানের সুখবিধানার্থ ভগবৎ-সেবা না করিলে কায়, মন, বাক্য, বিদ্যা, ধন পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ঈশ্বরতর্পণং বিনা সর্ব্বমেব বিফলম্। (ভাঃ ৮।১৬।১১)

প্রঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডল পৃথিবী হইতে কতদূর?

উঃ—পৃথিবী হইতে ২৬ লক্ষ যোজন দূরে সপ্তর্ষি-মণ্ডল। এই সপ্তর্ষি ধ্রুবলোককে প্রদক্ষিণ করেন। (ভাঃ ৫।২২।১৭)

প্রঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ধ্রুবলোক ও বৈকুণ্ঠলোক কতদূর?

উঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডলের ১৩ লক্ষ যোজন দূরে ধ্রুবলোক। (ভাঃ ৫।২৩।১)

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেন—

ধ্রুবাৎ কোটী যোজন দূরে মহর্লোক, মহর্লোকাৎ ২ কোটী যোজন দূরে জনলোক, জনলোকাৎ ৮ কোটী যোজন দূরে তপোলোক, তপোলোকাৎ ১২ কোটী যোজন দূরে সত্যলোক। সত্যলোকাৎ ৬২ লক্ষ কোটী যোজন দূরে বৈকুণ্ঠ। (ভাঃ ৫।২৩।৯ টীকা)

প্রঃ—মনকে কিরূপে দমন করা যায়?

উঃ—গুরুরূপী ভগবানের সেবাই বিশ্বাসঘাতক মনকে দমন করিবার অব্যর্থ অস্ত্র। (ভাঃ ৫।১১।১৭ টীকা চ)

প্রঃ—কে সংসার হইতে উদ্ধার পায়?

উঃ—হরিরূপস্য গুরোশ্চরণারবিন্দে, যে মধুকরাঃ সেই গুরুভজনাসক্ত গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণই সংসার হইতে উদ্ধার পায়।

শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ং বিনা সংসারো ন নশ্যতি। (ভাঃ ৫।১৪।১ টীকা)

প্রঃ—উন্নতি বা অবনতির মূল কি?

উঃ—গুরুর প্রতি আদর ও অনাদরই সেবকের উন্নতি-অবনতি বা সম্পদ্ ও বিপদের কারণ। (ভাঃ ৬।৭।২৩ টীকা)

প্রঃ—সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ভক্তের সিদ্ধি কি হয়ই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীপ্রহ্লাদ ব'লেছেন—হে ভগবন্, যাহারা আপনার প্রিয় ভক্তের আশ্রিত, সেই গুরু-সেবাপ্রাণ ভক্তের সিদ্ধি স্বতঃই হয়। (বৃঃ ভাঃ ৪।৬ টীকা)

প্রঃ—কৃষ্ণ কি নিজ আশ্রিত ভক্তকে কদাপি ত্যাগ করেন না?

উঃ—ভক্ত ভরতবৎ পশুত্ব প্রাপ্তই হউক, নরত্ব, দেবত্ব বা নারকীত্ব প্রাপ্তই হউক, করুণাময় কৃষ্ণ নিজ ভক্তকে স্বীয় চরণসমীপে আনয়ন করিবেনই, কদাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। (ললিতমাধব)

শাস্ত্র বলেন—দয়ালু ব্যক্তি শরণাগত বা আশ্রিত দুষ্ট ব্যক্তিকেও ত্যাগ করেন না। সুতরাং পরমদয়ালু কৃষ্ণসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? (স্তবাবলী)

প্রঃ—ভগবান্ কি শরণাগতকে রক্ষা করেনই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—যাহারা ভগবানে আত্মাকে সমর্পণ করিয়াছে, ভগবান্ সেই আত্মাকে সযত্নে রক্ষা করেন। কিন্তু জীব বা আত্মা যদি ভগবানে নিবেদিতাত্মা না হইয়া স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে সেই আত্মা কোনদিন সুখী হইতে পারে না ও রক্ষিত হয় না।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত)

প্রঃ—ভক্তমাত্রেই কি কৃষ্ণকে পায়?

উঃ—শ্রীসনাতনটীকা (বৃহদ্ভাগবতামৃত)—পরমকরুণ কৃষ্ণ অল্পমাত্র ভজনকারীকেও আত্মসাৎ করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরম-মহাকৃপালু ও পরম-মহা-শক্তিমান্। এজন্য তিনি নিরন্তর ভজনকারী অথবা কদাচিৎ ভজনকারী ভক্তের পক্ষেও সুলভ।

প্রঃ—সিদ্ধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ হইলে ভক্তের কি গতি হয়?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—ভক্তগণ সিদ্ধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিলে ভগবৎ-কৃপায় সমুচিত স্থানে সমুচিত দেহ লাভ করিয়া সাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন ও করিবেন।

(ভাঃ ২।৭।৪৯ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রঃ—ভৌম বৃন্দাবন কি নিত্যকাল আছে এবং নিত্যকাল থাকিবে?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—মহাপ্রলয়েও এই নিত্য ভৌম-বৃন্দাবন ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হয় না। ইহা নিত্যকালই আছে ও নিত্যকাল থাকিবে। এই ভৌম-বৃন্দাবন বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (ভাঃ ১০।২৮।১৩ টীকা)

প্রঃ—কৃষ্ণ কৈশোরে কোথায় ছিলেন?

উঃ—কৃষ্ণ কৈশোরে নন্দগ্রামে ছিলেন। তিনি নন্দগ্রাম হইতেই মথুরা যান।

সাধারণতঃ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর। তৎপরে যৌবন। কিন্তু কৃষ্ণ রাজপুত্র বলিয়া সুখে লালন-পালনহেতু দেহ পুষ্ট হওয়ায় অল্পবয়সেই কৃষ্ণের কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর দেখা যায়।

৩ বৎসর ৪ মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কৌমার। তখন কৃষ্ণ নিজ জন্মস্থান গোকুল-মহাবনে ছিলেন।

৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত কৃষ্ণের পৌগণ্ড। তখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন।

১০ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষ্ণের কৈশোর। তখন কৃষ্ণের নন্দগ্রামে স্থিতি।

১০ বৎসর ৭ মাস বয়সে চৈত্রে কৃষ্ণের মথুরা-গমন। সেদিন কৃষ্ণত্রয়োদশী ছিল। চতুর্দ্দশীতে কংসবধ হয়।

১০ বৎসরই কৃষ্ণের শেষ-কৈশোর। তৎপরে সর্ব্বকালমেব তস্য কৈশোরম্।

১০ বৎসরেই কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি। এজন্য কৃষ্ণকে নিত্যকিশোর বলা হয়। (ভাঃ ১০।৪৫।৩ টীকা)

প্রঃ—শ্রীমদ্ভাগবতের কথিত সবই কি পারমার্থিক?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—শ্রীমদ্ভাগবত রসময় গ্রন্থ। তাহাতে অভক্ত রাজগণের চরিত্র পারমার্থিক মনে না হইলেও তাহা ভজনের সাহায্যকারী বলিয়া পারমার্থিক। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রঃ—আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও স্থির হ'চ্ছে না কেন?

উঃ—শুদ্ধ-ভক্তি ব্যতীত অর্থাৎ নিষ্কামা ভক্তি ব্যতীত চিত্ত কোনদিনই শান্ত, স্থির ও শুদ্ধ হইবে না। (প্রীতিসন্দর্ভ)

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥ (চৈঃ চঃ)

প্রঃ—ভগবৎ-সেবার কি ফল?

উঃ—শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত ভগবৎ সেবা করিলে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ্, স্বর্গ, মোক্ষ, প্রেম, ভগবদ্দর্শন সবই সহজলভ্য হয়।

ভগবৎ-সেবা দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ-প্রেম সবই লাভ করা যায়। (ভক্তিসন্দর্ভ)

প্রঃ—ভূতশুদ্ধি কি?

উঃ—আমি ভগবৎ-সেবক—এই অভিমানই ভূতশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি।

অন্যচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবচ্চিন্তাযুক্ত হওয়াই চিত্তশুদ্ধি। (হরিভক্তিবিলাস)

প্রঃ-কে আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন?

উঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু টীকায় বলিয়াছেন—

নিজ গুরু কর্ত্তৃক আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত হইলে অপরকে উপদেশ ও মন্ত্রাদি দিবার অধিকার হয়, নতুবা নহে। গুরুসেবাপ্রাণ স্নিগ্ধ (স্নেহশীল) শিষ্যকে শ্রীগুরুদেব লোকহিতার্থ গুরুত্বে অভিষিক্ত করেন। সেই গুরুকৃপাপ্রাপ্ত ভক্তই মন্ত্রাদি দিতে সমর্থ হন। নতুবা অন্য উদ্দেশ্যে নিজে নিজে শিষ্য করিতে গেলে অসুবিধা ও সর্ব্বনাশই হয়।

(হরিভক্তিবিলাস ১।৪৭-৫০ টীকা চ)

পদ্মপুরাণ বলেন—মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণই সকলের গুরু হইবার যোগ্য। তিনি ভগবানের ন্যায়ই পূজ্য ও সেব্য।

শুদ্ধভক্ত ব্রাহ্মণই গুরুর কার্য্য করিবেন। কিন্তু 'বিষ্ণুভক্ত না হইলে সংকুলজাত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণও গুরু হইবার অযোগ্য। (হরিভক্তিবিলাস)

প্রঃ—শীঘ্র মঙ্গল কিসে হয়?

উঃ—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

হৃদয়স্থ ইষ্টদেবের কথা স্মৃতিপথে রাখিয়া নাম করিলে শীঘ্রই মঙ্গল হইবে।

প্রীতির সহিত নাম করিলে হৃদয়দেবতার কথা আপনা হইতেই মনে পড়িবে।

প্রঃ—শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রই কি শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইয়াছিলেন?

উঃ—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন—

শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন।

(শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা)

প্রঃ—ভক্তের ভক্তিবিঘ্নও কি ভক্তির সহায়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—কৃষ্ণেচ্ছায় ভক্তের ভক্তিবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার অনুতাপ জন্মে। তাহাতে ভগবানের মহতী কৃপার উদয় হয়। এইজন্য বিঘ্নসকলও ভক্তিসিদ্ধির সোপান হইয়া যায়।

(প্রীতিসন্দর্ভ)

ভক্তের কর্ম্মাদি-হেতু বিঘ্ন বা বাধা নাই। ভগবদিচ্ছা-জনিত বিঘ্ন প্রেমবর্দ্ধনার্থ ও স্বভক্ত-সদাচার-শিক্ষণার্থ। (ভাঃ ৫।৮।২৬)

প্রঃ—কৃষ্ণবৈকুণ্ঠ কি?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

গোকুলের অপর নাম—বন-বৈকুণ্ঠ। আর গোলোকের অপর নাম—কৃষ্ণবৈকুণ্ঠ। (কৃষ্ণসন্দর্ভ)

প্রঃ—গোলোকে কি বৃন্দাবন আছে?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে গোলোকস্থিত মথুরাপুরীতে ও বৃন্দাবনে গমন করেন।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৬।১৫ টীকা)

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্য পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল মাধব দেবগোস্বামিপাদের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

গত ২২ গোবিন্দ (৪৯৬ গৌরাব্দ), ৬ই চৈত্র (১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), ২১ শে মার্চ্চ (১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ) সোমবার শুক্লা সপ্তমী তিথি শুভবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব দেব গোস্বামি-

পাদের সমাধি মন্দিরে তদীয় পূর্ণাবয়ব বিশাল শ্বেত-প্রস্তরময়ী সুরম্য মূর্ত্তি সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র বিধানানুসারে মহাসংকীর্ত্তনমুখে নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এতৎসহ ঐ দিবস উক্ত শ্রীমন্দির ও তাঁহার চূড়াস্থিত চক্রদণ্ডাদিরও প্রতিষ্ঠাকার্য্য যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ গত ৫ই চৈত্র সন্ধ্যায় মহাভিষেকের ঘটাধিবাসনাদি প্রারম্ভিককৃত্য সম্পাদন করেন। ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কারুশালার কৃত্য ও মঙ্গলাধিবাসকৃত্যাদি প্রতিষ্ঠাদিবস ৬ই চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পাদন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে প্রতিষ্ঠাদিবস (৬ই চৈত্র) পূর্ব্বাহ্ণে কারুশালার কৃত্য, মঙ্গলাধিবাস কৃত্য, শ্রীমন্দিরের চূড়ায় চক্রদণ্ডাদি প্রতিষ্ঠাকৃত্য, শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাকৃত্য এবং বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্যসমন্বিত ১০৮ ঘট জলে অভিষেকাদি যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করেন। তাঁহার এই সকল করণীয় কৃত্য বিষয়ে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। শ্রীমঠের গভর্ণিংবডির প্রায় সকল সদস্যই তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসমাধি মন্দির সম্মুখস্থ নাট্যমন্দির প্রাঙ্গণে পাঞ্জাব, দিল্লী, দেরাদুন, হায়দ্রাবাদ, ওড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রাতঃকাল হইতে অভিষেক-পূজাহোমাদিকৃত্য সম্পাদনকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। এই মহাসংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রীমঠের আকাশবাতাস পরিপূরিত করিয়া এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যপরিবেশ উদ্ভাবিত করিয়াছিল। প্রতিষ্ঠাঙ্গভূত হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। শ্রীবিগ্রহের অভিষেকান্তে শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদিকৃত্য সমাপ্তির পর ভক্তবৃন্দ মহাসংকীর্ত্তনমুখে শ্রীসমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন। শতসহস্র সম্মিলিত কণ্ঠনিঃসৃত শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরার জয়ধ্বনি এবং সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ভক্তহৃদয়ে পূজ্যপাদ মাধবমহারাজের প্রকটস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছিল। মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিকের পর অসংখ্যভক্ত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

সন্ধ্যায় শ্রীসমাধিমন্দিরের নাটমন্দিরে মহতী সভার অধিবেশন হয়। ভক্তবৃন্দের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। সভার আলোচ্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—'পূজ্যপাদ মাধব গোস্বামিমহারাজের পূত চরিত্র ও মহিমাশংসন'। শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামিমহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর দেব গোস্বামিমহারাজলিখিত সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচিত স্তোত্র কীর্ত্তন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পূজ্যপাদ গোস্বামিমহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ভাষণ দান করেন।
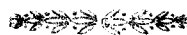
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মের অপার অনুগ্রহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব এবং শ্রীমঠের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এবার পাঞ্জাব, দিল্লী, দেরাদুন, অন্ধ্র (হায়দরাবাদ), ওড়িষ্যা, বঙ্গদেশ ও আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীধামে বহুভক্তসমাগম হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবৎসর যাত্রিসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

পরিক্রমা আরম্ভের দিবসত্রয় পূর্ব্বে প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটু ঝড়বৃষ্টি হইতে থাকিলেও পরিক্রমা আরম্ভের সময় হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় আকাশের অবস্থা খুবই অনুকূল হইয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তির যে সন্ধিনীপ্রভাব, তাহারই পরিণতি তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধাম। সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবই নিত্যানন্দপ্রভু। সুতরাং শ্রীগৌরধামদর্শন, গৌরধাম পরিক্রমণ, গৌরধামবাস এবং ধামেশ্বর শ্রীগৌরকৃপা-লাভ শ্রীগৌরাভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকৃপা ব্যতীত আর কোনক্রমেই হইতে পারে না। আবার সেই চিদ্ধাম-পালক হইলেন শ্রীমূলসঙ্কর্ষণ-সেবক শ্রীক্ষেত্র-পাল বৃদ্ধ শিব। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আ ১।২০-২১) লিখিয়াছেন—

"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে ১৭শ অধ্যায় ১৪-১৫ শ্লোকে ইলাবৃত বর্ষে শ্রীভগবান্ রুদ্র শ্রীপার্ব্বতী ও তদনুগা নবার্ব্বুদ নারীসহ নিত্য নিজারাধ্য ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবের আরাধনা করিতেছেন। [ইলাবৃতবর্ষে ভগবান্ শিবই একমাত্র পুরুষ, ভবানীর শাপ বশতঃ সেখানে দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। ঐ শাপবৃত্তান্ত না জানিয়া কোন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিবামাত্র স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীভাগবত ৯।১ অধ্যায়ে এই শাপ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।] এজন্য শ্রীধামমাহাত্ম্যে কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

"বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন উদয়॥
প্রৌঢ়ামায়া কুলদেবী কৃপা অকপট।
ভরসা তরিতে-মাত্র অবিদ্যাসঙ্কট॥"

'কল্যাণকল্পতরু'গ্রন্থেও গীত হইয়াছে—

"কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥"

শ্রীগৌরধামে গৌরকৃপাপ্রার্থী শিব ও গৌরকৃপা-প্রার্থিনী শিবানীর কৃপা ব্যতীত চিদ্ধামের চিন্ময় সৌন্দর্য্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের চিল্লীলামাধুর্য্য আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, শ্রীধামে প্রবেশাধিকারই লাভ হয় না। আবার শ্রীগৌরসুন্দরই ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া আমাদের যাবতীয় কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিঘ্ন বিনাশ করিয়া থাকেন। এজন্য ইঁহাদের করুণা আমাদের অনুক্ষণ প্রার্থনীয়।

৭ই চৈত্র (১৩৮৯), ইং ২২শে মার্চ্চ (১৯৮৩) মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিক্রমার অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাটমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের ভাষণের পর শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ করেন। সভারম্ভে ও সভাশেষে কীর্ত্তনাদির পর সভা ভঙ্গ হয়। পরমা-রাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যব্দই পরি-ক্রমাকালে ঐ শ্রীধামমাহাত্ম্য গ্রন্থখানি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলীতে পঠিত ও স্থানবিশেষে ব্যাখ্যাতও হইয়া থাকে।

৮ই চৈত্র বুধবার হইতে ১২ই চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত নবধাভক্তির পীঠস্থলীস্বরূপ নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। ১২ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব, ১৩ই চৈত্র সোমবার শ্রীগৌর জয়ন্তীর উপবাস ও শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের দোলযাত্রা-মহোৎসব এবং ১৪ই চৈত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎ-সব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীঅন্তর্দ্বীপ মায়াপুর; দ্বিতীয়দিবস—শ্রবণ-ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ; তৃতীয় দিবস কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীমধ্যদ্বীপ; চতুর্থদিবস — সখ্যাখ্যভক্ত্যঙ্গ-যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ এবং পঞ্চমদিবস পাদসেবনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চনাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ—এই চারিটী

দ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা-স্থলে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ যেসকল মাহাত্ম্য বঙ্গভাষায় পাঠ করিতেন, আচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ হিন্দী ভাষাভাষী যাত্রিগণের বোধসৌকর্য্যার্থ সেইগুলি হিন্দী ভাষায় বলিয়া বুঝাইয়া দিতেন। পরিক্রমার তৃতীয় দিবস একাদশী থাকায় যাত্রিগণের পরিশ্রমলাঘবার্থ পঞ্চমদিবসীয় রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা চতুর্থ দিনেই করিয়া দেওয়া হয়। পঞ্চম দিবস চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধর মন্দিরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করায় যাত্রিগণের পথশ্রান্তি অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। আলো জ্বালিয়া মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়। এজন্য বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুরের পাঠ এখান হইতেই সমাপ্ত করিয়া উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক এখান হইতেই বরাবর নবদ্বীপ খেয়াঘাট অভিমুখে যাত্রা করা হয়। খেয়া পার হইয়া মঠে পৌঁছিতে রাত্রি একটু অধিক হইয়া যায়। যাহা হউক শ্রীমন্ মহাপ্রভুর একান্ত অনুগ্রহে পরিক্রমা একরূপ নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইল। শ্রীমন্ মহাপ্রভু তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তন্নিজজন শ্রীল মাধব মহারাজের অলেখ্যার্চ্চাসহ ১ম দিন ও শেষ ৫ম দিবসে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইয়াছিলেন। ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহ লইয়া পরমানন্দভরে এত দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াও ক্লান্তি বোধ করেন নাই, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুরই অপার করুণা। ৭ই চৈত্র হইতে ১৪ই চৈত্র পর্য্যন্ত প্রতিদিবসই সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। ঐ সকল সভায় মঠাচার্য্য শ্রীল তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের, যুগ্মসম্পাদক শ্রীল মঙ্গল মহারাজ, সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রমুখ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ বিভিন্ন দিবসে ভাষণ দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা প্রায়শঃ হিন্দী ভাষায়ই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরজয়ন্তী শুভবাসরে যে শ্রীমঠের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিগত ১৩ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন শ্রীমঠের সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ অসুস্থতা-বশতঃ সভায় অনুপস্থিত থাকায় প্রতিষ্ঠানের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনসম্বন্ধে পরিচালক সমিতির বিবৃতি এবং হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত ১৯৭৮-১৯৭৯ সালের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিয়া শুনান।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যাঁহারা বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

কানাডা, ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে—যুগ্মসম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের প্রচার; পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিভিন্ন স্থানে এবং চণ্ডীগড়ে শ্রীপাদ ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজের প্রচার, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের প্রচার; মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের পার্টিসহ প্রচার; শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সমাধিমন্দিরে শ্বেতপ্রস্তর সংযোজনে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী প্রচেষ্টা ও আনুকূল্য সংগ্রহ; শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীল গুরুদেবের সমাধিমন্দিরের অসম্পূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজের হার্দ্দী প্রচেষ্টা ও আনুকূল্য সংগ্রহ; কাছাড়ে ও ত্রিপুরায় শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ,

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দ-লোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারীর বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে উদ্যম ও প্রচেষ্টা।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভাপতি মহোদয় নিম্নলিখিত পরম পূজনীয় বৈষ্ণবগণের তিরোধানে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক জ্ঞাত অজ্ঞাতসারে কৃত অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষামুখে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেন ঃ—

(১) পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

(২) পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

(৩) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ

(৪) পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ

(৫) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মোহিনী মোহন রায় রাগভূষণ

(৬) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রামচন্দ্র মহাপাত্র

সভাপতি মহোদয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য-কারী নিষ্কপট ও নিষ্ঠাবান্ স্নিগ্ধ গৃহস্থ ভক্ত তেজপুর নিবাসী ডাক্তার শ্রীসুনীল আচার্য্যের (শ্রীমদ্ সুব্রত দাসাধিকারী প্রভুর) অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনমুখে হার্দ্দী বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন। গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীসজ্জন সুহৃদ্ দাসাধিকারী প্রভুরও অকস্মাৎ স্বধাম প্রাপ্তিতে বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় শ্রীবৃন্দাবন মঠের ও শ্রীমায়াপুর মঠের বিশেষ আনুকূল্যকারী প্রতিষ্ঠানের শুভানুধ্যায়ী কলিকাতা বিডনষ্ট্রীটনিবাসী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীপরেশচন্দ্র রায়ের অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে হৃদয়ের গভীর বেদনা প্রকাশ করতঃ পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রবেশমুখে বিশাল সুরম্য সিংহদ্বার নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ আনুকূল্য করতঃ প্রতিষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করায় কলিকাতা গড়িয়াহাটনিবাসী শ্রীশঙ্কর সাহা ও শ্রীকান্ত সাহা বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। উক্ত সিংহদ্বার তাঁহাদের পিতৃদেব কুমুদবন্ধু সাহার স্মৃতিতে নির্ম্মিত হয়।

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে মুখ্যভাবে যে শতাধিক ভক্ত আনুকূল্য করিয়াছেন (যাঁহাদের নাম তিনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাদিবসের বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় উল্লেখ করিয়াছিলেন), তাঁহাদের অর্থের সার্থকতা ও ভাগ্যের কথা বর্ণন করতঃ তাহাদের প্রতি স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণের জন্য পরমারাধ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মে তিনি প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

Sree Chaitanya Gaudiya Math,	Chandigarh
Sree Omprakasjee Bindlish	,,
Sree Sukhram Sarma	Ludhiana
Sree Visnupriya Sankirtan Mandal	Chandigarh
Sree Sukhdev Singh,	Simla
Capital Medical Stores,	Chandigarh
Sree I. C. Ahuja	,,
Sreemati Indra Kapoor	,,
Sree Prithviraj Salwan	,,
Sreemati Rampratap Goel	,,
Sree Abhoy Charan Das	,,
Sree Paramhansa Das	,,
Sree Yaspal Sarma	,,
Phalgunisakha Das Brahmachary	,,
Sree Vidyasagar Rajput,	Jullundhar
Sree Krishna Chaitanya Sankirtan Sabha	,,
Sree Mahendra Kapoor	Ludhiana
Sree Sakti Chandra Kanwar	Simla
Bhatinda City Devotees Through Vaid Omprakas Sarma	

Bhatinda Colony Devotees and Sree Yograj Sekhri
Sree Yograj Sekhri Bhatinda
Madan Gopal Agarwal Hoshiarpur, Punjab
Male Members of Delhi Sankirtan party, Delhi
Female Members of Delhi Sankirtan party, Delhi
Sree Krishna Chaitanya Sankirtan Mandal ,,
Sreepad B. S. Parbat Maharaj Gobardhan U. P.
Tridandiswami Sreemad B. L. Brihadbrati Maharaj U. P.
Collected By Brahmacharies of Sree Chaitanya Gaudiya Math, Gokul Mahavan U. P.
Sree Devakinandan Dasadhikary Dehradun
Collected By Tridandiswami Sreemat B. B. Aranya Maharaj of Sree Chaitanya Gaudiya Math Hyderabad
Hyderabad Devotees Through Sreepad Shyamananda Das Brahmachary ,,
Sree G. Chandraya ,,
Sreemati Parameswari Bai ,,
Sree Nivas Mal Rajasthan
শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায় কলিকাতা
শ্রীমতী সুধা ব্যানার্জ্জী ,,
শ্রীঅনন্ত দাস শিলিগুড়ি
শ্রীমতী পদ্মাবতী বহেল ঝালদা, পুরুলিয়া
শ্রীমতী কমলা ঘোষ কলিকাতা
শ্রীমতী বন্দনা দাস ,,
শ্রীমতী মীরা বসু ,,
শ্রীমতী মন্দিরা বসু ,,
শ্রীমতী তৃপ্তিরাণী বোস ,,
শ্রীগিরিধারী দাস চাঁচল, মালদহ
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দে কলিকাতা
শ্রীমতী অমিয়া মুখার্জ্জী ,,

স্বধামগতা রাধালক্ষ্মী কুণ্ডু কলিকাতা
শ্রীনিত্যানন্দ কর্ম্মকার ,,
শ্রীশিবপ্রসাদ দত্ত ,,
শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী ,,
শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত ,,
শ্রীমতী নন্দরাণী দাস ,,
শ্রীমতী হেমলতা দে ,,
শ্রীসুধীর কুমার দাস ,,
শ্রীমতী শান্তি মুখার্জ্জী ,,
শ্রীমতী সুমিত্রা মণ্ডল ,,
স্বধামগত হরিদাস সরকার ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা
শ্রীমতী স্নেহলতা সরকার ,,
শ্রীমতী ছবি দত্ত কলিকাতা
শ্রীমতীকল্যাণী দে ,,
শ্রীউপেন্দ্র গিরি ,,
শ্রীমতী মুকুলিকা চ্যাটার্জ্জী ,,
শ্রীমতী ঊষা দাসগুপ্তা ,,
শ্রীমতী অরুণা কর ,,
শ্রীমতী কাদম্বিনী সাহা ,,
শ্রীকৃষ্ণপদ ব্যানার্জ্জী ,,
শ্রীক্ষেত্রমোহন নাথ ,,
শ্রীনন্দদুলাল দে, সলিসিটর ,,
স্বধামগত রাজেন্দ্রনাথ সাহা ক্যানিং, ২৪ পরগণা
শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার ইছাপুর ,,
শ্রীমতী শৈলবালা বসু বিরাটী ,,
ডাঃ কালীপদ দেবনাথ ,,
শ্রীমতী কিরণবালা মণ্ডল ছোট মোল্লাখালি ,,
শ্রীমতী মলিনা সরকার কল্যাণী, নদীয়া
শ্রীনিমাই চন্দ্র দেবনাথ নবদ্বীপ, ,,
স্বধামগত শচীন্দ্রলাল ঘোষ রাণাঘাট ,,
স্বধামগতা নির্ম্মলাবালা ঘোষ ,, ,,
শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী মেচেদা মেদিনীপুর
শ্রীমতী নবনীবালা বাগ আনন্দপুর ,,
শ্রীনীলমাধব দাস অণ্ডাল বর্দ্ধমান
শ্রীমতী রাণী দত্ত আলিপুর দুয়ার জলপাইগুড়ি

স্বধামগত প্রবীরকুমার ঘোষ	বোলপুর	বীরভূম
শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ	,,	,,
স্বধামগতা হেমবালা ভট্টাচার্য্য	,,	,,
স্বধামগত ব্রজবল্লভ সাহা	,,	,,
স্বধামগতা হরিদাসী সাহা	,,	,,
স্বধামগত কৃষ্ণগোপাল রায়	,,	,,
স্বধামগতা নির্ম্মলাবালা রায়	,,	,,
শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী		কলিকাতা
রবীন্দ্র কুমার মোদক	তেজপুর	আসাম
শ্রীমতী সুপ্রভা মোদক	,,	,,
শ্রীরামপাল সিং	গাজিয়াবাদ, মীরাট, ইউ. পি	
স্বধামগত সুনীল কুমার আচার্য্য	তেজপুর	আসাম
শ্রীমতী গীতা আচার্য্য	,,	,,
স্বধামগত পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	,,	,,
শ্রীমতী শান্তিরাণী চক্রবর্ত্তী	,,	,,
স্বধামগত দেবেন্দ্র বিশ্বাস	,,	,,
শ্রীনিত্যানন্দ ঘোষ	,,	,,
শ্রীগৌরাঙ্গ মণ্ডল	,,	,,
স্বধামগত জ্যোতিষচন্দ্র সরকার	কালীনারায়ণপুর	নদীয়া
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা	তেজপুর	আসাম
স্বধামগতা বেলারাণী সাহা	,,	,,
শ্রীআশানন্দ কুণ্ডু	জামুগুড়ি	,,
মাতাবক্স সরাফ	কুমারচুবুরী, তেজপুর,	,,
শ্রীমতী কৃষ্ণাদাসী পাল	,,	,,
শ্রীবিপুলচন্দ্র পাল	,,	,,
স্বধামগত নরেন্দ্রকুমার ঘোষ	তিনসুকিয়া	,,
স্বধামগত কৈলাশচন্দ্র সাহা	টংলা	,,
কুমারী কণিকা ধর	তেজপুর	,,
স্বধামগত দিগম্বর পাল	,,	,,
শ্রীগোঁসাইদাস পাল	,,	,,
স্বধামগত রাসমোহন পাল	,,	,,
স্বধামগত মতিলাল দে	,,	,,
শ্রীমৎ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ	সরভোগ	,,
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী	রেহাবাড়ী, গৌহাটী	,,
শ্রীবিনয় ভূষণ চক্রবর্ত্তী	উলুবাড়ী	,,
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী	ছত্রীবাড়ী	আসাম
শ্রীমতী অনিতা পাল	উলুবাড়ী	,,
স্বধামগত অবনীমোহন দে	আটগাঁও	,,
শ্রীমতী আরতি সেন	পল্টনবাজার গৌহাটী	,,
স্বধামগত অনাথ চরণ রায়	ছত্রীবাড়ী ,,	,,
স্বধামগত যাদব লাল বণিক	উলুবাড়ী ,,	,,
শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার	,,	,,
শ্রীভবমোচন দাসাধিকারী	কাশীকোটরা ,,	,,
শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস	বরপেটা ,,	,,

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ উক্ত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবৃতি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান কালে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন।

ঐ সভার অন্তে শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগৌরাবির্ভাব উপলক্ষেও একটি ভাষণ দান করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা কীর্ত্তন করেন। এদিকে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগৌরজন্মাভিষেক ও পূজা সম্পাদনপূর্ব্বক বিবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ ভোগ নিবেদন করিলে ভোগা-রাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। তৎপর ভোগারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীমন্দির কীর্ত্তনমুখে বারচতুষ্টয় পরিক্রমা করার পর নাটমন্দিরে অনেকক্ষণ যাবৎ নৃত্যকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অতঃপর উপবাসী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদী ফল-মূলাদি অনুকল্প দেওয়া হয়। কেহ বা নিরম্বু উপবাসীও থাকেন।

বহিরাগত জনৈক ভক্ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খোল-করতালযোগে শ্রীগৌরাবির্ভাবলীলা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীমিশ্রপুরন্দরের আনন্দোৎসব দিবস অগণিত ভক্ত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত ভক্তগণ ক্রমশঃ বিদায় লইতে থাকেন। এই দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্মন্তুদ। প্রত্যেককেই প্রত্যব্দ শ্রীধামে আসিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হয়। পাঞ্জাব, দেরাদুন, দিল্লী, হায়দ্রাবাদ,

প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের ভক্তবৃন্দের অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নযুগল দর্শন করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ ধামদর্শন ও পরিক্রমণানন্দ জ্ঞাপনপূর্ব্বক পুনরাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এবার বড়বাসুদেব প্রভুর (শ্রীযুত ব্যোমকেশ সরকার) উপর পরিক্রমার যাত্রিগণের বিশ্রামস্থান ব্যবস্থার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত শান্ত-স্নিগ্ধ-প্রকৃতি বলিয়া এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য খুব বিচক্ষণতার সহিত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের উপর ছিল যাত্রিগণের তত্ত্বাধানের ভার। তিনি প্রচুর সহিষ্ণুতা গুণাবলম্বনে এই সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বৃদ্ধ ডাক্তার সর্ব্বেশ্বর প্রভুও যাত্রিগণের স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রচুর কৃপাভাজন হইয়াছেন। কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন, বাজারহাট, পরিবেশনাদি বিভিন্ন সেবাকার্য্যে শ্রীমঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাতৎপরতা অবর্ণনীয়। কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য বিশ্বতশ্চক্ষুঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের সকলের সকল সেবাচেষ্টাই স্বীকার করতঃ তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবিতরণে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না।

এবার শ্রীগৌরাবির্ভাবশুভবাসরে বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণের অনেকেই "তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর"—এই মহাজনবাক্যের সারবত্তা ও সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে মন্ত্র ও মহামন্ত্রদীক্ষা-শিক্ষা লাভ করতঃ সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনকে ধন্যাতিধন্য করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের পারমার্থিক জীবনের সার্থকতা ও সাফল্য প্রার্থনা করি। তাঁহারা ভগবদ্ভজনে ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ "ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"—এই ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আমরা তদনুশীলনে কে কতটুকু উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছি বা সচ্ছাস্ত্রসংবিধানানুযায়ী পারমার্থিক জীবন যাপনে কে কতটুকু অগ্রগামী হইতেছি, তাহা পরীক্ষার্থ আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীধামমায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করতঃ ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা এবং শ্রুতি, বেদান্ত, ভাগবত, একায়ন পঞ্চরাত্র, (অপ্রাকৃত) সাহিত্য, ঐতিহ্য, সম্প্রদায়-বৈভব, ভক্তিশাস্ত্র, তত্ত্ব ও রস—এই দশটি বিষয়ের 'আচার্য্য' পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই দশটি বিষয়ের যে কোন একটি আচার্য্য-পরীক্ষা দিতে হইলে তৎপূর্ব্বে ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এইরূপে দশটি বিষয়ের 'আচার্য্য'-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 'সার্ব্বভৌম' উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। আমরা ভক্তিশাস্ত্রী প্রবেশিকা ও সার্ব্বভৌম পরীক্ষার গ্রন্থতালিকা শ্রীচৈতন্যবাণীর পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। "জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, শ্রীহরিভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাধা॥" ঐ গাধা হইয়া জড় মায়ার সংসারের বোঝা টানিবারই প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। এজন্য পরবিদ্যা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবদ্ ভজন-দ্বারা জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করাই পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শুদ্ধভক্ত মহাজনগণের পরামর্শ। পরবিদ্যাবধূর জীবনই নাম সংকীর্ত্তন।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের শিক্ষানুসরণে তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও সমগ্রভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজও শ্রীগৌরাবির্ভাবদিবসে উক্ত ভক্তিশাস্ত্রপরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবও তৎপদাঙ্কানুসরণে বর্ত্তমান বর্ষ শ্রীগৌরাবির্ভাবদিবসে ভক্তিশাস্ত্রীপ্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

শিলচরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও আগরতলাস্থিত মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ সমভিব্যাহারে আগরতলা হইতে পূর্ব্বাহ্নের বিমানযোগে বিগত ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ বৃহস্পতিবার আসাম প্রদেশের অন্তর্গত কাছাড় জিলার প্রধান সহর শিলচরের অনতিদূরে কুম্ভীগ্রাম বিমানঘাটীতে শুভপদার্পণ করেন। বিমানঘাটীতে মঠের ব্রহ্মচারিগণ এবং কতিপয় গৃহস্থ-সজ্জন পূজনীয় আচার্য্যদেব এবং মহারাজগণকে পুষ্পমাল্য-চন্দন ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শীলচরনিবাসী শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের প্রাইভেটকারযোগে পূজনীয় মহারাজগণ স্থানীয় স্বনামধন্য কন্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত হিমাংশু পাল মহোদয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ তথায় পাঁচদিন অবস্থান করেন।

শিলচর শহরের প্রধান দেবালয় — শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীশ্রীরাধামাধব আখড়া শ্রীশ্রীগোপালের আখড়া, শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের আখড়া ও মালুগ্রাম ভৈরববাড়ী প্রভৃতি স্থানে ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ হইতে ১লা জানুয়ারী ১৯৮৩ পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসম্মেলনে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্নদিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ রবিবার শিলচরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্নে বিশাল নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহ ভ্রমণ করা হয়। নগরসংকীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রথম শ্রীআচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা ভিক্ষামূলে তাঁহাদের জয়গান করেন, অতঃপর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরবিন্দ লোচন দাস ব্রহ্মচারী মূলগায়করূপে সংকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা পুনঃ শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শিলচর শহরনিবাসী শ্রদ্ধালু সজ্জনগণ নর-নারী নির্ব্বিশেষে যোগদান করতঃ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

পূজনীয় আচার্য্যদেব এবং তৎসঙ্গী মহারাজগণের শিলচর পদার্পণের পূর্ব্বেই শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবাংশুদাস ব্রহ্মচারী শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে অগ্রগামী পার্টি রূপে তথায় পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীত্রিভুবন দাস (তারকদাস) ব্রহ্মচারী, আগরতলা মঠ হইতে শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমোহান্তদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই যথা সময়ে শিলচরে পৌঁছিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারকালে বিভিন্ন প্রকার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শিলচর শহরে বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত হিমাংশু পাল ও শ্রীবিনোদবিহারী দেব মহোদয়ের গৃহে প্রচারপার্টিসহ দশদিন অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুমধুর হরিকথা শ্রবণের সুযোগ দিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ শিলচরের সুনাইরোডস্থ মেসার্স তীর্থময়ী এলুমিনিয়াম্ প্রোডাক্টের মালিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক মহোদয়ের গৃহেও শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শিলচর শহরে দশদিন ধর্ম্মসম্মেলনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ ক্রমশঃ কাছাড় জিলার মহকুমা শহর হাইলাকান্দিতে তিন দিন, করিমগঞ্জ শহরে তিন দিন, ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্ম্মনগর শহরে চারদিন এবং পুনঃ কাছার জিলার কাটাখাল নামক রেলওয়ে জংসনের নিকট শ্রীগোপালজীর আশ্রমে তিনদিন অর্থাৎ সর্ব্বমোট ২৩ দিন ব্যাপী বিপুলভাবে ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তনের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সহ সম্পাদক শ্রীভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ সহ বিগত ১৫ জানুয়ারী শিলচর হইতে বিমানযোগে কলিকাতাভিমুখে এবং আগরতলা মঠের

শ্রীভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ প্রাতঃকালের বিমানে আগরতলা যাত্রা করেন।

পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের কাছাড় জিলায় প্রচার সমাপ্তির পর শ্রীগোকুলমহাবন মঠের প্রচার পার্টি কাছাড় জিলার অন্তর্গত উধারবন্ধ এবং ঠালিগ্রাম চা বাগান এলাকায় মাসাধিককাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী তাঁহাদের প্রচারপার্টিসহ বিভিন্নস্থানে যথা—উধার বন্দে, কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত শ্রীশ্রীকাঁচাকান্তি কালীবাড়ী, শ্রীগোপালের আখড়ায় এবং ঠালিগ্রামস্থ শ্রীশ্রীহরিবাসরে ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাঠাগারে ধর্ম্মসভায় প্রতিদিন হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সজ্জনগণের গৃহসমূহেও প্রতিদিন পাঠ-কীর্ত্তন করা হয়। ঠালিগ্রামস্থ শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের আগ্রহে একদিন নগরসংকীর্ত্তনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। নগরসংকীর্ত্তনে স্থানীয় সজ্জনগণ আবাল বৃদ্ধ-বনিতা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৯৮৩ সালে (৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ) শ্রীধামমায়াপুরে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগে

(১) শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড়

(২) শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

তৃতীয় বিভাগে

(১) শ্রীমতী জোৎস্না সরকার, জলপাইগুড়ি

(২) শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী, কলিকাতা
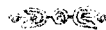
নববর্ষের শুভাভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণকে বঙ্গীয় ১৩৯০ নববর্ষের যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সকল জীবের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করুন—সকলের সর্ব্ব সুকল্যাণ লাভ হউক—সকলেই শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দে শুদ্ধভক্তি লাভ করুন—শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী—

"পৃথিবীতে যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥"
—চৈঃ ভাঃ অ ৪ ১২৬

অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হউক—কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রনন্দন শ্রীমায়াপুর-শশধর শ্রীভগবান্ গৌরহরির 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম, পুবটসুন্দর দ্যুতি গৌররূপ অসমোর্দ্ধ পরমকরুণাময় পরমোদার মহাবদান্য 'গুণ', শিব বিরিঞ্চির দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা, সাক্ষাৎ গোবিন্দ-গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ-'স্বরূপ' সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন—শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বজীবহৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন—সকলের সকল অকল্যাণ দূরীভূত হইয়া সর্ব্বত্র পরা শান্তি পরানন্দ বিরাজিত হউক, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

হরিঃ ওঁ

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ কারয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না 'পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —	ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	১৬.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	যন্ত্রস্থ
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১১)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	১.০০
(১২)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—	,,	১.২০
(১৩)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE —		যন্ত্রস্থ
(১৪)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— —	ভিক্ষা	১.০০
(১৫)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত —	,,	৩.০০
(১৬)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — —	,,	১৪.০০
(১৭)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৮)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৩.০০
(১৯)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	২.৫০
(২০)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র	,,	৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ : —

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ১৭১৭০
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ১৭৮৮
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১১৯৭
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০
২৩শ বর্ষ } ৪ ত্রিবিক্রম, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ৩০ মে, ১৯৮৩ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠার পর

প্রত্যেক ব্যক্তিবিশেষের জীবনেও চারিযুগের কৃত্য অর্থাৎ ধ্যান, যজ্ঞ, পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তন ন্যূনাধিক উদিত হইয়া থাকে। যখন জীব আত্মবৃত্তির অনুশীলন-দ্বারা শুদ্ধহরিসেবোন্মুখ হয়, তখনই ঐসকল কৃত্য শুদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যখন জীব মনোধর্ম্মে অভিভূত থাকে, তখন তত্তৎ সাধনপ্রণালীরও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। মনোধর্ম্মের বশে আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কেই 'ধ্যান' করি, ইন্দ্রিয়ের ভোগানলে আহুতি-প্রদানকেই আমরা 'যজ্ঞকার্য্য' বলিয়া মনে করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকটে নৈবেদ্য দেওয়ার সময় মনে মনে চিন্তাকরি—'জিনিষগুলি কোন্ সময়ে বাড়ী লইয়া গিয়া স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনকে দিব এবং নিজে ভোগ করিব', কীর্ত্তন করিবার সময় সুর-তান-লয়-মানের অহঙ্কারে আবদ্ধ থাকিয়া চিন্তা করি—'কিসে আমার কীর্ত্তন শ্রোতৃবর্গের চিত্তের অনুকূল হইবে, তাহাদের কর্ণাভিরাম হইবে' ইত্যাদি। তখন ভগবান্ স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যান,—আমরা কৃষ্ণকর্ণোৎসব-বিধানের পরিবর্ত্তে জড়কর্ণোৎসব বিধান করিয়া থাকি; তখন আমার কীর্ত্তন-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না, আত্মেন্দ্রিয় তর্পণই অর্থাৎ কামাগ্নিতেই ইন্ধন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কলিকালে বিক্ষিপ্তচিত্তে ধ্যান অসম্ভব। 'বিক্ষিপ্তচিত্তকে প্রত্যাহারাদি-দ্বারা সংযত করিয়া পরে ধ্যান করিব'—এরূপ আশাও নিষ্ফল; কারণ, মনোধর্ম্মি-জীবের ব্যবহিত ধ্যান-দ্বারা নিত্য বাস্তব-চিদ্বিগ্রহ ধ্যাত হইতে পারেন না। মনোধর্ম্মানুষ্ঠিত ধ্যান 'ধ্যান' নহে; নির্ম্মল আত্মবৃত্তির দ্বারাই ধ্যান সম্ভব। কলিকালে যজ্ঞবিধিরও সম্ভাবনা নাই; কারণ, বহুদ্রব্যসাধ্য ও বহুকালসাধ্য যজ্ঞাদিতে কলির জীবের ক্ষুদ্র পরমায়ু নষ্ট করিবার সময় নাই। কলিকালে দুর্ব্বলজীবের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্য্যাও সম্ভবপর নহে। পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ আসনে বসিলেই পিঠের দাঁড়া ব্যাথা পায়; বিশেষতঃ অনেক-স্থলে এবং অনেক-সময়েই কাল, স্থান, পাত্র ও নৈবেদ্যাদির শুদ্ধ্যশুদ্ধি-বিচার সম্ভবপর নহে; অথচ শৌচাশৌচাদি-বিচার পরিচর্য্যা-কালে বিশেষ আবশ্যক,—কালাকাল বিচারও আবশ্যক।

কিন্তু হরিনাম-কীর্ত্তনে স্থানাস্থান, কালাকাল পাত্রাপাত্রের বিচার নাই (চৈঃ ভাঃ মধ্য),—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"
"কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ বলহ বদনে॥"

এমন কি, মলমূত্রাদি-ত্যাগকালেও শ্রীহরিনাম গ্রহণ করা যায়। বাহ্যক্রিয়া-সমূহ অভ্যাসেই হইয়া থাকে। হরিনাম করিতে কোন বাধা নাই। নিদ্রা-কালে, জাগ্রতাবস্থায়, শয়ন-কালে আমরা হরিনাম গ্রহণ করিতে পারি। আভিজাত্যসম্পন্ন থাকিয়া বা নীচকুলোদ্ভূত হইয়া যে কোন অবস্থায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়। শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, স্ত্রীপুরুষ, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেই হরিনাম-গ্রহণের অধিকারী। নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, গণ্ডগোলে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, একা হরিনাম গ্রহণ করা যায়, বহুলোক একত্র মিলিয়া হরিনাম গ্রহণ করা যায়, হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম গ্রহণ করা যায়।

তথাপি এই ভগবন্নাম কীর্ত্তন না করিয়া যদি আমরা আর কিছু করিয়া বসি,—লোককে দেখাইবার জন্য গাত্রাবরণীর ভিতরে ঝুলিটী রাখিয়া বাহিরে আমার কপট দৈন্য, তৃণাদপি সুনীচতার বা প্রতিষ্ঠাশা-হীনতার বিজ্ঞাপন প্রচারেচ্ছা, অথচ লোক-দেখান বৈষ্ণবতা (!) পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকে,—কপটতা করিয়া, অহং-মমাদি বুদ্ধি লইয়া, অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' জানিয়া, বৈষ্ণবকে 'অবৈষ্ণব' বলিয়া সাধু-নিন্দা প্রভৃতি নামাপরাধ করিয়া, অসাধুকে বহুমানন করিয়া নাম-বলে পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি নামাপরাধের প্রশ্রয় দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ফল-লাভে বঞ্চিত হইলাম! গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

নামি-শ্রীভগবান্ অহৈতুক-কৃপা-পরবশ হইয়া নিজ-নামসমূহের বহু-সংখ্যা প্রকট করিয়াছেন এবং সেই অভিন্ন নামসমূহে তাঁহার সকলপ্রকার শক্তি অর্পণ করিয়াছেন। 'বহু-সংখ্যা' শব্দে ভগবানের মুখ্য ও গৌণ নামসমূহ। তন্মধ্যে মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, রাধা-কান্ত, গোপীজনবল্লভ, যশোদানন্দন, নন্দকুমার প্রভৃতি এবং ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ বাসুদেব, নারায়ণ, নৃসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতিই মুখ্য নাম; আর, আংশিক বা অসম্যক্ আবির্ভাবাত্মক 'ব্রহ্ম' পরমাত্মা', 'ঈশ্বর'াদি নামসমূহই ভগবানের গৌণ নাম। ভগবানের মুখ্য নামসমূহ—নামীর সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন; তাঁহাদের মধ্যে সকল শক্তি একাধারে সম্পূর্ণভাবে অর্পিত আছে; পরন্তু গৌণ নামসমূহে বিবিধ শক্তি আংশিক ও ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্তভাবে বর্ত্তমান। (ক্রমশঃ)

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর

ভারতের পূর্ব্ব ঘটনাকাল ও গ্রন্থ উদয়ের কাল যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহা কেবল আধুনিক পণ্ডিত-দিগের বিচার সম্মত। ইহা যে সত্য তাহা বিশ্বাস করা না করা সকলেরই অধিকার আছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উন্নতি এইরূপ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে না। বৈষ্ণবধর্ম্ম, বেদ ও ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র নিত্য বলিয়া আমরা জানি। সম্প্রতি পরমার্থতত্ত্বের উদয়কাল হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত যে যে পরি-বর্ত্তন ও উন্নতি-সোপান বিগত হইয়াছে তাহা আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমার্থতত্ত্বই আত্মার

স্বধর্ম্ম। জীবসৃষ্টির সহিত ঐ নিত্যধর্ম্মের একত্রাধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হইবে *। আদৌ ঐ স্বধর্ম্ম স্বপ্রকাশ-রূপে ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য চিন্তনরূপ অস্ফুট ছিল। আত্মা ও ব্রহ্মের বিশেষ ভেদ স্থাপনপূর্ব্বক পরমপ্রেমরূপ বন্ধনগ্রন্থি বিচারিত হয় নাই †। সেই ধর্ম্মতত্ত্ব অনেক দিবস পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মার অভিন্নতা বুদ্ধিস্বরূপে ম ান ছিল। কিন্তু সূর্য্যরূপ সত্য কদাপি অজ্ঞান বা ভ্রম-মেঘের দ্বারা চিরকাল অচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না। ঋষিগণ সময়ে সময়ে যজ্ঞ, তপস্যা, ইজ্যা, শম, দম, তিতিক্ষা, দান ইত্যাদি নানাপ্রকার অভি-ধেয় কল্পনা করতঃ সেই স্বধর্ম্মকে স্থির করিতে যত্ন করিয়াছেন ‡। ব্রহ্মাত্মৈতিরূপ চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক জড়াত্মক কর্ম্মকাণ্ডে স্বধর্ম্মের অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক দিন বিগত হইল। ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে পতনকালে প্রায় ভ্রমাবৃত্ত হইয়া পতনকার্য্যকে উন্নতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভ্রমটী প্রতীত হয়। যৎকালে কর্ম্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ও মন্দ ফল বিবেচিত হইল তখন আর্য্যদিগের মন মোক্ষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল **। কিন্তু তাহাও শুষ্ক ও কার্য্যগতিকে বিফল। যত দিনেই হউক সত্যের প্রকাশ অবশ্যই হইবে। পরে আর্য্য-হৃদয়ে অপূর্ব্ব তত্ত্বের উদয় হইলে প্রেমসূত্রের স্বরূপটী স্পষ্টীভূত হইল ††। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ ঐ নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় স্থির করিয়াছেন। কালক্রমে কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।

১। পরমাত্মা—সচ্চিদানন্দ সূর্য্যস্বরূপ বিভু চৈতন্য; জীবাত্মা—তদ্রশ্মি পরমাণু স্বরূপ অণুচৈতন্য।

২। ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাবরূপ বিশেষ নামে কোন অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যগত নিত্যধর্ম্মের দ্বারা বিভুচৈতন্য অণুচৈতন্য হইতে ভিন্ন, অণুচৈতন্য সকল পরস্পর ভিন্ন, চৈতন্যগণের অবস্থানোপযোগী পীঠস্থাপন এবং চৈতন্য বস্তু হইতে জড়াত্মক জগৎ ভিন্ন হইয়াছে।

৩। জড়াত্মক জগৎটী চিজ্জগতের প্রতিফলিত ধামবিশেষ এবং শুদ্ধানন্দের বিপরীত কোনপ্রকার আভাসরূপ সুখদুঃখের পীঠস্বরূপ।

৪। জড় জগতে জীবাত্মার নিত্যসম্বন্ধ নাই। কেবল বদ্ধাবস্থায় উহা জীবাবাস মাত্র। অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি কর্ত্তৃক বদ্ধ জীবগণ জড়ানুযন্ত্রিত হইয়া কেহ বা জড়সুখে আবদ্ধ আছেন, কেহ বা চিৎসুখ অন্বেষণ করিতেছেন।

৫। স্বতঃ পরতঃ পরতত্ত্বের প্রতি জীবের অনুরাগ-রূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির নাম জীবের স্বধর্ম্ম। বদ্ধা-বস্থায় বিষয়রাগরূপ ঐ স্বধর্ম্মের বিকৃত ভাবটী শোচনীয়।

৬। স্বধর্ম্মের স্বরূপাবস্থিতির নাম মোক্ষ। স্বালোচন কার্য্য অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহা সাধিত হয়।

৭। অধিকারভেদে স্বধর্ম্মানুশীলন বিবিধরূপ। তন্মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ; কতকগুলি গৌণ।

৮। স্বরূপপ্রাপ্তি যে সকল অনুশীলনকার্য্যের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ও অন্য ফলের সম্ভাবনা নাই; তাহারা সাক্ষাৎ।

---

* ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামাথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। মুণ্ডকে।

† স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে।

‡ কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা যস্যাং ধর্ম্মোমদাত্মকঃ॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচি॥
ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং শমং দমং। ভাগবতং।

** অন্যে বদন্তি স্বার্থংবৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনং।
কেচিৎ যজ্ঞতপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কস্তমো নিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দাঃ শুচার্পিতাঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥ ভাগবতং।
জাতি-জরা-মরণ-দুঃখ-ক্ষয়ং সংসারবন্ধনং বিমোক্ষয়িতুং।
চরিতুং বিশুদ্ধগমনান্তসমং তং শুদ্ধসত্ত্বমনুবন্ধয়ং॥
ললিতস্তারে।

†† কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাং। ভাগবতং।

৯। যে সকল অনুশীলনকার্য্য দ্বারা দেহ-সম্বন্ধে কোন অবান্তরফলপ্রাপ্তি সংঘটন হয়, সে সকল গৌণ।

১০। সমাধিই প্রধান সাক্ষাদনুশীলন। তৎপোষক জীবননির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম সকলকে প্রধান গৌণানুশীলন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

১১। সমাধিযোগে ব্রজভাবগতরসাশ্রিত কৃষ্ণানুশীলনই জীবের নিয়ত কর্ত্তব্য; যেহেতু ঐ ভাবটী জীবের প্রাপ্য বিষয়ের অত্যন্ত সন্নিকর্ষ।

১২। অধিকার ভেদে পরম মাধুর্য্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় মধুর রসের আলোচনাই জীবের চরম মহিমা।

এই দ্বাদশটী তত্ত্বের মধ্যে প্রথম চারিটী তত্ত্বে কেবল সম্বন্ধজ্ঞান সঙ্কলিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে দশম তত্ত্ব পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইয়াছে। শেষ দুইটী তত্ত্বে কেবল জীবের চরম প্রয়োজন রূপ পরম ফলের উদ্দেশ আছে।

(ক্রমশঃ)

সর্ব্বমুখ্য ও মূল সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—বেদশাস্ত্র সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণই সেই প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তিই ঐ প্রাপ্যের সাধন, উহাকেই 'অভিধেয়' বলা হইয়া থাকে এবং প্রেমই 'প্রয়োজন'—ইহাই পুরুষার্থ-শিরোমণি মহাধন। ইহাই কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই 'পরমপরাৎপর' 'পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন' স্বয়ং-ভগবান্ সর্ব্বাংশী পরমারাধ্য নিত্যতত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জীব তাঁহারই বিভিন্নাংশ স্বরূপ—তাঁহার সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। কৃষ্ণ জীবের নিত্যপ্রভু, জীব স্বরূপতঃ তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণদাস্য বা কৈঙ্কর্য্যই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম—'কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা', ইঁহাকেই 'অভিধেয় ভক্তি' বলা হয়। এই ভক্তির প্রপক্কাবস্থায় কৃষ্ণে প্রগাঢ় প্রীতিই 'প্রেম' নামে অভিহিত, ইহাই চরমপরম 'প্রয়োজন' প্রেম নামক মহা নিধি।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই আম্নায় বাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়—

"গৌণ-মুখ্যবৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

চৈঃ চঃ ম ২০।১৪৬

বেদসকল কোন স্থলে মুখ্য বা অভিধাবৃত্তিযোগে, কোন স্থলে গৌণ বা লক্ষণাবৃত্তিযোগে, কোন স্থলে অন্বয় বা সাক্ষাৎ ব্যাখ্যাক্রমে এবং কোন স্থলে ব্যতিরেক বা ব্যবধান-বাক্যের সহিত একমাত্র কৃষ্ণকেই ব্যাখ্যা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [আদি ২য় (১০৬, ৬৫, ২৪-২৬)] কথিত হইয়াছে—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণসর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" ১০৬॥

[ব্রহ্মসংহিতা ৫।১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।' (অঃ প্রঃ ভাঃ)]

'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ॥' ৬৫॥

[শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

পূর্ব্বে যেসকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার; কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বরূপস্থলীয় মূলতত্ত্ব বস্তু। রাম, নৃসিংহাদি পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্—'যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥' (চৈঃ চঃ আ ২।৮৮)

প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্॥
(চৈঃ চঃ আ ২।১০)

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১) উক্ত হইয়াছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ 'তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি— পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্।' (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—(যৎ) নিষ্কলং অনন্তং অশেষভূতং তদ্ ব্রহ্ম প্রভবতঃ যস্য প্রভা অর্থাৎ নিরংশ অখণ্ড পরিপূর্ণ, খণ্ডজ্ঞানাতীত, সীমা-রহিত সেই ব্রহ্ম প্রভাববিশিষ্ট যে গোবিন্দের অঙ্গ-কান্তি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি—জ্ঞানিগণোপাস্য ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি, যোগিজনোপাস্য পরমাত্মা সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি, পরব্যোমপতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত, ভগবান্ শ্রীনারায়ণ সেই গোবিন্দের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ।]

"বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম।
পূর্ণতত্ত্ব যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম॥ ২৪॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥ ২৫॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মা রূপে তাঁরে করে অনুভব॥" ২৬॥

[শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতির বাক্য উদ্ধার করিয়া ঠাকুর দেখাইতেছেন—তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমতা লক্ষ্য করিতেছেন।]

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৫।৪ 'মন্ত্র') বলেন যে—

"একো দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধি-তিষ্ঠত্যেকঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সকলের পূজনীয়; তিনি জন্মস্বভাবপ্রাপ্ত সমস্ততত্ত্বেই অধিষ্ঠানরূপে নিত্য বিরাজ-মান। শ্রীগোপালোপনিষদে (পূর্ব্ব তাপনী ২১ মন্ত্র) কথিত হইয়াছে—

"তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েৎ।
তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ॥
একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ,
একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।
তং পীঠস্থং যে তু ভজন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

[অর্থাৎ সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সেই কৃষ্ণকেই ধ্যান করিবে, তাঁহার নামই সংকীর্ত্তন করিবে, তাঁহাকেই ভজন করিবে এবং তাঁহারই পূজা করিবে। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববশকর্ত্তা কৃষ্ণই একমাত্র সকলের পূজ্য। তিনি এক হইয়াও মৎস্য-কূর্ম্মাদি, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি, কারণার্ণবশায়ী গর্ভোদকশায়ী ক্ষীরোদকশায়ী প্রভৃতি বহুমূর্ত্তিতে প্রকাশমান হন। শুকদেবাদির ন্যায় যে সকল ধীর পুরুষ তাঁহার পীঠ মধ্যে অবস্থিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখলাভে সমর্থ হন; অন্যকেহই ব্রহ্ম-পরমাত্মাদির উপাসনায় তদ্রূপ সুখলাভে সমর্থ হন না।]

তৈত্তিরীয় (২।১) উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদনিহিতং গুহায়াং। পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

[অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, চিন্ময়, অসীমতত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। চিত্তগুহায় অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তত্ত্বই 'পরমাত্মা'। পরব্যোমে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তত্ত্বই 'নারায়ণ'। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'পরব্রহ্ম-কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় কল্যাণগুণ প্রাপ্ত হন।]

শ্রীল ঠাকুর পরব্রহ্ম কৃষ্ণকেই 'বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম' বলিতেছেন। 'বিপশ্চিৎ' শব্দের অর্থ 'পণ্ডিত'। শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ মধ্যে পাণ্ডিত্যও একটি প্রধান গুণ। এই গুণসকলের প্রথম পঞ্চাশটি গুণ জীবে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে আছে। শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল গুণ পরিপূর্ণরূপে থাকে। উক্ত পঞ্চাশৎ এবং আরও পাঁচটি গুণ অংশরূপে শ্রীমহাদেবাদিতে দেখা যায়। তৎপরবর্ত্তী আর ৫টি গুণ—এই ষাটটি গুণ পরব্যোমপতি শ্রীনারায়ণে সম্পূর্ণরূপে আছে। শ্রীকৃষ্ণে ঐ ষাটটী গুণ অত্যদ্ভুতরূপে বিদ্যমান। উহা ব্যতীত আরও চারিটি গুণ অসাধারণরূপে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন অবতারেই দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ তাঁহার লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য—এই চারিটি গুণ অসমোর্দ্ধরূপে শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। এজন্য ঠাকুর বলিতেছেন—"অতএব স্বরূপসংপ্রাপ্ত পরব্রহ্ম অর্থাৎ বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম বলিতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হয়।" সেই শ্রীকৃষ্ণের যশোরাশি জ্যোতীরূপে সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত হয়। অতএব বেদ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটি মাত্র-গুণে অবিপশ্চিৎ জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মকে লক্ষ্য করেন। গুহায় নিহিত যে তত্ত্ব, তাহার নাম পরমাত্মা। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ভগবান্ অংশের দ্বারা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট। অতএব ব্রহ্মাণ্ডরূপ গুহা বা জীবহৃদয়রূপ গুহাতে যিনি প্রবিষ্ট, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা পরমাত্মা। তিনিই জগতে অবতাররূপ রাম-নৃসিংহবামনাদি হইয়া পালনকার্য্য করেন। 'পরমে ব্যোমন্' অর্থাৎ পরব্যোমধামে কৃষ্ণের একটি বিলাস-মূর্ত্তি 'নারায়ণ' নিত্য বিরাজমান। এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও পরব্যোমপতি ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করিয়া যে রসিক পণ্ডিত সেই সব তত্ত্বের পরমাশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ রসপাণ্ডিত্যপূর্ণ বিপশ্চিৎ ব্রহ্মকে সেবা করেন, তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও মধুররসগত সমস্ত অপ্রাকৃত কাম তাঁহার সহিত নিত্য ভোগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গ, যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্। বিষ্ণুপুরাণে—অবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিং, গীতায় ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ইত্যাদি বচন-সহস্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেই বিপশ্চিৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ পরং ব্রহ্ম বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় তাঁহার শ্রীমুখবাক্যে জানাইতেছেন—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। গীঃ ৭।৭

শ্রুতিও বলিতেছেন—

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"

গীতা আরও বলিতেছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥" —গীঃ ১৫।১৫

অর্থাৎ সকল বেদের জ্ঞাতব্যবিষয় আমিই। আমিই বেদব্যাসরূপে বেদার্থনির্ণয়কারী ও বেদার্থবেত্তা। সুতরাং শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার শ্রীমুখে জানাইতেছেন—"বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোঽহমেব - মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ।" (চঃ টীঃ অর্থাৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ আমিই, আমি ব্যতীত বেদের নিগূঢ় অর্থ অন্য কেহ জানে না। এজন্য পরমপরাৎপর সম্বন্ধিতত্ত্ব একমাত্র তিনিই; তিনি ব্যতীত তাঁহার বেদার্থ আর কে জানাইবে? তাই 'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্', 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ', 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে', 'গতিভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥' 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ', 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে', 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি ভূরি ভূরি বাক্য দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে তাঁহার অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেছেন। তমেব শরণং গচ্ছ—প্রভৃতি বাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে বলিতেছেন।

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

(গীঃ ১৪।২৭)

এবং অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
(গীঃ ১০ ৪২)

শ্রীগীতার এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"আমিই অখণ্ড চৈতন্য ব্রহ্মের, অফুরন্ত অমৃতের, নিত্যলীলার ও ঐকান্তিক প্রেমসুধাস্বাদনের মূল অবলম্বন বা আশ্রয়।"

"অথবা হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতির এই বিস্তৃত জ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন? আমি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপ আমার এক অংশ দ্বারা এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।"

ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি তাহা ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মসংহিতার যস্য প্রভা প্রভবতঃ এই ৫।৪০ শ্লোকোক্ত বাক্য দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। এইরূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় এবং পরমেশ্বর—ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল ঠাকুর বেদ তাঁহাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে যেরূপ গৌণ ও মুখ্য বৃত্তিতে এবং অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে উদ্দেশ করেন, তাহা ক্রমশঃ বিচার করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—

ছান্দোগ্য (৮।১৩।১) মুখ্য বা অভিধা বৃত্তি-দ্বারা নিম্নলিখিত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকেই বর্ণন করিতেছেন—

"শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে। শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্রা স্বরূপশক্তির নাম 'শবল'। কৃষ্ণপ্রপত্তিক্রমে সেই শক্তির হ্লাদিনীসারভাবকে আশ্রয় করি। হ্লাদিনী-সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণে প্রপন্ন হই। শ্যাম শব্দের অভিধাবৃত্তি-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইতেছেন।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় ও আরুণেয্যুপনিষৎ ৫ম মন্ত্রে বলিয়াছেন—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥
(১।২২।২০ঋক্)

(অর্থাৎ চক্ষু যেমন সর্ব্বপ্রকাশময় সূর্য্যকে অনায়াসে আকাশে দর্শন করে, তদ্রূপ দিব্যসূরিগণও অনায়াসে সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা দর্শন করেন।)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিতেছেন—

"পণ্ডিতসকল নিত্য বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। সেই বিষ্ণুপদই চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমতত্ত্ব।"

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) — এস্থলে 'বিষ্ণু' শ্রীরাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণার্থেই ব্যবহৃত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"বিষ্ণোরিতি 'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ' (ভাঃ ১০।৩৩।২) ইত্যাদ্যুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়ে।" অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুই জনের মধ্যে নিজ এক এক মূর্ত্তি প্রকট করিবার লীলা প্রকাশ করায় ব্যাপকত্ব অভিপ্রায়েই 'বিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উপরিউক্ত সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর পরমপদ যে চিচ্চক্ষুর দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই ইহা অসমঞ্জস বা অসমীচীন বাক্য হইতে পারে না।

পুনরায় নিম্নলিখিত ঋগ্বেদ (১।২২।১৬৪ সূক্ত ৩১ ঋক্ এবং ১।৫৪ সূক্ত ৬ ঋক্) বাক্য উদ্ধার করিয়া ঠাকুর দেখাইতেছেন যে, বেদে অনেকস্থলে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্পষ্ট ভাবেই উক্ত হইয়াছে,—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পতিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥"

অর্থাৎ "দেখিলাম এক গোপাল তাঁহার কখন পতন নাই। তিনি কখন নিকটে—কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছেন।"

এই বেদবাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধা বা মুখ্যবৃত্তি ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র বলিয়াছেন—

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ
যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদরুগায়স্য বৃষ্ণঃ
পরমং পদং অবভাতি ভূরি॥

(ঋঙ্মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে—)

"তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি। যেখানে কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং বাঞ্ছিতার্থ প্রদানে সমর্থ— ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

এই বেদমন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন বেশ স্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয়। শ্রীল ঠাকুর বলিতেছেন—এইরূপ মুখ্যবর্ণন বেদের অনেকস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য গীতার "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ" বাক্যটী সাবধানে অনুধাবনীয়। শ্রীল ঠাকুর মুখ্যবৃত্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে গৌণ বা লক্ষণা বৃত্তি-যোগে কতিপয় বর্ণন প্রদর্শন করিতেছেন—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যে-কস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৯ মন্ত্র)

অর্থাৎ "যাঁহা হইতে অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ নয় এবং যাঁহা হইতে কিছুই অণু বা বৃহৎ নাই, সেই এক পুরুষ যৎকর্ত্তৃক সর্ব্ববস্তুই পূর্ণ হইয়াছে, তিনি স্থির হইয়া বৃক্ষের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলে অবস্থিত।"

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥"
(ঈশোপনিষদ্, ১৫শ মন্ত্র, বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১ ব্রাহ্মণ)

[শুদ্ধভক্তিভিন্ন শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয় না; শ্রীভগবানের কৃপাভিন্ন সেই শুদ্ধা ভক্তি লভ্যও হয় না; এই জন্যই বলিতেছেন,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্ময় আচ্ছাদনদ্বারা সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের মুখো-পলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছেন। হে জগৎ-পোষক পরমাত্মন্, তুমি সত্যধর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর।]

বৃহদারণ্যক শ্রুতি (২।৫।১৪-১৫) আরও বলেন—

"অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু-
অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ
স[illegible]ষাং ভূতানাং রাজা ইত্যাদি॥"

[শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুণ পরিচয়দ্বারা গৌণরূপে বেদ বলিতেছেন যে, আত্মারূপ কৃষ্ণই সর্ব্ব-ভূতের মধু, অধিপতি ও রাজা। 'আত্মা' শব্দে কৃষ্ণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১০।১৪।৫৫) বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং জগদাত্মনাম্।"

অর্থাৎ "হে রাজন্, কৃষ্ণকে তুমি সকল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে।"

এইরূপে শ্রীশ্রীল ঠাকুর বেদে মুখ্য ও গৌণবৃত্তিক্রমে কিভাবে কৃষ্ণকে বলা হইয়াছে, তাহার কএকটি দৃষ্টান্ত দিয়া অন্বয় বা সাক্ষাদ্ভাবে এবং ব্যতিরেক অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ব্যবধানযুক্ত বাহুল্যের সহিত কিভাবে কৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

"অন্বয়ক্রমে ছান্দোগ্য (৮।১।১, ৫; ৮।২।৪ ও ৮।১৩।১ মন্ত্রে) বলিতেছেন—

তচ্ছেদক্রুয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম। সব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ইতি। এষ আত্মা-ঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽ-পিপাসঃ সত্যকাম সত্যসঙ্কল্পঃ। স যদি সখিলোক-কামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ইত্যাদি। শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে ইত্যাদি।

—এই বেদবাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ এই যে, ব্রহ্মপুরে পদ্মপুষ্পসন্নিভ একটি অপ্রাকৃত ধাম আছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় সেই ধাম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে (২য় শ্লোক),—

'সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥'

[(চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাসপীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। সেই গোকুল চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান।]

সেই পরব্রহ্মধাম বা গোকুল অমৃতের আশ্রয়। তাহা অনন্তের অংশ দ্বারা নিত্য প্রকটিত। তাহাতে জরামরণাদি নাই। যে সকল চিৎকণ জীব তথায়

আছেন বা গমন করেন, তাঁহারা পাপ-পুণ্যশূন্য, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধা রহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প; এরূপ শুদ্ধ আত্মা অষ্টপ্রকার অপ্রাকৃত গুণযুক্ত। তাঁহাদের সখ্যপ্রভৃতি যে রসে আনন্দ হয়, সেই রসই তাঁহারা তথায় ভোগ করেন। হ্লাদিনী মহাভাবযুক্ত শ্যামচাঁদকে নিত্য উপাসনা করেন।

বেদ এস্থলে অন্বয়রূপে বা সাক্ষাৎ বর্ণনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম ও লীলাপ্রকাশ করিলেন।"

এইরূপে ঠাকুর অন্বয়ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যতিরেক ভাবে অনেক স্থানে বেদ কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করেন, তাহা বলিতেছেন—

কঠে বলিয়াছেন (২।২।১৫)—

'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥'

[সেই ব্রহ্মকে সূর্যচন্দ্রতারকাগণ এবং এই বিদ্যুৎসকল প্রকাশ করিতে পারে না, এবং অগ্নি যে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার কথা অধিক আর কি বলিব। কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে অনুসরণ করিয়া সূর্যাচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেহেতু সেই ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।]

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৩।৮, ১৬) বলিতেছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

[এই মহাপুরুষকে স্বতঃপ্রকাশ, প্রকৃতির অতীত বলিয়া জানি। তাঁহাকে অবগত হইয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। এতদ্‌ব্যতীত মৃত্যু অতিক্রম করিবার অন্য কোন পন্থা নাই।

তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে। তাঁহার চক্ষু, শির, মুখ এবং কর্ণ সর্ব্বব্যাপক। তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া (ব্যাপিয়া) অবস্থান করিতেছেন।]

ঐ শ্বেতাশ্বতর (৪।২০) মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

স সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য
এনমেবং বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি॥

[ইঁহার রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গাহ্য নহে। চক্ষু দ্বারা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা এই হৃদয়ে অবস্থিত পুরুষকে বিশুদ্ধ চিত্তে ধ্যান দ্বারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।]

উপরিউক্ত বেদবাক্যসকল আলোচনা করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"বেদের অনেক স্থলেই এইপ্রকার গৌণ ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন আছে। কেবল চিচ্ছক্তিপ্রকাশ অবসরে মুখ্য ও অন্বয়রূপে বর্ণন দেখা যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রুতিস্তবে (ভাঃ ১০।৮৭।১৪) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

'জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥'

শ্রুতিগণ কহিলেন—হে কৃষ্ণ, যাঁহার গুণসকলও দোষ বলিয়া গৃহীত হয়, সেই মায়াশক্তিনাম্নী অজাকে তুমি বিনষ্ট কর। তুমি আত্মশক্তি (চিচ্ছক্তি) দ্বারা সর্ব্বদা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তুমি স্থাবর জঙ্গম সকলেরই শক্তি অববোধন (উদ্বোধন) করিয়া থাক। বেদসকল তোমাকে দুইপ্রকারে বর্ণন করেন অর্থাৎ যখন তুমি মায়াশক্তির চালনা কর, তখন একপ্রকারে বর্ণন করেন এবং যখন আত্মশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি অবলম্বন করিয়া ব্রজলীলা কর, তখন আর একপ্রকারে বর্ণন করেন।

অতএব কৃষ্ণের পরতমতা স্বতঃসিদ্ধ। তাই শ্বেতাশ্বতর (৬।৭) বলিতেছেন—

ত্বমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চদৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

[অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি (পালক । তুমি পর (শ্রেষ্ঠ) তত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলা-পরায়ণ পুরমেশ্বর বলিয়া জানি।]"

[আমরা এই সম্বন্ধতত্ত্ব প্রবন্ধটি শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীকরকমলধৃতা লেখনীপ্রসূতা বাণী অবলম্বনেই প্রকাশ করিলাম। অতঃপর অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(১)

শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্র

শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব স্থান শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে। পিতামহ শ্রীমধুমিশ্র। পিতৃদেব শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রকে কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণপিতামহ পর্জ্জন্যো নামক গোপ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপেন্দ্র মিশ্রের সাত পুত্রের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পঞ্চম পুত্র। শ্রীব্রজলীলায় যিনি শ্রীনন্দমহারাজ তিনি গৌরলীলায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র (গৌঃ গঃ দীঃ ৩৭)। ইঁহারাই লীলাভেদে শ্রীকশ্যপ, শ্রীদশরথ, শ্রীসুতপা ও শ্রীবসুদেব নামে পরিচিত। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পদবী পুরন্দর। এজন্য 'শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর' নামে খ্যাত। তাঁহার পত্নী শচীদেবী। শচীদেবীর পিতা শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।

"জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে—সদ্গুণসাগর॥
তাঁর পত্নী—শচী নাম, পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১৩।৫৯-৬০)

"সেই ব্রজেশ্বর — ইঁহ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহ শচীদেবী মাতা।
সেই নন্দসুত—ইঁহ চৈতন্য গোসাঞি।
সেই বলদেব ইঁহ—নিত্যানন্দ ভাই॥"
(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২৯৪-৯৫)

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে আটটী কন্যার আবির্ভাব হয়। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তিরোধান লীলা করেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রের জন্য আরাধনা করিলে প্রথমে বিশ্বরূপের আবির্ভাব হয়। শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের প্রকাশ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ তত্ত্ব। ইনি ১২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ 'শঙ্করারণ্য' নাম লাভ করেন। ইনি ১৪৩১ শকাব্দে বোম্বাই প্রদেশে শোলপুর জেলান্তর্গত পাণ্ঢরপুরে অপ্রকট হন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নিত্যসিদ্ধত্বহেতু তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম বসুদেব। বসুদেবেই চিদ্বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত হন।

১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে শুভক্ষণে চন্দ্রগ্রহণকালে উচ্চ 'হরি' 'কৃষ্ণ' ধ্বনি আনন্দমুখরিত অবস্থায় নারীগণের হুলুধ্বনি ও দেবতাগণের বাদ্য-নৃত্যাদি আনন্দকোলাহলের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীকে পিতামাতারূপে অঙ্গীকার করতঃ শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হন। ডাকিনী-শাঁখিনী প্রেতযোনি অপদেবতা পবিত্র নিম্ববৃক্ষের নীচে বা তৎসংশ্লিষ্ট স্থানে যাইতে পারে না। এজন্য যাহাতে পুত্রের কোনও অমঙ্গল না হয় এই চিন্তা করিয়া বাৎসল্যপরায়ণ শচীমাতা ও নারীগণ তাঁহার

নাম রাখিলেন 'নিমাই'। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নাম ধারণ করেন। ইনি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপচন্দ্র, গৌরহরি, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি নামেও প্রসিদ্ধ। শ্রীশচী-জগন্নাথ পুত্রের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরম জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর নিকট মহাপ্রভুর লগ্নবিচারে মহারাজ চক্রবর্ত্তীর লক্ষণসমূহ, সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব ও অলৌকিক গুণসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও মিশ্রভবনে ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন। নিমাই অদ্ভুত বাল্যলীলাছলে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নিমাই ক্রন্দন-ছলে সকলকে হরিনাম করাইতে লাগিলেন। গৌরগোপাল যখন চারিমাসের শিশু তখন গৃহের দ্রব্য সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়া জননীকে দেখিবামাত্র শুইয়া কাঁদিতে থাকিতেন। শচীমাতা হরিকীর্ত্তনের দ্বারা শিশুর ক্রন্দন থামাইয়া গৃহের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিতেন কোনও দানব 'রক্ষামন্ত্রে' রক্ষিত শিশুর অনিষ্ট করিতে আসিয়া ঐরূপ করিয়াছে। নামকরণসংস্কারকালে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও বিবুধগণ 'বিশ্বম্ভর' নাম (ইহা আদি নাম) এবং পতিব্রতাগণ 'নিমাই' নাম রাখিলেন। বালকের চিরায়ু কামনা করিয়া যমের মুখে তিক্তবোধক নিম্ব হইতেই নিমাই নাম রাখা হইল। নামকরণ সময়ে বালকের রুচি পরীক্ষার জন্য যখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ধান্য, খৈ, স্বর্ণ, রজত, শ্রীমদ্ভাগবত রাখিলেন, বালক নিমাই সব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত স্পর্শ করিলেন। তখন আপ্তবর্গের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিতে লাগিলেন—বিশ্বম্ভর কালে একজন প্রধান বৈষ্ণব হইবেন এবং বিষ্ণুভক্তি-প্রভাবে সর্ব্বশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন। নারীগণ বলিতে লাগিলেন—নিমাই একজন বড় পণ্ডিত হইবেন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্ব প্রধান প্রামাণ্য প্রদর্শনই মহাপ্রভুর এই লীলার গূঢ়রহস্য। নিমাই একটুকু বড় হইলে হামাগুড়ি অর্থাৎ জানু-চংক্রমণলীলা করিয়া পিতা মাতা ও সকলকে আনন্দ দিতে লাগিলেন। একদিন শিশু নিমাই অঙ্গনে সর্পরূপধারী শেষকে দেখিয়া গৌরনারায়ণরূপে তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ খেলা করিয়া কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষশায়ী লীলা প্রদর্শন করিলেন। সর্প হইতে নিমাইএর বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রাদি সকলে অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে সর্প নিমাইকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। নিমাইএর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া শচী-জগন্নাথের নিমাইকে মহাপুরুষ ধারণা হইল। উচ্চৈঃ-স্বরে হরিকীর্ত্তন করিলে নিমাইএর ক্রন্দন থামে, নিমাই আনন্দে নৃত্য করেন, ধূলায় গড়াগড়ি যান — এইসব দেখিয়া নারীগণ উষঃকাল হইতে বালককে বেষ্টন করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে থাকেন। পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিগণ নিমাইএর অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আদরপূর্ব্বক সন্দেশ, কলা প্রভৃতি দিতেন, সেইসব নিমাই আনিয়া যে সকল নারী হরি-কীর্ত্তন করিতেন তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ দিতেন। নিমাই এখন বড় হইয়াছেন, চলাফেরা করেন, প্রতিবেশী-দের বাড়ীতে যান, তাঁহাদের নিকট হইতে দুগ্ধ ও অন্নাদি গ্রহণ করেন এবং আবার যেখানে না পান গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিয়া আসেন। এইরূপ বাল্যচাপল্য করিয়া ভক্তগণকে সুখ দিতেছেন। একদিন নিমাই জগন্নাথ মিশ্রালয়ের বাহিরে খেলা করিতেছিলেন, বালকের শ্রীঅঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার দেখিয়া, দুইটী চোরের বড় লোভ হয়, তাহারা তাঁহাকে ভুলাইয়া কাঁধে করিয়া দূরে লইয়া যায়, কিন্তু বিষ্ণু মায়ায় মোহিত হইয়া আবার শ্রীজগন্নাথমিশ্র ভবনে আসিয়া উপনীত হয়। এই ব্যাপারে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পলায়ন করে। শ্রীজগন্নাথমিশ্র ব্যাকুল হইয়া নিমাইএর অন্বেষণ করিতেছিলেন, পুনঃ নিমাইকে দেখিয়া প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন, তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীজগন্নাথমিশ্র একদিন নিমাইকে গৃহ হইতে পুস্তক আনিতে আদেশ করিলেন। নিমাই পুস্তক আনিবার জন্য দৌড়াইলে শচী জগন্নাথ অদ্ভুত নূপুরধ্বনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গ্রন্থ প্রদান করিয়া পুত্র খেলার

জন্য বাহিরে গেলে গৃহমধ্যে ধ্বজ বজ্র-অঙ্কুশ পতাকা প্রভৃতি চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। বাৎসল্যপ্রেমে তাঁহারা নিমাইএর পদচিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, মনে করিলেন উহা গৃহদেবতা দামোদর শালগ্রামেরই পদচিহ্ন। তাঁহারা দামোদরের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি সম্পন্ন করিলেন।

বালগোপাল উপাসক কোনও তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বিপ্রগৃহে আসিলে জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার পূজা বিধান করিলেন এবং রন্ধনাদির জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তৈর্থিক বিপ্র রন্ধন করিয়া বালগোপাল মন্ত্রে ভোগ নিবেদন করা মাত্র নিমাই আসিয়া সেই নৈবেদ্য খাইতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া শিশুকে প্রহার করিতে গেলে তৈর্থিক বিপ্র নিবারণ করিলেন। তৈর্থিক বিপ্র রন্ধন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও জগন্নাথ মিশ্রের প্রার্থনায় পুনঃ রন্ধন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র বালককে বাড়ী হইতে প্রতিবেশীর বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন যাহাতে সে উৎপাত না করে, কিন্তু তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বালগোপাল মন্ত্রে যেই ভোগ নিবেদন করিয়াছেন—গৌরগোপাল আসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ নষ্ট হইল, নষ্ট হইল বলিয়া পুনরায় চীৎকার করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুনঃ মর্ম্মাহত হইয়া পুত্রকে শাসন করিতে গেলে তৈর্থিক বিপ্র পুনঃ নিবারণ করিলেন। বিপ্র বলিলেন—"শিশুর বোধ নাই, ইঁহার কি দোষ, অদ্য আমার অদৃষ্টে ভোজন নাই।" কিন্তু তৃতীয়বার নিমাইএর বড় ভাই বিশ্বরূপের বিশেষ প্রার্থনায় পুনরায় রন্ধন করিলেন। তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে, নিমাইও ঘরের মধ্যে যোগনিদ্রাভিভূত হইয়াছেন, সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন। সকলেই যখন নিদ্রাভিভূত সেই সময় তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ভোগ নিবেদন করিলে গৌরগোপাল আসিয়া গ্রহণ করিলেন। এইবার তিনি অপরূপ অষ্টভুজা মূর্ত্তি তৈর্থিক বিপ্রকে প্রদর্শন করাইলেন—শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, তৎব্যতীত এক হস্তে নবনী ধারণ, অপর হস্তে ভক্ষণ এবং অপর দুইহস্তে মুরলী বাদন। ব্রাহ্মণ সেই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে উক্ত গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণ অন্যত্র ভিক্ষাদি করিয়া প্রতিদিন মিশ্রভবনে আসিয়া ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তৈর্থিক ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তুমি আমার অনেক জন্মের কিঙ্কর, গোকুলে নন্দগৃহেও তুমি অতিথি হয়েছিলে, সেখানেও এই লীলা হয়েছিল।"

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র গৌর-গোপালের 'হাতে-খড়ি' এবং 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ সংস্কার' সমাপন করিলেন। বিদ্যারম্ভ হইলে নিমাই তিনদিনে সমগ্র বর্ণমালা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া কৃষ্ণনামমালা পড়িতে ও লিখিতে লাগিলেন। গৌরগোপাল কখনও আকাশের পাখী, তারা, চাঁদ ধরিয়া আনিয়া দিবার জন্য পিতামাতাকে আবদার করিতে থাকেন, না আনিয়া দিলে অত্যন্ত ক্রন্দন করেন। পিতামাতা হরিকীর্ত্তন করিলে পুত্রের ক্রন্দন থামে। হরিকীর্ত্তন ছাড়া ক্রন্দন থামাইবার অন্য কোনও উপায় ছিল না। একদিন পুনঃ পুনঃ হরিনাম করিতে থাকিলেও পুত্রের ক্রন্দন বন্ধ না হওয়ায় ক্রন্দনের কারণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র একাদশী তিথিতে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে যে বিষ্ণুর নৈবেদ্য হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার বন্ধুদ্বয় জগদীশ হিরণ্য পণ্ডিতের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহাদিগকে সব কথা বলিলে তাঁহারা সানন্দে বিষ্ণুর নৈবেদ্য জগন্নাথ মিশ্রকে দিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র উহা লইয়া পুত্রকে দিলে পুত্রের ক্রন্দন থামে। নিমাইএর বালচাপল্য হেতু পুরুষগণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকট এবং বালিকাগণ শচীমাতার নিকট অভিযোগ করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে শাসন করিতে গিয়া তাহাকে শান্ত ও নির্দ্দোষের ন্যায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করেন, এ বালক কে? নন্দনন্দন কৃষ্ণই কি গুপ্তভাবে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

বিশ্বম্ভরের অগ্রজ আজন্মবিরক্ত শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের টোলে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিকেই

সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিলেন। যখন পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন তিনি ১২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ শ্রীশঙ্করারণ্য এই নাম প্রাপ্ত হন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণে শচী-জগন্নাথ অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও বিরহ-বিহ্বল হইয়া পড়েন। নিমাইও অধ্যয়ন করতঃ পরে সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া যদি সংসার ত্যাগ করে এই ভয়ে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন. বিচার করিলেন পুত্রের পণ্ডিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, মুর্খ হইয়া ঘরে থাকুক। নিমাই পুনঃ চাপল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন বিষ্ণুর রন্ধন হইয়াছে—এইরূপ বর্জ্জ্য মৃদ্‌ভাণ্ডের উপর অপবিত্র স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া শচীমাতা অস্থির হইয়া পুত্রকে বারবার অপবিত্র স্থান ছাড়িয়া আসিতে বলিলেন। নিমাই মাতাকে দত্তাত্রেয়ভাবে বলিতে লাগিলেন—"মূর্খের শুদ্ধাশুদ্ধজ্ঞান কি প্রকারে হইবে? যে হাঁড়ীতে বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধন হইয়াছে তাহা কি করিয়া অপবিত্র থাকে? বিশেষতঃ যেখানে আমি আছি সেটাইবা কি করিয়া অপবিত্র হয়? ভগবদ্ভক্তি-রহিত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক শুচি-অশুচি বিচার প্রাকৃত লোকের কল্পনা ও মনোধর্ম্ম মাত্র।" বালক কিছুতেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না দেখিয়া শচীমাতা নিজে যাইয়া পুত্রকে আনিলেন এবং স্বয়ং স্নান করিলেন ও পুত্রকে স্নান করাইলেন। জগন্নাথ মিশ্রের নিকট শচী-দেবী ও অন্যান্য সকলে নিমাইকে পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিলে নিমাইকে পুনরায় পড়িতে আদেশ দিলেন।

তৎপর শুভক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন সংস্কার করান হইলে তিনি বামনলীলানুসরণে ভিক্ষা করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের শিক্ষার জন্য পুত্রকে অভিন্ন সান্দীপনি মুনি অধ্যাপক শিরোমণি শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অর্পণ করিলেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত উপযুক্ত পরম সুন্দর শিষ্য পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন। নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া পড়ুয়াগণের সহিত তর্ক বিতর্ক ও তাহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। নিমাইকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিধি বিষ্ণুপূজন, তুলসীতে জল প্রদান ও প্রসাদ ভোজনাদি, নির্জনে অধ্যয়নলীলা ইত্যাদি দেখিয়া মিশ্রের আনন্দ হইল. বাৎসল্যবশতঃ পুত্রের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভয় এই পুত্রও সংসার অসার বুঝিয়া সংসার পরিত্যাগ না করে। একদিন মিশ্র স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাসরূপ. ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন, নৃত্য, কীর্ত্তন, ক্রন্দন, হাস্য ইত্যাদি দেখিয়া স্থির প্রত্যয় করিলেন নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। শচীদেবী পতিকে বুঝাইলেন, নিমাই যেরূপ বিদ্যারসে নিমগ্ন হইয়াছে, সে কখনও বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবে না। তৎসত্ত্বেও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রত্যয় হইল না। তিনি নিমাইএর সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শনের পূর্ব্বেই অন্তর্ধান করিলেন। শ্রীদশরথ মহারাজের বিয়োগে (ভক্তবিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরসুন্দরও ভক্ত শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধানে বিস্তর ক্রন্দন করিলেন এবং বিরহ-সন্তপ্ত শচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

উত্তর মৎস্যখালি (২৪ পরগণা): — নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিগত ২৮শে মাঘ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ, শুক্রবার কলিকাতা হইতে মোটরকারযোগে অপরাহ্নে

উত্তরমৎস্যখালিতে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল মহোদয় বহু গ্রামবাসী নরনারীর সহিত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার দ্বারা বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত অজিত কুমার মণ্ডল মহোদয়ের দ্বিতল বাসভবনেই শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ব্রহ্মচারী সাধুবৃন্দের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। কলিকাতা, শ্রীমায়াপুর ও যশড়া হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদুর্দ্দৈব-মোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমরেন্দ্র দাস ও ডাক্তার শ্রীবাসুদেব দাস। ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ৩০ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীঅজিতবাবুর বাসভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। সভায় প্রত্যহ শত শত নরনারী বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বিকাশ সরকার মহোদয় দুইদিন এবং শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী একদিন কিছু সময়ের জন্য বলেন সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী।

২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে অজিতবাবুর বাটী হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রাম পরিক্রমা করে। ৩০ মাঘ, রবিবার শেষ দিবসে ধর্ম্মসভান্তে অজিতবাবু সভায় যোগদানকারী নরনারীগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। ধর্ম্মসম্মেলনের কএকদিন গ্রামেতে একটা উৎসাহ ও আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। সভামণ্ডপের আশেপাশে ছোটখাটো মেলার মত দোকান বসে। গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা না থাকিলেও অজিত বাবু জেনারেটরের সাহায্যে স্থানটিকে আলোকিত এবং মাইকের সাহায্যে গ্রামটীকে হরিকীর্ত্তন ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া রাখেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য বিপুল ব্যবস্থা করিয়া শ্রীঅজিত বাবু ও তাঁহার পুত্র শ্রীনির্ম্মল কুমার মণ্ডল শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপালদাস ব্রহ্মচারী মঠবাসী ব্রহ্মচারীত্রয়ের পূর্ব্বাশ্রম মৎস্যখালি গ্রাম। গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে পাইয়া পরমানন্দিত হন এবং নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

শ্রীগৌরগোপালদাস ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃদেব শ্রীমৎ হরিনারায়ণ দাসাধিকারী এবং শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃদেব ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারীর জ্ঞাতিবর্গের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব ১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের বাটীতে যথাক্রমে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উভয়স্থানেই মহোৎসবের আয়োজন হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন শতশত গ্রামবাসী নরনারীর আর্ত্তিসহযোগে দ্বিপ্রহররৌদ্রের মধ্যে মোটরকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত অনুগমন বড়ই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। নরনারীগণ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে থাকেন, প্রতিবৎসর যেন তাহাদের গ্রামে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে ভুলিয়া না যান।

চাঁচল (মালদহ) : — শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত চাঁচলনিবাসী বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুক্ত সুনীল ঘোষ মহাশয়ের (শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর) বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সাতমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ বিগত ৫ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মালদহ জেলার প্রথমে সামসি ষ্টেশনে, পরে মোটরকারযোগে চাঁচলে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয়ের নবনির্ম্মিত দ্বিতলভবনে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ব্রহ্মচারিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। চাঁচল হিন্দু হোটেলের পশ্চাতে সুনীল বাবুর অপর ভূখণ্ডে সুবৃহৎ সভামণ্ডপে ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ

ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ওজস্বিনী ভাষায় দীর্ঘসময়ব্যাপী হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। সভার আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন শ্রীরাম চন্দ্র ব্রহ্মচারী।

৭ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্নে উক্ত সভামণ্ডপ হইতে বিরাট নগরসঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করে। সহরবাসিগণ বলেন এইরূপ বিরাট উদ্দীপনাময় নগর-সঙ্কীর্ত্তন তাহারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দ বনচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅমরেন্দ্র দাস ও ডাক্তার শ্রীবাসুদেব দাস শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারে, নগরসঙ্কীর্ত্তনে ও মহোৎসবাদিতে বিভিন্ন ভাবে আনুকূল্য করেন।

চাঁচলের রাজপ্রাসাদ ও বিশাল বিশাল দীর্ঘিকা চাঁচলের মহারাজার কীর্ত্তি আজও ঘোষণা করিতেছে।

ধর্ম্মসম্মেলনটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সুনীল বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও মুক্তহস্তে অর্থব্যয় খুবই প্রশংসনীয়। শ্রীমৎ গিরিধারী দাসাধিকারী প্রভু, সুনীল বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দও বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

আগরতলা (ত্রিপুরা):— আগরতলাবাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বিমানযোগে বিগত ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর বুধবার আগরতলা বিমানবন্দরে শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্তবৃন্দ বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। একটী বাস একটী ভ্যানগাড়ী, একটী কার ও একটী জীপ সহ ভক্তবৃন্দ সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে আগরতলা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীমঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠে পদার্পণ করিয়াই শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্থানীয় ভক্তগণের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত আনুকূল্যের দ্বারা নির্ম্মীয়মাণ বিশাল নাট্যমন্দির দেখিয়া বিস্মিত ও উল্লসিত হইলেন। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত প্রচেষ্টা বর্ত্তমান যুগে অনন্যসাধারণ বলিতে হইবে। যাঁহারা মুখ্যভাবে সেবায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন সেইসব ভাগ্যবান্ ভক্তগণের নাম শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের নিকট জানিতে চাহিলে তিনি কতিপয় ভক্তের নাম উল্লেখ করিলেন—শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক, শ্রীগোপাল বণিক, শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীশেফাল সাহা, শ্রীনেপাল সাহা, শ্রীদেবদাস চৌধুরী, শ্রীনিতাই লস্কর, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী, শ্রীগৌরাঙ্গ ঘটক, শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা, শ্রীমাণিক সেন, শ্রীকিরণ চন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুধন্য পাল, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ, শ্রীশেফালী দেববর্ম্মা প্রভৃতি। তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের, শ্রীগৌরাঙ্গের, শ্রীজগন্নাথদেবের ও শ্রীরাধামদনমোহন-জীউর কৃপা ভাজন হইবেন।

নাট্যমন্দিরের ছাদের কিছু কার্য্য বাকী থাকিলেও ভক্তগণ ত্রিপলের দ্বারা উহা আবৃত করিলে উক্ত নাট্যমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্য-দেব প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহা-রাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। সহরের বিভিন্ন এলাকায় শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী, শ্রীনেপাল সাহা (যোগেন্দ্র নগর), শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী (মতিলাল রায়, চন্দ্রপুর) শ্রীশেফালী দেববর্ম্মা প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন।

কাছাড় (আসাম):—শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব

জনার্দ্দন মহারাজ সমভিব্যাহারে বিমানযোগে ৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছিলে শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী কতিপয় ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দসহ বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। কাছাড় জেলার সংক্ষিপ্ত প্রচার সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী আগরতলা হইতে ধর্ম্মনগরে কএকদিন পূর্ব্বে পৌঁছিয়া ধর্ম্মনগরে ধর্ম্মসভার, বাসস্থানের ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সুব্যবস্থা করেন।

শিলচরে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে ২৩ ডিসেম্বর হইতে ২৭ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির পদে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীশশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য্য, শ্রীমিহিরেশ কুমার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কাছাড় জেলা ও দায়রা জজ শ্রীশিবপ্রসাদ রাজখোয়া ও অধ্যাপক শ্রীতাপসশঙ্কর দত্ত। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে অধ্যক্ষ শ্রীজগৎ মোহন সিংহ, ডঃ তাপস শঙ্কর দত্ত, অধ্যাপক শ্রীবিধানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীজহর লাল রাজ ও শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ২৮শে ডিসেম্বর শ্রীগোপালমন্দিরে সভাপতি হন শ্রীরাসমোহন ভট্টাচার্য্য, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীঅমর নাথ শর্ম্মা। ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমের ধর্ম্মসভায় সভাপতি হন প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅনিল চন্দ্র দাস, প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীরাধামাধব মন্দিরে সভাপতি প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীবিনোদবিহারী দাস ও প্রধান অতিথি শ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ। ১লা জানুয়ারী শ্রীমদন মোহন মন্দিরে ধর্ম্মসভায় সভাপতি শ্রীকুলেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল — 'শ্রীকৃষ্ণই পরতমতত্ত্ব', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা', শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন', 'বিশ্বশান্তির পটভূমিকায় ভারতবর্ষ', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'প্রেমভক্তিই সাধ্যসার', বৈদিকধর্ম্ম ও সংস্কৃত শিক্ষা', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা'।

শ্রীল আচার্য্যদেব নবম অধিবেশনের তাঁহার অভিভাষণের শেষে বলেন—"শিলচরের বিভিন্ন মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদস্যগণের তরফ হইতে আয়োজিত দশদিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিবাণী অনুকীর্ত্তনের বা হরিকীর্ত্তনের সুযোগ লাভ করিয়া এবং তদুপলক্ষে শিলচরবাসী বহু গৌরানুরক্ত ভক্তগণের সহিত পরিচিত হইয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশ, যেখানে যাইবে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিবে, তুমি তোমার গুরুর নিকট হইতে, সাধুর নিকট হইতে যে কথা শুনিয়াছ তাহা অনুকীর্ত্তন করিবে, তাহাতে তোমার চিত্তবৃত্তি মাজ্জিত হইবে। কৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রীতির জন্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদিই শ্রেষ্ঠ ভক্তির অনুশীলন। আপনারা হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া, শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিয়া, আমাকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া, আমাকে গুরুর নির্দ্দেশ পালনে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, আমার আত্যন্তিক মঙ্গলবিধান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। আপনারা বাহ্যতঃ শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিয়া গুরুরই কার্য্য করিয়াছেন। গুরু যেমন শিষ্যকে জোরপূর্ব্বক হরিসেবায় নিয়োজিত করেন, আপনারাও শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিয়া আমাকে জোরপূর্ব্বক হরিসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুবর্গের সেবা করা, কিন্তু আমার যোগ্যতা নাই যে আপনাদের সেবা করিতে পারি। আপনারা নিজগুণে সন্তুষ্ট হউন, এই প্রার্থনা। বক্তৃতা করিয়া জাগতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিব এই উদ্দেশ্যে আমরা সংসার ছাড়িয়া আসি নাই। বক্তৃতা করাই আমাদের জীবনের মুখ্য নহে। সাংসারিক লোকের বোধ-সৌকর্য্যে প্রচলিত 'বক্তৃতা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। হরিসেবাতেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিব এই অভিপ্রায়েই আমরা বহির্ম্মুখ সংসার

পরিত্যাগ করতঃ ভক্তসঙ্ঘাশ্রমরূপ মঠে আসিয়াছি। শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রীহরির নাম-রূপ গুণ-লীলা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ হরিভজন। কৃষ্ণপ্রীতি লাভের জন্য, আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের জন্য আমরা হরি গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্রার্থনামুখে কৃষ্ণকীর্ত্তনের যত্ন করি। শুদ্ধভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে পারিলে আমার নিজের মঙ্গল, শ্রোতাগণেরও মঙ্গল লাভ হইবে। নিজের মঙ্গল না হইলে অপরের মঙ্গল করা যায় না। আদর্শভক্ত-চরিত্রই সর্ব্বজীবের মঙ্গলবিধায়ক। আমি অনর্থযুক্ত সাধক হইয়া গুরু-অভিমান করতঃ অপরের মঙ্গলের জন্য উপদেশ প্রদান করিতে গেলে আমার পারমার্থিক পতন ঘটিবে। যদিও যিনি হরিকীর্ত্তন করেন তাঁহার কীর্ত্তন তৃতীয় ব্যক্তির দর্শনে গুরুর উপদেশের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়, তথাপি যিনি হরিকীর্ত্তন করেন তিনি গুরু-অভিমানে কীর্ত্তন করেন না। দৈন্য হরি-ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ. দৈন্যই হরিভক্তের ভূষণ। কৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত হরিভক্তির এই সূক্ষ্মসিদ্ধান্ত উপলব্ধির বিষয় হয় না।"

শিলচর প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব হাইলাকান্দিতে তিনদিন, করিমগঞ্জে তিনদিন, ধর্ম্মনগরে চারিদিন, কালিনগরে তিনদিন প্রচারপার্টিসহ অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেন। হাইলাকান্দিতে সতীর্থ নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত সগোষ্ঠী শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর (শ্রীঅনিল পাল মহোদয়ের), করিমগঞ্জে সস্ত্রীক সজ্জনপ্রবর শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের, ধর্ম্মনগরে দুর্গা সাইকেল ষ্টোর্সের মালিক সস্ত্রীক ভক্তপ্রবর শ্রীগোপালচন্দ্র সাহার এবং সজ্জনশ্রীর শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথের এবং কালিনগরের (কাটা-খাল রেল ষ্টেশন) শ্রীধ্রুবলাল পতিকর, শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র দে ও শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে-র বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে সর্ব্বতোভাবে আনুকূল্য খুবই প্রশংসার্হ। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন এই প্রার্থনা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিতেছি।
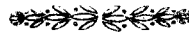
কলিকাতা মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের বিরহোৎসব এবং শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীসমাধি-মন্দিরে তদীয় শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের চতুর্থ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব তাঁহার অপ্রকটলীলাস্থান কলিকাতা—কালীঘাট, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৩০ ফাল্গুন, ১৫ মার্চ্চ মঙ্গলবার সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, বিরহ-সঙ্গীত ও শ্রীল গুরুদেবের উপদেশাবলী পাঠ ও আলোচনা এবং মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ও ভোগরাগান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠে রাত্রি ৭ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন পশ্চিমবঙ্গ প্রাক্তন আই-জি-পি ও কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথির

অভিভাষণে বলেন—"মানব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের, মহাপুরুষগণের ব্যক্তিত্ব তাঁদের অবয়বে ফুটে উঠে। আজ যাঁর—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের বিরহতিথি উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তাঁর ব্যক্তিত্বও তাঁর চেহারাতে ফুটে উঠেছিল। অনেকবার তাঁর সান্নিধ্যে আসবার আমার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বই আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতো। তাঁর স্বচ্ছ মন, অদ্ভুত জ্ঞান, অনেক কঠিন কঠিন বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝাবার ক্ষমতা, মানুষের সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে সরলভাবে বুঝাবার ক্ষমতা এ আমি কোথায়ও দেখি নাই। এক
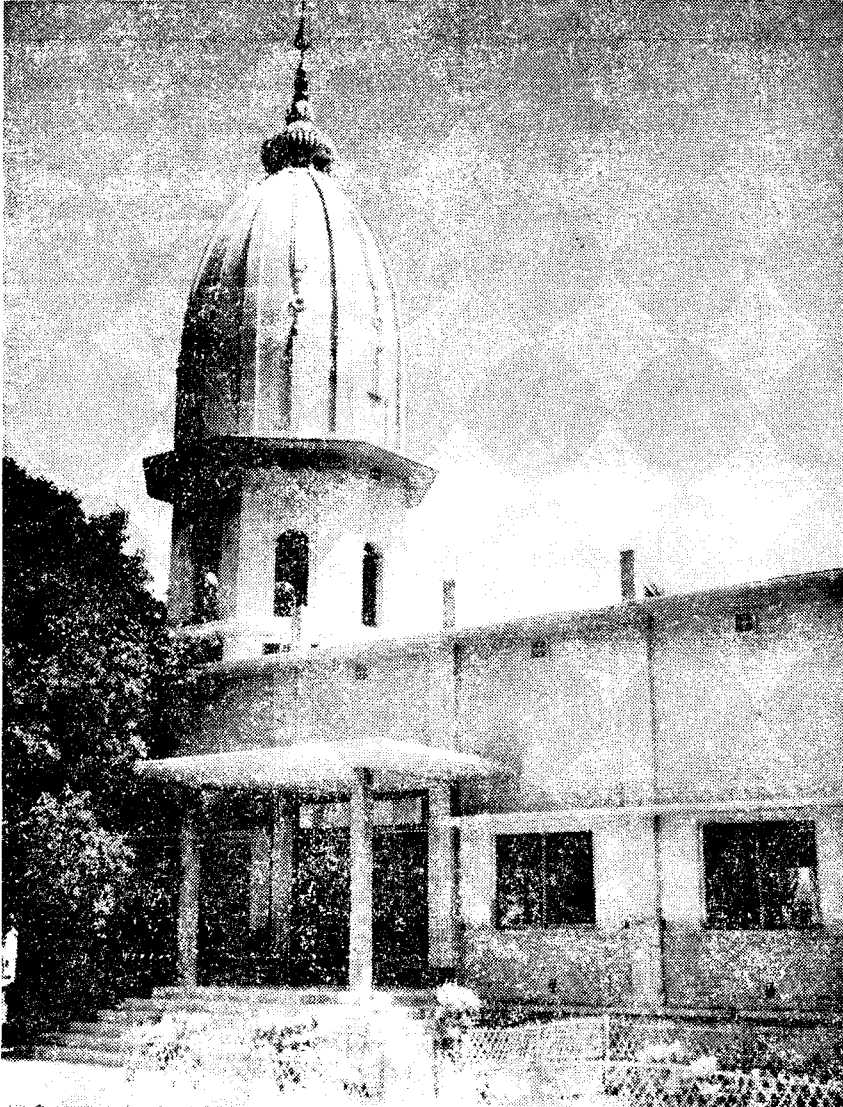
শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধিমন্দির

অলৌকিক ক্ষমতা। তাঁর বহু দিকে নজর ছিল, সকলেই মনে করতেন—মহারাজ তাঁকে বেশী ভালবাসেন, তাঁর প্রতি নজর দিচ্ছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, অদ্ভুত বিচারশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দেখে অবাক্ হতাম। বহুকিছু শিখবার বিষয় তাঁর চরিত্রে ছিল। তাঁর অনুগত শিষ্যগণ যাঁরা সর্ব্বক্ষণ তাঁর নিকট থেকে সেবা করতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর অলৌকিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আরও সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করে থাকবেন।"

পরমপূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ মাধব মহারাজের আবির্ভাব তিথি। পরম করুণাময় পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীহরির জাগরণলীলা যেমন সর্ব্বজীবের মঙ্গলদায়ক ও আনন্দবর্দ্ধক, তদ্রূপ শ্রীহরিভক্ত শ্রীল মাধব মহারাজ উত্থানৈকাদশী তিথিতে আবির্ভূত হয়ে সকলের মঙ্গল বিধান ও উল্লাস বর্দ্ধন করেছেন। আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিতে শ্রীল মাধব মহারাজের আবির্ভাবতিথি, পুনঃ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীল রসিকানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে শ্রীল মাধব মহারাজের তিরোভাব তিথি; ইহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। শ্রীল

শ্রীসমাধিমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে

মাধব মহারাজের চরিত্রে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি। 'গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার'—এই আদর্শ অনুসরণ করতঃ তিনি ছোট বড় সকল সতীর্থগণকেই মর্য্যাদা প্রদান করতেন। তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও অমানী মানদ হ'য়ে অদম্য উৎসাহে প্রচার করেছেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ, শ্রীনামপ্রেম প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার গুরুবর্গের এই ৪টী নির্দ্দেশ তিনি সর্ব্বতোভাবে পালনের চেষ্টা করেছেন। তিনি নির্ভীক ভাবে সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করেছেন—সুদূর পাঞ্জাবে ও দাক্ষিণাত্যে মায়াবাদীদের মধ্যে আমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি তাঁদের বিচার খণ্ডন করতঃ শুদ্ধভক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উত্তোলন করেছেন—তাঁরই প্রচারের ফলে আজ পাঞ্জাবে, দাক্ষিণাত্যে, পূর্ব্বাঞ্চলে বহু ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর সর্ব্বোত্তম অবদান শ্রীপুরুষোত্তমধামে আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব স্থানটীর উদ্ধার সাধন। তাঁরই ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে উক্ত আবির্ভাবস্থলীর স্মৃতি-সংরক্ষণ-কল্পে সুবিশাল সুরম্য শ্রীমন্দির প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে আমরা দেখেছি, তিনি ক্লান্তি-শ্রান্তি কোনটাকেই ভ্রূক্ষেপ না করে শ্রীল গুরুদেবের আদেশ-নির্দ্দেশ পালনে সঙ্গে সঙ্গে ব্রতী হতেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ে তাঁর সম্বন্ধে বলতেন
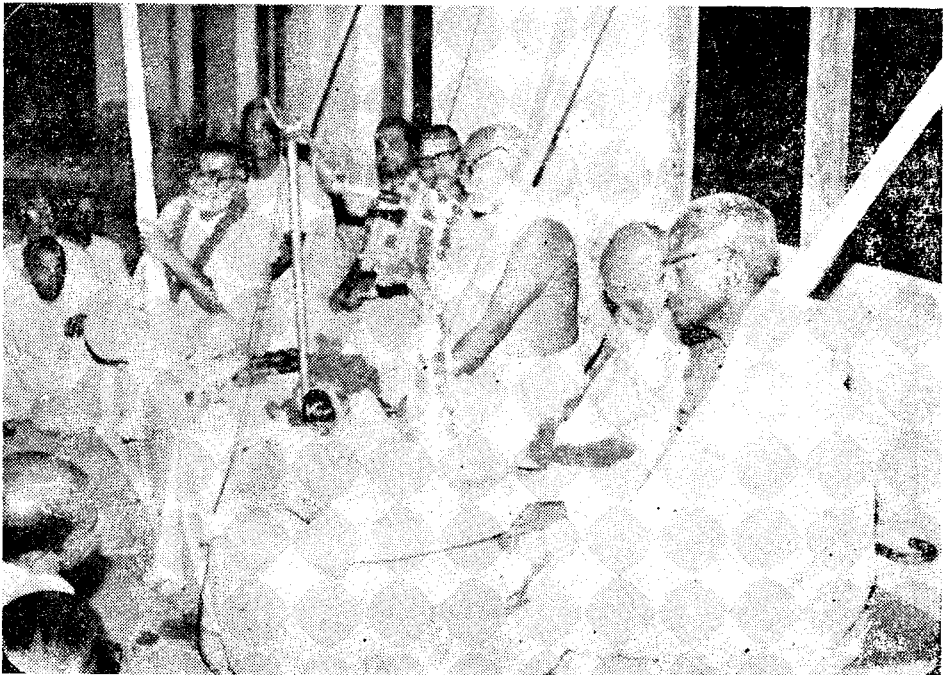
শ্রীসমাধিমন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভা

[তাং ২১ মার্চ্চ, ১৯৮৩]

দক্ষিণ হইতে—শ্রীভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ (সভাপতি), শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, শ্রীভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ (সম্মুখে), (পশ্চাতে)—শ্রীভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীভক্তিবিজয় বামন মহারাজ

'Volcanic Energy'। যে সব স্থানে যেতে সকলে ভয় পেতো, শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশে তাঁর কৃপা-শক্তিকে শিরোধার্য্য ক'রে শ্রীপাদ মাধব মহারাজ নির্ভীক ভাবে সে সব স্থানে যেতেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিত সমাজে গিয়ে তাঁদের শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ বিচার খণ্ডন করতেন। মিটিংএ গভর্ণিং বডির সদস্যগণ এইরূপ বিচার করেন— শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন শুভ দিনে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধিমন্দিরে

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান হইতে নির্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহসহ বিরাট্ সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার এক দৃশ্য [শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার প্রথম দিবস তাং ২৩ মার্চ্চ, ১৯৮৩]

শ্রীপাদ মাধব মহারাজের গুণাবলীর কথা স্মরণ হ'লে, তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ হলে চিত্ত স্বভাবতঃই বিরহ-ব্যথায় দুঃখভারাক্রান্ত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ পূজনীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গ হ'তে বঞ্চিত হচ্ছি।"

মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মহিমাকীর্ত্তনমুখে তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৮৩), গভর্ণিং বডির তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্য হইলে ভক্তগণ সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে ও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠান উভয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন। পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা গেল পরিক্রমার অব্যবহিতপূর্ব্বেই ৬ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার শুভদিন আছে। তখনই সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে ৬ই চৈত্র, ২১শে মার্চ্চ সমাধি-মন্দিরে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

উক্ত মহদনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত ভক্তের সমাগম হইবে বুঝিয়া তাঁহাদের থাকিবার

ও প্রসাদাদির সুব্যবস্থার জন্য মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ১৭ই মার্চ্চ শ্রীমায়াপুরে পৌঁছেন। শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব প্রভু সহস্রাধিক অতিথিবর্গের বিশেষতঃ পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করতঃ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিয়া দিনের বেলা অসহ্য গরম ও অত্যন্ত মশার উপদ্রব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। এমনই মশার উপদ্রব যে দিনেব বেলাতেও বসিয়া কোন কাজ করা যায় না। অগণিত পশ্চিম দেশীয় ভক্ত আসিবেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য। তাঁহাদের মশারি ব্যবহারের অভ্যাস নাই। তাঁহারা শ্রীধামে আসিয়া এত গরম ও মশার মধ্যে থাকিবেন কি করিয়া চিন্তিত হইয়া উদ্বিগ্ন হইলে ভক্তার্ত্তিহর পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠা-উৎসবের পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব করাইলেন। প্রথমতঃ আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঝড়-বৃষ্টির পর একটি মশাও আর দেখিলাম না। পরিক্রমার কয়েক দিন আবহাওয়া সুন্দর ঠাণ্ডাভাবযুক্ত হইল। ভক্তগণের কোনও প্রকার কষ্ট হইল না। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরির অসীম কৃপা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে শ্রীমন্দিরে চক্র-ধ্বজা-প্রতিষ্ঠা, কলিকাতার শ্রীকুমুদবন্ধু সাহা চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট নির্ম্মিত সুরম্য সিংহদ্বার তোরণের উদ্ঘাটন ও পরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব— পূজা, মহাভিষেক, বৈষ্ণবহোম, উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও বিভিন্ন বাদ্যাদি সহযোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। [প্রতিষ্ঠা উৎসবের সংবাদ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ত্রয়োবিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।] পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীবিগ্রহসেবার আনুকূল্যকারী স্বধামগত শ্রীনরহরি দাসাধিকারীপ্রভুর (শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুরের) সুযোগ্য ধার্ম্মিকপুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর তাঁহার জননী ও সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে লুধিয়ানা হইতে শ্রীমায়াপুর পৌঁছিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিলে মঠের সাধুগণ পরমোল্লসিত হন। শ্রীরাকেশ কাপুর, তাঁহার জননী ও সহধর্ম্মিণী পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ও অন্যান্য পূজনীয় বৈষ্ণবগণের পূজা বিধান করতঃ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। পূজা মহাভিষেকান্তে তাঁহারা সকলেই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমূর্ত্তিতে মাল্যার্পণ করেন। অগণিত যোগদানকারী ও দর্শনার্থী নরনারীকে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ভক্তগণ সুরম্য শ্রীসমাধি মন্দির ও সুরম্য সিংহদ্বার দর্শন করিয়া পরমোল্লসিত হন।

উক্ত দিবস রাত্রিতে সমাধিমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ২২শে মার্চ্চ প্রাতঃকাল হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হয়। দুই সহস্রাধিক নরনারী পরিক্রমায় যোগদান করেন।

কলিকাতা হইতে ভক্তগণকে শ্রীমায়াপুরে আনয়ন ও প্রত্যাবর্ত্তনের সৌকর্য্যার্থে কয়েকটী রিজার্ভ বাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবকালে এইবার ভারতের এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০
(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) **কল্যাণকল্পতরু** ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) **গীতাবলী** ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) **গীতমালা** ,, ,, ,, ,, ১.১০
(৬) **জৈবধর্ম্ম** (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) **শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত** ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৮) **শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি** ,, ,, ,, ,, ৫.০০
(৯) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) **মহাজন-গীতাবলী** (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১২) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) গোস্বামী **শ্রীরঘুনাথ দাস**—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — ,, ২.৫০
(২০) **শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা**—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান:—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৫২৩০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ৫ বামন, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন, ১৯৮৩ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর

জগতের সকল-শ্রেণীর লোকেরই হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অধিকার। শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু ও ঠাকুর শ্রীল হরিদাস উভয়েই শ্রীনামাচার্য্য। নামসঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে একথা বলেন নাই,—"তুমি যবনের ঘরে জন্মিয়াছ, সুতরাং তুমি ব্রাহ্মণের ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণের কৃত্য হরিনাম করিও না।" তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে বলিলেন,—'তোমরা উভয়েই সমভাবে জগতের প্রতি দ্বারে-দ্বারে গিয়া হরিনাম-প্রেম প্রচার কর।' পূর্ব্ববিধি-অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত কোন-প্রকার ব্যবহার করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণতা হইতে পতিত হইয়া যান। কিন্তু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু প্রপঞ্চে উপাধ্যায়-কুলে অবতীর্ণ হইয়াও নিখিল পতিতগণের পাবন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-নবশাখ কিম্বা সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বা কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে হরিনাম প্রদান করিলেও পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু কিছু পতিত হন নাই।

নিত্যানন্দপ্রভু কখনও উদরভরণ-চেষ্টায় বা অর্থাদির লোভে কাহাকেও নামাপরাধ প্রদান করেন নাই। তিনিই চৈতন্যরসবিগ্রহ শুদ্ধ-হরিনাম বিতরণ করিতে সমর্থ। তাই তিনি পতিতপাবন—জীবোদ্ধারণ। আর যাঁহারা 'অহং মম-ভাব' লইয়া অর্থবিত্তাদির লোভে হরিনাম-প্রদানের ছলে 'নামাপরাধ' প্রদান করেন, তাঁহারা নীচজাতির সংসর্গ-ফলে পতিত হইয়া যান। হরিদাস-ঠাকুরও আচার্য্যের কার্য্য করিতে অযোগ্য ন'ন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস-ঠাকুরকে নামাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্ব্বজীবকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আভিজাত্য বা সামাজিক মর্য্যাদার সহিত পারমার্থিক উচ্চাবচ-ভাবের সম্বন্ধ নাই। পারমার্থিকই প্রকৃত আভিজাত্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণোত্তম, এবং অ-পারমার্থিকের সামাজিক মর্য্যাদা—ছলাভিজাত্য-মাত্র; উহা হরিনাম-গ্রহণের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৮।২৬) ও কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ভাষায় ইহাই উক্ত হইয়াছে,—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমান মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্"

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥"

'শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর জাতির মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে নাই—নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তির হরিনাম কীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই'—এরূপ কথা মূল-পুরুষের আচরণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের দাস—কুলীনগ্রামবাসী বসু-রামানন্দপ্রভু বিশেষ-মর্য্যাদা-যুক্ত কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও সুবর্ণবণিক্-কুলে অবতীর্ণ উদ্ধারণ-ঠাকুরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রপঞ্চে যে-কুলে মহাভাগবত অবতীর্ণ হন, সেই কুলের ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন 'শতপুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন, মধ্যম ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'চতুর্দ্দশ পুরুষ' উন্নত হন, আর কনিষ্ঠ ভাগবত আবির্ভূত হইলে ঊর্দ্ধ ও অধস্তন 'তিনপুরুষ' উন্নত হইয়া থাকেন। বৈষ্ণব কখনও কর্ম্মফলের বাধ্য নহেন। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্' প্রভৃতি বিধি ভগবদ্ভক্তের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। অনেকসময়ে জীবের পাপফলে কুষ্ঠরোগীর ঘরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম-লাভ হয়; আবার, পুণ্যফলে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট সামাজিক আভিজাত্য-লাভ হয়; কখনও বা শ্রীমানের ঘরে যোগভ্রষ্ট হইয়া কর্ম্মফল-বশতঃ জীব জন্মগ্রহণ করেন। এইসকলই প্রাক্তন-ফল—কর্ম্ম-মার্গের কথা; কিন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে সেরূপ কথা নহে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বলেন (শ্রীনামাষ্টকে ৪র্থ শ্লোক),—

"যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥"

অবিচ্ছিন্ন-তৈলধারাবৎ ব্রহ্মচিন্তা-দ্বারাও ফলভোগ ব্যতীত যে-সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম বা পাপপুণ্যের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, নামস্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেইসকল ফল সম্পূর্ণভাবে অপগত হয়—এই কথাই বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তবে যে প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায়—ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে আবির্ভূত হন, প্রাপঞ্চিক চক্ষে 'মূর্খ' 'রোগ-গ্রস্ত' প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হন, তাহারও মহদুদ্দেশ্য আছে। সাধারণ লোক যদি দেখিতে পায় যে, ভগবদ্ভক্ত কেবল উচ্চকুলেই আবির্ভূত হন, বলিষ্ঠ বা জড়বিদ্যায় পণ্ডিতরূপেই বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণ সকল-লোকের নিত্য-মঙ্গল বিধান করিবার জন্য বিভিন্ন-শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকে আবির্ভূত করাইয়া অন্যান্য দীন অযোগ্য জীবের প্রতি পরম-দয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার এই ক্রিয়াটী—পালিতা শিক্ষিতা হস্তিনী প্রেরণ করিয়া খেদার মধ্যে বন্যহস্তী ধরিবার ব্যবস্থার ন্যায় জানিতে হইবে। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনও বলিয়াছেন, (চৈঃ ভাঃ আদি ২য় অঃ ও মধ্য ৯ম অঃ)—

"শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কুলে আপন-সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব, সবারে করেন ত্রাণ॥
যেই দেশে, যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥"

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ,—সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

ভগবদ্ভক্ত নীচকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে করিতে হইবে না যে, 'ঐ ব্যক্তি পাপযোনি লাভ করিয়াছেন,—কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া নীচ-শূদ্র-ম্লেচ্ছাদি-কুলে উদ্ভূত হইয়াছেন'; পরন্তু জানিতে হইবে যে, তিনি নীচকুলাদি পবিত্র করিয়াছেন। আমরা আলাপচ্ছলেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি,—'আপনি কোন্ কুল পবিত্র ক'রেছেন?' কোন মহাপুরুষ যদি কলিযুগের একমাত্র সাধনপ্রণালী শ্রীনামকীর্ত্তনে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ,—সন্দেহ নাই।

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠার পর

প্রাজাপাত্য, মানব ও দৈবাধিকারে সম্বন্ধতত্ত্ব কেবল বীজরূপে উপলব্ধ হয়। কেহ উপাস্য আছেন তাঁহাকে সন্তোষ রাখা কর্ত্তব্য এই মাত্র বোধ ছিল। প্রণব গায়ত্র্যাদিতে এই মাত্র বুঝা যায়। সে কালে কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে বিবাদ ছিল। সনক সনাতনাদি কয়েক জন প্রবৃত্তিমার্গকে নিতান্ত অবহেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রজাপতি মনু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যজ্ঞাদি দ্বারা সংসার উন্নতিক্রমে হরিতোষণ-আশা করিতেন। ফলতত্ত্বে তাঁহাদের স্বর্গ নরকরূপ চিন্তামাত্র উদয় হইয়াছিল। আত্মার বিশুদ্ধ-সত্তা ও মোক্ষাভিসন্ধান ও চরমে পরম প্রীতি এসকল কিছুই উপলব্ধ হয় নাই। বৈবস্বতাধিকারের শেষার্দ্ধে যখন স্মৃতিশাস্ত্র ও ইতিহাস প্রচারিত হইল, তখনই আত্মবোধ ও আত্মগতিক অনেক বিচার উপস্থিত হইল *। কিন্তু প্রয়োজন তত্ত্বের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। অন্ত্যজাধিকার ও ব্রাত্যাধিকারে দর্শন ও পুরাণশাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিন তত্ত্বেরই বিশেষ উন্নতি দেখা যায় †। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই এই তিনটী তত্ত্বের সম্পূর্ণ আলোচনা দৃষ্ট হয় এবং সিদ্ধান্ত সকল স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সমুদ্রবিশেষ। ইহার কোন্ অংশে কি কি রত্ন আছে, তাহা সংগ্রহ করা মধমাধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। ইহা বিবেচনা করিয়া পরম-দয়ালু শঠকোপশিষ্য রামানুজাচার্য্য সর্ব্বাদৌ বৈষ্ণব-তত্ত্বের সারসংগ্রহ করেন। তাঁহার কিছুদিন পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করতঃ জ্ঞানচর্চ্চার এতদূর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, ভক্তিদেবী ‡ অনেক দিবস পর্য্যন্ত কুণ্ঠিতা ও সচকিতা হইয়া ভক্ত-গণের হৃদয় গহ্বরে লুক্কায়িত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে আমরা দোষ দিতে পারি না, বরং দেশ হিতৈষী ভগবদ্ভক্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করি, কেননা তাঁহার তৎকালে তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু ছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, খ্রীষ্টের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবাস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া শাক্যকুলোদ্ভব গোতম নামক একজন মহাত্মা জ্ঞানকাণ্ডের এতদূর প্রবল আলোচনা করেন যে, তদ্দ্বারা আর্য্যদিগের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক ধর্ম্ম লোপপ্রায় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মটী আর্য্যদিগের সমস্ত পুরাতন বিষয়ের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ পঞ্জাবদেশ

---

* যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ মনুঃ।

† অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণানাং
গৃহ্ণীত বাক্‌কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জসত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ভাগবতং।

‡ শ্রীরূপগোস্বামী-বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তির সামান্য লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে।

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তিলক্ষণ ব্যাখ্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু পবিত্র ভক্তিবৃত্তিকে জ্ঞান বা কর্ম্ম আচ্ছন্ন করিলে ঐ বৃত্তির কার্য্য হয় না। প্রথমে যখন কর্ম্ম-কাণ্ড প্রবল ছিল তখনও ভক্তিবৃত্তির আলোচনার পক্ষে যেরূপ প্রতিবন্ধক ছিল, বৌদ্ধদিগের সময় জ্ঞানা-লোচনাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল, বরং তাহা হইতে অধিক বলবান্ প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। গ্র, ক।

অতিক্রম করিয়া সিথিয় বংশীয় কনিষ্ক, হবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজাগণের আশ্রয়ে হিমালয়ের উত্তরদেশে ত্রিবর্ত্ত, তাতার, চীন প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইল। এদিকে ব্রহ্মদেশ, সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি অনেক স্থানে বৌদ্ধ মতটী অশোকবর্দ্ধনের যত্নক্রমে দৃঢ়মূল হইয়া গেল। ভারতবর্ষেও ঐ ধর্ম্ম সারীপুত্র মৌদ্‌গলায়ন, কাশ্যপ ও আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া ক্রমশঃ অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি রাজাগণের সাহায্যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর্য্যদিগের যে যে তীর্থ ছিল ঐ সকল স্থান বৌদ্ধপ্রায় হইয়া গেল। এমত কি, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের প্রায় সকল চিহ্নই লুপ্ত হইতে লাগিল। যখন এইপ্রকার উপপ্লব অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল, তখন খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দিতে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ দলবদ্ধ রূপে বৌদ্ধবিনাশের যত্ন পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঘটনাক্রমে কৃতবিদ্য ও মহাবুদ্ধিশালী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কাশীনগরে ব্রাহ্মণদিগের সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে ইঁহাকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্ম সম্বন্ধে ইঁহার অনেক গোলযোগ ছিল; এবিধায় তাঁহাকে মহাদেবের পুত্র বলিয়া তাঁহার অনুগত ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করেন। বাস্তবিক তাঁহার বিধবা মাতা দ্রাবিড়দেশীয়া স্ত্রী ছিলেন ও কাশীবাস করণার্থে তৎকালে বারাণসীতে অবস্থান করিতেন। জন্মসম্বন্ধে যাহার যে দোষ থাকুক তাহা সারগ্রাহীদিগের গ্রাহ্য নয়; যেহেতু যাঁহার যতদূর বৈষ্ণবতা তিনি ততদূর মহৎ। নারদ, ব্যাস, যিশু ও শঙ্কর ইঁহারা নিজ নিজ কার্য্যগুণে জগন্মান্য হইয়াছেন; ইহাতে কিছুমাত্র তর্ক নাই। তবে আমি যে এস্থলে শঙ্করের উৎপত্তি উল্লেখ করিলাম সে কেবল একটী বিচার দর্শাইবার জন্য বুঝিতে হইবে। বিচারটী এই যে, সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায় সেরূপ অন্যত্র নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্যাচার্য্য এই সকল ও আর আর অনেক মহা মহা পণ্ডিতগণ ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণবিভাগের নক্ষত্র স্বরূপ উদিত হন। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণদলবল লইয়া অধিক কৃতার্থ না হইতে পারায় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশবিধ সন্ন্যাসীর পথ সৃজন করিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসিদিগের বাহুবলে ও বিচারবলে কর্ম্মপ্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে আত্মসাৎ করিয়া বৌদ্ধবিনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিলেন, সেস্থলে নাগা সন্ন্যাদিদল নিযুক্ত পূর্ব্বক খড়্গাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন। তৎপরে বৌদ্ধদিগের যেসকল দেবায়তন ও দেবলিঙ্গ ছিল, সে সকল নামান্তর করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা কতকটা প্রহারের ভয়ে ও কতকটা স্বধর্ম্মের কিঞ্চিদবস্থান দৃষ্টি করিয়া অগত্যা ব্রাহ্মণাধীন হইয়া পড়িলেন। যে সকল বৌদ্ধেরা এরূপ কার্য্যে ঘৃণাবোধ করিলেন, তাঁহারা বুদ্ধদেবের চিহ্ন সমুদায় লইয়া হয় সিংহলদ্বীপে, নয় ব্রহ্মরাজ্যে পলায়ন করিলেন। বুদ্ধাবতারের দন্ত লইয়া ঐ সময়ে বুদ্ধপণ্ডিতেরা শ্রীপুরুষোত্তম হইতে সিংহলদেশে গমন করেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘরূপ ত্রিমূর্ত্তি তৎপরে শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রারূপে পরিচিত হন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় পণ্ডিত পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছিলেন, যে ঐ স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম অদূষিতরূপে ছিল এবং ব্রাহ্মণদিগের কোন দৌরাত্ম্য নাই। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং নামক দ্বিতীয় চীনপণ্ডিত পুরুষোত্তমে আসিয়া লিখিয়াছিলেন, যে বুদ্ধদন্ত সিংহলে নীত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ঐ তীর্থ সম্পূর্নরূপে দূষিত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে শঙ্করের কার্য্যসকল বিস্ময়জনক হয়। বৌদ্ধনাম দূরীভূত করিয়া শঙ্করাচার্য্য ভারতের কিয়ৎপরিমাণে সাংসারিক উপকার করিয়াছেন; যেহেতু পুরাতন আর্য্যসমাজ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। বিশেষতঃ আর্য্যগ্রন্থ মধ্যে বিচার পদ্ধতি

প্রবেশ করাইয়া আর্য্যদিগের মনের গতিক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; এমত কি তাঁহার প্রদত্ত বেগ দ্বারা আর্য্যদিগের বুদ্ধি নূতন নূতন বিষয় বিচারে সমর্থ হইয়া উঠিল। শঙ্করের তর্কস্রোতে ভক্তিকুসুম ভক্ত-চিত্তস্রোতস্বতীতে ভাসমান হইয়া অস্থির ছিলেন, কিন্তু রামানুজাচার্য্য শঙ্করপ্রদত্ত বিচারবলে ও ভগবৎ-কৃপায় শারীরক সূত্রের ভাষ্যান্তর বিরচন করতঃ পুনরায় বৈষ্ণব-তত্ত্বের বল সমৃদ্ধি করিলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য ও মধ্বাচার্য্য ইঁহারাও বৈষ্ণবমতের কিছু কিছু ভিন্ন আকার স্থাপন করতঃ স্ব স্ব মতে শারীরক ভাষ্য রচনা করিলেন। কিন্তু সকলেই শঙ্করের অনুকারক। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলেই একটী একটী গীতাভাষ্য, সহস্রনাম ভাষ্য ও উপনিষৎ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটী মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরূক হইল যে, কোন একটী সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরি উক্ত চারিটী গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারি জন বৈষ্ণব হইতে শ্রীবৈষ্ণব প্রভৃতি চারিটী সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদর্শিত দ্বাদশ তত্ত্বের মধ্যে প্রথম ১০টী চারি সম্প্রদায়ে বিশেষরূপে অনুভূত ছিল। শেষ দুইটী তত্ত্ব তৎকালে মাধ্ব, নিম্বাদিত্য ও বিষ্ণু-স্বামী, এই তিন সম্প্রদায়ে কিয়ৎপরিমাণে আলোচিত হইত।

(ক্রমশঃ)

সদ্গুরু ও সচ্ছাস্ত্রই শ্রেয়ঃ-পথপ্রদর্শক

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা মনুষ্যসমাজে বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্য দেখিতে পাই। কতকগুলি আরামপ্রিয় ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা শাস্ত্র মানিতে হইলে পাছে তাঁহাদের আরামভোগে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এজন্য শাস্ত্রাদি মানিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। গুরুপাদাশ্রয় করিলে নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়িতে হয়, আহারবিহারাদির নিয়ম পালন করিতে হয়, চা পান বিড়ি সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইতে পারে, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহেও নানাপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় সুতরাং ঐসকল হাঙ্গামার আর প্রয়োজন কি? যেমন আছি তেমনিই থাকিব, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে খেলাধূলা করিতে করিতে জীবন কাটাইব, কিছু জ্ঞান চর্চ্চা করার দরকার হয়—বাড়ীতে রেডিও রাখিয়া দিব, মধ্যে মধ্যে সিনেমা দেখিব। গুরুও ত' আমার মত একটি মানুষ, তিনি আর আমাদের কি মঙ্গল করিবেন! নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইব, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। এইরূপ চিন্তারত হইয়া একশ্রেণীর লোক গুরুকরণের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া আহার বিহার শয়ন ইন্দ্রিয়তর্পণ লইয়া দিন কাটান। আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা গুরুপাদাশ্রয়ের একটা অভিনয় করেন বটে, কিন্তু অনেক খোঁজখবর করিয়া এমন গুরু করেন, যাঁহার নিকট মৎস্যমাংস পেঁয়াজরসুনাদি অসাত্ত্বিক দ্রব্য ভক্ষণ, চা পান তামাকাদি সেবন বা যাত্রা সিনেমাদি দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইবার, কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। কোন কোন গুরুব্রুব নিজে হয়ত' ঐসকল নিষেধ মানিয়া চলিতে পারেন, কিন্তু শিষ্য-সংখ্যা বাড়াইবার লোভে শিষ্যের ঐসকল সদাচার পালনের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখেন না। শিষ্যদের বলিয়া রাখেন—এসকল দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল, ক্রমে ক্রমে তোমরা সাত্ত্বিক দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয় — নামজাদা বৈষ্ণব আচার্য্যদের পরিবারেও ঐরূপ দীক্ষাদানের অভিনয় চলিতেছে, তাঁহারা শিষ্যদের সদাচার পালনের দিকে খুবই

ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন। দেখিয়াও না দেখিবার বা জানিয়াও না জানিবার ভাণ করেন। জানি না, ইহাতে নিজেদের বা শিষ্যদের কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে! অপর একশ্রেণীর মনুষ্যকে মাইকযোগে প্রচার করিবার কথাও শুনিলাম—গুরুকরণের, আহারাদি ব্যাপারে সদাচার পালনের বা একাদশী প্রভৃতিতে উপবাসের কোন আবশ্যকতা নাই, ঘরসংসার ছাড়িয়া মঠ ও মন্দিরাদিতে যাইবার বা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, 'নিত্যানন্দের সংসার কর' ইত্যাদি।

কতকগুলি গুরুব্রুব আছেন, তাঁহারা আহারাদি সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নিজেরাও পালন করেন না, শিষ্যদেরও উহা পালন করিবার আবশ্যকতা শিক্ষা দেন না, বলেন—আহারাদির সহিত আবার পরমার্থের কি সম্বন্ধ? ইহা ব্যতীত উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা-সম্বন্ধেও ত' নানা মতই প্রচারিত হইতেছে। বস্তুতঃ সত্য সত্য পরমার্থ-পিপাসু যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়ঃপথ নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন সমস্যা হইয়া পড়ে। দেহমনোধর্ম্মী জনগণের ভোটাধিক্য বিচার করতঃ সদ্‌গুরু বা সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত নিঃশ্রেয়স নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অর্জ্জুন ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব ও তাঁহাতে শরণাপত্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক নিশ্চিত শ্রেয়ঃ জানিতে চাহিলে (গীঃ ২।৭) শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ গুহ্য-ব্রহ্মজ্ঞান ও গুহ্যতর ঐশ্বর বা পরমাত্মজ্ঞান বলিয়া শেষে গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান উপদেশপূর্ব্বক কহিলেন—হে অর্জ্জুন, আমি এই গীতাশাস্ত্রে এতাবৎকাল যতকিছু উপদেশ করিয়াছি, তৎসমুদয় অপেক্ষা ইহাই অর্থাৎ এই ভগবজ্‌জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্তপ্রিয়, তোমার হিতের জন্যই এই সর্ব্বগুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান তোমাকে উপদেশ করিলাম (গীঃ ১৮।৬৪)।

পরবর্ত্তিশ্লোকে বলিতেছেন — আমার ভক্ত হইয়া আমাকে চিন্তা কর, জ্ঞানী যোগী হইয়া আমার ধ্যান করিলে চলিবে না, ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া আমার শ্যামসুন্দররূপ ধ্যানপরায়ণ হও। তোমার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমার নামরূপগুণলীলাকথা শ্রবণকীর্ত্তন, আমার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, আমার মন্দির মার্জ্জন, লেপন, আমার পূজার জন্য পুষ্প আহরণ, পুষ্পমাল্য গ্রন্থন, অলঙ্কার ছত্র চামরাদি দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে আমার ভজন (সেবা) কর, অথবা গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদি দ্বারা আমার যজন বা পূজা কর, অথবা আমাকে সাষ্টাঙ্গে বা পঞ্চাঙ্গে প্রণাম কর—আমার চিন্তন-সেবন-পূজন-প্রণাম এই চতুরঙ্গ সমুচ্চয়ে বা ইহার একতর অঙ্গ যজনেও আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্য সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই ইহা আমি তোমাকে সত্য সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি।

অতঃপর তৎপরবর্ত্তী ৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তিই যে সর্ব্ব গুহ্যতম তত্ত্ব, প্রেমই যে জীবের চরম প্রয়োজন এবং ইহাই যে গীতাশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য—এই সর্ব্বগুহ্যতম চরম উপদেশ প্রদান-মুখে কহিতেছেন—(হে অর্জ্জুন,)

"ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান লাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদিধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ স্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপরিত্যাগহেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃত-কর্ম্মা বলিয়া শোক করিও না, আমাতে নির্গুণা ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সংস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সর্ব্বশেষ সমাধিলব্ধ পরম-প্রামাণিক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা দেখিতে পাই—শৌনকাদি ষষ্টি সহস্র ঋষি নৈমিষারণ্যে ব্যাসশিষ্য মহাভাগবত শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামীকে বলিতেছেন—হে নিষ্পাপ সূত আপনি মহাভারতাদি ঐতিহ্যগ্রন্থের সহিত অষ্টাদশ পুরাণ এবং মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ-প্রণীত যে বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তৎসমুদয় গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শুধু অধ্যয়ন নহে, ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, আরও হে সূত, বিদ্বদ্

বরেণ্য বেদব্যাস যাহা জানেন এবং অন্যান্য পরাবরবিদ্ (সগুণনির্গুণব্রহ্মজ্ঞ) মুনিগণ যাহা জানেন, আপনি তাঁহাদের কৃপায় সেইসমস্ত শাস্ত্রই যথার্থতঃ জ্ঞাত আছেন, কেননা 'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত' অর্থাৎ স্নিগ্ধস্বভাব প্রীতিশীল শিষ্যসমীপেই গুরুবর্গ অতি নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। হে অভিজ্ঞোত্তম, সেইসকল অধীত শাস্ত্রে মানবগণের শীঘ্র শীঘ্র একান্ত কল্যাণজনক বলিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, তৎসমুদয় কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে বলুন। জগতে বহু বহু বিভিন্নপ্রকার অনুষ্ঠেয়কর্ম্ম এবং তৎপ্রতিপাদক শ্রবণযোগ্য শাস্ত্রসমূহও বিভিন্নবিভাগক্রমে জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইসকল শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন শ্রেয়স্কর সাধনমধ্যে আপনি আপনার বিশুদ্ধ মনীষা (বুদ্ধি) দ্বারা যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুখ্য তাৎপর্য্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যাহা প্রাণিগণের নিশ্চিত শ্রেয়ঃপ্রদ এবং যাহাতে জীবের বুদ্ধি সুপ্রসন্ন অর্থাৎ ভগবদুন্মুখী হয় বা ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হন এরূপ শ্রোতব্যসার কর্ত্তব্য বা সাধন আমাদিগকে উপদেশ করুন।

এইরূপে ঋষিগণের (১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ, (২) আত্মা (বুদ্ধি বা পরমাত্মা শ্রীহরি) যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই শ্রোতব্য সার কি, (৩) ভগবান্ বাসুদেবের চরিত, (৪) তদবতার চরিত, (৫) ভগবানের যশঃ উদারলীলা এবং (৬) কৃষ্ণ স্বধামে গেলে ধর্ম্ম কাহার শরণ লইলেন? —এই ছয়টি প্রশ্নের প্রথম দুইটির উত্তর 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি'—এই ভাঃ ১।২।৬ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা তাৎপর্য্য এই যে, যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধানরহিতা ও অপ্রতিহতা (কেনাপি নিবারয়িতুমশক্যা অর্থাৎ কোন বিঘ্ন যাহাকে নিবারণ করিতে পারে না—বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা) ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। এই শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণা ভক্তিই মনুষ্যমাত্রেরই পরমধর্ম্ম। সাধননাম্নী ভক্তিই পাকদশায় অর্থাৎ পরিপক্বাবস্থায় প্রেমভক্তি। সুতরাং সম্বন্ধতত্ত্ব—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বাদশরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ কৃষ্ণ, অভিধেয়—ভক্তি ও প্রয়োজন—প্রেম। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সাধারণ জাগতিক যে-কোন জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন হইতে পারে—আর পরমার্থ বা পরমপ্রয়োজন-তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের জন্য সেই পরতত্ত্বজ্ঞ গুরুর দরকার হইবে না? কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুই দিব্যজ্ঞানদাতা। তিনি যেকোন বর্ণে বা যেকোন আশ্রমে অবস্থিত থাকিতে পারেন। শ্রীল রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে স্তব করিতে থাকিলে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

> কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
>
> —চৈঃ চঃ ম ৮।১২৭

"প্রভু কহিলেন—আমি ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মশিক্ষা আমার অনুচিত—এরূপ মনে করিও না। কেননা বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মশিক্ষা ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান—সর্ব্বজীবের পরমার্থ। এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার বিচারে এই মাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে—বিপ্রই হউন বা শূদ্রজাতিই হউন, গৃহস্থ হউনই বা সন্ন্যাসীই হউন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাই গুরু হইতে পারেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে, হীনবর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়,—এরূপ যেসকল কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি-বৈষ্ণবপর। অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধিমতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে। পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির তাৎপর্য্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যাউক

না কেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করাই বিধি। শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত পদ্মপুরাণবচন —

'ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥
ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥"

(অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

সুতরাং শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় অবশ্য কর্ত্তব্য। নিমিরাজ নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধকে এই 'দুরতিক্রমণীয়া বিষ্ণুমায়ার কবল হইতে পরিত্রাণের সহজ উপায় কি?' জিজ্ঞাসা করিলে প্রবুদ্ধ বলিয়াছিলেন—মানবগণ দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও ফলবিষয়ে সর্ব্বদাই বিপরীতভাব দেখা যায়। নিরন্তর দুঃখপ্রদ বহুযত্নে উপার্জ্জিত, আত্মমৃত্যুজনক এই বিত্তদ্বারা গৃহ, পুত্র, স্বজন, পশু প্রভৃতি যে সকল অনিত্য বস্তু সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা তাহাদের কিছুমাত্রই সুখলাভ হয় না। সুতরাং সর্ব্বোত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, উপশমাশ্রিত অর্থাৎ ক্রোধলোভাদির অবশীভূত সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিবেন। 'উপশম' অর্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ 'ভক্তিযোগ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্তত ইতি উপশমো ভক্তিযোগস্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ।" অতএব সর্ব্বদা শ্রবণকীর্ত্তনাদি পরায়ণ শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিবেন। বেদাখ্য শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ, নতুবা শিষ্যের সংশয় নিরসনে অসমর্থ হন। পরব্রহ্মেও নিষ্ণাত অর্থাৎ অপরোক্ষ বা সাক্ষাৎ অনুভব সমর্থ না হইলে শিষ্যে বোধ সঞ্চারেও অযোগ্য হন। পরব্রহ্মে নিষ্ণাতত্ব-দ্যোতকই উপশমাশ্রয় অর্থাৎ পরম শান্ত। এইরূপ সদ্‌গুরুপসত্তি ব্যতীত শিষ্য কখনও নিশ্চিত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে সমর্থ হন না।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং, আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ অর্থাৎ সেই পরমবস্তু বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ সদ্‌গুরু সমীপে উপস্থিত হইবে। সেই আচার্য্যবান্ অর্থাৎ আচার্যচরণাশ্রিত ব্যক্তিই পরতত্ত্ব অবগত আছেন।

এইরূপে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে—সদ্‌গুরু সকাশে দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত কাহারও ভগবৎপূজাধিকার লাভ হয় না। বিষ্ণুযামলে শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনীসংবাদে লিখিত আছে—

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো নরঃ ॥

হে বামোরু, অদীক্ষিত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মই নিরর্থক হইয়া যায়। দীক্ষাবিরহিত ব্যক্তি পশুজন্ম প্রাপ্ত হয়।

ঐ বিষ্ণুযামলে দীক্ষামাহাত্ম্যও এইরূপ লিখিত আছে যে,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদাতা ও পাতকরাশির সম্যক্ বিনাশক বলিয়া তত্ত্ববিদ্ গুরুবর্গ উহার দীক্ষা—এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীগুরুদেবকে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করিয়া ও সর্ব্বস্ব তৎপাদপদ্মে নিবেদন পূর্ব্বক যথাবিধানে দীক্ষা পুরঃসর বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবে।

তত্ত্বসাগরেও উক্ত হইয়াছে—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

অর্থাৎ যেমন রসবিধানদ্বারা অর্থাৎ যথা বিধানে পারদসংযোগে কাংস্য বা কাঁসাও সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধান দ্বারা সকল মনুষ্যেরই (নৃণাং

সর্ব্বেষামেব) দ্বিজত্ব (বিপ্রতা) লাভ হয়। তবে, রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তিই যেমন ঐরূপ রসবিধান-কৌশলাবলম্বনে কাংস্যের স্বর্ণত্ব সম্পাদনে সমর্থ হন, তদ্রূপ ভক্তিরসকোবিদ্ আচার্য্যসকাশে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই প্রকৃত দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা লাভ করিতে পারেন।

মায়াবদ্ধ জীবমাত্রই ভ্রম (অসত্যে সত্য বা সত্যে অসত্য ভ্রম), প্রমাদ (অনবধানতা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা)—এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট। তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কখনও প্রমাণ—প্রমাজনক—প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান উৎপাদক হয় না। শ্রুতিস্মৃতি ব্রাহ্মণের দুইটি নেত্রস্বরূপ, ইহার একটি না মানিলে 'কাণা' এবং দুইটিই না মানিলে হইতে হইবে অন্ধ। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—শ্রুতি ও স্মৃতি—উভয়ই আমার (কৃষ্ণের) আজ্ঞা, যিনি ইহা উল্লঙ্ঘন করিবেন, তিনি আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ও দ্বেষী হইবেন। আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি আমার ভক্ত নহেন—অবৈষ্ণব।

আমরা বদ্ধজীব, ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞানহীন, বর্ত্তমান-জ্ঞানেও আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটী বিদ্যমান। এজন্য ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়মুক্ত ত্রিকালজ্ঞ ঋষিপ্রোক্ত বা প্রণীত কিম্বা স্বয়ং ভগবদুক্ত শাস্ত্রবাক্যই আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। ভ্রমাদিদোষমুক্ত আপ্তবাক্যই শব্দ এবং আপ্তস্তু যথার্থ বক্তা। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ও শাস্ত্রযোনিত্বাৎ প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যানুসারে সুতরাং শাস্ত্রই আমাদের যথার্থ জ্ঞানপ্রদ মূল প্রমাণ। শ্রীভগবান্ প্রাকৃতচিন্তার অতীত হইলেও শাস্ত্রৈকজ্ঞান-গম্য, তিনি ঔপনিষদ অর্থাৎ উপনিষদজ্ঞানগম্য পুরুষ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে তাঁহাকে সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিবেন, তিনি সুখ সিদ্ধি ও পরাগতি লাভে চিরবঞ্চিত থাকিবেন। শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধি ব্যতীত স্বকপোলকল্পিত ঐকান্তিকী হরিভক্তি কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সচ্ছাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। এজন্য আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ-কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা ইত্যাদি মহাজনোক্ত সাধনভক্ত্যঙ্গের সর্ব্বপ্রথমেই গুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা উৎপথগামী, উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি, শ্রেয়ঃপথভ্রান্ত, তাহারাই সচ্ছাস্ত্রানুগত্যে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইয়া নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু বালিশপ্রকৃতি ব্যক্তিকে নরকের পথে পরিচালিত করিতেছে। ঐসকল 'অবিদ্যায়া-মন্তরে বিদ্যমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ' অর্থাৎ নিজেরা অবিদ্যান্ধকূপে পতিত থাকিয়াও আপনাদিগকে ধীর বুদ্ধিমান্-বিচক্ষণ মনে করিয়া পণ্ডিতাভিমানী অজ্ঞ বিজ্ঞ মোড়ল সাজিয়া পাড়াগাঁয়ের বা সহরবাজারের অল্প শিক্ষিত সরলব্যক্তিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার বচনচাতুর্য্যদ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিতেছে। ঐসকল মূর্খ জড়ানন্দকে 'নিত্যানন্দ' বলিয়া চালু করিতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। 'অপ্রাকৃত রসময় রসিকশেখর অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি পরমানন্দময় কৃষ্ণপাদপদ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব প্রকৃত আনন্দী হইতে পারেন। যেমন ধন পাইলে মানুষ ধনী হয়, তেমন ঐ আনন্দময় পরং ব্রহ্মের চিদানন্দ লাভ করিয়াই জীব প্রকৃত প্রেমধনে ধনী হন। 'গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী। গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥' পরমকরুণাময়ী জগদ্‌গুরু শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী রাধারাণীই ভাগ্যবান্ জীবপ্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ঐ কৃষ্ণপ্রেমধন প্রদানে একমাত্র সমর্থা। তাই আজ স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক মহাবদান্য গৌরলীলা প্রকট করিয়া ঐ অনর্পিতচর প্রেমপ্রদানলীলা করিতেছেন। তাঁহার সেই দান গ্রহণ করিতে হইলে জগদ্‌গুরু নিতাই চাঁদের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। আবার সেই নিত্যানন্দ-পাদাশ্রয় পাইতে হইলে তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ

সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিতেই হইবে। 'শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তমা গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।' তাহা হইলেই 'নিতায়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে'। গুরুত্যাগী শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনকারী স্বৈরাচারী কখনই ঐ নিতাই কৃপাধিকারী হইয়া প্রেমসম্পৎ লাভ করিতে পারিবে না। নিতায়ের কৃপা হইলেই জড় সংসার কামনা তুচ্ছ হয়, জড়বিষয়বাসনা ছাড়িয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিন্ময়বৃন্দাবনধাম দর্শন পাওয়া যায়, শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে আকুতি বৃদ্ধি পাইয়া যুগলপ্রীতি বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করতঃ মহাবদান্য মহাপ্রভুর অবদান প্রেমরতন ধনে স্থায়ী অধিকার পাওয়া যায়। আবার সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ নিতাইগৌরের কৃপা পাইতে হইলে সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তাঁহাদের শ্রীমুখোচ্চারিত মহামন্ত্র নাম আশ্রয় করিলে ঐ নাম হইতেই—সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হইবে। হরের্নামৈব কেবলম্। এই প্রেমধনহীন ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র। কিন্তু সেই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে ঐধনে ধনী ব্যক্তিরই কৈঙ্কর্য্য করিতে হইবে নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২)

শ্রীবাস পণ্ডিত

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"
(শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চার শ্লোক)

"কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।"

'শক্তিমান্ বস্তু পাঁচটী বিভিন্ন প্রকার লীলাপরিচয়ে পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত—বস্তুত্বে দ্বৈতাভাবহেতু একই হইলেও পঞ্চবৈচিত্র্যময়। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই। পরন্তু, রসাস্বাদনোদ্দেশ্যে বিচিত্র-লীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ', 'ভক্তাবতার', 'ভক্তশক্তি', ও 'শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চপ্রকারের বিবিধ-ভেদবিশিষ্ট।" এই পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে 'ভক্তরূপ', স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেবভক্তভাব গ্রহণ করতঃ শ্রীনিত্যানন্দরূপে 'ভক্তস্বরূপ', মহাবিষ্ণুর অবতার ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে 'ভক্তাবতার'—ইঁহারা সবাই—প্রভু—বিষ্ণুতত্ত্ব। ভক্তশক্তি ও শুদ্ধভক্ত—বিন্দুতত্ত্বান্তর্গত তদাশ্রিত অভিন্ন শক্তিতত্ত্ব। ভক্তশক্তি — শ্রীগদাধর, দামোদর, রায় রামানন্দাদি। শুদ্ধভক্ত—শান্ত-দাস্যাদি রসাশ্রিত শ্রীবাসাদি। অতএব শ্রীবাসপণ্ডিত পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত।

শ্রীবাসপণ্ডিতের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট। পরে নবদ্বীপে আসিয়া গৌরপার্ষদরূপে গৌরলীলার পুষ্টিসাধন করেন। পিতা—বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীজলধর পণ্ডিত। শ্রীজলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শ্রীবাস অথবা শ্রীনিবাস দ্বিতীয় পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনলিন পণ্ডিত, অপর তিন পুত্রের নাম—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি পণ্ডিত ও শ্রীকান্ত পণ্ডিত অথবা শ্রীনিধি পণ্ডিত।

[শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবী। নারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর। নারায়ণীর স্বামীর নাম শ্রীবৈকুণ্ঠদাস বিপ্র। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর যখন গর্ভে, সেই সময় নারায়ণীর পতির পরলোক হয়। পতির গৃহ কুমারহট্ট (হালিসহর) ছাড়িয়া শ্রীনারায়ণী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নবদ্বীপে আসেন।]

কৃষ্ণলীলায় যিনি নারদ, তিনি গৌরলীলায় শ্রীবাস।

নারদের বন্ধু পর্ব্বতমুনি শ্রীবাস পণ্ডিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'শ্রীরামপণ্ডিত'রূপে অবতীর্ণ। শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনী দেবী ব্রজের ধাত্রী স্তন্য দাত্রী অম্বিকা। "শ্রীবাস পণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ। পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো য আসীন্নারদপ্রিয়ঃ। শ্রীরাম পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ তৎ কনিষ্ঠ সহোদরঃ॥ নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্য-দাত্রী স্থিতা পুরা। সৈবেয়ং 'মালিনী' নাম্নী শ্রীবাস-গৃহিণীমতা॥"

—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা (৯০ শ্লোক)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিস্থানে নিত্য আবির্ভাব।

"শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস কীর্ত্তনে, আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাকৃষ্ট হয়—প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

—চৈঃ চঃ অঃ ২।৩৪-৩৫

শ্রীনিমাই বিদ্যাবিলাসলীলাকালে শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধরাদি ভক্তগণের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন এবং তাঁহাদের বিচারসমূহ খণ্ডন করিতেন, পুনঃ স্থাপন করিতেন। ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতেন ইনি যদি কৃষ্ণভক্ত হইতেন ইঁহার বিদ্যা সফল হইত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলে নিমাই প্রণাম লীলা করিতেন। 'নিমাইএর কৃষ্ণভক্তি লাভ হউক' বলিয়া তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিতেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত পথিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন—"লোকে কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্য পড়াশুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, সেইরূপ পড়াশুনায় লাভ কি, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া তুমি কৃষ্ণভজন কর"। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-ভক্ত মুখে এই কথা শুনিয়া সানন্দে বলিলেন,—"তুমি ভক্ত, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তি হইবে।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর যোগমায়া লীলাশক্তি প্রভাবে ভক্তগণ মহাপ্রভুর প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে পরমেশ্বররূপে বুঝিতে পারিতেছেন না। এই এক অদ্ভুত চমৎকারময়ী লীলা।

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া নানাপ্রকার বিকার প্রদর্শন করিলে শচীমাতা উহা পুত্রের বায়ু রোগ মনে করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলে—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—"আমাকে সকলে বায়ুরোগ-গ্রস্ত বলিতেছে, তুমি বল আমার কি হইয়াছে?" শ্রীবাসপণ্ডিত তদুত্তরে হাসিয়া বলিলেন,—ইহা বড় ভাল কহিলে—

"তোমায় যেমত বাই, তাহা আমি চাই॥
মহাভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"যদি তুমি আমাকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিতে, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজগৃহে ও শ্রীবাসের গৃহে উচ্চ-সংকীর্ত্তন শুনিয়া পাষণ্ডিগণ নিদ্রাভঙ্গহেতু নানাপ্রকার যুক্তি করিতে থাকে এবং এইরূপ গুজব রটাইতে থাকে যে, রাজা আসিয়া এখনই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবে। সরলমতি শ্রীবাস পণ্ডিত উহা বিশ্বাস করিয়া সশঙ্কিত হইলেন এবং শ্রীনৃসিংহের পূজা করিতে লাগিলেন। ভক্তার্ত্তিহর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে সশঙ্কিত দেখিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদানের জন্য তাঁহার বাটীতে গেলেন এবং তাঁহার গৃহের রুদ্ধদ্বারে পদাঘাত করতঃ কপাট খোলাইয়া বলিলেন—'তুই কাকে পূজা ক'রে ধ্যান করছিস, যার পূজা করছিস এই দেখ আমি সেই। সাধুগণের উদ্ধারসাধন করিব, দুষ্টগণকে বিনাশ করিব। তোর কিছু চিন্তা নাই।' এই বলিয়া বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী নিজ ঈশ্বররূপ প্রদর্শন করিলেন।

অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া শ্রীবাসপণ্ডিত স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের স্ত্রী-পুত্র জ্ঞাতিবর্গ সকলকেই তাঁহার সেই ঐশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকেও নিজের অবশেষ প্রসাদ দিয়া ও কৃষ্ণনাম করাইয়া কৃপা করিলেন। ভক্ত যেমন ভগবানের প্রিয়, ভগবান্‌ও তেমন ভক্তের অতীব প্রিয়।

শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মিলন-লীলা-কালে নন্দনাচার্য্যভবনে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু আসিয়াছেন জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দতত্ত্বপ্রকাশের জন্য তথায় ভক্তগণসহ উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে বলিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া ভাগবতে কৃষ্ণ-ধ্যান শ্লোক পাঠ করিলেন।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

(ভাঃ ১০।২১।৫)

[তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকারপুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন, এবং গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে শঙ্খ চক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন।]

শ্লোক শ্রবণ মাত্রই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হইল। শ্রীবিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে কোলে লইলেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে ব্যাসপূজা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। ব্যাসপূজার অধিবাস কীর্ত্তনে মহাপ্রভু বলদেবাবেশে নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং 'নাড়া নাড়া' বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে আহ্বানছলে নিজ অবতারমর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। পরদিবস নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিতে গিয়া অর্ঘ্যমালা মহাপ্রভুর মস্তকে অর্পণ করিলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে ষড়ভুজরূপ প্রদর্শন করিলেন। ব্যাসপূজার আচার্য্য শ্রীবাসপণ্ডিত নিত্যানন্দ হস্তে মালাপ্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণের সহিত ব্যাসদেবকে প্রদান করিতে বলিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর মস্তকে প্রদান করিলেন। শ্রীব্যাসপূজা সমাপনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিকট ব্যাসের নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া সকলকে নিজ হস্তে প্রসাদ দিলেন। ভাগবতগণ পরমানন্দে ভোজন করিলেন। শ্রীবাসের দাসদাসিগণকেও মহাপ্রভু প্রসাদ দিলেন।

শ্রীবাসের নিত্যানন্দ নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বর দিলেন—তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিবে এবং তাহার গৃহের কুক্কুর-বিড়ালাদিরও অচলা ভক্তি হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রতিরাত্রে শ্রীবাসমন্দিরে শুদ্ধ পারিষদগণ লইয়া সংকীর্ত্তনবিলাস আরম্ভ হইল। শ্রীহরিবাসরদিবসে শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে শ্রীমন্মাপ্রভুর বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল।

"শ্রীহরিবাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি 'গোপাল' 'গোবিন্দ'॥

(চৈঃ ভাগবত)

হরি ওঁ রাম॥ ধ্রু॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে দ্বাররুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিলে অভ্যন্তরে প্রবেশে অসমর্থ পার্ষদগণ বিবিধ কটূক্তিদ্বারা সগণ মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে থাকে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ তাহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কীর্ত্তন বিলাসে মত্ত থাকেন। রাসক্রীড়ার দীর্ঘা রজনী যেরূপ গোপিকাগণের নিকট তিলার্দ্ধ মাত্র বোধ হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন বিলাসে মত্ত হইয়া ভক্তগণেরও রজনীসকল ঐরূপ অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইত। একদিন কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রভু শালগ্রাম সকল ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক বিষ্ণু খট্টায় আরোহণ করিলেন এবং নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহার ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অপর আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে 'মহাপ্রকাশলীলা' প্রকট করিলেন। এই দিবস তিনি ভক্তভাব ও আবেশভাব সংবরণপূর্ব্বক অমায়ায় স্ব-স্বরূপে বিষ্ণুখট্টায় সাতপ্রহরকাল উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার

ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ শ্রীগৌর-নারায়ণের "রাজরাজেশ্বর অভিষেক" যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শ্রীচরণ অকপণে প্রসারিত করিয়া সকলের অভীষ্ট পূজা গ্রহণ করিলেন এবং সকল ভক্তগণকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন। এই সাতপ্রহরিয়া মহা প্রকাশ লীলায় গৌরসুন্দর বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীবাস-শ্বাশুড়ী প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাসদর্শন আশায় কীর্ত্তনগৃহের এককোণে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিলে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সেদিনকার নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্তগণ সহ শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া গৃহমধ্যে বহিরঙ্গ কেহ আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত নিজের শাশুড়ীকে গৃহে লুক্কায়িত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক গৃহের বাহির করিয়া দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যতীত অন্য কাহারও তদীয়লীলা দর্শনের অধিকার নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচন্দ্রশেখরভবনে (শ্রীমায়াপুরে) যখন ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবাসপণ্ডিত নারদের ভূমিকায় সজ্জিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিদূষকের, হরিদাস কোটালের, মহাপ্রভু স্বয়ং প্রথমে রুক্মিণীর ভূমিকা পরে আদ্যাশক্তি রূপে এবং নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ীর অভিনয় করিয়া ছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু লক্ষ্মীভাবে খট্টায় আরোহণ করিলেন এবং স্নেহাবিষ্ট হইয়া জগজ্জননীভাবে ভক্তগণকে স্তন্যপান করাইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে এক বৎসর কাল সমস্তরাত্রিব্যাপী সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীবাস ভবনে দ্বাররুদ্ধ হইয়া সংকীর্ত্তন হইত। সেই সময় অনেক বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদিগকে পরিহাস করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীবাসগৃহে প্রবেশ করিতে না পারায় দুর্ম্মুখ বাচাল পাষণ্ডিপ্রধান গোপাল চাপাল নামক একজন ব্রাহ্মণ (ভট্টাচার্য্য) শ্রীবাসকে অপমানিত করিবার জন্য দেবীপূজার সামগ্রী কলাপাতায় জবাফুল, রক্তচন্দন, মদ্যভাণ্ডাদি শ্রীবাসের গৃহে রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে রাখিয়া দিল। প্রাতঃকালে কপাট খুলিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত উহা দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—'দেখ, দেখ আমি নিত্য রাত্রে ভবানীর পূজা করে থাকি। আমি যে শাক্ত, তা ত তোমরা বুঝতে পারলে?' শিষ্ট লোকসকল তাহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাড়ি ডাকাইয়া সেই মদ্যাদি কদর্য্যদ্রব্যসকল দূরে নিক্ষেপ করতঃ গোময়ের দ্বারা স্থান পরিশুদ্ধ করিলেন। সেই বৈষ্ণবাপরাধে গোপালচাপালের গলৎকুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। গঙ্গাঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিলে তাঁহার নিকট গোপালচাপাল রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু। কোটিজন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥ শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন। কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন॥"

— চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৫ ৫২

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচল হইতে অপরাধভঞ্জন পাট কুলিয়ায় (কোলদ্বীপ—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ আসিলেন, সেই সময়ে তথায় গোপালচাপাল শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয়, সেই ভক্তের নিকট যাইয়াই ক্ষমা যাচ্ঞা করিতে হয়, তবেই অপরাধ ক্ষালন হয়। গোপালচাপাল শ্রীবাসপণ্ডিতে চরণে ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া পূর্ব্ব অপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন।

দেবানন্দপণ্ডিত ভাগবতের মহা-অধ্যাপক হইয়াও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত একসময়ে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। ভক্তরাজ শ্রীবাস ভাগবত শ্রবণে প্রেমোন্মত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে দেবানন্দের পাষণ্ড ছাত্রগণ তাঁহাকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহা দেখিয়াও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত তাঁহার ছাত্রগণের

তৎকার্য্যে বাধা না দেওয়ায় তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে তজ্জন্য তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। পরে সৌভাগ্যক্রমে কুলিয়ায় দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গ লাভ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া বৈষ্ণবাপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলেন এবং পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিলেন। ইনি ব্রজলীলায় নন্দমহারাজের সভাপণ্ডিত 'ভাগুরি মুনি' ছিলেন।

একদিন একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী গোপনে প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস দর্শনের জন্য শ্রীবাসের নিকট অনুরোধ করেন। শ্রীবাস তাঁহাকে ব্রহ্মচারী ও সাত্ত্বিক আহারী জানিয়া নিজগৃহে আনিলেন। শ্রীবাসের যুক্তিমত ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে সঙ্গোপনে অবস্থান করিলেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'আজ কীর্ত্তনে আনন্দ পাইতেছি না কেন, বোধ হয় কোনও বহির্ম্মুখ ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।' শ্রীবাসপণ্ডিত সভয়ে বলিলেন—'একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী আপনার নৃত্য দর্শনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহার তপস্যা ও আর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে আমি গৃহাভ্যন্তরে স্থান দিয়াছি।' তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধভরে বলিলেন 'কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত পয়ঃপান প্রভৃতি বহির্ম্মুখ তপস্যাদ্বারা কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না। তাঁহাকে এখান হইতে বাহির করিয়া দাও।' ব্রাহ্মণ সভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পুনঃ আংশিক দর্শন সৌভাগ্য লাভের জন্য অনুরোধ করিলেন। পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া স্বীয় পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে অর্পণ করিলেন এবং তপস্যাদিরূপ দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'অমানী মানদ' হইয়া সকলকে আলিঙ্গণ করতঃ আর্ত্তির সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলে সকলে মৃদঙ্গ শঙ্খাদি সহযোগে উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। বিষয়িগণ উহাকে তাহাদের তৌর্য্যত্রিকের সমান জ্ঞান ও অকালে মহামায়ার পূজা মনে করিয়া ভক্তগণকে কটূক্তিদ্বারা নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমনসময় দৈবক্রমে তথাকার জেলাশাসক কাজী সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি কীর্ত্তনের রোল শুনিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীবাস অঙ্গনে আগমন করতঃ মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া ভয় দেখাইলেন—যদি পুনঃ কীর্ত্তন করা হয় তাহা হইলে অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে। কাজী দুষ্টগণকে লইয়া সর্ব্বত্র কীর্ত্তন নিষেধ করিতে থাকিলে পাষণ্ডগণের খুবই আনন্দ হইল। তাহারা সানন্দে নানা প্রকার উপহাস করিতে থাকিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনে বাধা হইয়াছে শুনিয়া ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন এবং সকল ভক্তগণকে দীপ ও কীর্ত্তনের উপকরণসহ নির্ভয়ে আসিতে বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং নৃত্য 'কীর্ত্তন' করিতে করিতে গঙ্গাতীর পথে চলিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্ব স্ব গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া পাষণ্ডগণের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু আসিতেছে জানিয়া সিরাজুদ্দীন চাঁদকাজী ভীত হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার বাটীতে উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রীতির সহিত ভব্য লোকমারফৎ আহ্বান করিলেন। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া চাঁদকাজী বাহিরে আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত গ্রাম্যসম্বন্ধে ভাগিনা সম্বোধন করিয়া পরস্পর কিছু হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার পর বলিলেন—'আমি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন নিষেধ করিয়া যে দিন গৃহে ফিরিলাম, সেইদিনই রাত্রিতে দেখিলাম একটী ভয়ঙ্কর আধ নরাকার আধ সিংহাকার নরহরিরূপ আমার বুকে বসিয়া বলিতেছেন 'ফাড়িব তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে। আমি ভীত হইলে অভয় দিলেন এবং পুনরায় কীর্ত্তনে বাধা না দিলে ক্ষমা করিব বলিলেন।' কাজী তাঁহার বক্ষে শ্রীনৃসিংহদেবের নখের স্পষ্ট দাগ দেখাইলেন। চাঁদকাজী শপথ করিয়া বলিলেন—'আমার বংশে আমি

তালাক দিলাম—কেহ তোমার কীর্ত্তনে বাধা দিবে না।' চাঁদকাজী মহাপ্রভুর ভক্ত হইলেন। চাঁদকাজীর স্বধামপ্রাপ্তি হইলে ব্রাহ্মণপুষ্করিণী গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়, সেই সমাধিক্ষেত্রে একটী পুরাতন গোলোক-চাঁপাবৃক্ষ অদ্যাবধি বিরাজিত আছে। উক্ত চাঁদকাজীর সমাধিতে হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসঅঙ্গনে সংকীর্ত্তনবিলাসে রত থাকাকালে বাহ্যদশাপ্রাপ্তির পর সগণ গঙ্গাস্নান করিতেন, কখনও ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভুকে স্নান করাইয়া দিতেন। প্রভুর আনন্দনৃত্যকালে শ্রীবাসের গৃহের দাসী 'দুঃখী' সজল নয়নে নৃত্য দেখিতেন এবং মহাপ্রভুর স্নানের জন্য কুম্ভসকল গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত প্রকার সেবাপ্রচেষ্টা দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহান নাম দুঃখীর পরিবর্ত্তে 'সুখী' রাখেন।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে রাত্রিতে কীর্ত্তনকালে শ্রীবাসের একটিমাত্র পুত্র পরলোকগত হইলেন। গৃহের মধ্যে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বাধা হইবে চিন্তা করতঃ শ্রীবাস দ্রুত গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া মহিলাগণকে ক্রন্দন সংবরণার্থ প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তথাপি শোকাবেগোত্থ ক্রন্দন বন্ধ না হওয়ায় শ্রীবাসপণ্ডিত গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তাঁহারা ক্রন্দন বন্ধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আজি মোর চিত্ত কেমন করে। কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥" পণ্ডিত বলিলেন—"প্রভু মোর কোন্ দুঃখ। যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥" পরে ভক্তগণ বলিলেন—"প্রভো শ্রীবাসের একটি পুত্র প্রদোষ সময়ে চারিদণ্ড কালের গত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন "আমাকে এতক্ষণ কেন জানান হয় নাই?" ভক্তগণ বলিলেন—"প্রভো, আপনার কীর্ত্তনে বাধা হইবে বলিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত জানাতে নিষেধ করিয়াছিলেন।" 'এইপ্রকার প্রেমিক ভক্তগণকে আমি কি করিয়া ছাড়িয়া যাইব' এই কথা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃতশিশুর নিকট আসিয়া তাহাকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে বালক, 'তুমি শ্রীবাস হেন ভক্তের গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে কেন ইচ্ছা করিয়াছ?' মৃত শিশু বলিল—"আমার যে কয়দিন শ্রীবাস গৃহে থাকিবার নির্ব্বন্ধ ছিল সে কয়দিন অতিবাহিত করিলাম, এখন আপনার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতেছি, আমি আপনার নিত্য অনুগত অস্বতন্ত্র জীব, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করিতে পারি না। আপনার পাদপদ্ম যাহাতে কখনও কোন অবস্থায় বিস্মৃত না হই, আমাকে আপনি এই কৃপা করিবেন।" মৃতশিশুর মুখে এইজাতীয় জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া শ্রীবাসপরিবারবর্গের দিব্য জ্ঞান হইল, শোক দূরীভূত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—"এখন হইতে আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র, তোমাকে কখনও ছাড়িয়া যাইব না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থান করিলে প্রতিবৎসর শ্রীবাসপণ্ডিত গৌড়ীয়া বৈষ্ণবগণের সহিত চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরীধামে আসিতেন।

"অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি—যত দাস॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে, রহে চারিমাস।
তাঁ সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥"

(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ৯।২৫৫-২৫৬)

শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনলীলায় ও রথযাত্রায় অবস্থান করিতেন। রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মূল গায়ক ছিলেন শ্রীবাসপণ্ডিত; যে সম্পদায় নর্ত্তক—ছিলেন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু। প্রথমসম্প্রদায়ে মূল গায়ক—শ্রীস্বরূপ দামোদর নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য; তৃতীয় সম্প্রদায়ে মুকুন্দ মূল গায়ক নর্ত্তক হরিদাস ঠাকুর; চতুর্থ সম্প্রদায়ে মূল গায়ক গোবিন্দ ঘোষ নর্ত্তক—শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত; পঞ্চম সম্প্রদায়ে কুলীন গ্রামের কীর্ত্তনীয়া সমাজ, নর্ত্তক রামানন্দ, সত্যরাজ; ষষ্ঠ সম্প্রদায় শান্তিপুরের সম্প্রদায়-নর্ত্তক

শ্রীঅচ্যুতানন্দ; সপ্তম সম্প্রদায় খণ্ডবাসী ভক্তগণ—নর্ত্তক শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল তখন সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। একবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন রাজা প্রতাপরুদ্র ভৃত্য হরিচন্দনের স্কন্ধে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীবাস প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজার সম্মুখে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত দর্শন করিতেছেন। রাজার অগ্রে শ্রীবাসকে দেখিয়া রাজার দর্শনের অসুবিধা হওয়ায় হরিচন্দন বার বার শ্রীবাসের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে একপাশ হইতে বলিলেন। তাহাতে শ্রীবাসের দর্শনে ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি হরিচন্দনকে এক চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু বলিতে গেলে রাজা নিবারণ করিলেন, বলিলেন বহু ভাগ্যে তোমার শ্রীবাস হেন ভক্তের শ্রীহস্ত স্পর্শ লাভ হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপ-বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গসহ কুমারহট্টে (হালিসহর) আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আবির্ভাবস্থানও কুমারহট্টে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐস্থানে আসিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের জন্মস্থানের মৃত্তিকা লইয়া বহির্ব্বাসে বাঁধিয়াছিলেন। তদবধি আগন্তুক যাত্রীমাত্রই ঐস্থানের মৃত্তিকা ভক্তিভরে গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে উহা ডোবায় পরিণত হয়। উহাই 'চৈতন্যডোবা' নামে প্রসিদ্ধ। চৈতন্য ডোবার পার্শ্বেই শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীপাট। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত পরিজনবর্গসহ পরমানন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও বৈষ্ণবগণের সেবায় নিমগ্ন হইলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—"তুমি গৃহস্থ, তোমার অর্থ উপার্জ্জনে চেষ্টা করা উচিত, নতুবা কুটুম্ব ভরণ-পোষণ কিপ্রকারে হইবে?" শ্রীবাস প্রথমে অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা নাই বলিয়া পরে তিনটী তালি দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস বলিলেন—'এক উপবাস, দুই উপবাস, তিন উপবাস, তারপরে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "যদি কখনও লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করিতে হয়, তোমার ঘরে কখনও অভাব হইবে না। যিনি অনন্যচিত্তভাবে কৃষ্ণের ভজন করেন তাঁহার যোগক্ষেম কৃষ্ণ নিজেই বহন করেন।"

কুমারহট্ট হইতে শ্রীবাসপণ্ডিত ভ্রাতাগণের সঙ্গে প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং শচীমাতাকে দর্শনের জন্য মায়াপুরেও আসিতেন।

একদিন নীলাচলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নেতৃত্বে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ পরমোন্মাদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রোধলীলা করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের ভক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

চৈত্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীবাসপণ্ডিতের আবির্ভাব এবং আষাঢ় কৃষ্ণাদশমী তিথিতে তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

জালন্ধরে ও চণ্ডীগড়ে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান

জালন্ধর (পাঞ্জাব):—জালন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে বিগত ২৩ চৈত্র ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, ৭ এপ্রিল ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ চৈত্র, ১০ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী চতুর্ব্বিংশবর্ষ-পূর্ত্তী বার্ষিক

ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ — পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক রায়, শ্রীঅনন্তরামদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র), শ্রীবিদ্যাপতি দাস ব্রহ্মচারী (ডাঃ শ্রীবাসুদেব রায়) সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ ২৩ চৈত্র ৯, এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে জালন্ধর কান্টনমেন্ট ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী এবং দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী আসিয়া পার্টিতে যোগ দেন।

স্থানীয় ভগতসিংপার্কের (প্রতাপ বাগের) পার্শ্ববর্ত্তী বাবা লাল দয়াল মন্দির প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সুবিশাল সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত ৮ এপ্রিল হইতে ১০ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে এবং ৮ ও ৯ এপ্রিল অপরাহ্নেও ধর্ম্মসম্মেলন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রিতে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের অন্যতম সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কখনও রাত্রিতে, কখনও অপরাহ্নে ভাষণ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রাতের সভায় বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজনকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরমোল্লসিত হন। ৯ এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় সভামণ্ডপ হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জালন্ধর সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শোভাযাত্রা প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে সংগৃহীত ভূখণ্ডে নির্ম্মীয়মাণ শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিলে ভক্তগণ মহোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সন্ধ্যার সময় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দর্শনে দুইপার্শ্বে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় এবং তাহাদের আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

পরদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউর ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

জালন্ধর সহরের স্থানীয় কীর্ত্তনপার্টি ও ভক্তগণ ব্যতীত লুধিয়ানা, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, জম্মু, প্রভৃতি বহু স্থান হইতেও ভক্তগণ ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন। পাঞ্জাবদেশীয় কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে ভামপুরের বাবা শ্রীমাধো সিংজী ও জালন্ধর সহরের শ্রীযোগেন্দ্রজী বাঁবরা সুমধুর ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

সভা পরিচালনা, অতিথিবর্গের বাসস্থানের ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা এবং মহোৎসবাদি শ্রীরামভজন পাণ্ডে ও শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মাজীর মুখ্য দায়িত্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জালন্ধরে অবস্থান করতঃ আদর্শনগরস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্রয় শ্রীরমেশ পালজী, শ্রীবলরামজী ও শ্রীহিন্দপালজীর গৃহে, সেন্ট্রাল টাউনস্থিত শ্রীপ্রেমকুমার আগরওয়ালার গৃহে এবং কৃষ্ণপুরায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগঢ়ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব জালন্ধর হইতে ৩০ চৈত্র, ১৪ এপ্রিল প্রাতে শুভযাত্রা করতঃ সদলবলে চণ্ডীগঢ়ে মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌঁছেন। চণ্ডীগঢ় মঠের ত্রয়োদশবর্ষপূর্ত্তি বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৩ বৈশাখ, ১৭ এপ্রিল রবিবার হইতে ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েসনের সভাপতি শ্রী ডি ভি সেহগাল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার শ্রী ভি সি পাণ্ডে, চণ্ডীগঢ় সহরের অবসর প্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পি এল বার্ম্মা, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম এম পুঞ্চি ও পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী এম আর শর্ম্মা। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার শ্রী পি এস্ জস্পাল, চণ্ডীগঢ় সহরের চিফ কমিশনার শ্রী কে ব্যানার্জ্জি, আই এ-এস ও পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকার শ্রীব্রজভূষণ মেহেরা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রী আর এন শর্ম্মা তৃতীয় অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

"নিত্যাশান্তি ও ভোগবাদ", "শিক্ষার চরম লক্ষ্য" "সনাতন ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব", "কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনেই সকল সন্তাপ দূর হয়", "ভগবৎ কৃপালাভের উপায় প্রপত্তি" বক্তব্যবিষয়সমূহ আলোচিত হয়।

সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, (আগরতলা) ও শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী সুললিত ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার—শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রকট তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ পূজা ও মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগারাত্রিক এবং তৎপশ্চাৎ সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২০ এপ্রিল বুধবার শ্রীমঠ হইতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিসহ প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া চণ্ডীগঢ় সহরের বিভিন্ন Sector পরিভ্রমণান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী (চণ্ডীগঢ়), শ্রীঅভয়চরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী (চণ্ডীগঢ় মঠ), শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীচন্দ্রশেখর, দেরাদুন), শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীত্রিভুবনদাস (তারক রায়), শ্রীকমল সিং (ছিনপাহাড়ী উত্তর প্রদেশ দেরাদুন) শ্রীগোবিন্দ দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত চণ্ডীগঢ়ে অবস্থান করতঃ সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

কালীনারায়ণপুর (নদীয়ায়) ও আঁটপুর (হুগলীতে) শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ

কালীনারায়ণপুর (নদীয়া) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীঅলক সরকার ও শ্রীপুলক সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবপ্রভু (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীননাথ দাস ব্রহ্মচারীসহ গত ৩০ বৈশাখ, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, ১৪ মে, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ণে কালীনারায়ণপুর জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। কৃষ্ণনগর মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীচৈতন্যচরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস ও শ্রীগৌতমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, যশড়া মঠ হইতে শ্রীসুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী উক্ত দিবস প্রাতেই কালীনারায়ণপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীঅলক সরকার ও শ্রীপুলক সরকারের নবনির্ম্মিত বাসভবনের গৃহপ্রবেশানুষ্ঠানে যোগদানের জন্যই বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন স্থান হইতে তথায় শুভাগমন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণবহোম, হরিনামসংকীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ বিতরণ ও বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বৈষ্ণব হোম কার্য্য সম্পাদন করেন। রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার দীর্ঘভাষণ প্রদান কালে বলেন—"গৃহপ্রবেশানুষ্ঠানে হরিকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা সদাচারসম্মত হইয়াছে। গৃহপ্রবেশানুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কৃত্যে যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে, হরিকীর্ত্তনের দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়। 'মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব ॥" (ভাঃ ৮ম স্কন্ধ)। মন্ত্র উচ্চারণে যদি দোষ হয়, তন্ত্রের দোষ অর্থাৎ যদি ক্রমবিপর্য্যয় হইয়া থাকে দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্যের যদি দোষ হয়, ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা তাহা বিদূরিত হয়।"

গ্রাম্য পরিবেশে নদীর সংলগ্ন স্থানটী সত্যই সুন্দর ও উপভোগযোগ্য। শ্রীপুলক সরকার বাগান হইতে সদ্য উৎপন্ন ফল আনিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব সানন্দে তাহা গ্রহণ করেন। সদ্যজাত টাট্কা শাক-শব্জী ফল কলিকাতাদি সহরে দুষ্প্রাপ্য। শ্রীঅলক সরকার ও তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, শ্রীপুলক সরকার ও গৃহের পরিবারবর্গের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

আঁটপুর (হুগলী) ঃ—হুগলীজেলার আঁটপুরস্থ প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরের এবং উক্ত শ্রীমন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তির বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেবদাস (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীবাসুদেব রায়, শ্রীমাধবানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও (আগরতলার) শ্রীগৌতমদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ৫ জ্যৈষ্ঠ, ২০মে মধ্যাহ্নে বাসযোগে শুভযাত্রা করতঃ উক্ত দিবস অপরাহ্নে আঁটপুরে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমান মহারাজার দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণরাম মিত্র মহোদয়। মন্দিরটী বিশাল এবং বহু সূক্ষ্মকারুকার্য্যখোচিত—যাহা আধুনিক যুগের কারিকরের দ্বারা সংস্কৃত হওয়া সম্ভব নয়। একটী বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ আছে, যাহার কারুকার্য্য আরও সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য্যজনক। চণ্ডীমণ্ডপটী সম্পূর্ণ কাঠের তৈয়ারী এবং বহু পুরাতন। কিন্তু বাহির হইতে দেখিলে স্তম্ভগুলি মনে হয় পাথরের। বিভিন্ন স্থান হইতে পর্য্যটকগণ কারুকার্য্য দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া থাকেন। যদিও মিত্রবংশ উহার স্বত্বাধিকারী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার গবেষণার জন্য

উহাকে প্রত্নতত্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ফুলেশ্বর, জলেশ্বর রামেশ্বর, বাণেশ্বর গঙ্গাধর পাঁচটী শিবমন্দির একটী দোলমঞ্চ ও একটী রাসমঞ্চও আছে। দোলের সময় বিশাল প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র নরনারী সমাবেশ হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের অদূরেই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল পরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে শ্রীল পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের শ্রীপাটের স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণরাম মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আঁটপুর গ্রামের নাম ছিল 'বিশখালি'।

আমাদের থাকিবার জন্য যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার প্রবেশদ্বারের পার্শ্বেই একটী চারিশত বৎসরের পুরাতন বিশাল বকুল বৃক্ষ বিরাজিত আছেন—তাহার চতুষ্পার্শ্ব বাঁধান। বৃক্ষের ছায়ার দ্বারা স্থানটীর শীতল, পবিত্র ও সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

২০ মে রাত্রিতে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে ও ২১ মে রাত্রিতে শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে বিশেষ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উভয় স্থানে ধর্ম্মসভায় দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভাষণ প্রদান করেন। উভয়স্থানেই ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীল পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব যে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানে দুইটী বকুল বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান আছেন, কিন্তু কদম্ব বৃক্ষটী অপ্রকট হইয়াছেন। শ্রীজাহ্নবাদেবীর নির্দ্দেশে শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর যে শ্রীরাধাগোপীনাথবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা স্থানীয় লোকের নিকট শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের নিকট উহা 'শ্যামের পাট' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্দিরটী খুবই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত শ্রীপাটের বর্ত্তমান সেবায়েতগণ শ্রীনিতাইচাঁদ গুপ্ত, শ্রীমানিকলাল গুপ্ত ও শ্রীমুরারীমোহন ঠাকুর। শ্রীমুরারী মোহন ঠাকুরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় বর্ত্তমানে উক্ত শ্রীপাটের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনের জন্য শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী নাট্যমন্দিরও আছে।

শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহোদয় ও তাঁহার পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ও শ্রীমানিক কুণ্ডু মহোদয়ের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টা ও সুমধুর ব্যবহারে বৈষ্ণবগণ খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই অশেষ ধন্য-বাদের পাত্র হইয়াছেন।

তাঁহাদেরই বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ পরদিবস কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, যন্ত্রস্থ
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, ৫.০০
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.৫০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা— দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান:—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয়:—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ) ফোন: ৬৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ৮ শ্রীধর, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, সোমবার, ১ আগষ্ট, ১৯৮৩ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—বিদ্বৎসভা, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, উল্টাডিঙ্গি, কলিকাতা

সময়—সায়ংকাল, বুধবার, ২০শে মাঘ, ১৩৩২

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অনন্ত শক্তির বিভাগে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গে শক্তিসমূহ অন্তর্নিহিত আছে। শক্তিমানের চেতন-শক্তিতে যে নিজত্ব আছে, তদ্বিপরীত তাঁহার অচিচ্ছক্তিতে সেই বৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাব বিরাজমান। ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তিতে কেবল চেতন বা চিন্মাত্র অবস্থিত; তাঁহার তদ্বিপরীত শক্তিতে কেবল অচিৎ অর্থাৎ গুণত্রয় অবস্থিত—উঁহারাই বহিরঙ্গা-শক্তির বৃত্তিত্রয়।

ভগবানের দ্বিবিধ অঙ্গের অন্তরালে তট-প্রদেশে যে শক্তি বিরাজমানা, তাহাতে জীবত্বের উপাদান নিহিত আছে। জীবগণ—পরিমিত ও অসংখ্য, আবার তাহারাই একতাৎপর্য্যপর ও চিন্ময়। জীবেব সহিত অচিচ্ছক্তির বৃত্তিত্রয় ত্রিগুণ, এবং ত্রিগুণোত্থ সংখ্যাগত বহুত্ব ও বস্তুবিশেষের চতুষ্পার্শ্ব—তাহাদের বৈশিষ্ট্য-সাধনের সহায়। অচিচ্ছক্তির পরিণামের পরিচয়-সাম্যে আমরা জীবের অসংখ্যাত্ব ও অণুচিদ্ধর্ম্ম লক্ষ্য করি। বহিরঙ্গ-শক্তি-ধর্ম্ম তটস্থ-শক্তি-ধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তরঙ্গ-চিচ্ছক্তি-ধর্ম্ম যে জীবত্বে নাই,—এরূপ নহে। চিচ্ছক্তিবৃত্তি—জ্ঞাতৃত্ব, স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও অনুভবিতৃত্ব—তটস্থা-শক্তিতেও বর্ত্তমান।

এই জীব স্বরূপতঃ অণুচিৎ হইলেও সংখ্যায় অনন্ত, এবং ত্রিগুণের সহিত ন্যূনাধিক মিলনপ্রয়াসী। জীব অণুচিৎ স্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে অন্তরঙ্গা শক্তির বৃত্তিত্রয়—অসংযতভাবে ও অবৈধভাবে বহির্জ্জগতের গুণত্রয়ের সহিত মিলন-ফলে বিকারযোগ্য। বহিরঙ্গ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইবার যোগ্যতায় অণু-চিদ্ধর্ম্ম আশ্রিত, এজন্য অণুচেতন জীব—গুণ-মায়া ও ভক্তিযোগ-মায়ার ভূমিকাদ্বয়ে বিচরণশীল। অণুচেতন জীবের স্বাভাবিকী বৃত্তি—সম্বিদাশ্রিতা; তাঁহার জ্ঞাতৃত্বের অস্মিতায় তিনি অচিচ্ছক্তি-পরিণত নশ্বর প্রপঞ্চে সম্বিদ্-বৃত্তির পরিচালনে বা জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত। যে-সময়ে তাঁহার নিজ-জ্ঞাতৃত্বের অস্তিত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না, তখনই তিনি নিশ্চেষ্ট ও তটস্থধর্ম্মে

অবস্থান করেন। ভগবানের অচিচ্ছক্তির আধার জড়াকাশে স্বীয় স্থূল অস্তিত্বের জ্ঞাতৃত্ব পরিচালন করিয়া জীবের ইন্দ্রিয়সাহায্যে বহির্বস্তুর ভোগরূপ নৈসর্গিক ধর্ম্ম সময়বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে তিনি যে সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে 'কর্ম্ম' বলে। কর্ম্ম—অণুচিৎএর অনাদি-ধর্ম্ম, এবং নশ্বর ভূমিকায় পরিচালিত হইবার যোগ্যতা-হেতু বিনাশযোগ্য। কর্ম্মপ্রবৃত্ত কর্ত্তা বৈদেশিক গুণত্রয়ের অভিমানে স্বীয় চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার করিয়া ফেলেন। সত্ত্বগুণাবলম্বনে তিনি স্বরূপের কিছু পরিচয় পাইলেও নশ্বর রজস্তমোগুণ-মিশ্রভাবের অনুভূতিক্রমে কর্ম্ম, অকর্ম্ম, ও কুকর্ম্ম করেন। সত্ত্বগুণে অবস্থিত হইয়া কর্ত্তা যখন রজস্তমোবৃত্তিদ্বয়ের সমন্বয়তার জন্য ব্যস্ত হন না, তখনই তিনি সৎকর্ম্মনিপুণ সাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেই সেবকের স্বরূপানুভূতি হয়। কোন্ বস্তুর সেবা করিতে তাঁহার নিত্য বৃত্তি বর্ত্তমানা, তদনুসন্ধান-ফলেই তিনি শক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবের সহিত সম্বন্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী হন। তখন সমগ্র-জগতের প্রতি তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি নিরস্ত হওয়ায় নিত্য-ভোক্তা ভগবানের সেবোপকরণরূপে তিনি স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করেন।

রজস্তমো-গুণে গুণী হইয়া সত্ত্বের ন্যূনাধিক বিলোপ সাধনফলে তাঁহার ভগবৎসেবা-বিমুখী বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তখনই খণ্ডিত নশ্বর বস্তুসমূহের সেবা তাঁহাকে ভগবৎসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত করে। অণুচেতন জীব স্বীয় স্বতঃকর্ত্তৃত্ব, অনুভবিতৃত্ব ও ইচ্ছার সদ্ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া মিশ্র গুণজাত আধারের ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। এইরূপ অবস্থাতেই তাঁহার কর্ম্মপথে বিচরণ-প্রচেষ্টা। জড়-ভোক্তার অভিমানে তিনি আপনাকে 'দেহী' না জানিয়া 'স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কেই 'দেহী' বলিয়া ধারণা করেন। যাঁহারা এরূপ বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত, তাঁহারাই ফলভোগ-বাদের প্রচারক পূর্ব্বমীমাংসকের কর্ম্মাগ্নি-প্রজ্বালনের ইন্ধন-স্বরূপ হইয়া পড়েন এবং স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণত্বের বিচার বিস্মৃত হন। ফলভোগবাদী কর্ম্মিসম্প্রদায়—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে প্রাকৃত নশ্বরবস্তুর সেবায় নিরত।

যে কালে জীব বিশুদ্ধসত্ত্বের আধারে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই তিনি কর্ম্মপথের অকর্ম্মণ্যতা, অপ্রয়োজনীয়তা, অসম্পূর্ণতা বা ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি অবর ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সময়ে তিনি অচিচ্ছক্তির অনুপাদেয় করাল দংষ্ট্রেপিষ্ট হইবার যোগ্যতাকে আদর করেন না। অণুচেতন জীব বাহ্যজগতে অচিদ্-বস্তুর সেবনপ্রবৃত্তি পরিহার করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে যখন সবিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধান কার্য্যকে আদর করেন, তখন উহাই তাহার অবিদ্যা রহিত স্বরূপোদ্বোধিকা বুদ্ধিবৃত্তি। এই বুদ্ধিবৃত্তি হইতেই জীব ক্রমশঃ অণুচেতনের 'ভোক্তৃ-ভোগ্য'-ভাব হইতে পৃথক্ হইবার আয়োজন করেন।

অণুচিৎ জীব গুণত্রয়ের রাজ্যের অবরতা লক্ষ্য করিয়া কখনও অখণ্ডকালের করাল-কবলে বিলীন হইবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইবার বাসনা-ক্রমে চেতনের অনুভূতি-রাহিত্যই তখন তাঁহার মৃগ্য হইয়া উঠে। আবার, কেহ কেহ অনুভূতিরাহিত্যে অচিন্মাত্রাবস্থিতিকে 'চিন্মাত্রাবস্থিতি' বলিয়া বিবর্ত্তান্তর গ্রহণ করেন। স্থূলদেহ এবং সূক্ষ্ম মনে আত্মবুদ্ধিরূপ 'বিবর্ত্ত' হইতেই অণুচিৎ জীবের মুক্তি-পিপাসা। সুতরাং কর্ম্মপন্থী ও নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, উভয়েই আরোহবাদী। একজন 'ভোগী' ও অপরজন 'ত্যাগী'-নামে সংসারে প্রতিপত্তি লাভ করেন। উভয়েরই অণুচিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার লক্ষ্য করিতে না পারিলে অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডকে বিষভাণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারেন না। সম্বিচ্ছক্তির অপব্যবহার-ক্রমেই ঐ ভোগী ও ত্যাগী কর্ম্ম ও ফল্গু-বৈরাগ্যকেই বহুমানন করিতে থাকেন। যে কাল পর্য্যন্ত তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমমাধুর্য্যময় ঔদার্য্যবিগ্রহের সৌন্দর্য্য-দর্শনে আকৃষ্ট না হন, তৎকালাবধি বিষয়-বিষ্ঠার ভোক্তা, অথবা, ভোগ ত্যাগরূপ নিরস্তেন্দ্রিয়তর্পণকেই 'আদর্শ' বলিয়া মনে করেন। কালক্ষোভ্য 'বুভুক্ষা' ও 'মুমুক্ষা' 'ভোগ' ও 'ভোগ-ত্যাগ' বিষ্ণুভক্তিতে পর্য্যবসিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মী ও

জ্ঞানী, উভয়েরই অনিত্য চেষ্টা থাকে। ভুক্তিপিশাচী ও মুক্তি পিশাচী অনুচিং জীবের শিশুপ্রতীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে জীবের প্রকৃত স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না। নিদ্রার প্রাগবস্থায় যেরূপ সম্পূর্ণ শান্তির লক্ষণ দেখা যায় না, সুষুপ্তিতেই নিরবৃত্তিলক্ষণ পরিস্ফুট হয়, তদ্রূপ ভোগনিবৃত্তিমূলক 'স্বরূপে অবস্থিতি'রূপ প্রকৃত-মুক্তি না হইলে জীবের আত্মবৃত্তিস্বরূপা নিত্যা হরিসেবার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। যে কাল পর্য্যন্ত জীবের ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা না হয়, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়ে 'অস্মিতা' জ্ঞাপন করিয়া কর্ম্মফল-ভোগ ও নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান অথবা অচিন্মাত্রাবস্থিতিতেই উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ মুক্তিকেও ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রকার-ভেদ বলিয়া বুঝিবার সামর্থ্য বদ্ধজীবের নাই। ভোগমুক্ত জীবের কাল্পনিক শান্তির ধারণা নানা-প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয়। সুকৃতির অভাব হইতেই জীবের চিদ্ধর্ম্মের এরূপ অসদ্ব্যবহার। (ক্রমশঃ)

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৭ পৃষ্ঠার পর

খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দিতে অর্থাৎ ১৪০৭ শকাব্দায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। প্রথমে সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মের শেষ দুই তত্ত্বের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করিলেন। বঙ্গভূমি যে দেবদুর্ল্লভ তাহাতে সন্দেহ কি? সে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবদিগের পরমপূজনীয় শচীকুমার পরমার্থতত্ত্বের যে অতুল্য সম্পদ সর্ব্বলোককে বিতরণ করিয়াছেন তাহা কে না জানেন? সৌভাগ্যক্রমে আমরা ঐ অপূর্ব্ব দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বহুদিবসের পরেও যেসকল বৈষ্ণবগণ ঐ ভূমিতে উদ্ভূত হইবেন, তাঁহারাও আমাদের ন্যায় আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সার্ব্বভৌম প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়তত্ত্বে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করতঃ কার্য্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনতত্ত্বে ব্রজরস আস্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ বিশেষ বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে পরমার্থতত্ত্ব আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ স্পষ্টীভূত, সরল ও সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে। যত দেশকালজনিত মলিনতা উহা হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততই উহার সৌন্দর্য্য দেদীপ্যমান হইয়া আমাদের সম্মুখীন হইতেছে। সরস্বতী তীরে ব্রহ্মাবর্ত্তের কুশময় ভূমিতে ঐ তত্ত্বের জন্ম হয়। ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বদরিকাশ্রমের তুষারাবৃত ভূমিতে বাল্যলীলা সম্পাদন করেন। গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে তাঁহার পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত হয়। দ্রাবিড়দেশে কাবেরীস্রোতস্বতীর রমণীকূলে তাঁহার যৌবনকার্য্য সকল দৃষ্ট হয়। জগৎপবিত্রকারিণী জাহ্নবতীরে নবদ্বীপ নগরে ঐ ধর্ম্মের পরিপক্কাবস্থা পরিদৃশ্য হয়।

সমস্ত জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলেও শ্রীনবদ্বীপে পরমার্থতত্ত্বের চরম উন্নতি দেখা যায়। পরব্রহ্ম জীবসমূহের একান্ত প্রেমের আস্পদ। অনুরাগক্রমে তাঁহাকে না ভজনা করিলে তিনি কখনই জীবের পক্ষে সুলভ হইতে পারেন না। সমস্ত জগতে জীবের যে স্নেহ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে ভাবনা করিলেও তিনি অনায়াসলভ্য নহেন। তিনি রসবিশেষের বশীভূত এবং রস ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া

না পাওয়া সমান *। সেই রস পঞ্চপ্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তরসটি ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথম রস অর্থাৎ জীবের সংসারযন্ত্রণা নিবৃত্ত্যন্তর পরব্রহ্মে অবস্থান মাত্র। ঐ অবস্থায় কিয়ৎপরিমাণ ব্যতিরেক সুখ ব্যতীত আর স্বাধীন ভাব কিছু নাই। তৎকালে পরব্রহ্মের সহিত সাধকের কোন সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই। দাস্যরসই দ্বিতীয় রস। শান্তরসের সমস্ত সম্পদ ইহাতে আছে, এবং সে সমস্ত ব্যতীত আরও কিছু ইহাতে উপলব্ধ হয়। ইহার নাম মমতা। ভগবান্ আমার প্রভু আমি তাঁহার নিত্য দাস, এরূপ একটী সম্বন্ধ ঐ রসে লক্ষিত হয়। জগতে যতই উৎকৃষ্ট দ্রব্য থাকুক, মমতা-সম্বন্ধ না থাকিলে, তজ্জন্য কোন প্রকার বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। অতএব দাস্যরস শান্ত অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। শান্ত হইতে যেমত দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সেইরূপ সখ্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। যেহেতু দাস্যরসে সম্ভ্রমরূপ কন্টক আছে। কিন্তু সখ্যরসে বিশ্রম্ভরূপ প্রধান অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। দাসগণের মধ্যে যিনি সখা তিনি শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ কি? সখ্যরসে শান্ত ও দাস্য-রসের সকল সম্পদই আছে। দাস্য হইতে যেমত সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ; ইহা সহজে দেখা যায়। সমস্ত সখাগণের মধ্যে পুত্র অধিক প্রিয় ও আনন্দোৎপাদক। বাৎসল্যরসে শান্ত প্রভৃতি ঐ চারি রসের সম্পদ দেখা যায়। বাৎসল্যরস অন্য সকল রস হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও মধুররসের নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। পিতাপুত্রে অনেক বিষয় গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষে তাহা থাকে না। অতএব গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিতে মধুররসে পূর্ব্বগত সমস্ত রস পূর্ণরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যাইবে। (ক্রমশঃ)

* রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি শ্রুতিঃ।

যশড়ায় শ্রীজগদীশপণ্ডিত প্রেমবশ্য শ্রীজগন্নাথদেব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত চক্রদহ বা চাকদহ ও তন্নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রামের সহিত বহু প্রাচীন ঐতিহ্য বিজড়িত। শুনা যায়, মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন-কালে তাঁহার রথচক্রের নেমি এই চাকদহে মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল তদবধি ইহার নাম চক্রদহ বা অপভ্রংশ ভাষায় চাকদহ হয়। যেমন নৈমিশারণ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বায়ু পুরাণে কথিত আছে—মুনিগণের তপস্যোপযোগী পবিত্র স্থান নির্দ্দেশের প্রার্থনানুসারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট একটি মনোময় চক্র নির্ম্মাণ করতঃ মহাদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক সেই চক্র ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'হে মুনিগণ, যেস্থানে এই চক্রের নেমি শীর্ণ বা কুণ্ঠিত হইবে, সেই স্থানকেই আপনাদের তপোযোগ্য পবিত্র স্থান বলিয়া জানিবেন।' মুনিগণ সেই চক্রের অনু-সরণ করেন। নৈমিশারণ্যে আসিয়া সেই চক্রের নেমি শীর্ণ হয়, মুনিগণ সেই স্থানকেই তাঁহাদের পরমপবিত্র তপোভূমি বলিয়া জানিয়াছিলেন। অদ্যাপি নৈমিশা-রণ্যে সেই চক্রতীর্থ বিরাজিত। আবার 'নৈমিষ' শব্দে মূর্দ্ধণ্যষকার গ্রহণ করিলে বরাহপুরাণোক্ত গৌরমুখ ঋষির প্রতি ভগবদ্বাক্য—'শ্রীভগবান্ নিমিষকাল মধ্যে এই অরণ্যে ভক্তিবিঘ্নোৎপাদক অসংখ্য দানববল নিহত করেন'—এতদর্থেও এস্থানের নাম নৈমিষারণ্য হইয়াছে। যাহা হউক চক্রদহ বা চাকদহও ঐরূপ পরম পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। এস্থানে দানববল নিধনের ন্যায় শ্রীরুক্মিনী-নন্দন শ্রীভগবান্ প্রদ্যুম্নও মহাবল সম্বরাসুরকে বধ করিয়া এস্থানে প্রদ্যুম্ননগর স্থাপন করেন বলিয়া শ্রুত হয়।

উক্ত চক্রদহের সন্নিহিত যশড়া গ্রামও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের অধ্যুষিত পরমপবিত্র ভজনস্থলী। প্রায় ৫০০ পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যান। সেইবার শ্রীজগন্নাথদেবের 'নবকলেবর' প্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। [আষাঢ় মাসে যদি দুইটি পূর্ণিমা বা পুরুষোত্তমমাসের (স্মার্ত্তগণকথিত মলমাসের) সঞ্চার হয় তাহা হইলে সেই বৎসর 'শ্রীনীলাদ্রি মহোদয়ের' বিধানানুসারে শ্রীদারুব্রহ্মের নবকলেবর প্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি—শ্রীনীলমাধবের সেবক শ্রীবিশ্বাবসু শবররাজের ব্রাহ্মণ জামাতা শ্রীবিদ্যাপতির বংশধর পতি-মহাপাত্র শ্রীমূর্ত্তি হইতে ব্রহ্মমণি' গ্রহণ করিয়া নবকলেবরে সংস্থাপিত করিলে পূর্ব্বকলেবরকে 'মাধবনাট্যা'র মধ্যে স্থাপন করা হয়। 'ব্রহ্মমণি' নবকলেবরে স্থাপন করিবার সময়ে প্রধান পাণ্ডার চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যাপার প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিলে অমঙ্গল ও মৃত্যু অনিবার্য। শুনা যায়, বর্দ্ধমানের কোন ভূম্যধিকারী নবকলেবর প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান পাণ্ডাকে বহু অর্থ দিয়া বশ করিয়া ঐ ব্যাপার প্রাকৃত নেত্রে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহাতে কৌতূহল পরিতৃপ্তির চেষ্টা করায় তাঁহাকে অবিলম্বে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ২১ দিন ব্যাপী চন্দনযাত্রারম্ভদিবসে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ লইয়া অত্যন্ত সংযতচিত্তে উপবাসী থাকিয়া শঙ্খচক্র-গদাপদ্মচিহ্নসমন্বিত নিম্ববৃক্ষত্রয় অনুসন্ধান করিতে হয়। ভগবদিচ্ছায় তাহা পাওয়া গেলে যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক উঁহাদিগকে ছেদন করতঃ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আনিতে হয়। ঐ বৃক্ষত্রয়ের অবশিষ্ট শাখাপ্রশাখা ভূগর্ভে প্রোথিত করিতে হয়।]

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে আসিয়া নামপ্রচারকালে শ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা জানাইতে থাকেন। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল ভগবান্ জগন্নাথ তাঁহার ভক্তের সেবা অঙ্গীকার করিতে মনঃস্থ করিয়া রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, তাঁহার নবকলেবর শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বকলেবর যেন শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরকে দেওয়া হয় এবং শ্রীজগদীশ পণ্ডিতকেও স্বপ্ন দিলেন—তুমি আমার এতাবৎকাল শ্রীমন্দিরে পূজিত কলেবর বঙ্গদেশে লইয়া গিয়া সেবা কর। জগদীশ এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন। শ্রীজগন্নাথাভিন্ন মহাপ্রভু ঈষদ্ হাস্যসহকারে শ্রীমূর্ত্তিকে অবিলম্বে শ্রীধাম মায়াপুরে লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন শ্রীজগদীশ পরমানন্দে ঐ শ্রীমূর্ত্তি একটি যষ্টিতে মাত্র বহনপূর্ব্বক যশড়া-গ্রামে লইয়া আসেন। ইচ্ছা ছিল ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠের নিকটবর্ত্তী তাঁহার নিজ বাসভবনে লইয়া যাইবেন। কিন্তু স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ইচ্ছা স্বতন্ত্র। তিনি যশড়ায় গঙ্গাতটে রহিয়া গেলেন। মহাবিশালতর মূর্ত্তি, ছয়সাতজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি যাঁহাকে তুলিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া যান, আজ ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তস্কন্ধে একখানি পাতলা শোলার মত হইয়া চলিয়া আসিলেন। জগদীশ কোন কষ্টই অনুভব করেন নাই। অদ্যাপি একটি যষ্টি শ্রীজগদীশের জগন্নাথ-আনা যষ্টি বলিয়া শ্রীমন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে ১৯২ শ্লোকে লিখিত আছে—

ব্রজলীলার যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীদ্বয়ই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত — এই দুই ভ্রাতারূপে আবির্ভূত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বাল্যলীলায় একাদশী দিবস ইঁহাদের পাচিত শ্রীবিষ্ণুনৈবেদ্যান্ন প্রার্থনা করিয়া ভোজনলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। আবার ঐ গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৪৩ শ্লোকে লিখিত আছে—ব্রজে যে চন্দ্রহাস নামক রসজ্ঞ নর্ত্তক ছিলেন, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিত। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৫ম অধ্যায়ে ৭৩৬ সংখ্যক পয়ারে লিখিত আছে—"জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম। সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধনপ্রাণ॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও (আদি ১১।৩০) নিত্যানন্দগণমধ্যে গণনা করা হইয়াছে ঃ—"শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎপাবন।

কৃষ্ণ-প্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন ॥" আবার তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আ ১০।৭০-৭১) গৌরগণেও গণনা করা হইয়াছে ঃ—"জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়। যারে কৃপা কৈলা বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী দিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥" এই বিষ্ণুনৈবেদ্যে ভোজন-লীলা চৈঃ চঃ আ ১৪।৩৯তম সংখ্যায়ও লিখিত আছে—"ব্যাধিছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণুনৈবেদ্য খাইল একাদশী দিনে ॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতেও (আদি ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬—৪০) ইহা বিশদরূপে বর্ণিত আছে। একদিন শিশু নিমাই খুব ক্রন্দন করিতে লাগিলেন. 'হরি হরি' বলিতেই নিমাইয়ের ক্রন্দন থামে জানিয়া নারীগণ হরিনাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ আর ক্রন্দন থামে না। সকলেই অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে, নিমাই অনেক পরে উত্তর দিলেন—

"(প্রভু বোলে—) যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত।
এই দুইস্থানে আমার আছে অভিমত ॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার ॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাউ।
তবে মুই সুস্থ হই' হাঁটিয়া বেড়াও ॥"

নিমাইর অদ্ভুত বাক্যশ্রবণে সকলেই হাসিতে হাসিতে তদভিলাষ পূরণের জন্য তৎপর হইলেন। সেই দুইজন ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অভিন্ন সুহৃদ। মিশ্র ভবন হইতে তাঁহাদের গৃহ কিছু দূরে অবস্থিত। মিশ্র তখনই তাঁহাদের গৃহে গিয়া শিশু নিমাইএর অভিপ্রায় জানাইলে তাঁহারা অতীব বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"বড়ই অদ্ভুত কথা। আজ যে একাদশী হরিবাসর, আমরা উপবাসী, শ্রীবিষ্ণুর ভোগের জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছি তাহা এশিশু কি করিয়া জানিল? তাহাতে মনে হয় এশিশু পরম রূপবান্ বলিয়া ইহার দেহে স্বয়ং গোপাল—নারায়ণের অধিষ্ঠান হইয়াছে, তিনিই উহার হৃদয়ে বসিয়া ঐরূপ বাক্য বলাইতেছেন।" ইহা ভাবিয়া দুই বিপ্র পরম সন্তোষে যাবতীয় বিষ্ণু নৈবেদ্য তৎক্ষণাৎ মিশ্রভবনে শিশুসমীপে লইয়া গিয়া বলিলেন—"* * বাপ, খাও উপহার। সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার ॥" —"আমরা যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে এই সকল নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, সেই কৃষ্ণবস্তুই যখন সাক্ষাদ্ভাবেই উহা গ্রহণ করিলেন, তখন আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইল।" (বিবৃতি)

ভক্তের দ্রব্য পাইয়া ভগবানেরও আনন্দের আর সীমা নাই। কিছু খাইলেন। প্রভুর ভোজনলীলা দেখিয়া সকলেই পরমানন্দে হরি হরি বলিতে লাগিলেন, প্রভুও ভক্তমুখে নিজকীর্ত্তন শ্রবণে পরমোল্লসিত — খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে ॥ কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কারো গায়। এই মত লীলা করে ত্রিদশের রায় ॥"

সেই ভক্তবর জগদীশের প্রেমে বশীভূত হইয়া ত্রিজগতের নাথ জগন্নাথ স্বয়ং তাঁহার প্রেমসেবা অঙ্গীকার করতঃ তাঁহারই স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক যশড়া গ্রামে আসিলেন—'দর্শন দিয়া নিস্তারিতে সকল সংসার' (চৈঃ চঃ মঃ ৪।৪০), তাই যশড়া গ্রামবাসীর আর সৌভাগ্যের সীমা নাই। পরমকরুণাময় শ্রীজগন্নাথ সম্প্রতি তাঁহার পরমভক্ত সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজকে তাঁহার সেবাভার সমর্পণ করায় তদানুগত্যে আমাদেরও কএকবৎসর ধরিয়া তাঁহার দর্শন ও মহাভিষেক পূজাদি সেবাসৌভাগ্য লাভের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হইতেছে সত্য, কিন্তু ভগবৎকৃপা যে ভক্তকৃপানুগামিনী। ভক্তকৃপা না হইলে ভগবান্ যে আমাদের কোন সেবাই অঙ্গীকার করিবেন না। তাই শ্রীগুরু বৈষ্ণবকৃপা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ শ্রীভগবদিচ্ছায় তাঁহার নিত্যলীলাপ্রবেশকালে তাঁহার পরমপ্রিয়তম জগন্নাথের সেবাভার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

বল্লভ তীর্থ মহারাজের উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পরম আনন্দের বিষয় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীপাটের সেবার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনকল্পে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিতেছেন। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু মঠমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সেই সমস্ত মঠেরও সেবাসৌন্দর্য্য সংরক্ষণের প্রতিও শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে, তৎসত্ত্বেও যশড়া শ্রীপাটের সেবা বিষয়ে শ্রীল তীর্থ মহারাজ বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের অপ্রকট তিথি-পূজা মহোৎসব পাঠ বক্তৃতা কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে বিপুল সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হয়। এই সময়ে শ্রীপাটে বহু ভক্তসমাগম হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্রয়স্থানাভাবে সমাগত ভক্তগণকে খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, এজন্য অবিলম্বে একটি যাত্রিনিবাস বা সেবকনিবাস নির্ম্মিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার অর্থবিত্তশালী ধনাঢ্য ভক্তগণ হৃদয়ে উক্ত যাত্রি-নিবাস নির্ম্মাণসেবার প্রেরণা জাগাইয়া তাঁহার দর্শনার্থী ভক্তনরনারীগণের আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিউন; সাক্ষাৎ শ্রীপুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে নিত্যসেবিত শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তিসেবার ঔজ্জ্বল্য দ্রুতগতিতে সমৃদ্ধ হউক, ইহাই শ্রীশ্রীজগন্নাথপাদপদ্মে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

"যশড়া শ্রীপাটের বিবরণে জানা যায় যে,— জগদীশ ভট্ট পূর্ব্বদেশে গৌহাটী অঞ্চলে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা কমলাক্ষ—গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় ভট্ট-নারায়ণের সন্তান। জগদীশের পিতা মাতা উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ ছিলেন। মাতাপিতার অপ্রকটের পর জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা হিরণ্যকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাতীরে বাস ও বৈষ্ণবসঙ্গে কাল কাটাইবার জন্য শ্রীমায়াপুর শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকট আসিয়া বাস করেন। * * শ্রীগৌরনিত্যানন্দপ্রভু সপার্ষদে দুইবার যশড়াগ্রামে আগমনপূর্ব্বক সংকীর্ত্তনবিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহামহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। জগদীশ পণ্ডিত গৃহস্থ লীলাভিনয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামভদ্র গোস্বামী। পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষতলে জগন্নাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই মন্দিরটি জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশ চন্দ্র মজুমদারের সহধর্ম্মিনী মোক্ষদা দাসী ১৩২৪ সালে বর্ত্তমান মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন—একটি প্রস্তর ফলকে খোদিত রহিয়াছে। এই মন্দিরটি চূড়া-বিহীন সাধারণ গৃহাকার। ইহার সম্মুখে একটি নাতি-বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধাবল্লভ জিউ ও জগদীশের পত্নী দুঃখিনী মাতার স্থাপিত গৌরগোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত। (পরবর্ত্তী সময়ে দৃষ্ট হন—শ্রীরাধা-রাধাবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এবং কএকমূর্ত্তি শালগ্রাম ও গিরিধারী। অবশ্য শ্রীজগন্নাথ ও গৌর-গোপাল ত' আছেনই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন যশড়ায় শ্রীজগদীশের গৃহ পবিত্র করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন দুঃখিনী গৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় মহাপ্রভু গৌরগোপাল বিগ্রহরূপে যশড়া গ্রামে দুঃখিনীর সেবা-গ্রহণে স্বীকৃত হন। তদবধি শ্রীগৌরগোপালবিগ্রহ (পীত-বর্ণ দারুময়ী গোপালমূর্ত্তি) তথায় সেবিত হইতেছেন।

এস্থান হইতে গঙ্গা প্রায় একক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই যশড়াগ্রামে কালনার সিদ্ধ ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় কিছুকাল ভজন করিয়াছিলেন। পরে এস্থান হইতে বাবাজী মহাশয় কালনায় গিয়া বাস করেন। কালনা হইতেও তিনি সময়ে সময়ে এস্থানে আসিতেন। তখন বিজয়চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় জগন্নাথদেবের সেবায়েত ছিলেন। ইঁহারা বন্দোপাধ্যায়, ইঁহাদের মাতুল—গাঙ্গুলী বংশ।

গদাধর নামে জনৈক বৈষ্ণবকবি রচিত জগদীশ-পণ্ডিত গোস্বামীর সূচকগান অদ্যাপি যশড়া গ্রামে গীত হইয়া থাকে। গানটীতে অল্পাক্ষরে জগদীশপণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্ত গ্রথিত আছে।

খঞ্জ ভগবানের পুত্র রঘুনাথাচার্য্য জগদীশপণ্ডিত

গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাবতিথি — পৌষীশুক্লা তৃতীয়া। প্রতিবৎসর পৌষী শুক্লা দ্বাদশীতে জগদীশ পণ্ডিতের জন্মোৎসব হয়, স্নানযাত্রা উপলক্ষেও বহু লোক সমবেত হন।

অনেকে বলিতে চাহেন শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুর যশড়া শ্রীপাটের শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জগদীশ, হিরণ্য ও মহেশ—তিন ভ্রাতা। মহেশই কনিষ্ঠ, জগদীশ জ্যেষ্ঠ, হিরণ্য পণ্ডিত মধ্যম। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ না থাকায় ইহার প্রামাণিকতা সন্দেহার্হ। তবে শ্রীমহেশ পণ্ডিত ব্রজ-লীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'মহাবাহু' সখা।" (চৈঃ চঃ আ ১০, ১১ ও ১৪শ পঃ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য পরমকরুণ অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধরাধামে আবির্ভূত হন বলিয়া ঐ দিবসই তাঁহার পরমপবিত্র জন্মদিবস বিচারে তাঁহারই আদেশানুসারে অধিবাস পুরঃসর মহাভিষেকবিধানানুসারে স্নানযাত্রা সম্পাদিত হয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐ জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিতেন। সিন্ধুতীরে যে অক্ষয়বট আছে তাহার উত্তর সর্ব্বতীর্থময় কূপ আছে, ঐ কূপজলদ্বারাই শ্রীজগন্নাথের অভিষেক সম্পন্ন হয়। স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবই স্বয়ং তাঁহার স্নানার্থ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই সর্ব্বাগ্রে ঐ কূপ নির্ম্মাণ করাইয়া পরে অবতীর্ণ হন। রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে পূজা বিধানপূর্ব্বক শঙ্খ, কাহাল মুরজাদি বাদ্যধ্বনি সহ চতুর্দ্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার সাধন করিতে হয়, সম্বৎসর উহা আবৃত করিয়া রাখা হয়। দ্বিজগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে স্বর্ণকুম্ভদ্বারা সেই সর্ব্বতীর্থময় কূপ হইতে পূতজল উত্তোলন করিলে সেই জল চন্দনাদি সুগন্ধ সুবাসিত করতঃ জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার প্রাতে স্নানবেদীতে বৈদিক পাবমান্যাদি সূক্ত উচ্চারণ মুখে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবীকে সুদর্শনচক্র-সহ মহাস্নান সম্পাদন করা হয়। মহাভাগবত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ ছিল—মহাস্নানান্তে পঞ্চদশদিবস অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় তাঁহাকে যেন কেহ দর্শন না করে। আদেশটি এইরূপ—

"ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥"

শ্রীভগবদাদেশে এই পঞ্চদশ দিবস শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে। এসময়ে ভগবদ্দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে —'অনবসরকাল' বলা হইয়া থাকে। দয়িতাপাণ্ডাগণ জগন্নাথের জ্বর হইয়াছে বলিয়া পাচন (মিষ্টরসের পানা) ও মিষ্টান্নাদি ভোগ দেন। জগন্নাথ একপক্ষ-কাল শ্রীজগমোহনের পার্শ্বস্থ 'খটশেষগৃহ' বা 'নিরোধন গৃহে' অবস্থান করেন। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাদেবীর অঙ্গরাগ সেবা হয়। অতঃপর পক্ষান্তে শ্রীজগন্নাথদেব নবমূর্ত্তিতে প্রকটিত ও বিচিত্রবেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দর্শন দান করেন। সেই উৎসবকে 'নেত্রোৎসব' বা 'নবযৌবনোৎসব' বলা হইয়া থাকে।

যশড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীজগন্নাথের (এখানে একক জগন্নাথদেব অবস্থিত) স্নানযাত্রার পর তিনদিবসকাল মাত্র অনবসরকাল পালন করিতেন বলিয়া শুনা যায়। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজও তচ্চরণা-শ্রিত শিষ্যগণ দ্বারা মহাসংকীর্ত্তনসহ গঙ্গোদক আনাইয়া সেই জল কর্পূরচন্দনাদিসুগন্ধি সুবাসিত করিয়া তদ্দ্বারা পাবমানীসূক্ত, শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত—এই তিনটি বৈদিক সূক্ত ও অন্যান্য মন্ত্রদ্বারা শাস্ত্রোক্ত মহাস্নানবিধি অনু-সারে স্নান ও যথাবিধানে মহাপূজা সম্পাদন করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। জগন্নাথ সারাদিন স্নানবেদীতে অবস্থানপূর্ব্বক সহস্র সহস্র দর্শনার্থী নরনারীকে দর্শন দিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে পূর্ব্বাভিমুখে পরদার আড়ালে দিবসত্রয় ভূতলে অবস্থানপূর্ব্বক চতুর্থ দিবস স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করতঃ সকলকে দর্শন দান করেন। শ্রীজগদীশ পণ্ডিত রথযাত্রার প্রবর্ত্তন করিয়া যান নাই। এজন্য রথ হয় না।

শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া

অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া যখন কুশ শয্যায় শয়ন করিলেন, তখন জগন্নাথদেব তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন "রাজন্ তুমি চিন্তা করিও না, সমুদ্রের 'বাঁকিমুহান' নামক স্থানে (চক্রতীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত) শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চিহ্ন সমন্বিত তিনটি দারু-ব্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইব।" রাজা ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দে বহু বলিষ্ঠ লোক ও হস্তী প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াও উহা নড়াইতে পারিলেন না। পুনরায় হতাশ হইয়া ধন্না দিলে শ্রীজগন্নাথ স্বপ্নে জানাইলেন—'রাজন্, তিনখানি স্বর্ণ রথ নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ দারুব্রহ্মের সম্মুখে স্থাপন কর। আমার পূর্ব্বসেবক বিশ্বাবসু, যিনি আমার নীল মাধব স্বরূপের সেবা করিতেন, তিনি ঐ দারু-ব্রহ্মের একপার্শ্বে ও তাঁহার জামাতা ব্রাহ্মণবিদ্যাপতি অপর পার্শ্ব ধারণ করিবেন, তাহা হইলেই আমরা রথে উঠিয়া পড়িব।' রাজা মহানন্দে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাইলেন। বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতি দারুব্রহ্মের দুই পার্শ্বে ধরিলেন, রাজা সকাতরে দারুব্রহ্মের শ্রীচরণে ধরিয়া রথে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহারা রথে আরোহণ করিলেন। রথ শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত পূর্ব্বনির্ম্মিত মন্দিরসান্নিধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা ঐ দারুব্রহ্মকে শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকট করিবার জন্য বহু সুদক্ষ শিল্পীকে আনাইলেন, তাঁহারা কেহই দারুব্রহ্ম স্পর্শ করিতেই পারিলেন না। অবশেষে স্বয়ং ভগবানই 'অনন্ত মহারাণা' নামে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এক বৃদ্ধ ভাস্কররূপে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন — 'দারুব্রহ্মত্রয়কে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করাইলে আমিও ঐ মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দার রুদ্ধ করিয়া মূর্ত্তিপ্রস্তুত করিব, ২১ দিনের মধ্যে রাজা কিছুতেই উহার দার উন্মোচন করিতে পারিবেন না।' তাহাই হইল। রাজা বৃদ্ধ ভাস্করের উপদেশানুসারে যে সমস্ত ভাস্কর রাজার আহ্বানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা তিনখানি রথ প্রস্তুত করাইলেন। এদিকে দুই সপ্তাহ অতীত হইবার পর রাজা বাহির হইতে কাণ পাতিয়া মন্দিরমধ্যে কোন অস্ত্রশস্ত্রের শব্দ না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও রাণী গুণ্ডিচাদেবীর পরামর্শানুসারে স্বহস্তে বল-পূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন। সেই বৃদ্ধভাস্কর তথায় নাই। দারুব্রহ্মত্রয় তিনটি অপূর্ণ-অবয়ব মূর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান। বৃদ্ধমন্ত্রী বলিলেন—সেই বৃদ্ধ ভাস্কর স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ, রাজা তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া একসপ্তাহ পূর্ব্বেই মন্দির দ্বার মুক্ত করায় শ্রীমূর্ত্তি ঐরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ সঙ্কল্পে কুশশয্যায় শয়ন করিলে অর্দ্ধরাত্রে স্বপ্নাদেশ হইল—'মহারাজ, তুমি ব্যথিত হইও না। আমি এইরূপে দারুব্রহ্ম আকারে 'শ্রীপুরুষোত্তম' নামে নীলাচলে নিত্য অধিষ্ঠিত আছি। আমি এই ধরাধামে নিজ শ্রীধাম সহ ২৪টি অর্চ্চাবতাররূপে অবতীর্ণ হই। আমি প্রাকৃত হস্ত-পদাদি রহিত হইয়াও আমার অপ্রাকৃত হস্তপদাদিদ্বারা ভক্তের ভক্তিসহকারে প্রদত্ত যাবতীয় সেবোপকরণ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ভুবন মঙ্গলার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করি—বেদের এই নিত্যপ্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ ও তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছ, তৎপ্রসঙ্গে একটি লীলামাধুর্য্য প্রকটনার্থ আমি এই মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমার অপ্রাকৃত রসমাধুর্য্যাস্বাদন-লোলুপ ভক্তগণ তাঁহাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনদ্বারা আমার শ্যামসুন্দরমুরলীবদন দর্শনসৌভাগ্য লাভ করেন। তবে আমার ঐশ্বর্য্যময়ী সেবার অভিলাষ হইলে কখনও কখনও আমাকে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্ম্মিত হস্তপদাদি দ্বারা ভূষিত করিতে পার। কিন্তু ইহা স্থির জানিও যে আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ।' এই স্বপ্ন পাইয়া মহারাজ কৃতকৃতার্থ হইয়া জগন্নাথ-দেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—'যে বৃদ্ধ কারিকর এই শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণ যেন যুগে যুগে প্রকট থাকিয়া প্রত্যব্দ তিনটি রথ নির্ম্মাণ করেন।' শ্রীজগন্নাথ ঈষদ্ধাস্যসহকারে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। তিনিই ত' জগন্নাথ! অতঃপর ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে

আরও বলিয়া দিলেন—"যে বিশ্বাবসু আমার নীলমাধব মূর্ত্তির সেবা করিতেন, তাঁহার বংশধরগণ যুগে যুগে আমার দয়িতাসেবক নামে পরিচিত থাকিয়া আমার সেবা করিবেন। বসু শবরের জামাতা বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরগণ আমার অর্চ্চনকার্য্য করিবেন এবং বিদ্যাপতির শবরপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরগণ বংশপরম্পরাক্রমে আমার ভোগরন্ধনকার্য্য করিবেন, তাঁহারা সূপকার বা অপভ্রংশ ভাষায় 'সুয়ার' নামে খ্যাত হইবেন।" ভগবান্ তাঁহার ভক্তের জাতিকুলবিদ্যাতপস্যাদি কিছুই দেখেন না। তাঁহার বাক্য—"যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছার। শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥" শ্রীগুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে "নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। এই বাক্যটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥"

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩)

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর (শ্রীরামদাস)

ইনি শ্রীনিত্যানন্দৈক প্রাণ দ্বাদশগোপালের অন্যতম ব্রজের 'শ্রীদাম' সখা। "পুরা শ্রীদাম নামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্। দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ"—গৌঃ গঃ দীঃ ১২৬ শ্লোক। হুগলীজেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাট। পত্নীর নাম মালিনীদেবী। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত, তাহা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া খানাকূল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত। শ্রীপাটস্থ শ্রীমন্দিরের দ্বারে একটী বকুলবৃক্ষ আছে, স্থানটী 'সিদ্ধবকুলকুঞ্জ' নামে অভিহিত। এই বকুলবৃক্ষের নিম্নে অভিরামঠাকুর সর্ব্বপ্রথম আসিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে পুষ্করিণী খননকালে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ পাওয়া যায়। তদবধি পুষ্করিণীটী 'অভিরাম কুণ্ড' নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্দিরে শ্রীব্রজবল্লভ (যুগল) মূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপাল মূর্ত্তিও বিরাজিত আছেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুর অত্যন্ত তেজীয়ান্ শক্তিশালী আচার্য্য ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কালে তিনি বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। "অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড। যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড॥ নিত্যানন্দ আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর। জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর॥" —ভক্তিরত্নাকর। "রামদাস অভিরাম — সখ্যপ্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী॥" (চৈঃ চঃ আ ১০।১১৬)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত ৩২ জনের বাহিত ও ভক্তিরত্নাকরে লিখিত একশতাধিক জনের বাহিত একখানি বৃহৎ কাষ্ঠকে যিনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় উঠাইয়া বাঁশীর ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। "শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে। হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥" ভক্তিরত্নাকর ৪।১২৩। এইরূপ অলৌকিক লীলা দর্শনে ভক্তগণ মহাবিস্মিত হইয়াছিলেন। ইনি প্রণাম করিলে বিষ্ণুশিলা বা বিষ্ণু-অর্চ্চা ব্যতীত অন্যান্য শিলা বা মূর্ত্তি বিদীর্ণ ও চূর্ণ হইয়া যাইত বলিয়া একটী প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত। অবৈষ্ণবগণও ইঁহার প্রণাম সহ্য করিতে পারিত না। শ্রীনিত্যানন্দাত্মজ শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী ও শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনী ইঁহার প্রণাম সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। —ইহা ঠাকুর রচিত শ্রীবীরভদ্রাষ্টকে ও গঙ্গাস্তোত্রে

উল্লিখিত আছে।

শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের একটী অত্যদ্ভুত জয়মঙ্গল চাবুক ছিল। ঐ চাবুকের দ্বারা তিনি যাহাকে আঘাত করিতেন তিনিই প্রেমে উন্মত্ত হইতেন। একদিন শ্রীনিবাস আচার্য্য অভিরামভবনে আসিলে অভিরাম ঠাকুর তিনবার শ্রীনিবাসের গায়ে ঐ চাবুক স্পর্শ করাইলেন। অভিরামপত্নী মালিনীদেবী পতিকে নিষেধ করিলেন শ্রীনিবাসের গায়ে চাবুক স্পর্শ করাইতে, কারণ শ্রীনিবাস বালক, চাবুকের স্পর্শে প্রেমোন্মত্ত হইবে। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু অভিরাম ঠাকুরের অতি প্রিয়তম ও স্নেহ-কৃপাপাত্র ছিলেন। দীক্ষিত না হইলেও শিষ্যের ন্যায় ছিলেন। ঐ জয় মঙ্গল চাবুক এখনও মন্দিরাভ্যন্তরে সিন্দুকে রক্ষিত আছে। অভিরাম ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ লিখিত আছে—

অহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে?
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে॥
শ্রীঅভিরাম পত্নী নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি॥
(ভক্তিরত্নাকর ৪।১০৫-১০৮)

পুরীর বালিমঠটী ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে বলেন।

চৈত্র-কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথিতে (অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে) খানাকুল কৃষ্ণনগরে মহোৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়।

আমাদের পরমগুরুপাদপদ্ম জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমাকালে এই শ্রীপাটে সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীপাটের সেবকগণ তৎকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ ভক্তগণকে কিভাবে রক্ষা করেন?

উত্তর—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—

সুদর্শনং সংনিযোজ্য ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
তথাপি ন হি নিশ্চিন্তোঽবতিষ্ঠেৎ ভক্তসন্নিধৌ॥

ভগবান্ ভক্তগণের রক্ষার জন্য সুদর্শনচক্রকে নিযুক্ত করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাই তিনি সতত ভক্তগণের নিকটেই অবস্থান করেন। এত তাঁহার অত্যদ্ভুত ভক্তবাৎসল্য!

প্রঃ—অহং ব্রহ্মাস্মি ও তত্ত্বমসি—ইহার অর্থ কি?

উঃ—শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ অহং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্য অস্মি। আমি পরমেশ্বরের সন্তান বা সেবক—ইহাই অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যের অর্থ।

তত্ত্বমসি—ত্বম্ তৎ অর্থাৎ তস্য অসি।

জীব তুমি তাঁহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের—ইহাই ইহার অর্থ।

প্রঃ—নিষ্কামা ভক্তিতে কি সিদ্ধি হয়ই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

ভক্তির্যদি সর্ব্বথৈব নিষ্কপটা স্যাৎ তদা সা বিনাপি প্রযত্নেন স্বয়মেব সম্পদ্যতে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যদি নিষ্কপট অর্থাৎ নিষ্কাম হইয়া ভগবানের সুখের জন্য করা হয়, তবে তাহাতে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে সিদ্ধি

হইয়া থাকে। (ভাঃ ১১।২৯।২১ টীকা)

প্রঃ—কাহার অহঙ্কার থাকে না?

উঃ—যিনি নিজের হৃদয়ে ও সকলের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান চিন্তা করেন, তাঁহার কোন অহঙ্কার, ভয় ও দুঃখাদি থাকে না। এজন্য সর্ব্বভূতেষু অস্তি বিষ্ণুঃ—এই চিন্তা ও বিশ্বাস থাকা বিশেষ প্রয়োজন। (ভাঃ ১১।২৯।১৫, ১৭)

প্রঃ—গুরুসেবা কিভাবে করণীয়?

উঃ—শ্রীগুরুদেবের আদেশ পাইবামাত্র নির্ব্বিচারে তাহা সানন্দে প্রীতির সহিত পালনই গুরুসেবা।

(ভাঃ ৩।২৪।১৩ টীকা)

প্রঃ—অকিঞ্চন ভক্ত কি কৃষ্ণকে পায়ই?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩১।২৯) বলেন—অকিঞ্চনগো হরিঃ—হরিঃ অকিঞ্চনং প্রাপ্নোতি কিং পুনর্বক্তব্যমকিঞ্চনো হরিং প্রাপ্নোতি। (চক্রবর্ত্তীটীকা)

ভগবান্ শ্রীহরি অকিঞ্চন ভক্তকে পাইবার জন্য ব্যস্ত হন। সুতরাং অকিঞ্চন বা নিষ্কাম ভক্ত যে ভগবান্‌কে পাইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রঃ—সাধু-গুরুর সঙ্গ, দর্শন ও কৃপা কি হঠাৎ হয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত (৪।২৮।২৯ বলেন—সাধুর সঙ্গ, দর্শন, কৃপা ও ভগবদ্ভক্তি—এ সবই আকস্মিক-ভাবেই হয়। (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা)

প্রঃ—কাহার সেবা করা কর্ত্তব্য?

উঃ—গুরু ও ভগবান্ অধোক্ষজ বস্তু। Absolute Person এর সঙ্গে যাঁহার Adjustment হ'য়েছে, তিনি গুরুকে ঈশ্বররূপে, দেবতারূপে, দেখ্‌ছেন। গুরু সেবক ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ। এজন্য গুরু —ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। গুরু ভগবান্ হইয়াও ভগবৎ-প্রিয়তম। "গুরু পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তি-মান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥" যিনি ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত গুরুরই সেবা করা দরকার। গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সেবা করাও আবশ্যক ও মঙ্গলকর। তবে ভগবদ্ভক্ত ব'লে ভূয়ো লোকের সেবা কর্‌লে কোন লাভ হ'বে না। কলির প্রাবল্যে আজকাল ভক্ত বা বৈষ্ণবের নামে অনেক ভণ্ড ও পাষণ্ড দেখা যাচ্ছে। এইজন্যই বল্‌ছি—গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই কর্‌তে হ'বে, শুদ্ধ ভক্তের সেবা কর্‌লেই মঙ্গল হ'বে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কেহ অভক্ত হয়ে যায়, তবে তার জন্য শ্রম স্বীকার কর্‌তে হ'বে না, তার সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কারণ অভক্তের সেবা কর্‌লে অমঙ্গলই হ'বে। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। বিশ্রম্ভেণ অর্থে—দৃঢ়বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা। দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রীতির সহিত গুরুসেবা কর্‌লে মঙ্গল হ'বেই হ'বে, কৃষ্ণ প্রসন্ন হবেনই। গুরুকে মনুষ্য-বুদ্ধি কর্‌তে নাই। গুরু নির্দ্দোষ সুতরাং তাঁহার দোষ দেখ্‌তে নাই।

সময় ও সুযোগ চিরকাল থাকে না। Make hay while the Sun shines. সময় (আয়ুঃ) থাক্‌তে থাক্‌তে সাধুসঙ্গে হরিভজনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা দরকার। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ সাধুসঙ্গের জন্য এত ব্যস্ত হন কেন?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৩০ টীকা) বলেন—সাধু-দর্শনেই পাপ নষ্ট হয় এবং জীব পবিত্র হয় সত্য কিন্তু দর্শনমাত্রেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। এইজন্য ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ সাধু-গুরুর সঙ্গ ও সেবার জন্য এত ব্যস্ত হন।

প্রঃ—দীক্ষা কি?

উঃ—নিজেকে ভগবৎ-সেবক বলিয়া জানাই প্রকৃত দীক্ষা। দীক্ষার অপর নাম—দিব্যজ্ঞান। ভগবৎ সেবক-অভিমান হইলেই ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। এজন্য দীক্ষিত ভক্তগণ ভগবান্‌কে পানই। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—প্রকৃত প্রীতির লক্ষণ কি?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—(শ্রীরূপপ্রভু)

গুণ দেখিয়া যে প্রীতি বাড়ে না এবং দোষ দেখিয়া যে প্রীতি কমে না তাহাই প্রকৃত প্রীতি।

(বিদগ্ধমাধব)

প্রঃ—মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ?

উঃ—নিজে মঠ করিয়া আরামে থাকিবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া জীবন্ত মঠ করিতে যত্নপর হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। কোন একটী শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে যদি শ্রীগুরু পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিতে পার, তবেই জীবন্ত মঠ করা হইবে। গুরুর মাহাত্ম্য ও গুরুসেবার কথা বলিয়া জীবগণকে গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট করাই সবচেয়ে মঙ্গলকর কার্য্য। এজন্য গ্যালন গ্যালন রক্ত ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে গুরু কৃষ্ণ অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং এরূপ জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে কায়-মনোবাক্যে ব্রতী হওয়াই বুদ্ধিমত্তা ও জীবনের সার্থকতা।

হরিকীর্ত্তনমুখরিত ভগবৎ-সেবাময় মঠ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। এজন্য মঠবাসই ধামবাস। মঠে হরিকথা আলোচনা প্রবল থাকিবে। খাওয়া-থাকার জন্য মঠ করিয়া লাভ নাই। হরিকথা-প্রচারার্থই মঠ করা প্রয়োজন। তাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হইবে।

গুরুনিষ্ঠ-ভক্তই জীবন্ত সাধু বা Living Source. এরূপ জীবন্ত সাধুর নিকটেই হরিকথা শুনিতে হইবে। তাহা হইলে আমরাও গুরুদেবতাত্মা হইতে পারিব।

গুরুনিষ্ঠাহীন বা গুরুসেবাবঞ্চিত ব্যক্তি জীবন্মৃত। এরূপ অবৈষ্ণবের সঙ্গ করা উচিত নয়। তাহাতে অমঙ্গলই হয়। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—অনন্তগুণসম্পন্ন কৃষ্ণের বিশিষ্ট ৬৪ গুণের মধ্যে ৫০টি গুণ জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে আছে, ইহার অর্থ কি ?

উঃ—শাস্ত্র বলেন (চৈঃ চঃ ম ২৩।৭৩)

জীবেম্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩৬)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

জীবেষু ইতি—ভগবদনুগৃহীতেষু ইত্যর্থঃ। অন্যথা প্রাকৃত-জীবেষু ভগবৎ-সম্বন্ধী-অপ্রাকৃতগুণানাং বিন্দু-সম্বন্ধস্যাপি অসম্ভবাৎ। অতএব প্রাকৃতেষু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ম্। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩৬)

ক্বচিৎ শব্দের দ্বারা জানা যায় যে, ভগবৎ-কৃপাপ্রাপ্ত শুদ্ধভক্তগণের মধ্যেই এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে থাকে। কিন্তু বদ্ধজীবে বিন্দুর আভাসরূপে অর্থাৎ অতি অল্পমাত্রায় থাকে।

প্রঃ—শিবাদি দেবতায় এই পঞ্চাশটি গুণ ব্যতীত আর ও পাঁচটি গুণ অর্থাৎ ৫৫টী গুণ আছে—ইহার অর্থ কি ?

উঃ—শ্রীজীবপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

অংশেন যথাসম্ভবং স্বাংশেন, গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিগ্রহণাৎ ক্বচিৎ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারা ব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে।

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—অংশেন যথাসম্ভবং স্বাংশেন, গিরীশাদিষু সদাশিবাদিষু, আদিগ্রহণাৎ ক্বচিদ্ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ যদা জীবো ন ব্রহ্মা, কিন্তু স্বয়মেব ব্রহ্মা ভবতি, তদৈব ভগবদবতাররূপ-ব্রহ্মা গৃহ্যতে। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।৩৭)

শিবাদি বলিতে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ঠাকুর সদাশিবাদি বলিয়াছেন। এই সদাশিব সাক্ষাৎ ভগবান্, ন তু বিভিন্নাংশ জীব। আদি বলিতে—যখন কোন মহৎ জীব ব্রহ্মা হন না, তখন ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মা হন। এই ভগবদবতাররূপ ব্রহ্মাকেই বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

অকিঞ্চনা—নিষ্কামা (শ্রীজীবটীকা)

ভগবানে যাঁহার নিষ্কামা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, শুদ্ধভক্তি ও সিদ্ধভক্তি হয়, সেই কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের অনেক গুণই থাকে।

শ্রীজীবটীকা—সুরা ভগবদাদয়ঃ। স চ তথা তৎপরিকরা দেবা মুনয়শ্চ। সমাসতে বশীভূয় তিষ্ঠন্তি। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।২৯)

মানুষের কি এখনও লজ্জা হইবে না?

আধুনিক যুগে মনুষ্য জাতির মধ্যে একটা অংশ এমন একটা স্তরে নামিয়া যাইতেছে—যেখানে মানুষ নৃশংসতা, রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি, দুষ্ট হিংসাশ্রিত রাজনীতি, অন্য প্রাণীকে তিলে তিলে কষ্ট দিবার ও স্ত্রী শিশু নির্ব্বিশেষে সংহারের, গুণ্ডামীর প্রতিযোগিতাকে মস্তবড় বাহাদুরী ও উত্তমকার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মনে পড়ে সংবাদপত্রে একটী ঘটনার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। জঙ্গলে বন্য হাতীকে নিধন করিবার জন্য একব্যক্তি বন্দুকসহ জঙ্গলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে দুইটী শিশুও ছিল। বন্য হাতী সেই ব্যক্তিটাকে বন্দুকসহ ধরিয়া ফেলে শুঁড়ের সাহায্যে এবং তাহাকে পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলিবে এইপ্রকার মনস্থ করে। কিন্তু শিশু দুইটী আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে হাতীর দয়া হয়, ব্যক্তিটাকে না মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। বন্য হাতীরও যে বিবেক আছে, দয়া আছে, আজকাল একশ্রেণীর মনুষ্য চেহারাযুক্ত নামধারী ব্যক্তির কাছে কি আমরা তাহা আশা করিতে পারি? মানুষের কি এখনও লজ্জা হইবে না?

শিমলায় ও হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শিমলা (হিমাচলপ্রদেশ):—হিমাচলপ্রদেশের রাজধানী শিমলাস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরের সদস্যবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ ত্যক্তাশ্রমী প্রচারকবৃন্দসহ গত ২২ জ্যৈষ্ঠ, ৬ জুন সোমবার মধ্যাহ্নে শিমলায় শুভ-পদার্পণ করেন। কলিকাতা মঠ হইতে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং দেরাদুন মঠ হইতে শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শিমলায় আসেন। শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ—শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সহ অগ্রিম প্রচারপার্টিরূপে পাঁচ ছয় দিন পূর্ব্বেই শিমলায় পৌঁছিয়া প্রচারাদি করিতেছিলেন। গঞ্জ-বাজারে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরের দ্বিতলে অতিথি-ভবনে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। ৬ জুন অপরাহ্নে, ৭ জুন হইতে ১৪ জুন প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে এবং ১৫ জুন প্রাতে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" ও "ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় তাঁহার ভাষণে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে আলোকসম্পাত করেন। সভার আদি ও অন্তে অনুষ্ঠিত সংকীর্ত্তনের মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্মিলিতভাবে স্তব-স্তুতি পঠিত হওয়ার পর শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীগড় হইতে প্রথমে হাইকোর্টের রিডার শ্রীশুক-দেব রাজ বক্সী ও তাঁহার পরিজনবর্গ, পরে ত্রিদণ্ডি

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের নেতৃত্বে প্রায় ৮০ মূর্ত্তি গৃহস্থ ও ত্যক্তাশ্রমী ভক্ত রিজার্ভ বাসযোগে, ভাটিণ্ডা হইতে ট্রেন ও বাস যোগে এবং দিল্লী হইতে ট্রেনযোগে বহু ভক্ত শিমলায় শ্রীল আচার্যদেবের দর্শন; প্রচারপার্টিতে ও নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য আসেন।

১১ জুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা মন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ মন্দিরেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই দিন প্রাতঃকাল হইতে প্রবলভাবে বর্ষা আরম্ভ হয়, চতুর্দ্দিক মেঘাবৃত থাকিলেও অপরাহ্ণকালে বর্ষণ হ্রাস পায়। শ্রীনৃসিংহ-দেবের কীর্ত্তনমুখে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইলে সমস্ত রাস্তা ভক্তগণ মহোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন এইজাতীয় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। তাঁহারা খুবই প্রভাবান্বিত হন। সনাতন ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ বহিরাগত অতিথিবর্গের যথোপযুক্ত বাসস্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব শিমলার বিভিন্ন এলাকায়—সঞ্জৌলিতে স্বধামগত শ্রীদুর্গাদাস ডোগরার (Durgadas Dogra) গৃহে, নাভা এস্টেটে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুন্দর গোপাল দাসাধিকারীর (Sree Shakti Chandra Kanwar এর) গৃহে, সনাতন ধর্ম্মসভার প্রেসিডেন্ট শ্রীরামগোপালজীর বাসভবনে, কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীজে কে. গুপ্তজীর গৃহে, শ্রীহনুমান মন্দিরের প্রেসিডেন্ট শ্রীরামানন্দজীর বাসভবনে, শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার ভাইসপ্রেসিডেন্ট শ্রীগুরুদয়াল সুদের গৃহে, শ্রীসঙ্কটমোচন শ্রীহনুমান মন্দিরে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দসহ—শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শিমলার আবহাওয়া মোটামুটী ভালই ছিল। নাতিশীতোষ্ণ থাকায় প্রচারানুকূল হইয়াছিল।

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার সভাপতি ও প্রচারমন্ত্রী আগামী বৎসর শ্রীল আচার্য্য যাহাতে অন্ততঃ ন্যূনকল্পে ১৫ দিন অবস্থান করেন তজ্জন্য সভাতে সর্ব্বসমক্ষে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

হোশিয়ারপুর (পাঞ্জাব):—শ্রীল আচার্যদেব সদলবলে বিগত ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন বুধবার শিমলা হইতে বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ণে শুভযাত্রা করতঃ সন্ধ্যায় হোশিয়ারপুরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। স্বামীজীগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমটী (হরিবাবা আশ্রমটী) সত্যই মনোরম। উক্ত আশ্রমের বিশাল সৎসঙ্গ-ভবনে ১৫ জুন রাত্রিতে এবং ১৬ জুন হইতে ২০ জুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ জুন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্ণে ও রাত্রিতে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় এবং ২০ জুন রাত্রির ধর্ম্মসভায় ভাষণ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে ১৮ জুন অপরাহ্ণে পৌঁছিয়া ১৮ ও ১৯ জুন রাত্রির ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ-কালীন ধর্ম্মসভায় শ্রোতাগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দিতেন; সংকীর্ত্তন-ভবনটী শ্রোতৃসংখ্যায় পরিপূর্ণ থাকিত। এতদ্ব্যতীত প্রাতে ও পূর্ব্বাহ্ণে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে—কমলপুরস্থ শ্রীগোপালমন্দিরে দুই দিন গোশালা বাজারস্থিত শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে দুইদিন, পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীরঘুনন্দনলালজীর বাসভবনে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শ্রীরামলালজীর গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশিত হয়।

১৮ই জুন শনিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় বাদ্যাদি-সহযোগে একটী বিশাল নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। লুধিয়ানা ও জালন্ধর হইতে ভক্তবৃন্দ উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদনগোপাল আগরওয়ালা-

জীর নবনির্ম্মিত সুরম্য বাসভবনের শুভ গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান গত ২০শে জুন পূর্ব্বাহ্ণে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহের দ্বারদেশে উপনীত হইলে শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল, তাঁহার পরিজনবর্গ ও সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যাণ্ডপার্টি ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে সকলকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। গৃহপ্রাঙ্গণস্থ বৃহৎসভামণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদানকালে বলেন—"যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির প্রীতিতেই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। হরিভক্তের পরিচর্য্যার দ্বারা শ্রীহরি প্রসন্ন হন। শ্রীহরিভক্তের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই অনুষ্ঠানের সমস্ত দোষত্রুটী অপনোদিত হয় এবং সর্ব্বপ্রকার শুভোদয় হয়। শ্রীমদনগোপালজী ভাগ্যবান্, যেহেতু কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বিচার পরিহারপূর্ব্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা ও শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে তিনি যত্ন করিয়াছেন। বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সজ্জনগণের সেবার জন্য তিনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করিয়াছেন। পরম করুণাময় পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব তাঁহার উপর ও তাঁহার পরিজনবর্গের উপর স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।" ভাষণের আদি ও অন্তে দীর্ঘসময়ব্যাপী হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদনগোপালজী ও তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার গৃহে বৈষ্ণবগণের সেবার সুব্যবস্থা করিয়া এবং অতিথিবর্গের সৎকার করতঃ সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন ও অন্যান্য সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীমদনগোপাল আগরওয়াল ও তাঁহার পরিজনবর্গ, শ্রীঅমর চাঁদ সৈনী, শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মাজী ও তাঁহার পরিজনবর্গ বহুবিধভাবে বৈষ্ণবসেবার জন্য যত্ন ও প্রচারানুকূল্য করিয়া অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা ত্রয়োবিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা শুদ্ধিপত্র

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় কলম প্রথম লাইন	বিন্দুতত্ত্বান্তর্গত	বিষ্ণুতত্ত্বান্তর্গত
৯৪ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় কলম ২০ লাইন	পার্ষদগণ	পাষণ্ডগণ
৯৫ পৃষ্ঠা প্রথম কলম তৃতীয় লাইন	অকপণে	অকপটে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

(রেজিষ্টার্ড)

ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড

কলিকাতা-২৬

২৯ বামন, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ

৭ শ্রাবণ, ১৩৯০ ; ২৪ জুলাই, ১৯৮৩

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপা-প্রার্থনামুখে তদীয় প্রিয় শিষ্য প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ-উপস্থিতিতে এবং পরিচালক সমিতির (গভর্ণিংবডির) পরিচালনায় অত্র শ্রীমঠে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৬ শ্রীধর, ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ৩০ হৃষীকেশ, ৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, ১৪ ভাদ্র বুধবার শ্রীজন্মাষ্টমী এবং ১৩ ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ১৭ ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পাঁচটি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক্ মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইবেন। ইতি—

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য ঃ—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট শুক্রবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।**

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট শনিবার—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামীদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মিঃ মধ্যে পারণ।

৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট রবিবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট সোমবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।** রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা। পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩২ মিঃ মধ্যে পারণ।

১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সংকীর্ত্তন**-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রাত্রি ৭-৩০ টায় **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।**

১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বুধবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ ও তৎপর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২ টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।**

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন।**

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন। অন্নদা একাদশীর উপবাস।** পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৩১ মিঃ মধ্যে একাদশীর পারণ।

২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

২৭ ভাদ্র, ১৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—শ্রীললিতা-সপ্তমী।

২৮ ভাদ্র, ১৪ সেপ্টেম্বর বুধবার—**শ্রীরাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীমঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর রবিবার—**বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর ব্রতোপবাস।** শ্রীবিষ্ণুশৃঙ্খল যোগ। শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীবামন দ্বাদশী। রাত্রি ৭ টায় শ্রীবামনদেব ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। পরদিবস প্রাতঃ ৫।৪৮ মিঃ মধ্যে পারণ।

৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** রাত্রি ৭ টায় ধর্ম্মসভা।

৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর বুধবার—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ। শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত।

৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব। মাসব্যাপী উৎসব সমাপ্ত।

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ' সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

৭ম সংখ্যা

ভাদ্র

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ —

মূল মঠ ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬ ৫৯০১

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৩৯০

২৩শ বর্ষ { ৯ হৃষীকেশ, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৫ পৃষ্ঠার পর

স্বতন্ত্রেচ্ছ জীব ভোগৈষণা ও ত্যাগৈষণার পাদ-তাড়িত হইয়া কখনও আরোহবাদকেই স্বীয় কল্যাণের একমাত্র 'সেতু' বলিয়া মনে করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত সুকৃতিমান্ জীবের বাসুদেব-দর্শনে উপাধিগত ভোগ বা ত্যাগ-প্রবৃত্তির তাড়না ভোগ করিতে হয় না। তিনি আত্মবৃত্তিতে নিত্যকাল অবস্থিত হইয়া স্বীয় ভগবৎসেবোপকরণরূপ অস্মিতায় স্বতন্ত্রেচ্ছ হইয়া নিত্যকাল ঈশ-সেবাপর থাকেন। তাঁহাকে 'আরোহ' বাদিগণ 'অবরোহ' বা 'অবতার বাদী' বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করেন। কিন্তু আরোহবাদী স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে তর্কপথে যাহা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা তাঁহার কখনই যে নিত্য স্থাপ্য নহে, একথাও তিনি বুঝিতে পারেন। 'কালে যে তাঁহার স্থাপ্য নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে',—এই নশ্বর-জগতের রীতি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় শ্রৌতবাদ-দ্বারা সুষ্ঠুভাবে খণ্ডিত হইয়াছে। অপটু করণের সাহায্যে জীবে 'বিপ্রলিপ্সা' প্রবৃত্তি হইতে যে 'ভ্রান্তি' অথবা 'প্রমাদ' উপস্থিত হয়, তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতে গিয়া "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" (ভাঃ ১০।১৪।৩) শ্লোকটী আরোহবাদের অনৈপুণ্যই প্রকাশ করিতেছে এবং "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১০।২।৩২) "শ্রেয়ঃস্রুতিম্" (ভাঃ ১০।১৪।৪) এবং "তত্তেঽনুকম্পাম্" (ভা ১০।১৪।৮) শ্লোকগুলি আরোহ-বাদীর বক্ষে অমোঘ শেল বিদ্ধ করিতেছে এবং তৎ-প্রতিকারার্থ "যমাদিভিঃ" (ভাঃ ১।৬।৩৬) ও "তথা ন তে মাধব" (ভাঃ ১০।২।৩৩) প্রভৃতি শ্লোক ভোগী ও মায়াবাদীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ জড়ীয় অবকাশের ঊর্দ্ধ্ব হইতে নিম্নে অবতরণরূপ কার্য্যকে 'অবতারবাদ' বলা—সেবা-বিমুখের ভাগ্য-হীনতারই পরিচয়-মাত্র। মায়িক রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবদ্বস্তুর অবতরণ বা অবরোহণ ঐপ্রকার নহে। অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত অভিজ্ঞতাবাদী যে সকল ক্ষণভঙ্গুর বৃত্তি-সাহায্যে বাস্তব-সত্যে তর্ক উপস্থাপিত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করেন তাহাকে বাস্তব-সত্যবাদী বা অবরোহবাদী আদর করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে তাদৃশ সবলাভিমানিগণের দুর্ব্বলতাকে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন।

ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তব-সত্যের আশ্রয় ব্যতীত অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নহেন ; তাঁহারা শ্রৌতপন্থী, তার্কিক নহেন। অন্যাভিলাষী কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে তাঁহারা সম্মান প্রদান করিলেও তাহাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে অসমর্থ। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ যাহাদিগকে বাস্তব সত্য হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করাইয়াছে, সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বের সন্ধান-বিমুখ সেই জনগণকে অণুচিৎ ও বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত ভক্তগণ, জড়ের সেবক বা 'মায়াবাদী' জানিয়া, তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রার্থী বা অনুগত হইতে পারেন না। ভগবৎসেবা-পর অবরোহবাদ বা শ্রৌতপথে না চলিলে আরোহবাদী জীব অশুদ্ধবুদ্ধি-বশতঃ অচিন্ত্যভাবময় অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর নিকট অপরাধী হইয়া সংসার বাসনা-সাগরে নিমজ্জিত হন।

এইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল রূপ-গোস্বামিপ্রভুকে উপদেশ-প্রদান লীলার অভিনয়সূত্রে নিম্নলিখিত ভাগবত-কথার অবতারণা করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

কেশাগ্র-শতেক-ভাগ, পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি॥

তা'র মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থল-চর বিভেদ॥

তা'র মধ্যে মনুষ্যজাতি—অতি অল্পতর।
তা'র মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে'।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে'॥

ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥

কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটিমুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলেই অশান্ত॥"

এই কথাগুলি-দ্বারা ভক্ত ও ভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব প্রদর্শন করিয়া চিদচিৎ-সমন্বয়বাদের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়াছেন।

পুনরায় (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পঃ)—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

মালী হঞা সেই বীজ করি' আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে' লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥

তদুপরি যায় লতা গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে' প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে' নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি-জল॥

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে' বা ছিণ্ডে' তার শুকি' যায় পাতা॥

তা'তে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত, অসংখ্য তার লেখা॥

নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীব-হিংসন।
লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদি উপশাখাগণ॥

সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

প্রথমেই উপশাখার করিলে ছেদন।
তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥

প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥

তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেম-ফল রস করে' আস্বাদন॥

এই ত' পরম-ফল—পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য—চারি পুরুষার্থ॥

এই উপদেশ-দ্বারা শুদ্ধভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দল ইহা বুঝিতে না পারিয়া যে বিদ্ধভক্তিতে আদর করেন, তাহা শুদ্ধভক্তি'-শব্দ-বাচ্য নহে। গৌড়ীয়ের উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণা-ক্রমে সম্প্রতি এই শুদ্ধভক্তির প্রচার ও যাজন কার্য্যে শ্রীগৌরের নিজজনগণ নিযুক্ত আছেন। শুদ্ধভক্তির বিরোধী প্রতীপগণ গৌড়ীয়-মঠের প্রচার-প্রণালী বুঝিতে অসমর্থ।

(ক্রমশঃ)

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর

এই পঞ্চরসের ইতিহাস দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, শান্তরস সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে পরিদৃশ্য হইয়াছিল। যখন প্রাকৃত বস্তুতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা আত্মা সন্তুষ্ট হইল না, তখন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ মহাদেব প্রভৃতি পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত জগতে নিস্পৃহ হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থিতিপূর্ব্বক শান্তরসের অনুভব করিলেন। তাহার বহুকাল পর কপিপতি হনুমানে দাস্যরসের উদয় হয় ঐ দাস্যরস ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া এসিয়া প্রদেশের উত্তরপশ্চিমাংশে মোসেস নামক মহাপুরুষে সুন্দররূপ পরিদৃশ্য হয়। কপিপতির বহুকাল পর উদ্ধব ও অর্জ্জুন ইঁহারা সখ্যরসের অধিকারী হন, এবং ঐ রস জগতে প্রচার করেন। ক্রমশঃ ঐ রস ব্যাপ্ত হইয়া আরবদেশে মহম্মদ নামক ধর্ম্মবেত্তার হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাৎসল্যরস সময়ে সময়ে ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারে উদয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত বাৎসল্যরস ভারত অতিক্রম করতঃ ইহুদীদিগের ধর্ম্মপ্রচারক যিশুনামক মহাপুরুষে সম্পূর্ণ উদিত হয়। মধুররসটী প্রথমে ব্রজধামেই জাজ্জ্বল্যমান হয়, বদ্ধ জীবহৃদয়ে ঐ রসের প্রবেশ করা অতীব দুরূহ কেননা, উহা অধিকার প্রাপ্ত শুদ্ধ জীবনিষ্ঠ। নবদ্বীপচন্দ্র শচীকুমার স্বদল সহকারে ঐ নিগূঢ়রসের প্রচার করেন। ভারত অতিক্রম করিয়া উক্ত রস এ পর্য্যন্ত অন্যত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। অল্প দিন হইল নিউমান নামক পণ্ডিত ইংলণ্ডদেশে ঐ রসের কিয়ৎ পরিমাণ উপলব্ধি করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশস্থ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত যিশুপ্রচারিত গৌরবগত বাৎসল্যরসের মাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত হন নাই। আশা করা যায়, যে ভগবৎ-কৃপাবলে তাঁহারা অনতি বিলম্বেই মধুররসের আসবপানে আসক্ত হইবেন। দেখা যাইতেছে যে, যে রস ভারতে উদয় হয় তাহা অনেক দিন পরে পশ্চিমদেশ সকলে ব্যাপ্ত হয়, অতএব মধুররস সম্যক্ জগতে প্রচার হইবার এখনও কিছুকাল বিলম্ব আছে। যেমন সূর্য্যদেব প্রথমে ভারতে উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিম দেশসকলে আলোকপ্রদান করেন, তদ্রূপ পরমার্থ তত্ত্বের অতুল্য কিরণ সময়ে সময়ে ভারতে উদয় হইয়া কিয়দ্দিবস পরে পাশ্চাত্তদেশে ব্যাপ্ত হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্রকারেরা ও ভগবদ্ভাব উদয়কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত যে সকল উন্নতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা পূর্ব্বক তারকব্রহ্ম নামের যুগে যুগে ভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ।
নারায়ণপরামুক্তির্নারায়ণপরাগতিঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান, ভাষা, মুক্তি ও চরমগতি এই সমস্ত বিষয়ের আস্পদ নারায়ণ। ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের নাম নারায়ণ। বৈকুণ্ঠ ও পার্ষদ সকল যে বর্ণিত আছেন, তাহাতে নারায়ণরূপ ভগবদ্ভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্ত ও কিয়ৎপরিমাণে দাস্যের উদয় দেখা যায়।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।

এইটী ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যগত নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সকল সূচিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ দাস্যরসপর ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস দান করিতেছে।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

এইটী দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম। ইহাতে যে সকল নামের উল্লেখ আছে তাহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য হয়। ইহাতে শান্ত, দাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য এই চারিটী রসের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এইটী সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম মন্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা ইহাতে দৃষ্ট হয়। ভগবানের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক কোন অনির্ব্বচনীয় প্রেম-সূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্তি আছে। অতএব মাধুর্য্যরসপর জনগণের সম্বন্ধে এই নামটি একমাত্র মন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার অনুক্ষণ আলোচনাই একমাত্র উপাসনা। সারগ্রাহীজনগণের ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলন, এই নামের অনুগত। ইহাতে দেশকালপাত্রের বিচার নাই। গুরূপদেশ পুরশ্চরণ ইত্যাদি কিছুরই ইহাতে অপেক্ষা নাই *। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশটি মূলতত্ত্বের অবলম্বন পূর্ব্বক এই নামমন্ত্রের আশ্রয় করা সারগ্রাহীজনগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিদেশীয় সারগ্রাহী জনেরা যাঁহাদের ভাষা ও সাংসারিক আশ্রম ভিন্ন, তাঁহারা এই নামের সমান কোন সাঙ্কেতিক উপাসনালিঙ্গ নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণপূর্ব্বক অবলম্বন করিতে পারেন। অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ডে কোন অসরল বৈজ্ঞানিক বিচার, বৃথা তর্ক বা কোন অন্বয় ব্যতিরেক বিচারগত বাদ বা প্রার্থনাদি না থাকে। যদি কোন প্রার্থনা থাকে, তাহা কেবল প্রেমের উন্নতিসূচক হইলে দোষ নাই। অলম্পটরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট অন্তঃকরণে কৃষ্ণৈকজীবন হইয়া সারগ্রাহী জনগণ বিচরণ করেন †। যে সকল লোকের দিব্যচক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন। কখন কখন ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহীজনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনালিঙ্গ ও ব্যবহার সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতা বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংস্য-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র ‡। ক্রমশঃ

* তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিংজন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্ব্বাত্রয়ী প্রোক্তৈঃ পুংসোপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষাং আত্মহ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মপ্রদঃ প্রিয়ঃ॥ ভাগবতং

† দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দ্দনঃ॥ ভাগবতং।

‡ "সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে যথা মধুকরো বুধঃ"। ভাগবতং।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত উৎকলদেশীয় সেবকপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু-প্রদত্ত নোট হইতে সংগৃহীত]

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর বিশ্ববিখ্যাত রথযাত্রা মহামহোৎসব গত জুলাই (১৯৮৩) ১২ তারিখে (২৭ আষাঢ়, ১৩৯০) নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহুবর্ষ পরে শ্রীজগন্নাথ দেবের পূজানীতি, পহাণ্ডী ও রথাকর্ষণাদি যাবতীয় কৃত্য যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভক্তগণ এবার পরম আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

এই উৎসবে প্রায় পঞ্চলক্ষাধিক যাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওড়িষ্যাসরকারের সমস্ত বিভাগই জরুরী কানুন (Emergency Act) অনুযায়ী রথযাত্রাকালীন বিভিন্ন কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত ছিলেন। রথযাত্রাকালে ওড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজানকীবল্লভ পট্টনায়ক এবং তাঁহার সহকর্ম্মী মন্ত্রীবৃন্দ, কএকজন কেন্দ্রমন্ত্রী, মুখ্য সৈন্যাধ্যক্ষ কে ভি কৃষ্ণ রাও এবং ওড়িষ্যা হাইকোর্টের কএকজন বিচারপতি, আই জি পি ইত্যাদি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী—সকলেই উপস্থিত থাকিয়া রথযাত্রাকার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

গত বৈশাখ মাসের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথি হইতে এই রথযাত্রা-মহোৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছে। এই দিবস অর্থাৎ উক্ত অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন মণিবিমানে আরোহণ করতঃ শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে শুভ বিজয় করিবার সময়ে পুরী রাজার শ্রীনহর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রথনির্ম্মাণজন্য পুরীরাজাকে আদেশ প্রদান করেন। তিনটি রথ নির্ম্মাণার্থ তিনজন আচার্য্য এবং তিনজন কারিগরকে শ্রীবিগ্রহগণের প্রসাদী নূতন বস্ত্রাদি ভূষণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপনমুখে শক্তি সঞ্চার করেন। অতঃপর যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তিনজন ভাস্কর শ্রীমদনমোহনের সম্মুখেই রথনির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। তদনন্তর শ্রীমদন-মোহন শ্রীনরেন্দ্র সরোবরাভিমুখে যাত্রা করেন। এই অক্ষয়-তৃতীয়া দিবস হইতেই আগামী বৎসরের রথের বৃক্ষ ছেদন নিমিত্ত নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণও তাঁহাদের যাত্রা আরম্ভ করেন। এই দিবস শ্রীবিগ্রহগণের প্রসাদী আজ্ঞামালা লইয়া তিনজন পাণ্ডা সেবক পূর্ব্বতন রাজার রাজ্যের রাজধানী দশপল্লায় গমন করেন। এখানে শ্রীজগন্নাথ দেবের রথনির্ম্মাণকাষ্ঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট অরণ্যে বনযজ্ঞ পূজাদি যথাবিধি সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহগণের প্রসাদী নির্ম্মাল্য তিনটি 'ফাঁসী' নামক বৃক্ষে দিয়া আচার্য্য মহাশয় প্রথমে বৃক্ষছেদন কার্য্যের শুভারম্ভ করিয়া দেন, পরে অন্যান্য সেবকগণ ছেদনকার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে—গত ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওড়িষ্যার আটটি জেলায় মহানদীর প্রলয়ভয়ঙ্কর বন্যাজলে ওড়িষ্যার বহু প্রধান প্রধান সহর ও গ্রামাঞ্চল নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। মহানদীর ঐ বন্যাজলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী, সর্প, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ, অট্টালিকাদি ভাসিয়া গিয়াছে, অথচ শ্রীজগন্নাথদেবের রথনির্ম্মাণার্থ যে সমস্ত শুষ্ক কাষ্ঠ মহানদীর তীরে সংরক্ষিত ছিল, তাহা ঐ প্রবল বন্যাস্রোতে এক ইঞ্চি পরিমাণও স্থানান্তরিত হয় নাই। এই রোমাঞ্চকর ঘটনা ওড়িষ্যার প্রায় সমস্ত সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে সংঘোষিত হইয়াছে। প্রকৃতির তাপত্রয় মায়া-বদ্ধজীব আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বটে, কিন্তু অধোক্ষজ অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বা তদাশ্রিত কোন শুদ্ধ সেবকের উপর উহা কোন বিক্রমই প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার্থ সংগৃহীত রথকাষ্ঠের নিশ্চলাবস্থিতি ইহার প্রত্যক্ষ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দীর্ঘকাল ব্যাপী পূর্ব্বতন দশপল্লা রাজ্যের রাজগণ শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথনিমিত্ত কাষ্ঠ এবং তাঁহার দন্তধাবন সেবা নিমিত্ত 'রাজবল্লভী লতা' যোগাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা উক্ত অক্ষয়তৃতীয়া দিবসটিকে অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের প্রসাদীমাল্য রাজার রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌঁছিবামাত্রই রাজা নানা বিচিত্র বাদ্যধ্বনি-সহ বহু লোকজন সমভিব্যাহারে শোভাযাত্রা করিয়া উহা তাঁহার সংরক্ষিত অরণ্যে লইয়া যাইতেন। গত ১৯৪৮ সালের পর দেশ স্বাধীন হওয়ায় এই ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলি সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের উদ্যমে ভারতের সহিত সম্মিলিত হয়। তদবধি উক্ত রাজবংশ ঐ রথকাষ্ঠসরবরাহ-সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এখন ওড়িষ্যা সরকার স্বয়ংই ঐ সেবার দায়িত্ব লইয়াছেন।

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি যতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব

গোস্বামি মহারাজের শ্রীরণাশ্রিত উৎকল দেশীয় সেবক প্রবর শ্রীমদ্ গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু—যিনি শ্রীপুরী ধামস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে উৎকলভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পারমার্থিক পত্রিকা 'শ্রীগৌড়ীয়-বাণী'র সম্পাদক সেবা-সংরত। তিনি শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ জগন্নাথদেবের অহৈতুকী কৃপায় দশপল্লা রাজ্যের রাজমাতা এবং পুরী শ্রীজগন্নাথমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগফলে Sree Jagannath Temple Office Order No. 501, date 24-1-83 দ্বারা বংশ পরম্পরাক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দন্তধাবন কাষ্ঠ যোগাইবার সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই প্রকারে পরম্পরানুসারে শ্রীজগন্নাথদেবের রথের কাষ্ঠ অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্ব্বেই পুরীধামে পৌঁছায়। ঐ অক্ষয়তৃতীয়া হইতে রথনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবযৌবনবেশ বা গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনদিবসের পূর্ব্বেই উহা সমাপ্ত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের রথ শ্রীগুণ্ডিচা-যাত্রার পূর্ব্বদিবস অর্থাৎ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দিবস শ্রীজগন্নাথদেবের পূর্ব্বাহ্ণ ভোগ হইবার পর তিন রথের জন্য তিন ঠাকুরের প্রসাদী মাল্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাহাড়ী (তুরী) প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে লইয়া শ্রীরাজনহর সম্মুখস্থিত তিনরথের উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর শ্রীজগন্নাথ দেবের নন্দীঘোষ রথ, তৎপর শ্রীসুভদ্রা মাতার দর্পদলনরথ এবং শেষে শ্রীবলদেবের তালধ্বজরথ টানা হইয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার সমক্ষে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়। অতঃপর ঐ তিন রথের প্রতিষ্ঠাকার্য্য শ্রীমাদলাপঞ্জীর প্রাচীন বিধানানুযায়ী সুসম্পন্ন হয়। 'নীলাদ্রিমহোদয়' নামক সংস্কৃতগ্রন্থে ঐসকল বিধান এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বন্দাপনাং ততঃ কুর্য্যাদাজ্ঞামাল্যং রথান্‌প্রতি।
দত্ত্বা রথান্ সমানীয় তৎপ্রতিষ্ঠাং সমাচরেৎ॥"

অনন্তর সন্ধ্যাধূপ (সন্ধ্যাকালীন ভোগরাগাদি) সমাপ্ত হইলে তিনরথের জন্য তিনটি কলস (পূর্ব্বে স্বর্ণ, বর্ত্তমানে অষ্টধাতুনির্ম্মিত,) আনিয়া জয় বিজয় দ্বারসম্মুখে রাখা হয়। শ্রীবিগ্রহগণের আজ্ঞামালা এবং প্রসাদীপত্তনী বস্ত্র-নির্ম্মিত পতাকা ঐ তিনটি কলসের উপর বাঁধা হয় এবং ঐ কলসত্রয় যথাবিধানে তিন রথের উপর প্রতিষ্ঠা হয়।

রথবিবরণ

[সুপ্রাচীন মাদলাপঞ্জী হইতে উদ্ধৃত—'উৎকল-প্রসঙ্গ'পত্রের রথযাত্রা-বিশেষাঙ্কে প্রকাশিত]

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের নাম—নন্দীঘোষ। ইহা ইন্দ্রপ্রদত্ত। উচ্চতা—৩৩ হাত ৫ আঙ্গুল। ৮৩২ খণ্ড কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইঁহার ১৬টি চক্র। ইহার রক্ষক গরুড়। ধ্বজায় কপিপতি হনুমান বিরাজিত। রথের আয়ুধ শঙ্খ ও চক্র। রথের আবরণ বস্ত্র রক্ত ও পীত। রথশিখরে অবস্থিত দেবতা—শ্রীকল্যাণসুন্দর। শক্তি শ্রীবিমলা ও বিরজা। রথের চতুষ্পার্শ্বে নবদেবতা অর্থাৎ পার্শ্বদেবতা বিদ্যমান যথা—হনুমান, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবর্দ্ধনধারণ, চিন্তামণি (কৃষ্ণবিগ্রহ), রাঘব ও নৃসিংহ। রথের অশ্ব—শঙ্খ বলাহক শ্বেত ও হরিদশ্ব। সকলের বর্ণই শ্বেত। সারথি—দারুক। রথের রজ্জু—শঙ্খচূড় নাগ। রথের মুখ—নন্দীমুখ। রথের বেদী—যোগমায়া। রথের ভৈরব—একপাদ। চারণ—নন্দ ও কুবের। রথের যক্ষ—হর্য্যক্ষ। রথের গর্ভাধীশ্বর—হিরণ্যগর্ভা (হিরণ্যগর্ভ?)। উৎকর্ষিণী শক্তি—ক্রিয়া, যোগা আজ্ঞা, অনুজ্ঞা, প্রজ্ঞা, মেধা। রথের ঋষিবৃন্দ—নারদ, দেবল, ব্যাস, শুক, পরাশর, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও রুদ্র—অষ্টঋষি। রথের কুম্ভ—হিরণ্ময়। দ্বারপাল—জয়বিজয়। নেত (পতাকা)—ত্রৈলোক্যমোহিনী। এইরূপ রথের অধীশ্বর শ্রীজগন্নাথ।

শ্রীবলভদ্রের রথের নাম—তালধ্বজ। ইঁহাকে দেবতাগণ তালবন প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার উচ্চতা—৩২ হাত ১০ আঙ্গুল। ৭৬৩ কাষ্ঠ খণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত। রথের চক্র—১৪টি। রথের রক্ষক—স্বয়ং বাসুদেব। আয়ুধ—হল মুষল। ভদ্রপীঠ (শ্রীবলরামের আসন)—অষ্টদল পদ্ম। রথের আবরণবস্ত্র রক্ত ও নীল। রথের শীর্ষদেশে অনন্তনাগ। রথের পার্শ্বদেবতা—প্রলম্বারি, গদান্তকারী, হরিহর, ত্র্যম্বীমুখ, বাসুদেব, নটাম্বর বা নাট্যাম্বর, অঘোর ত্রিপুরারি শিব। সারথি—মাতলি। রথরক্ষক—ভাস্কর।

অশ্ব—তীব্র, ঘোর, দীর্ঘ ও স্বর্ণনাভ। রথের রজ্জু—বাসুকি। রথমূর্দ্ধে—কেতুভদ্রা। চরদেবতা—ব্রহ্মা ও শিব। রথের ভৈরব—ক্ষেত্রপাল। গন্ধর্ব্ব—হূহূ। চারণদ্বয়—মহাসিদ্ধ ও উলেমি। গর্ভাধীশ্বরী শক্তি—তুঙ্গা, তুঙ্গভদ্রা, প্রভা, সুপ্রভা, ধাত্রী, বিধাত্রী, নন্দা ও সুনন্দা। ঋষিবৃন্দ—অঙ্গিরা, পৌলস্ত্য, পুলহ অগস্তি (অগস্ত্য ?) কৃষ্ণ, মুদ্গল, আত্রেয় ও কাশ্যপ (কশ্যপ ?), —এই অষ্টঋষি। রথের কুম্ভ—ভুবন, বিম্ব, পৃথিবী। চক্রায়ুধ—হুংবীজ। দ্বারপাল — নন্দ সুনন্দ। নেত—ঊর্ণনি (?)। রথের অধীশ্বর—শ্রীবলভদ্র।

শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ—দর্পদলন। উচ্চতা—৩১ হাত। ৫৯৩ কাষ্ঠ খণ্ডে নির্ম্মিত। ১২টি চক্র। রক্ষক—জয়দুর্গা। ধ্বজায় ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজমানা। আয়ুধ—পদ্মকহ্লার। রথের আবরণবস্ত্র—কৃষ্ণ ও লোহিত। রথশীর্ষ দেবতা—ভক্তিসমেধ (?)। চামর সেবা করেন—সুমেধা দেবী। রথের পার্শ্ব দেবতা — বিমলা, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী হরচণ্ডিকা, মঙ্গলা, বারাহী, কাত্যায়নী, জয়দুর্গা ও কালী। সারথি—অর্জ্জুন। উগ্রচণ্ডা—রক্ষক। অশ্ব—রোচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিতা। রথের রজ্জু—স্বর্ণচূড় নাগ। রথের মুখ—ব্রহ্মবর্ত্তা (?)। রথের দেবী—শ্রী ও ভূ। গন্ধর্ব্ব—হা হা। চারণ—মহাকর। যক্ষ—কিঞ্জলিকা। গর্ভাধীশ্বরী শক্তি—শক্তিশপ্তা (শক্তি সত্তা ?), জয়া, বিজয়া, ঘোরা, অঘোরা, সূক্ষ্মা ও জ্ঞানা।

ঋষিবৃন্দ— ভৃগু, সুপ্রভ, বজ্র, শৃঙ্গী ধ্রুব ও ভল্লুক। রথের কুম্ভ — অমৃতা, জীবা, কায়া। হ্রীং বীজ। দ্বাদশাবরণ (?)—ভুবনেশ্বরী ও চক্র। দ্বারপালিকা—গঙ্গা যমুনা। নেত অর্থাৎ ধ্বজা—নাদাম্বিকা। রথের অধীশ্বরী শ্রীসুভদ্রা দেবী।

তৎপরে (অর্থাৎ সন্ধ্যাধূপ ও কলস প্রতিষ্ঠাদির পর) বড় শৃঙ্গার (শয়নবেষ—শুদ্ধ পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহত্রয়কে বিভূষিত করা হয়) ও শয়ন-আরতির পর আগামী দিবসে করণীয় পহাণ্ডী বিজয়ের জন্য স্বতন্ত্রবেষ (Special)—'সেনাপটালাগি' ও 'শুক্লসজ্জ' পরান হয়। এইভাবে পূর্ব্বদিনের রীতি শেষ হইয়া শ্রীরথযাত্রা-দিবস অর্থাৎ বর্ত্তমান বর্ষে ১২।৭।৮৩ তারিখে প্রাতঃ ৪-৩০ মিঃ সময়ে মঙ্গলারতি হয়। অতঃপর ৪-৩৫ মিনিটে 'মইলম' (অর্থাৎ পূর্ব্বদিবসীয় বস্ত্রাভরণাদি খুলিয়া স্নানবস্ত্র পরিধান করান) হয়। ভোর ৫টা সময়ে স্নান শেষ হয়। এদিকে ঐ একইসময়ে রন্ধনশালায় দৈনিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৫-৩০ মিনিটে নূতন বস্ত্র পরিধান করান হয়। ৫-৪৫ মিনিটে সূর্য্যপূজা, ৬টায় দ্বারপাল পূজা হয়। এদিকে রথসংস্কার (অর্থাৎ পঞ্চগব্য সিঞ্চনাদি) এবং শোধ (জনসাধারণের রথারোহণ নিষিদ্ধতা) ইত্যাদি সমাপ্ত হইয়া পুলিশঘেরা (Cordon) মধ্যে ৩ খানি রথ সংস্থাপিত হয়। তৎপর শ্রীবিগ্রহগণের সকালধূপ (বাল্যভোগ) খিচুড়ী পিঠা ইত্যাদি অর্পণ করা হয়। অতঃপর ৭-৩৫ মিনিটে শ্রীগজপতি মহারাজের তরফ হইতে সুবর্ণ থালায় নিমন্ত্রণের সামগ্রী (নারিকেল, সুপারী, চন্দন, পুষ্প অগুরু কর্পূর, দূর্ব্বা অক্ষত তণ্ডুল ইত্যাদি) উপস্থিত হইলে শ্রীবিগ্রহগণকে রথে আরোহণার্থ নিবেদন করা হয়। তৎপর শ্রীবিগ্রহগণের অঙ্গে পট্টডোরী বন্ধন করা হয়। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণাদির পর 'মণিমা' 'মণিমা' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহগণকে রত্নবেদীস্থ চাকার উপর হইতে অবতরণ করান হয়। তৎকালে শত শত কাঁসর, কাহালী, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য এবং বিভিন্ন মঠের মোহান্ত এবং শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের সেবকগণ ছত্র (Royal umbrella), ত্রাস (পানাকৃতি), আলট (বড় বড় পাখা—রৌপ্যাদি খচিত), চামর ইত্যাদি সহ আনন্দকোলাহলে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে করিতে এবং করতালাদি ধ্বনিতে গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের পহাণ্ডী আরম্ভ করা হয়। এই শব্দ মন্দির বহিঃস্থ লক্ষ লক্ষ ভক্তহৃদয়ে অপূর্ব্ব শিহরণ সৃষ্টি করে। মোটামুটি বলিতে গেলে পহাণ্ডী-কালীন দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং অবর্ণনীয়। এই পহাণ্ডীলীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বরগমন॥

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥
কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে॥
প্রভুপদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে।
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি।
নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি॥"

নীলাদ্রিমহোদয় গ্রন্থে পহাণ্ডীকালীন দৃশ্য এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে—

"কাহাড়যন্ত্রবীণাদি স্ফুরদ্ ঘণ্টাবলীধ্বনৌ।
মৃদঙ্গকাংস্যতালানাং সংখ্যানাঞ্চ মহচ্ছুনম্॥
চালয়েদপি সযত্নেন চারুচামরচালনম্।
চন্দ্রমণ্ডল সঙ্কাশং ছত্রঞ্চ শ্যামলং তথা॥
সূর্য্যচন্দ্রান্বিতং ত্রাসং মেঘাড়ম্বরমুত্তমম্।
এতচ্ছর্ব্বং পুরো বিক্ষোধারয়ে নৃপসত্তমঃ॥
ভক্তানাং জয় শব্দৈশ্চ করতালোত্তমস্বনৈঃ।
গীতৈর্নৃত্যৈশ্চ বাদ্যৈশ্চ বিপ্রাণাং স্তুতিনিঃস্বনৈঃ॥

পাণ্ডুবিজয় বা পহাণ্ডী সময়ে প্রথমে সুদর্শন তৎপর শ্রীবলদেব ও সুভদ্রা রথে আরোহণ করেন। সুদর্শন তীব্র বেগে আগমন করিয়া শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথে অবস্থান করেন। সর্ব্বশেষে সর্ব্ব জগতের নাথ শ্রীজগন্নাথ মহালক্ষ্মীজিউকে নানাপ্রকার প্রবোধাদি দিয়া বলেন---"আমি তোমাকে সঙ্গে লইলে আনন্দ হইত, কিন্তু বড়ভাই সঙ্গে থাকায় তোমাকে লইতে পারিলাম না। তবে তুমি দুঃখ করিও না, আমি খুব শীঘ্র মন্দিরে চলিয়া আসিব॥"

তিন ঠাকুর তিন রথে শুভবিজয় করিবার পর পাল্কীযোগে শ্রীমদনমোহন ও শ্রীকৃষ্ণবলরাম — বিজয়-বিগ্রহগণ আগমন করেন। শ্রীবলদেবজিউর রথে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম (অষ্টধাতু বিগ্রহ) এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথে শ্রীমদনমোহন বিজয় করেন। অতঃপর সুবর্ণবণিক-দিগের গৃহ হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা (কাঁসর)— ['ঘণ্ট' বলিতে বড় ঘণ্টা, 'ঘণ্টি' বলিতে পূজাকালে যাহা বাজান হয়; 'ঘণ্টা' বলিতে কাঁসর]. ছত্র ইত্যাদি সহ তিন ঠাকুরের জন্য 'চিতা' (ললাটের অলঙ্কার বিশেষ) আনীত হয়। এইরূপ বিধান আছে যে, শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহত্রয়ের ললাট প্রদেশ হইতে হীরা (জগন্নাথদেবের ললাটস্থ), নীলা (সুভদ্রাদেবীর ললাটস্থ) ও বৈদূর্য্যমণি (শ্রীবলদেবের ললাটস্থ) খচিত স্বর্ণালঙ্কার এবং শ্রীমুখের সুবর্ণ বাহুবলয় (অলঙ্কার বিশেষ) খুলিয়া শ্রীজগন্নাথের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত থাকে। রথযাত্রার পর শ্রাবণ মাসের আমবস্যা তিথিতে ঐ অলঙ্কারগুলি পুনরায় ধারণ করান হয়। এজন্য ঐ অমাবস্যা সমগ্র উৎকল প্রদেশে 'চিতা লাগি অমাবস্যা' নামে প্রসিদ্ধ। এই তিথিতে ওড়িষ্যার ঘরে ঘরে পিঠাপানাদির মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শ্রীমন্দিরের ভাণ্ডার হইতে দুইটি বৃহৎ সিন্দুক আনীত হইয়া উহা শ্রীজগন্নাথের রথে সংরক্ষণ করা হয়। উহার মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি থাকে। তৎপরে তিন ঠাকুরের পূজোপযোগী বাসনাদি তিনরথে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর ঠাকুর পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করতঃ পুষ্পমাল্যাদি ধারণ করেন। অতঃপর ব্রাহ্মণশাসন (পুরীধামে ষোলটি শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের বাসযোগ্য বৃহৎ গ্রাম বিদ্যমান—যথা বীর শ্রীপ্রতাপপুর শাসন, বীর শ্রীনরসিংহপুর শাসন, বীর শ্রীরামচন্দ্রপুর শাসন ইত্যাদি। উড়িষ্যা রাজবংশের বিভিন্ন রাজার নামে ঐসকল শাসনের নামকরণ হইয়াছে; ঐসকল গ্রামে ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য কোন বর্ণের বাসাধিকার নাই। ঐসকল ব্রাহ্মণ রাজদত্ত প্রভূত ভূসম্পত্তি ভোগ করিয়া সর্ব্বদা রাজা ও রাজ্যের মঙ্গল নিমিত্ত বিবিধ সদনুষ্ঠান অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ন, যজ্ঞাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। ইঁহারাই মুক্তিমণ্ডপে বসিতে পারেন

এবং শ্রীমন্দিরের সেবাপূজাদি শাস্ত্রসম্মতভাবে পরিচালনের সুপরামর্শ প্রদান করেন। মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রসম্মত পরামর্শ রাজা ও রাজ্যের সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুপ্রীমকোর্ট স্বরূপ। নবকলেবরাদির বিধান ইঁহারা প্রদান করিলেই তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে গৃহীত হয়।) প্রদত্ত শোভাযাত্রা সহকারে আনীত তুলসীচূড়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে পরিধান করান হয়। এসকল কার্য্য পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সময়ানুসারে দিবা ১২ ঘটিকার মধ্যেই সমাপ্ত করা হয়।

অতঃপর আরম্ভ হয় শ্রীরথযাত্রার দ্বিতীয় রোমাঞ্চকর পর্ব্ব 'ছেরা পহরা' অর্থাৎ পুরীরাজের স্বর্ণসম্মার্জ্জনী-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের চতুষ্পার্শ্ব সম্মার্জ্জিত হয়। ওড়িষ্যা-সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ, শ্রীমন্দিরের মুখ্যসেবক ও বহু পুলিশ কর্ম্মচারী রাজনহরে গিয়া মহারাজকে শ্রীবিগ্রহগণের রথোপরি বিজয়সংবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপর মহারাজ রাজগুরু, রাজপুরোহিত এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এবং অঙ্গরক্ষিগণসহ ছত্র চামর, আলট, ঘন্টা (কাঁসর), কাহাড়ী ইত্যাদি ৩৬ প্রকার রাজকীয় পরিবেশ মধ্যে স্বর্ণ এবং মূল্যবান্ প্রস্তরখচিত রৌপ্য পাল্কীতে রাজবেষ ধারণপূর্ব্বক বিজয় করেন। শ্রীবিষ্ণুবংশ রাজাকে দর্শনার্থ লক্ষ লক্ষ যাত্রিসমাগম হয়। [এস্থলে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পুরী মহারাজের মহারাণী যখন শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতে যান, তখন গরুড়স্তম্ভ হইতে রত্নবেদী পর্য্যন্ত স্থান সম্পূর্ণ জনশূন্য করা হয় এবং বলদেবের শ্রীমুখচন্দ্র খণ্ডুয়া অর্থাৎ পট্ট বস্ত্রনির্ম্মিত পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। বলদেবকে মহারাণী ভাসুর জ্ঞান করেন।]

অতঃপর বন্দী এবং ভাটগণের স্তবস্তুতি ও জয়ধ্বনি, অসংখ্য জনতার জয় জয় ধ্বনিমধ্যে সমগ্র হিন্দু জগতের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ঠাকুর রাজা বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকল—কলবর্গেশ্বর অভিরায়ে ভূতভৈরব দুঃসহ দুঃশাসন অনিকরণে রাউতরায়ে অতুল বলপরাক্রম সংগ্রামে সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধূমকেতু বীরধিবীরবর প্রতাপী শ্রীশ্রীশ্রীমহারাজ দিব্যসিংহদেব রথের দিকে অগ্রসর হন। রাজা প্রথমে শ্রীবলদেবের রথে তৎপরে শ্রীজগন্নাথের রথে, অতঃপর শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রথমে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, কর্পূরারতি এবং স্বর্ণদণ্ড চামরব্যজনসেবা অনুষ্ঠান করতঃ পুনরায় দণ্ডবৎপ্রণতি বিধানান্তর ছেরা পহরা আরম্ভ করেন। রাজার সম্মুখে শুক্লপুষ্প বর্ষণ করা হয়। রাজা স্বর্ণ সম্মার্জ্জনী লইয়া রথের চতুষ্পার্শ্ব মার্জ্জনা করেন। [পূর্ব্বে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময়ে জগন্নাথের রত্নবেদী হইতে আরম্ভ করিয়া রথপর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা সম্মার্জ্জিত এবং চন্দনাদি জলসিক্ত করা হইত। বর্ত্তমানে কেবল রথের উপরই ঐ সেবাটি অনুষ্ঠিত হয়।] অতঃপর কর্পূরচন্দনাদি সুবাসিত জল সিঞ্চন পূর্ব্বক চন্দনচূর্ণ বিকীর্ণ করেন।

পুরীরাজের সম্মার্জ্জনসেবার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণমার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জ্জন॥
চন্দনজলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজসিংহাসনে॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে সেবা হইতে॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৩।১৫-১৮

অনন্তর রথের উপর সারথি বিজয় করেন। শ্রীবলদেবের রথে সারথি মাতলী, শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের সারথি অর্জ্জুন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সারথি দারুক। অতঃপর রথের 'চারমাল' (তালবৃক্ষ নির্ম্মিত সোপান) নামাইয়া অশ্ব সংযোজন করা হয়। শ্রীবলদেবের রথে অশ্ব—তীব্র, ঘোর, দীর্ঘ ও স্বর্ণনাভ। ইহারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের অশ্ব—রোচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিতা, ইহারা সকলে রক্তবর্ণ। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথের অশ্ব—শঙ্খ, বলাহক, শ্বেত ও হরিদশ্ব। ইহারা সকলে শ্বেতবর্ণ। অতঃপর রথের রজ্জু রথে সংযোজনা করা হয়। শ্রীবল-

দেবের তালধ্বজ রথের রজ্জু স্বয়ং বাসুকি, শ্রীসুভদ্রাদেবীর দর্পদলন রথের রজ্জু স্বর্ণচূড় নামক নাগ এবং শ্রীজগন্নাথ দেবের নন্দীঘোষ রথের রজ্জু শঙ্খচূড়নামক নাগ। অনন্তর দিবা ২ ঘটিকা সময়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, ভাবুক, পর্য্যটক, দর্শকগণের বিপুল আনন্দকোলাহল সহ শঙ্খ ঘণ্টা (কাঁসর), ভেরী, তুরী প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি মধ্যে বিভিন্ন মঠের কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের উচ্চসংকীর্ত্তন ও জয়জগন্নাথ-ধ্বনিমধ্যে লক্ষ লক্ষ ভক্তগণের প্রেমাকর্ষণে রথত্রয় ধীরে ধীরে গুণ্ডিচাভিমুখে অগ্রসর হন। অগ্রে শ্রীবলদেবের রথ, মধ্যে শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ এবং সর্ব্বপশ্চাতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলেন। শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথ শীঘ্র শীঘ্র গুণ্ডিচামন্দির দ্বারে উপনীত হন। কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ তাঁহার ভক্তগণের সহিত বিবিধ বিচিত্র লীলাবিলাস করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। এই রথযাত্রার দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যেন—জনসমুদ্রের মধ্যে তিনটি জাহাজ অগ্রসর হইতেছে। রথরজ্জু আকর্ষণের প্রাক্কালে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের দুইটি হেলিক্যাপ্টার আসিয়া রথের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতঃ জনসংখ্যাধিক্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। এই প্রকারে রথত্রয় সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে সুন্দরাচলস্থিত গুণ্ডিচাদ্বারে সমুপস্থিত হন। এই সকল কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালননিমিত্ত ওড়িষ্যা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দের শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা নিষ্ঠা ও উদ্যম সবিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীবিগ্রহত্রয় এই দিবস রাত্রে রথোপরি অবস্থান করতঃ পরদিবস ২৮শে আষাঢ় সন্ধ্যাসময়ে বিপুল আড়ম্বরের সহিত পহাণ্ডীবিজয় করিয়া শ্রীমন্দির মধ্যে নিজ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ঐ রাত্রে তাঁহাদের অন্নভোগ হয়। এই রূপে সপ্তরাত্র তথায় সেবিত হইয়া ৩রা শ্রাবণ (২০শে জুলাই) শয়নৈকাদশী দিবস তাঁহারা নীলাচলস্থ শ্রীমন্দিরে পুনর্য্যাত্রা করেন। এইদিবস অতিরিক্ত বর্ষার জন্য রথত্রয় ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার রথ সন্ধ্যার মধ্যেই সিংহদ্বারে উপনীত হন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ আমাদের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের নিকটেই থাকিয়া যান। পরদিবস ৪ঠা শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্নে সিংহদ্বার সমক্ষে শুভ বিজয় করেন। অতঃপর ত্রিরাত্র রথোপরি সেবিত হইয়া ৬ই শ্রাবণ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শুভবিজয় করতঃ রত্নবেদীস্থ নিজ নিজ সিংহাসনে সমারূঢ় হন। রথোপরি অবস্থানকালে অন্নভোগ হয় না। নানাপ্রকার ফলমূল মিষ্টান্নাদি নিসকড়ি ভোগ হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় এবৎসরের রথযাত্রা-মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

৫৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
৩০।৭।৭৬

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * তোমার ২২।৭।৭৬ তাং এর পত্র পাইয়াছি। গোয়ালপাড়া মঠ হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম যে নন্দদুলাল বাড়ী গিয়াছে। কিন্তু তোমার

পত্রে এবং নন্দদুলালের যে পত্র অদ্য পাইলাম, তাহাতে জানিলাম যে সে বাড়ী যায় নাই, সরভোগ মঠেই আছে। আমার অত্যন্ত সময়াভাব, বহুবিধ কার্য্য, তন্মধ্যে উদ্বেগকর বহুবিধ ব্যাপার রহিয়াছে, তদুপরি আমার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়াছে, বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন, কার্ডিওগ্রাফ্ করিয়াছেন। চলাফেরা এবং বক্তৃতাদি দেওয়া বন্ধ করিতে অথবা কম করিতে বলিতেছেন। সুতরাং পুনঃ পুনঃ তোমাদিগের হইতে সাহায্য ত দূরের কথা, উদ্বেগ ও অশান্তি ব্যতীত ভাল সংবাদ পাইতে পারি না। * * মহারাজের অর্চ্চনকারী সেবকের জন্য পুনঃ পুন তাগিদ কিন্তু তোমরা আসামের চারিটি মঠে বহু লোক থাকা সত্ত্বেও পরস্পর আলোচনা করিয়া সব মঠের কার্য্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে চলে সেই বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়া যেখানে যে থাকিবে কেবল সেখানকার ও নিজের সুখসুবিধা, প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ততা দেখিয়া দুঃখ ব্যতীত উল্লাস বোধ করিতে পারি না। একটাই প্রতিষ্ঠান, কেবল বিভিন্ন শাখামাত্র।

* * ৩।১০।৭৬ তাং প্রাতে পাঞ্জাবের আরও ২ জন গৃহস্থ ভক্তসহ কলিকাতায় পৌঁছিবে। সরভোগের এমন কি বহুলক্ষ টাকার কার্য্য হইবে যে বিরাট কার্য্য তোমরা করিতে পারিবে না। তোমরা মেয়েছেলের মত মাথা গুঁজিয়া ঘরে থাকিবে অথবা আলস্য করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছায় অমুক না হইলে সেবাকার্য্য হইবে না এইরূপ চিন্তা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বলিয়া মনে করি না। সঙ্কীর্ণ চিত্ত লইয়া নিজের ইচ্ছাপূর্ত্তির চেষ্টা প্রশংসনীয় কি না চিন্তা করিবে। * * আমরা ৪ অক্টোবর তথায় পৌঁছিব এবং ৬ নভেম্বর পর্য্যন্ত তথায় থাকিব। তোমরা আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

এইপত্রে নন্দদুলাল, আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা মিলিয়া মিশিয়া সেবাকার্য্য করিবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

৫৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেক্টর ২০ বি
চণ্ডীগড়-২০
৫।১০।৭৭

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * মহারাজ, তোমার ৯।৯।৭৭ তারিখের পত্র আমি কিছুদিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। সরভোগ মঠে ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর উৎসবাদি ভালভাবে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম।

* * * *

শ্রীমান * * শ্রীমায়াপুরে দেখিলাম। সে তথায় কিছু ভাল আছে। প্রত্যেক ক্রিয়ায় সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহা স্মরণ রাখিবে। বৈষ্ণবগণ ক্ষমাশীল ও পরমত সহিষ্ণু। কিন্তু আরাধ্য নিষ্ঠা হইতে কোন অবস্থাতেই চ্যুত হয়েন না। সেব্যের সেবাতে ঔদাসীন্য ভক্তি বিনাশক হয়। গৃহস্থ ভক্তগণকে যথাসম্ভব আদর করিবে। তাহারা মঠে আসিলে নিজেদের সমর্থ্যানুসারে তাহাদের যত্ন করিবে এবং সেবা করিবে। মঠে অর্থ ও দ্রব্য না থাকিলে মধুর বাক্যদ্বারা সম্বর্দ্ধনা, আসন প্রদান জলদান এবং যথাযোগ্য সম্মাননার দ্বারা তাহাদের প্রীতি বিধান মঠ সেবকের কর্ত্তব্য হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় সুযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ স্মরণাদির সুযোগ প্রদানের দ্বারা মঠ সেবকদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবে।

আমি আরও ৭।৮ দিন থাকিতে পারি। পরে দিল্লীতে ৩।৪ দিন থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিব।

দেরাদুনে একটি নূতন শাখামঠ কিছুদিন পরেই

তথাকার ভক্তগণের আগ্রহে প্রকাশিত হইবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। বর্ত্তমানে সরভোগ মঠে কে কে আছে ও কে কি সেবা করে জানাইবে। ইতি—

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪)

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ

[শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষ]

"'কলাবতী', 'রসোল্লাসা', 'গুণতুঙ্গা' ব্রজে স্থিতা। শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্য তা মতাঃ॥ গোবিন্দ মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমম্।" ব্রজলীলায় যিনি 'কলাবতী' তিনি গৌরলীলায় 'শ্রীগোবিন্দ ঘোষ'। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় শৌক্রকায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অগ্রদ্বীপে ইঁহার শ্রীপাট। শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব ঘোষের ইনি ভ্রাতা। ইঁহারা প্রসিদ্ধ সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। "সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর। হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥ যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন। নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম। মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব তিন ভাই। গাইতে লাগিলা নাচে ঈশ্বর নিতাই॥" (—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫ম অঃ ২৫৭-২৫৯)। গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব তিন ভাই। যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৫।১১৫)। গৌড়ে প্রচারে আসিবার কালে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীমাধব ঘোষ আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ তৎকালে নীলাচলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ছিলেন। "প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ" (চৈঃ চঃ আঃ ১০।১১৮)। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের শাখায় গণিত হইয়াছেন।

শ্রীবাসুদেব ঘোষ তমলুকে, শ্রীমাধব ঘোষ দাঁইহাটে এবং শ্রীগোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে শ্রীপাট করেন। অগ্রদ্বীপের অনতিদূরে কাশীপুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহারও মতে বৈষ্ণবতলায় ইঁহার আবির্ভাব স্থান। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীবাস-অঙ্গনে, কাজিদলন দিবসে নগর সংকীর্ত্তনে ও রাঘবভবনে কীর্ত্তনে সঙ্গী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পুরীতে রথাগ্রে সাতসম্প্রদায়ের চতুর্থ সম্প্রদায়ে ইনি মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন, দোহার ছিলেন হরিদাস (ছোট), বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ও বাসুঘোষ—যে সম্প্রদায়ে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিয়াছিলেন।

ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে প্রাপ্ত কৃষ্ণশিলা হইতে অগ্রদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ প্রকটিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে—তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র স্বধামে গমন করিলে তিনি চিন্তিত হইয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর কে পিণ্ড দিবে, সেইসময়ে শ্রীগোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন "তুমি চিন্তা করিও না, আমি পিণ্ড দিব।" শ্রীগোবিন্দ ঘোষ তিরোধানলীলা করিলে পরদিবস শ্রীগোপীনাথ তাঁহার পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। আজও শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অপ্রকট তিথিতে শ্রীগোপীনাথ পিণ্ড প্রদান করেন। চৈত্র কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোধান হয়। শ্রীবাসুদেব ঘোষ ঠাকুর কার্ত্তিক শুক্লা দ্বিতীয়াতে অপ্রকট হন।

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের রচিত পদাবলী

(১)

প্রাণের মুকুন্দ হে! কি আজি শুনিলু আচম্বিত,
কহিতে পরাণ যায়, মুখে নাহি বাহিরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥
ইহাতো না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আছে বসি।
নিঝরে নয়ন ঝরে বুক বহি ধারা পড়ে,
মলিন হৈয়াছে মুখ শশী।
দেখিতে তখন প্রাণ সদা করে আনচান,
সুধাইতে নাহি অবসর।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল, তবে মুই নিবেদিল,
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত' বিবশ হৈয়া, তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইলুঁ তুয়া পাশ।
এই ত' কহিলুঁ আমি, যে করিতে পার তুমি,
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে, হিয়া থির নাহি বান্ধে,
গদাধরের বদন হেরিয়া।
এ গোবিন্দ ঘোষ কয়, ইহা যেন নাহি হয়,
তবে মুঞি যাইমু মরিয়া ॥

(২)

হেদে রে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

প্রশ্ন — সেবা করিয়া সুখ পাই না কেন?

উত্তর — বৃহদ্ভাগবতামৃতে জগদ্গুরু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

যেমন লবণহীন ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত ভোজ্যদ্রব্য, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ, ফুল ফল ব্যতীত উদ্যান সুখকর হয় না। প্রীতি ব্যতীত তদ্রূপ ভক্তি বা সেবা ভগবান্ ও ভক্ত কাহারও সুখকর হয় না।

প্রঃ—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কি বৃন্দাবন আছে?

উঃ—শাস্ত্র বলেন — ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ভারতবর্ষ আছে। ব্রহ্মাণ্ডগত প্রতি ভারত-ভূমিতেই বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা আছে।

(ভাগবতামৃতকণা ১৪)

প্রঃ—প্রীতির পাত্র কে?

উঃ—জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত প্রীতিসন্দর্ভ-গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

জীব পরস্পরকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য পাত্র হইতে পারে না। এজন্য জীবগণ ক্রমশঃ প্রীতির বিষয়সকল ত্যাগ করিয়া নূতন প্রীত্যাস্পদের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। শৈশবে জননী, বাল্যে সখা, যৌবনে প্রেয়সী, তারপর আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। সকলেই যখন প্রীতির বিষয় অন্বেষণ করিতেছে, তখন বুঝা যায়—এ জগতে কেহই প্রীতির প্রকৃত বিষয় হইতে পারে না। তবে একজন প্রীতির বিষয় বা পাত্র আছেন, তিনি—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ। শ্রীহরিই যথার্থ প্রীতির বিষয়। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে আর অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। ভগবান্‌কে পাইলে জীবের আর কোন আশা থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না। তখন হৃদয় আনন্দে ভরপূর হইয়া যায়।

প্রঃ—ভক্ত কি ভগবান্‌কে পানই?

উঃ—নিশ্চয়ই। ভক্ত ত ভগবানের কৃপা ও দর্শন পানই, এমন কি ভক্তের সম্পর্কিত ব্যক্তিও ভগবান্‌কে লাভ করেন। ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, বাণ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

ভগবদনুগ্রহঃ সেবকং এব অধিকৃত্য ন তু অসেবকং আবির্ভবতি। ভগবৎ-অনুগ্রহস্যাপি তদ্বৎ সচ্চিদানন্দ রূপত্বম্।

ভগবানের কৃপা ভক্ত বা সেবকের উপরেই হয়। কিন্তু অসেবকের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না। ভগবদনুগ্রহও ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দময়।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত

প্রঃ—কৃষ্ণ কি অযোগ্য ব্যক্তিকেও কৃপা করেন?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—কৃপার সমুদ্র আশ্রিত বৎসল কৃষ্ণ সকলকেই কৃপা করেন। কারণ কৃষ্ণ নিরুপাধি-কৃপাকর। তিনি নিরুপাধি কৃপার আকর বা উৎপত্তি স্থান। কৃপাপ্রাপ্তির কোন যোগ্যতা না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন। এত তাঁর অপার করুণা! (বৃঃ ভাঃ ২।১।৩২)

প্রঃ—সাধুত্ব কি?

উঃ—ভগবদ্ভক্তিই সাধুত্ব। অন্য কিছু সাধুত্ব হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণস্য ভক্ত্যেব পরমং সাধুত্বং, অন্যথা চ গৌণম্। যদ্বা সাধুত্বং নাম যৎ, তৎ কৃষ্ণভক্ত্যেব, ন তু অন্যথা।

(বৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।২০২ টীকা)

ভক্তিই পরম সাধুত্ব বলিয়া ভগবদ্ভক্তই একমাত্র সাধু। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ভক্তিহীন বলিয়া কেহই প্রকৃত সাধু-পদবাচ্য নহে। কৃষ্ণভক্তি না থাকিলে স্বধর্ম্মাচরণাদি গৌণ সাধুত্বরূপে পরিগণিত হয়।

প্রঃ—সাধু ও অসাধু বা ভক্ত ও অভক্তের সাধন ও সাধ্য বস্তুতে কি ভেদ?

উঃ—শ্রীহরির উপাসনাই ভক্ত সাধুর সাধন এবং ভগবৎ-প্রেমই তাঁহাদের প্রয়োজন বা সাধ্য। আর তদ্বিপরীত অদ্বৈত-আত্মতত্ত্বজ্ঞানই অসাধু দৈত্যগণের সাধন এবং মুক্তিই তাহাদের সাধ্য।

শাস্ত্র বলেন—

সাধূনাং শ্রীভগবচ্চরণাব্জোপাসনং সাধনং। দৈত্যানাঞ্চ তদ্‌বিপরীতমদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানম্। সাধ্যা চ সাধূনাং প্রেমভক্তিরেব। দৈত্যানাঞ্চ তদ্‌বিপরীতা মুক্তিঃ।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২০। টীকা)

প্রঃ—শীঘ্র সিদ্ধিলাভের উপায় কি?

উঃ—নিজেকে ভগবৎ-সেবক জানিয়া প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবা, নামসেবা ও কৃষ্ণসেবা করিলে শীঘ্রই ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—গুরুসেবা কি আদর ও প্রীতির সহিত করণীয়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
গুরৌ প্রসন্নে প্রসীদতি ভগবান্ হরিঃ স্বয়ম্।
বিনা গুরুপ্রসাদেন কৃষ্ণভক্তির্ন জায়তে।

শ্রীধরস্বামীপাদ বলেছেন—

গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তি। অতঃ তদ্‌ভজনাৎ অধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তি।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বলিয়াছে—

হরিরেব গুরুঃ গুরুরেব হরিঃ।
নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।

হরিই গুরু, গুরুই হরি। গুরু অপেক্ষা অধিক সেবা বা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আর কিছু নাই। এজন্য গুরুই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেবনীয়, চিন্তনীয় ও কীর্ত্তনীয়। কারণ গুরুকৃপা ও গুরুসেবা ব্যতীত ভক্তি হইতেই পারে না। তাই গুরুনিষ্ঠ স্নিগ্ধ ভক্তগণ সুদৃঢ় বিশ্বাস, আদর ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিয়া গুরুকৃষ্ণের সুখ বিধান করিয়া থাকেন। গুরুসেবকগণ গুরুচিন্তায়

তন্ময় থাকিয়া কি ভজনে, কি ভোজনে, কি শয়নে, কি জাগরণে, কি সর্ব্বকালে অর্থাৎ জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে, দূরে নিকটে, দিনে রাত্রে, প্রভাতে সন্ধ্যায়, সঙ্কীর্ত্তনে, মহাপ্রসাদসেবনে, বিশ্রামে, সর্ব্বাবস্থায় গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুসেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেখানে গুর্ব্বানুগত্য ও গুরুর প্রতি আপনজ্ঞান ও প্রবল আদর নাই, সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রপাঠ, ঠাকুরসেবা প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণ প্রসন্ন হন না বলিয়া কৃষ্ণে ভক্তি ও কৃষ্ণপ্রাপ্তি কিছুই হয় না।

বলবান আদরো যস্য ন স্যাদ্ গুরুপাদাম্বুজে।
শ্রুতৈরপ্যস্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্ন জায়তে॥
(শ্রীনিবাসগ্রন্থমালা)

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন
'গুরুশুশ্রূষণং নাম সর্ব্বধর্ম্মোত্তমোত্তমম্।'

প্রঃ—কে ভগবান্‌কে পায়?

উঃ—ভগবান্—শ্রীগুরুদেবের সম্পত্তি। পুত্রই পিতার সম্পত্তিতে অধিকারী। এজন্য সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত ভক্তগণ কৃষ্ণকে লাভ করেনই।
(প্রভুপাদ)

প্রঃ—কৃষ্ণপ্রীতি-লাভের উপায় কি?

উঃ—শ্রীরূপগোস্বামীকৃত উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে কোন নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী তাঁহার কোন শিষ্যকে বলিতেছেন—হে ভক্ত, আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া তোমাকে বলিতেছি—তুমি গুরু শিরোমণি শ্রীরাধাকে প্রীতি কর। যদি বল—কৃষ্ণকে প্রীতি না করিয়া রাধাকে প্রীতি করার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলি—যদি রাধার প্রতি তোমার প্রীতি হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণপ্রীতি আপনা হইতে অতি সহজেই হইবে। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণপ্রীতি লাভের অন্য উপায় কিছু দেখি না। অতএব শ্রীরাধাকে প্রীতি করাই তোমার কর্ত্তব্য।

প্রঃ—নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ। এখানে নিষ্ঠা কি?

উঃ—নিষ্ঠা অর্থে শুদ্ধভক্তি, সাধনভক্তি, নির্গুণা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি।

শাস্ত্র বলেন—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদয়।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন॥ (চৈঃ চঃ)

শাস্ত্র আরও বলেন—(চক্রবর্ত্তীটীকা)
ভজনে অবিক্ষেপেণ সাতত্যং ইতি নিষ্ঠা।
অন্যচিন্তারহিত অচঞ্চলা, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই নিষ্ঠা।

প্রঃ—কৃপার সমুদ্র ভগবান্ কি কৃপা করেনই?

উঃ—নিশ্চয়ই। দয়ার সাগর কৃষ্ণ কৃপা না করিয়া পারেন না। কারণ কৃপাময়ের কৃপা করাই স্বভাব। স্বভাব কেহ ছাড়িতে পারে না। এখন আমরা কৃপাভিখারী হইলেই হইল।

শ্রীকবিকর্ণপূর প্রভু স্বকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে বলিয়াছেন—

'ন হি কৃপাং হি কৃপাম্বুধিরুজ্‌ঝতি'
'করুণালয়স্য করুণা মহতী।'

প্রঃ—প্রিয়জন-প্রদত্ত দুঃখও কি সুখকর হয়?

উঃ—প্রীতি থাকিলে প্রিয়জন দুঃখ দিলেও তাহা সুখপ্রদ হয়, গ্রীষ্মকালে সূর্য্য পদ্মিনীগণের আশ্রয় জল শোষণ করিলেও পদ্মিনীগণ যেমন সুখ লাভ করে তদ্রূপ জানিতে হইবে।

শাস্ত্র বলেন—
'দুঃখঞ্চ প্রিয়-বিহিতং প্রিয়ং তনোতি।'
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য)

প্রঃ—সংসার কাহার বন্ধনের কারণ হয় না?

উঃ—জাগতিক অনিত্য বস্তুগুলি যদি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সংসার বন্ধন হয় না। কারণ সেবা-পরায়ণ ভক্তকে কেহ বাধা দিতে পারে না।

শাস্ত্র বলেন—
'সেবাপরস্তু ন হি বাধ্যতে এব কৈশ্চিৎ।'
(ঐ মহাকাব্য)

প্রঃ—বস্তু কিসে সার্থক হয়?

উঃ—জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, দ্রব্যাদি ভগবানে অর্পিত হইলে অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইলেই সার্থক হয়। নতুবা তাহা অনর্থবর্দ্ধক ও সংসারপ্রাপকই

হইয়া থাকে। ঈশ্বরার্পিত অশুচি (অনিত্য) বস্তুও শুচি হইয়া থাকে। (ঐ মহাকাব্য)

প্রঃ—ভক্তগণ কি দেহরক্ষার্থ অর্থ-লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন না?

উঃ—ভক্ত দরিদ্র হইলেও স্বদেহধারণার্থ অর্থের জন্য ব্যস্ত হন না বা হইবেন না। কারণ নিষ্কামতাই জীবিকা-সম্পাদিকা। নিষ্কাম ভক্তের কোন অসুবিধা হইতেই পারে না—তিনি মঠবাসীই হউন বা গৃহস্থই হউন। কারণ তাঁহার যাবতীয় ভার ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে ভজন করেন।

যথালাভে সন্তুষ্ট নিষ্কাম ব্যক্তি যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়, বিষয়াদি-লোভে অর্থসংগ্রহের জন্য ইতস্ততঃ ধাবমান্ পুরুষের সেরূপ সুখ হয় না।

(ভাঃ ৭।১৫।১৫ ১৬ টীকা চ)

প্রঃ—কে সুখে থাকে?

উঃ—শাস্ত্র বলেন—

পায়ে জুতা থাকিলে যেমন কন্টকাদি হইতেও কোন কষ্ট হয় না, পরন্তু সুখে হাঁটা যায়, তদ্রূপ ভগবানে নির্ভরশীল নিষ্কাম ব্যক্তির সবই সুখময় হয়।

(ভাঃ ৭।১৫।১৭)

প্রঃ—গুরুসেবা দ্বারা কি কামাদি সবই জয় করা যায়?

উঃ—নিশ্চয়ই। শ্রীবিশ্বনাথটীকা—গুরুভক্ত্যা কামাদয়ো জীয়ন্তে, ভগবানপি প্রাপ্যতে।

(ভাঃ ৭।১৫।২৮)

জীয়ন্তে—জয় করা যায়। জি ধাতুর অর্থ জয় করা।

গুরুসেবা-দ্বারা কাম-ক্রোধাদি সবই জয় করা যায় এবং ভগবান্‌কেও পাওয়া যায়।

প্রঃ—বাঁচিবার উপায় কি?

উঃ—আমি ভগবৎ-সেবক এবং জগতের সকলেই ভগবৎ-সেবক—এই দিব্যজ্ঞানটুকু হইলেই জীব চিরতরে বাঁচিয়া গেল। দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট সাধুর সঙ্গ দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ হয়। এইজন্য সুযোগমত মধ্যে মধ্যে সাধুর নিকট আসিয়া হরিকথা শ্রবণ বিশেষ আবশ্যক। নতুবা হৃদয়ে দৃঢ়তা ও বল আসিবে না এবং দিব্যজ্ঞানও হইবে না। (প্রভুপাদ)

প্রঃ—এই জন্মে সাধকের কি প্রেম পর্য্যন্তই হয়?

উঃ—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—এই জন্মে সাধকের প্রেম পর্য্যন্তই হয়। তৎপরে যে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি আছে, তাহা হওয়া অসম্ভব।

প্রেমভূমিকাপ্রাপ্ত ভক্ত দেহভঙ্গে কোন ভৌম-বৃন্দাবনে যোগমায়ার কৃপা-সাহায্যে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা ললিতা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ লাভ করতঃ স্নেহপ্রণয়াদি লাভ করেন।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনসেবা, শ্রীবলদেব শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ জীউর রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা ও সপ্তাহব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মসম্মেলন গত ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই সোমবার হইতে ৩ শ্রাবণ, ২০ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্তদাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে বিমানযোগে গত ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই শুক্রবার প্রাতে আগরতলা বিমানবন্দরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ পুষ্পমালাদির দ্বারা ও সংকীর্ত্তনসহযোগে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শতাধিক ভক্তবৃন্দ বাস, ভ্যানগাড়ী, জীপ ও মোটরকারাদি সহযোগে বিমানবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের সন্নিধানে অবস্থান করতঃ বাসে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহর পরিক্রমা করিয়া শ্রীমঠে শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের নবনির্ম্মীয়মান সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত দশদিবসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে ২৬ আষাঢ়, ১১ জুলাই সোমবার প্রাতঃকালীন সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনপ্রসঙ্গ পাঠ করেন ও উহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দ প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনসেবা সম্পাদন করেন। রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনরহস্য' সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। পরদিবস প্রাতঃকালীন সভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ এবং রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে রথযাত্রার ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ জীউর পাণ্ডু বিজয় (পহাণ্ডি) [শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শুভযাত্রা করতঃ শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণ] আরম্ভ হয়। তৎকালে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সংকীর্ত্তনভবনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, চতুষ্পার্শ্বে অগণিত নরনারী দর্শনার্থীর ভীড় হয়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন-সহযোগে ভক্তগণ রথাকর্ষণ আরম্ভ করেন। রথযাত্রা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনে সহায়তার ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকার হইতে বহু পুলীশ প্রেরিত হয়। সরকারী পুলীশ ব্যাণ্ডপার্টিও শোভাযাত্রার পুরোভাগে বাদ্যধ্বনিসহ চলিতে থাকে। তৎপশ্চাৎ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা। রথাকর্ষণে ও রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ হয়। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গানমুখে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ভক্তগণ আনন্দে বিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। তৎপর মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্তদাস ব্রহ্মচারী। শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথানুসারে এইবারও প্রচুররূপে ফলাদি শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেও অনেক ভক্ত ফলাদি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের মাধ্যমে অর্পণ করেন। ইহা খুবই সুখের ও উৎসাহের বিষয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত দ্রব্যই ভগবান্ গ্রহণ করেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় কতকগুলি দুষ্প্রবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি ভক্তগণের এই উল্লাসকর পবিত্র কার্য্যকে কলঙ্কিত করিবার জন্য অর্দ্ধভুক্ত উচ্ছিষ্ট ফল, পেয়ারা, আম, কাঁঠাল, এমনকি পাথর পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবকে ও তাঁহার সেবকগণকে আঘাত করিবার দুষ্ট মতলব লইয়া নিক্ষেপ করে, তাহাতে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ অনেকেই ক্ষত বিক্ষত হয়। এইভাবে তাহাদের দুঃসাহসিকতা ও নিজেদের সর্ব্বনাশই নিজেরা আনয়নের মূর্খতা দেখিয়া শিহরণ হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—Fools rush in where angels fear to tread. অপর প্রাণীকে দুঃখ দিয়া যে আনন্দ হয়, ইহা এক প্রকার পৈশাচিক আনন্দ। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হইবেই। ঈশ্বর বিশ্বাসী না হইলেও, প্রকৃতিবাদী হইলেও যে আঘাত সে অপরকে হানিতে

যাইতেছে, প্রতিক্রিয়াতে সেই আঘাত তাহাঁর উপর আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। বৈজ্ঞানিকগণও বলেন— To every action there is equal and oppos'te reaction. এজন্য হিংসাতে কোন লাভ নাই। বৌদ্ধগণ আসিয়া আমাদিগকে "অহিংসা পরমধর্ম্ম" শিক্ষা দিয়াছেন তাহা নহে, বেদেতেই এই শিক্ষা আছে— "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।" এতৎসম্পর্কে আমরা ভক্তগণের নিকট একটী প্রস্তাব রাখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা যদি এই জাতীয় অমানবিক কার্য্য বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হন, আমাদের অনুরোধ রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে ফল নিক্ষেপরূপ যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা পরিববর্ত্তন করিয়া দূর হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃষ্টি-ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতে পারেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যখন রথে বাহির হন, তখন তাঁহার দৃষ্টি-ভোগ হয়। দৃষ্টি-ভোগ দিয়া তাঁহারা প্রসাদ পাইতে পারেন, সকলকেও দিতে পারেন। পুরীর জগন্নাথে দৃষ্টিভোগ প্রথা আছে। তাহাতে এই লাভ হইবে যে — যদি ভক্তগণ ফল নিক্ষেপ বন্ধ করেন, দুষ্টপ্রবৃত্তির লোক (তাহারা নিশ্চয়ই মুষ্টিমেয় হইবে) ঐ জাতীয় কার্য্য করিতে গেলে জনসাধারণের গোচরীভূত হইয়া পড়িবে। তখন ঐ জাতীয় গর্হিত কার্য্য করিতে তাহাদের সাহস হইবে না। পরম মঙ্গলময় ও পরমোল্লাসকর রথযাত্রা উৎসবকে এবং ভক্তগণের আনন্দোচ্ছ্বাসকে বিভীষিকায় পরিণত করার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। ইহা যে ভাবেই হউক বন্ধ করিতেই হইবে। সমাজহিতৈষী জনসাধারণ যদি সচেতন হন, ইহা অবশ্যই একদিন বন্ধ হইবে।

All India Radioর মাধ্যমে শ্রীল আচার্য্যদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে বিবৃতি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ—ত্রিপুরার সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। স্থানীয় 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকাতেও রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বুধবার হইতে ২ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে আগরতলা মহিলা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীভারত কুমার রায়, আগরতলা রামঠাকুর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, আগরতলা বি-টি কলেজের সিনিয়র লেকচারার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আগরতলাস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায়, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীনীহারকান্তি সিংহ এবং স্থানীয় এম্ বি বি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুভাষ চন্দ্র দাস। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ত্রিপুরা মেডিসিন ডিলার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী, এম্ বি-বি কলেজের শিক্ষাবিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রীকৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তী, বিলোনীয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল, ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কারামন্ত্রী শ্রীযোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহারাজ বীরবিক্রম সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ শ্রীপরেশ চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বৈষ্ণব দার্শনিক অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অষ্টতীর্থ ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'ভোগবাদ ও নিত্যা শান্তি', 'বর্ত্তমানযুগে ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা', 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'সাধুসঙ্গের মহিমা', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'ভক্তাধীন ভগবান্ ও সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেব আলোচ্য বিষয়সমূহের উপর প্রত্যহ দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং শ্রীমোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিশিষ্ট বক্তারূপে সভার

প্রথম অধিবেশনে বলেন—"প্রতিবারই মঠের সাধুগণ আমাকে ডাকেন, কিন্তু সভায় যোগদানের সুযোগ হয় নি। আমার শরীর অসুস্থ হ'লেও আজ এসেছি কৃতজ্ঞতা জানাতে, বক্তৃতার জন্য নহে। আপনারা মন্দিরে এসে আনন্দ লাভ করছেন. শ্রীজগন্নাথ দর্শন করে আনন্দ লাভ করছেন। এ মন্দির কি ছিল, কি হয়েছে। যিনি এ মন্দিরকে লুপ্তপ্রায় অবস্থা হ'তে উদ্ধার করেছেন সেই মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের পক্ষ হ'তে কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি এসেছি। প্রথমে ত্রিপুরার মহারাজ মন্দিরগুলো পরিচালন করতেন, পরে পরিচালন ভার ভারত সরকারকে ন্যস্ত হলে ভারত সরকার রাজ্যসরকারকে দেন। আমি যখন রাজস্বমন্ত্রী ছিলাম আমার উপর মন্দির পরিচালন-ভার অর্পিত হয়। আমি একদিন মন্দিরগুলো পরিদর্শন করতে গেলাম, মন্দিরগুলোর অত্যন্ত দুরবস্থা ও সেবার মলিনতা দেখে হতাশ হলাম। কি করে এসব মন্দিরের উদ্ধার সাধন হবে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এমন সময় সংবাদ পেলাম শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ আগরতলায় এসেছেন, আমার সহিত দেখা করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী পারিষদগণকে নিয়ে একদিন বাড়ীতে এলেন, আমি বেরিয়ে এসে দেখলাম একজন আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি মহাপুরুষ। প্রথম দর্শনে আকৃষ্ট হলাম, জিজ্ঞাসা করলাম কি জন্য এসেছেন? তিনি বল্লেন, শ্রীগোপাল দে, কণ্ট্রাক্টর আগরতলায় মঠ করবার জন্য চন্দ্রপুরে জমী দিয়েছেন, আমাদিগকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাতে মঠ করাতে অনেকপ্রকার অসুবিধা এসে উপস্থিত হয়েছে, সহরে কোনও জায়গা হতে পারে কি? আমার শুনে আনন্দ হলো, অনেক জায়গা দেখান হলো, কিন্তু আমি জোর দিলাম শ্রীজগন্নাথবাড়ীর সেবা গ্রহণের জন্য। মহারাজ বল্লেন, "সেখানে বহুদিনের বেতনভোগী পূজারী আছেন, তাঁদের সহিত ঝগড়া বাধতে পারে। যাতে কোন ঝঞ্ঝাট নাই এমন জায়গা দিন।" আমি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্তের সহিত কএকবার আলোচনা করলাম। সুখময়বাবু যখন জগন্নাথবাড়ী দিবার জন্য জোর দিলেন তখন আমার বল বৃদ্ধি হলো। যখনই মহারাজ আগরতলায় আসতেন, আমি চন্দ্রপুরে গিয়ে আলোচনা করতাম, শেষে মহারাজ উহা গ্রহণে স্বীকৃত হলে অনেক ঝঞ্ঝাট অতিক্রম করার পর উক্ত সেবা মহারাজকে দেওয়া হয়। কিভাবে এইস্থানের উন্নতি হয়, তজ্জন্য মহারাজের সঙ্গে বসে আমি কতবার আলোচনা করেছি, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহরিগোপাল ব্যানার্জ্জিকে নিয়ে কত drawing করেছি। এখনও মহারাজের চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসে, তিনি নেই চিন্তা করতেও হৃদয়টী অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, অশ্রু সংবরণ করতে পারি না। আগরতলায় backward place বলে আমরা বড় বড় লোককে ডেকেও আনতে পারি না। কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসে আমাদিগকে কৃপা করেছেন। তাঁর কৃপার তুলনা হয় না। পূর্ব্বে এই স্থানটীতে বাজে লোকের আড্ডা ছিল, এমন দুরবস্থা ছিল, সেবা পুজা হতো না, জগন্নাথের কোনদিন ভোগ জুটতো, কোনদিন জুটতো না। সেই স্থান এখন কি হয়েছে? সর্ব্বক্ষণ মহারাজ চিন্তা করতেন এর উন্নতি কি করে হবে। তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করলেও, চর্ম্মচক্ষে আমাদের সামনে না থাকলেও, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করছেন। তাঁরই কৃপায় আপনারা অগণিত ভক্ত আজ অপ্রাকৃত আনন্দে ভাসছেন। তাঁর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আপনারাও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। তিনি তাঁর যোগ্য অধস্তনগণকে রেখে গেছেন। এখানে সুন্দর বিশাল সংকীর্ত্তন ভবন হয়েছে। ক্রমশঃ ধর্ম্মশালা, লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয়—সবই হবে। আপনারা গুরুমহারাজের মনোঽভীষ্ট সেবা যাতে রূপায়িত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করবেন, এই আমার প্রার্থনা।"

সভার আদি ও অন্তে প্রত্যহ সুললিত ভজন-কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী

ও শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৩ শ্রাবণ, ২০ জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পুনর্যাত্রায় বহির্গত হইয়া মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মূল শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে বিরাজিত হন। খেলাঘরের শ্রীবিরাজমোহন সাহার মুখ্য আনুকূল্যে নবনির্ম্মিত গুণ্ডিচামন্দির দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্যদেব পরম সন্তোষ লাভ করেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ আগরতলায় আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। রাত্রিতে বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণে সহরের বিভিন্ন এলাকায় শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীহলায়ুধ দাসাধিকারী (ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্র পোদ্দার) শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র পাল (নদীয়া শাল রিপেয়ারিং), শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ, শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক, শ্রীযতীন্দ্র বণিক, শ্রীঅমূল্য ভূষণ চৌধুরী, শ্রীদিলীপকুমার দেব (শ্রীগোপাল চন্দ্র দেব জ্যেষ্ঠপুত্র) প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্ত সজ্জনগণের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করত হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী শ্রীমধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দদাস, শ্রীনারায়ণদাস, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদদাস, শ্রীমহীতোষদাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদদাস, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদদাস, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীগোপাল বণিক, শ্রীশৈলেন সাহা, শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীনেপাল সাহা, শ্রীদেবদাস চৌধুরী, শ্রীনিতাই নস্কর, অমূল্যভূষণ চৌধুরী ডাক্তার শ্রীউষা গাঙ্গুলী, শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা, শ্রীকিরণচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুধন্য পাল, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেব নাথ, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী শ্রীমদনমোহন সাহা প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

২২শে জুলাই শ্রীল আচার্যদেব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজাদিসহ আগরতলা মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রাতে মঠ হইতে যাত্রা করিলে ভক্তগণের বিরহকাতর অবস্থা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন, পুনরায় আসিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ ও তাঁহার কলিকাতা, কৃষ্ণনগর যশড়া (চাকদহ) বৃন্দাবন, গোকুলমহাবন, হায়দ্রাবাদ সরভোগ, গৌহাটী, তেজপুর, গোয়ালপাড়া (আসাম), চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব), শ্রীপুরীধাম আগরতলা (ত্রিপুরা), দেরাদুন প্রভৃতি স্থানস্থিত বিভিন্ন শাখামঠ সমূহে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীবলদেবাবির্ভাব উৎসব (১৯।৮ হইতে ২৩।৮।৮৩) এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব (৩১।৮ ও ১।৯।৮৩) পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদবিতরণ-মুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ শ্রীপত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

এবারকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়—খমাণিক্য নামক জ্যোতিষগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবার 'বুধবার' এইরূপ উল্লিখিত আছে। শ্রীভগবদিচ্ছায় বহুকাল পরে এবার সেই বার-সাম্য সংঘটিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা**— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০
(২) **শরণাগতি**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) **কল্যাণকল্পতরু** ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) **গীতাবলী** ,, ,, ,, ,, ১.৩০
(৫) **গীতমালা** ,, ,, ,, ,, ১.১০
(৬) **জৈবধর্ম্ম** (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৮.০০
(৭) **শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত** ,, ,, ,, ,, ১৫.০০
(৮) **শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি** ,, ,, ,, ,, ৫.০০
(৯) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)**—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** ঐ ,, ২.২৫
(১১) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১২) **উপদেশামৃত**—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৬) **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা** [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) **প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর** (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) **গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস**—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) **শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য** — — ,, ২.৫০
(২০) **শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা**—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান:—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয়ঃ—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা ৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

~~কার্ত্তিক~~ আশ্বিন
১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা(বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ১০ পদ্মনাভ ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, রবিবার, ২ অক্টোবর, ১৯৮৩ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠার পর)

কিপ্রকারে শ্রীরূপানুগগণ শ্রীরূপানুগত্যে অবস্থান করিয়া শুদ্ধভক্তগণের আনন্দ বিধান করিবেন এবং শুদ্ধভক্তির চরম-তাৎপর্য্য অন্তরঙ্গা ভক্তি যাজন করিবেন,—এতদুভয়ের বৈশিষ্ট্য-বিচারে অক্ষজ-জ্ঞানে নানাপ্রকার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের বহিরনুষ্ঠানের উপদেশকেই চরম লক্ষ্য জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রতি যে বিদ্বেষ-পোষণ দৃষ্ট হয় এবং অন্তরঙ্গ ভক্তকৃত্যকে কল্পনা-প্রসূত জানিয়া বহিরনুষ্ঠানের প্রতি যে সমাদর লক্ষিত হয়, তাহাতে কোন সুফল আশা করা যায় না। সাধারণ ভ্রমগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকায়—যাহা 'গৌড়ীয়'-পত্রে ৪র্থ বর্ষে ঊনবিংশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে,—তাহাতে দেখা যায় যে, প্রাপঞ্চিক অনর্থসমূহ অপনোদন করিবার চেষ্টাগুলিতে উদাসীন হইয়া কেহ-কেহ সিদ্ধি-প্রাপ্তির ভান করিয়া বিপথগামী হন; আবার কেহ কেহ অন্তরঙ্গা ভক্তির চেষ্টাগুলিকেও বাহ্যানুষ্ঠানের বিরোধিনী বলিয়া জ্ঞান করায় মহাপ্রভুর উপদেশ ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহযোগেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্টের প্রচার সিদ্ধ হয়; আবার, তৎপরিহারেও কেবলা-ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া যায়। এই বৈষম্য অপনোদন করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত রক্তবর্ণ-বিচার এবং সুনীতি সংরক্ষণপূর্ব্বক প্রকৃত দৈব-আশ্রম-বিচার স্বীয় লীলায় জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রকটিত করিয়াছেন; তিনি ত্রিদণ্ড-বৈষ্ণবসন্ন্যাস-বিধির কখনও অমর্য্যাদা করেন নাই; আবার, তাঁহার পরমপ্রিয়পাত্র শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উপদেশামৃতাদি' প্রয়োগ-গ্রন্থেও উহার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন এবং স্বয়ং দৈব বর্ণ ও দৈব আশ্রম-ধর্ম্মের সুষ্ঠু বিচার-প্রণালীর দ্বারা অদৈব বর্ণাশ্রমের কুসংস্কার বিদূরিত করিয়াছেন।

'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যের দ্বারা পরমার্থচ্যুত জনগণের পরিণতি এবং শুভাশুভ-কর্ম্মফল-ভোগের বিচার বুঝাইয়াছেন এবং তৎপ্রতিপক্ষে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুর 'নামাষ্টকে' "যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি" শ্লোকের প্রচারদ্বারা ভগবদ্ভক্তের কর্ম্মফলভোগশূন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অবৈষ্ণবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও

বৈষ্ণবের বিষ্ণুপ্রসাদ দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃপূজার মধ্যে বৈষম্য দেখাইতে গিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে গয়াগমনাদি, বিপ্র পাদোদক সম্মান প্রভৃতি এবং দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ-লীলার পরবর্ত্তিকালে আবশ্যিক ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ন্যায় সন্ন্যাস-গ্রহণ ও বিষ্ণুসেবায় প্রতিষ্ঠিত জনগণের অদৈব শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের অনাবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। দৈব বর্ণাশ্রমের অভাবে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, তাহাও সাধারণের নিকট দেখাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বিগত শতাব্দীত্রয়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজে নানাপ্রকার দুর্দ্দশা ও পরমার্থ-বাধা প্রদর্শন করাইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট উহার অকর্ম্মণ্যতা ও পরিহারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন। পরমার্থ বিমুখ বদ্ধজীব বৈষ্ণব বিদ্বেষী স্মার্ত্তের ধুর্ বহন করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যে অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক দৈব-বর্ণাশ্রমের পুনঃ সংস্থাপন করিবার (রণা দ্বারা বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তসমাজ গঠনের সুযোগ দিয়াছেন; আবার, দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহিত অদৈব-বর্ণাশ্রমের পরস্পর ভেদ এবং উৎকর্ষাপকর্ষও সকলকেই বুঝিয়া লইবার অবকাশ দিতেছেন।

সত্যযুগে ফেনপ, বৈখানস, বালিখিল্য সাত্বত প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বৈদিক একায়নশাখীর অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং তদনুগ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সুষ্ঠুভাবে পুনঃসংস্থাপন প্রভৃতিও তাঁহার বাহ্যানুষ্ঠানের উপদেশের অনুকূল। শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শাস্ত্রবচন উদ্ধার করাইয়া তিনি উহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করাইয়াছেন।

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

বস্তুতঃ পারমার্থিক-জীবনে দৈব-বর্ণাশ্রমের পুনঃসংস্থাপনরূপ পরমার্থ-প্রচারের বাহ্যানুষ্ঠানও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টের অন্তর্গত। শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়ীয়গণের মধ্যে যাহাতে তাঁহার মনোঽভীষ্ট ভগবৎসেবার সুষ্ঠু প্রবর্ত্তন হয়, তজ্জন্য সদ্ধর্ম্মমূলে নানাবিধ নীতিশাস্ত্রেরও অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি কোন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিবার সাহায্য করেন নাই। শ্রীচৈতন্য শিক্ষায় শিক্ষিত গৌড়ীয় মঠের প্রয়াসসমূহও পরমার্থের অনুকূল সমাবেশেরই আবাহন মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ অর্চ্চাবিগ্রহ হরিকথা-কীর্ত্তন, সার্ব্বকালিকী হরিসেবা প্রভৃতিকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিবার কোনপ্রকার কুচেষ্টাকে মহাপ্রভু কোনদিনই প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার আশ্রিত জনগণের মধ্যে বেদানুগ-শাস্ত্রে অমিত প্রতিভা-সম্পন্ন বহুশাস্ত্র-দর্শীর সমাবেশ হইয়াছিল, আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সেইসকল শাস্ত্রালোক সাধারণ্যে হীনপ্রভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে নিজ-পর-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গৌড়ীয়গণ কখনও পরমার্থপথের প্রতিপন্থী নহেন; সুতরাং তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রেত বাহ্যানুষ্ঠান-পর হরিভক্তিবিলাস ও সাধন ভক্ত্যঙ্গসমূহের পুনরায় সুষ্ঠু প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপদেই লক্ষ্য করিতেছেন। অ-পারমার্থিক সাধারণ বিশ্বাসের অনুগমনে পারমার্থিক অনুষ্ঠানসমূহে যে সকল বাধা হইতেছে, সেইগুলি অপসারণপূর্ব্বক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্ত-গত ভাবাবলীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবাই সকল সুকৃতিসম্পন্ন গৌড়ীয়ের যে একমাত্র কর্ত্তব্য — ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাধা হইবে না। বৈষয়িক কপটাচার, মাদকদ্রব্য-ব্যবহার-জন্য-বিপর্য্যস্তবুদ্ধি ইন্দ্রিয় তর্পণৈষণাতিশয্যে স্ত্রীসম্বন্ধি পাপাচরণ, অবৈধ উৎকট জিহ্বা লাম্পট্য হইতে জাত মানবেতর প্রাণীর মাংসভক্ষণ-স্পৃহা এবং ঈশসেবা বৈমুখ্য-সংগ্রহের জন্য 'জাতরূপে'র সংগ্রহেচ্ছা প্রভৃতির দাস্য পরমার্থবিরোধী জীবকুলের মঙ্গলশংসী বলা যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৪ পৃষ্ঠার পর)

আর একটী বিষয়ের বিচার না করিয়া এই উপক্রমণিকা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ কুসংস্কারক্রমে সারগ্রাহী বৈষ্ণবতায় প্রেমের অধিকতর আলোচনা থাকায় সারগ্রাহী বৈষ্ণবেরা উত্তমরূপে সংসারী হইতে পারেন না এরূপ দোষারোপ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সংসারোন্নতি করিবার যত্ন না থাকিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন না; এবং অধিকতর আত্মানুশীলন করিতে গেলে সংসারের প্রতি স্নেহের খর্ব্বতা হইয়া পড়ে। এই যুক্তিটী নিতান্ত দুর্ব্বল, কেননা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত শ্রেয়ঃ আচরণে যত্নবান্ হইলে এই অনিত্য সংসারের যদি লোপ হয়, তাহাতে ক্ষতি * কি? পরমেশ্বরের কোন দূর উদ্দেশ্য সাধন-জন্য এই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে উদ্দেশ্য কি, কেহই বলিতে পারেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে। সংসার-উন্নতিরূপ ধর্ম্মাচরণ করতঃ ক্রমশঃ আত্মার উচ্চগতি হইবে,—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এ জড় জগৎ নরবুদ্ধিদ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে, এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধগণকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্ক মাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা তর্কে প্রবেশ করেন না, যেহেতু নরবুদ্ধি-দ্বারা এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না †। সিদ্ধান্ত করিবার আবশ্যক কি? আমরা কোন প্রকারে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সেই পরম পুরুষের অনুগত থাকিলে তাঁহার কৃপাবলে অনায়াসে সমস্ত বিষয়ই অবগত হইব। কামবিদ্ধ পুরুষেরা স্বভাবতঃই সংসার উন্নতির যত্ন পাইবেন। তাঁহারা সংসারের উন্নতি করিবেন, আমরা সেই সংসারকে ব্যবহার করিব। তাঁহারা অর্থশাস্ত্র ও তদ্বিষয়ক আলোচনা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিবেন। আমরা কৃষ্ণকৃপায় ঐসকল সংগৃহীত অর্থ হইতে পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিব। তবে আমাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-কার্য্যসকলে যদি সংসারের কোন উন্নতি হইয়া উঠে, উত্তম। সংসারের স্থূল উন্নতি বা অবনতি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু সংসারগত আত্ম-নিচয়ের পরমার্থতত্ত্বে উন্নতিসম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ ব্যস্ত, এমত কি সমস্ত জীবনসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভ্রাতৃগণের আত্মোন্নতি-সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা

---

* যুক্তিযোগকে মূলতত্ত্বে নিরর্থক জ্ঞান করতঃ ব্যাসদেব সমাধিযোগে দেখিলেন (ভাঃ ১।৭।৪-৭);—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাং॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥" ভাগবতং।

† ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ সন্তন্বতো নটচর্য্যামিবাজ্ঞঃ॥
স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্।

—ভাগবত ১।৩।৩৭-৩৮

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিযোগকে পরিত্যাগ করতঃ সহজ জ্ঞানলব্ধ সত্যসমূহের আশ্রয়ে আত্মার সঙ্কোচ বিকোচাত্মক অবস্থাদ্বয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। গ্রঃ কঃ।

চেষ্টান্বিত থাকি। পতিত ভ্রাতাদিগকে সংসারকূপ হইতে উদ্ধার করা বৈষ্ণবদিগের প্রধান কর্ম্ম। বৈষ্ণব-সংসার যত প্রবল হইবে, ক্ষুদ্রাশয়গ্রস্ত পাষণ্ডসংসার ততই হ্রাস পাইবে, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক গতি। সেই অনন্তরূপী পরমেশ্বরের প্রতি সর্ব্বজীবের প্রীতিস্রোতঃ প্রবাহিত হউক। পরমানন্দস্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হউক। ঈশ্বরবিমুখ লোকদিগের চিত্ত পরমতত্ত্বে দ্রবীভূত হউক। কোমলশ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে উত্তমাধিকারী হইয়া বিশুদ্ধ প্রীতিকে আশ্রয় করুন। মধ্যমাধিকারী মহাত্মাগণ সংশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া প্রীতিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন। সমস্ত জগৎ হরিসংকীর্ত্তনে প্রতিধ্বনিত হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"

শ্রীজগন্নাথ-সেবাবিমুখতাই সর্ব্বশ্রেয়ো বিঘাতক এবং তৎসেবা-উন্মুখতাই সর্ব্বশ্রেয়ঃ সম্পাদক

[শ্রীমদ্‌গতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী—সম্পাদক—উৎকলভাষার সাময়িক পত্র 'শ্রীগৌরবাণী']

সম্প্রতি ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ওড়িষ্যায় যে ভয়াবহ বন্যা ঘটিয়া গেল তাহা অশ্রুতপূর্ব্ব। এ বন্যা ওড়িষ্যার মেরুদণ্ডকে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ওড়িষ্যার পূর্ব্ব পরিস্থিতিকে ফিরাইয়া আনিতে বহু বর্ষ লাগিবে। এই বন্যাতে ওড়িষ্যার আটটি জেলায় প্রায় ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের প্রায় এক কোটির অধিক অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কত গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, কত পুরাতন টাউন ধ্বস্তবিধ্বস্ত হইয়াছে! বহু স্কুল-কলেজ ও সরকারী অফিসের জিনিষপত্র সমেত কোঠা বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ওড়িষ্যার এক পুরাতন টাউন—অধুনা সাব-ডিভিসনাল হেড কোয়ার্টার বাঁকী (Banki) সহরের মধ্যভাগে মহানদীর এক শাখানদী নূতনভাবে জন্ম লইয়াছে। তাহার নামকরণ হইয়াছে 'রেণুকা'। বন্যার জলে খড়ের চালের উপরে ভেসে ভেসে একসঙ্গে ভালুক এবং মানুষ বিষধর অজগর সাপের লেজ ধরিয়া গাছে উঠিয়া জীবন রক্ষা করিবার সংবাদ এবং শত শত অসহায় লোকের মৃত্যু-সংবাদ প্রতিদিন যেভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক, পড়িলে চিত্তে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। তবে আজ ওড়িষ্যার সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে একটি প্রশ্ন আপনা হইতেই জাগে এবং সকলেরই বিশেষ আলোচ্য বিষয় হয় যে, শ্রীজগন্নাথের দেশে এইরূপ ভয়াবহ বিপত্তি ঘটিল কেন? স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে—উৎকলে যথা সময়ে ঋতুকার্য্য হয় কোনও ব্যতিক্রম হয় না। কোন মেঘ অকালে বারি বর্ষণ করে না, শস্যহানি কখন হয় না। বাত্যা বা অতিবৃষ্টি কখন হয় না, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও রাষ্ট্রবিপর্য্যয়াদি হয় না পৃথিবীর কোনও বস্তু এখানে দুর্ল্লভ নাই ইত্যাদি—

> ন বিপর্য্যন্তি ঋতবো নাকালে বর্ষতি ঘনঃ।
> ন শস্যহানির্ন মারুতঃ ক্ষীণাঃ পীড়য়ন্তি প্রজাঃ॥
> দুর্ভিক্ষমরকে নাত্র রাষ্ট্রভঙ্গঃ প্রজায়তে।
> নালভ্যস্তদ্বস্তু যান্তি যৎকিঞ্চিৎ পৃথিবীতলম্॥

—স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ওড়িষ্যায় কোন রাজা কোন সময়ে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। মহারাজ

প্রতাপরুদ্রদেবের সময়ে ওড়িষ্যার সীমা উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে কাবেরী সুদূর গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রায়রামানন্দ গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে অবস্থিত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজেরা সমগ্র উৎকলকে জগন্নাথের শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং নিজদিগকে জগন্নাথের সেবক জানিয়াই জগন্নাথের রাজ্য শাসন করিতেন। এইজন্য ওড়িষ্যার পড়শী (প্রতিবেশী) কোন হিন্দু রাজা ওড়িষ্যা আক্রমণ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় বঙ্গের নবাব হুসেন সাহ ওড়িষ্যা আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীসনাতন গোস্বামী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওড়িষ্যার ইতিহাস মাদলা পঞ্জী পাঠ করিলে জানা যায়—ওড়িষ্যার রাজারা কিরূপ জগন্নাথগতপ্রাণ ছিলেন। ওড়িষ্যার রাজারা দিগ্‌বিজয় করিতে গিয়া যে সমস্ত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইতেন, তাহা সমস্তই জগন্নাথের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতেন। এইসকল ঘটনা ওড়িষ্যার প্রাচীন তাম্রফলক ও শিলালিপি পাঠ করিলে জানা যায়। এইজন্য ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথ তাঁহার ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য নিজেই অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন,— ইহা মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চিবিজয় ঘটনা হইতে জানা যায়। সেইজন্য সেই সময়ে ওড়িষ্যার মান-সম্মান এবং ঐশ্বর্য্য চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তাহার জ্বলন্ত সাক্ষীস্বরূপে পুরী ভুবনেশ্বর কোণারক এবং সারা ওড়িষ্যায় মঠ মন্দির দণ্ডায়মান। ওড়িষ্যার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে মন্দির অথবা মঠ অবস্থিত। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা এবং জমিদারগণ এই সকল মঠমন্দিরের সেবা পরিচালনার্থ প্রচুর ভূসম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গ্রামেতে কোনো সাধু, সন্ত অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহারা যেন অভুক্ত না থাকেন, ইহার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছিলেন। আজ দেশ স্বাধীন হইবার পরে দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেও এখনও দক্ষিণ ওড়িষ্যায় এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে দশ পয়সা দিলে পূর্ণগ্রাস প্রসাদ পাওয়া যায়।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়—আজ ওড়িষ্যার অধিবাসী তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়া গিয়া মায়া মরীচিকার পশ্চাতে ধাবমান। তাই তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ দারুব্রহ্ম পুরুষোত্তমের আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া শত শত কল্পিত ভগবানের পিছনে দৌড়াইতেছেন। ১৯৭৪ সালে শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কটকেতে শ্রীঅরবিন্দের এক বিরাট্ উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র ভস্ম' (উঁহাদের বিচারে) পণ্ডিচেরী হইতে স্বতন্ত্র বিমানে আনাইয়া কটকে স্থাপিত করা হয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই কার্য্যে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই ভস্মকে অগ্রে রাখিয়া সারা কটক টাউন পরিক্রমা করা হইল এবং সেইজন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা উৎসব অনুষ্ঠান আদি পালন করা হইল। এইজন্য কত যে সরকারী অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা না করাই ভাল; অথচ সেই মুখ্যমন্ত্রীর আমলেই অনাদিকাল হইতে শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য যে হাজার হাজার একর স্থাবর-সম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল, তাহা নন্দিনী সরকার জনসাধারণকে হস্তান্তরিত করিয়া দিলেন এবং জগন্নাথের জন্য বার্ষিক কিছু টাকা সাহায্য আকারে ব্যবস্থা করিলেন। এখন জগন্নাথকে নিজের সম্পত্তি হারাইয়া সরকারের লাল ফিতা বাঁধা ফাইলের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে! বিশেষ কৌতূহলের বিষয় এই যে উক্ত ভূসম্পত্তি পরম হিন্দু বিদ্বেষী বাদসাহ ঔরঙ্গজেব দ্বারাই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য প্রদত্ত ছিল। অনবসর কালের পরে শ্রীজগন্নাথের নব-যৌবনবেষ দর্শন দিবস অনাথের বন্ধু শ্রীজগন্নাথদেবকে টিকেট কাটিয়া দর্শনের ব্যবস্থা হইল এবং গজপতি তাহার প্রতিবাদ করাতে তাঁহাকে শ্রীমন্দিরের সেবা হইতে বাদ দিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইল! অবশ্য সরকারের এ নিষ্পত্তির বিরোধ স্বয়ং জগন্নাথই করিয়াছিলেন! রথযাত্রার দিন জগন্নাথ রথের উপর আরোহণ না করিয়া নীচেই থাকিয়া গেলেন এবং পরিশেষে সরকার মহারাজের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবার পর রাজা আসিয়া শ্রীজগন্নাথকে নিবেদন করাতে শ্রীজগন্নাথদেব রথের উপর বিজয় করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সংবাদ আমরা শ্রীপত্রিকায় পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা

করিয়াছি। আমাদের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের ফল কি আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না?

সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রতি বর্ষই ওড়িষ্যায় বন্যা, মরুরী অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া আসিতেছে। এ সকল অবস্থা আজ ওড়িষ্যার ধর্ম্মপ্রাণ মনীষিগণের হৃদয়কে খুবই ব্যথিত করিতেছে। রাজার অপকর্ম্মের জন্য প্রজাদিগকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রেও উক্ত আছে। সম্প্রতি সমাজে যে প্রকার অন্যায় অত্যাচার চুরি ডাকাইতী নারী ধর্ষণাদি অপকর্ম্ম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা খুবই হৃদয়-বিদারক। গত ৬।৯।৮২ তারিখের ওড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্র 'প্রজা-তন্ত্রে' ওড়িষ্যার বয়োবৃদ্ধ বরেণ্য নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব বর্ত্তমানে সমাজের নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া উপরস্তর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র যেভাবে দুর্নীতি ব্যাপিয়া গিয়াছে এবং জনসাধারণের হৃদয় হইতে ধর্ম্মভাব কিভাবে অপসারিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সিদ্ধ সাধকেরা বলেন—সমাজে দুরাচার বা পাপ ব্যাপিয়া গেলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্‌ই তাহার দণ্ড বিধান করেন, এ বিশ্বাস হয়ত আজিকার যুবসমাজ না করিতে পারেন কিন্তু ভাবিয়া দেখুন বর্ত্তমান সমাজে যে প্রকার ব্যাপক দুরাচার ভ্রষ্টাচার চলিতেছে, ইহাতে কি প্রকৃতির উপরে কিছু প্রভাব পড়িবে না? অবশ্যই পড়িবে। ডাঃ মহতাব তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে সমাজের লোকচরিত্রের ভয়াবহ অবনতি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা ত হইল সাধারণ লোক-চরিত্রের কথা, এখন ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিয়াছিল, সেইসকল মঠ মন্দিরের কথা আলোচনা করিলে আরও মর্ম্মাহত হইতে হয়। যাঁহাদের আদর্শ ত্যাগ-পূতচরিত্রের জন্য আজ ওড়িষ্যা গর্ব্বিত, যাঁহাদের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ ও সদুপদেশের দ্বারা ওড়িষ্যার সাধারণ জন-জীবন পরিচালিত হইতেছিল এবং যাঁহারা ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়া সমাজকে সৎপথে পরিচালিত করিতেছিলেন, সেই সাধুসন্তগণের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-মন্দির আজ অধর্ম্ম কলুষিত। সদাচার স্থলে নানা কদাচার ব্যভিচার পাপাচার কপটাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। গত ১০।১০।৮২ তারিখে পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তদের পক্ষ হইতে এক সভা আহ্বান করা হইয়াছিল, এই অধম উক্তসভায় আমাদের মঠের পক্ষ হইতে যোগদান করিয়াছিল। সংস্কৃতিই ঐ সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

বহু বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উৎকলের মঠাধীশগণের আচরণ লক্ষ্য করিয়া 'Maths of Orissa' বা উৎকলের মঠমন্দির নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পরমার্থই মঠমন্দিরের একমাত্র উদ্দিষ্ট বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। ওড়িষ্যার ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুষ্ঠু সেবা পূজাই ওড়িষ্যার উন্নতি বা অবনতির একমাত্র কারণ। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা-পূজা সম্বন্ধে আমাদের শ্রীচৈতন্য বাণী পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—শ্রীভগবান্ জগন্নাথদেব সকল জগতের নাথ, তাঁহার সেবা-পূজায় সুষ্ঠুতার উপর জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। তাহার ক্রটী বিচ্যুতিতে সমূহ জগতের অমঙ্গল সুনিশ্চিত, সুতরাং তাঁহার সেবা-পূজাবিষয়ে সকলেরই বিশেষতঃ সেবা-ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন একান্ত আবশ্যক। (চৈঃ বাঃ ৫ম বা ৯ম বর্ষ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীপত্রিকার এই মূল্যবান্ পরামর্শ তৎকালীন মন্দির-পরিচালক-কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু উহার প্রত্যক্ষ ফল আজ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে মহানদীর যে প্রলয়-কারী বন্যার দ্বারা ওড়িষ্যার প্রায় এক কোটি লোক বিপন্ন, শত শত গ্রাম ধ্বংস তথা নিশ্চিহ্ন পুরাতন সহরের উপর আজ নূতন নদীর সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই মহানদীর তীরে সংরক্ষিত আগামী রথ-যাত্রার জন্য শ্রীজগন্নাথের রথের কাষ্ঠ একখণ্ডও সেই প্রবল বন্যাস্রোত ভাসাইয়া দিতে পারে নাই। ওড়িষ্যার সমস্ত সংবাদ পত্র গত ২৯।৯।৮২ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে এই অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন

যে শ্রীজগন্নাথের রথের কাঠ-ভেলা প্রবল বন্যাস্রোতও ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। ওড়িষ্যার পূর্ব্বতন গড়-জাত দশপল্লার রাজা প্রতি বৎসর এই কাঠ পাঠাইতেন। প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে প্রসাদীমাল্য পাঠান হইত দশপল্লা রাজার কাছে। এই প্রসাদীমাল্য রাজা পরম ভক্তিভরে নগরের উপকণ্ঠ হইতে সাড়ম্বরে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইতেন এবং সেই দিন মহা আনন্দের সহিত রথের কাঠ কাটা আরম্ভ হইত। (অবশ্য এখনও সেইরূপ হয়, তবে বর্ত্তমানে সরকারই সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন।) গ্রীষ্মকাল মধ্যে সমস্ত কাঠ কাটা হইয়া ভাদ্র পূর্ণিমার পূর্ব্বে মহা-নদীর উপকূলস্থ মণিভদ্রা পর্ব্বতের নিকটে একত্রিত করিয়া ভেলা করিয়া ভাদ্র পূর্ণিমার দিন সেই ভেলা কীর্ত্তনসহ ভাসাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা মহানদীতে ভেসে এসে কটকের কাছে মহানদীর উপনদী কাঠজুড়ি কোয়া ঘাই দয়া, ভার্গবী প্রভৃতি নদীতে আসিয়া মালতী-পাটপুরের কাছে পৌঁছে এবং সেখান হইতে হস্তী-দ্বারা সেই রথের কাঠ নদী হইতে উদ্ধার করা হয়. পরে তাহা গাড়ীতে করিয়া পুরীতে আনা হয়। সেই কাঠ দ্বারা অক্ষয় তৃতীয়া দিবস প্রথম রথনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শ্রীমদনমোহন মন্দির হইতে চন্দনযাত্রা উপলক্ষে নরেন্দ্রসরোবরে বিজয় করেন। ঐ সময়ে সরোবর যাত্রাকালে তিনি রাজার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিধিপূর্ব্বক রথ নির্ম্মাণের জন্য আদেশ প্রদান করেন। অনাদিকাল হইতে এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। সেই কাঠ মহানদীর তীরে থাকাকালে প্রবল বন্যা মহানদীর দুই কূল উল্লঙ্ঘন করিয়া কত শত শত গ্রাম নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে শত শত একর উর্ব্বর ভূমি বালুচর হইয়া গিয়াছে, কত পুরাতন বিশাল বিশাল বৃক্ষ নদীর স্রোতে তৃণবৎ ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোন পাত্তা নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জগন্নাথের রথের কাঠ বন্যাজলে জলপত্তনের উপর স্তর-পর্য্যন্ত উঠিয়া জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার যেখানকার কাঠ সেখানেই থাকিয়া গেল, এই অত্যদ্ভুত ঘটনা সকলকে অতীব স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। হাজার হাজার লোক এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিবার জন্য দৌড়িয়াছেন এবং ভক্তিভরে পূজা অর্চ্চনাদি করিয়াছেন। আমিও গত দুর্গাপূজার ছুটীতে সেইস্থানে গিয়াছিলাম। আমার মামার বাড়ী হইতে উক্ত স্থানটি দুইমাইল মাত্র দূরে।

হায় আর কবে উৎকলের জনসাধারণের নিদ্রাভঙ্গ হইবে এবং তাঁহারা পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া আবার একস্বরে জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া এক মনে এক প্রাণে আমাদের প্রাণের প্রাণ নন্দী-ঘোষকে স্বাগত করিবেন! জয় জগন্নাথ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

৫৭

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পোঃ আগরতলা
(ত্রিপুরা) ১।৭।৭২

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * মহারাজ, তোমার ২৪।৬।৭৭ তারিখের পত্র পাইয়াছি। ভূধারীর পত্র অদ্য পাইলাম। চিদ্‌ঘনানন্দ প্রভুর পত্রও আমি পাইয়াছি।

তোমরা এখন মিলিয়া মিশিয়া মঠের সেবাকার্য্য করিলেই সুখী হইব।

আমরা শ্রীহরিভজনের জন্য শ্রীমঠে বাস করিতেছি। যে কোন শাখা মঠেই আমরা সেবার জন্য থাকি না কেন, সর্ব্বত্রই আমাদের আচরণ দৈন্যপূর্ণ ও ভক্তিপর হইবে। আমাদের মঠটি কর্ম্মীদের আড্ডা

নয়, কিম্বা বেকারদের বৈঠকখানাও নয়। সুতরাং প্রতিক্ষণ যাহাতে আমাদের চেষ্টা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-সেবাপরা হয় তাহা লক্ষ্য রাখা দরকার। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ব্যতীত কোন সাধকই সমুন্নত হইতে পারেন না। কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি জীবকে পাতিত করে, ভক্তিপথে থাকিতে দেয় না।

গতকল্য আমার জ্বর ১০২ ডিগ্রীর উপরেই ছিল। কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। শরীরের নশ্বরতা করুণাময় শ্রীহরি স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্ম অধিকতররূপে আশ্রয় ও সেবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন। দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় নশ্বর বস্তু আদিতে আসক্তিই জীবের বন্ধন ও উদ্বেগ, অশান্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিতেছেন। তথাপি আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারিতেছি না।

এখন নিষ্কপটে অন্য বাঞ্ছা ও চিন্তা ছাড়িয়া নিরন্তর শ্রীহরিনাম করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

৫৮

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড,
বৃন্দাবন, মথুরা
৩১।১০।৭৮

স্নেহভাজনেষু,

শ্রীমান্ * * মহারাজ, গত ২৮।১০।৭৮ তাং * * এর নিকট হইতে একটী টেলিগ্রাম পাইয়াছি। তাহাতে সে লিখিয়াছে—Permission to grant going to my house.

যাহা হউক শ্রী * * দাস বহুদিন যাবৎ ব্যস্ত হইয়াছে গৃহে যাইবার জন্য। গৃহেতে অতুলনীয় সুখ তার এখনও বোধের বিষয় হয় নাই। ভ্রাতাদের সঙ্গে এবং সামান্য বিষয় লইয়া অশান্তি ভোগ করিতে পারিলে খুব সুখ হইবে বলিয়া সে মনে করিতেছে। শ্রীভগবদ্ ভজনের জন্য জীবনের সঙ্কল্প থাকিলে গৃহে যাইয়া বিষয় সম্ভোগ এবং স্ত্রী সম্ভোগের নিমিত্ত এইরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। 'কোন লোক দেখে শিখে, কেউ বা ঠেকে শিখে।' * * কি দুনিয়ার লোকের চরিত্র আজ পর্য্যন্ত দেখিতে ও বুঝিতে পারে নাই? সে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার জন্য মঠে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে নির্ম্মমভাবে বিশেষ অশান্তিপ্রদ সংসারে প্রবেশ করিবার জন্য যাইতে আদেশ করিতে পারি না। "ভোগে রোগ ভয়।" প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করা উচিত। প্রত্যেক ক্রিয়ার একটী সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। জানিয়া শুনিয়াও যদি * * বিষয় বিষ্ঠার মধ্যে ডুবিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমরা আর কি করিতে পারি? তাহার যদি একান্ত আগ্রহ থাকে কোথায়ও যাইবার, আমি জবরদস্তি করিয়া তাহাকে মঠে আটক রাখিব না। সে যেন শ্রীভগবানের চিন্তা করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনামুখে তাহার পক্ষে যাহা ভাল হয় তাহাই করে। যদি তাহার গৃহে যাইবার পাথেয় সে প্রার্থনা করে তবে তাহার পাথেয়ের টাকা তুমি মঠ হইতে দিয়া দিবে।

আমি মথুরায় প্রথমদিন পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে এখন মঠের মধ্যে শয়ন করিয়া ও বসিয়া থাকিতে হইতেছে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রহিয়াছি। তোমরা বিশেষ চিন্তা করিবে না। নিজের দুষ্কর্ম্মের ফলেই বৈষ্ণবসেবা তথা সাধু সেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে।

হায়দ্রাবাদ মঠের আমরা যেই বিল্ডিং-এ থাকি তাহার দোতলার কার্য্যারম্ভ করিয়াছ কি? পরিক্রমার পরেই অজিতগোবিন্দকে হায়দ্রাবাদ মঠে পাঠান হইবে তো? সত্বর জানাবে। অজিতগোবিন্দকে পত্র দিও। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা। সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ॥" শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসাভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত গ্রন্থের নাম পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল ছিল। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' রাখিলে, বোধসৌকর্য্যের জন্য শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' রাখা হয়। ১৪২৯ শকাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে মামগাছিতে (মতান্তরে কুমারহট্টে) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর আবির্ভূত হন। পিতার নাম শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বিপ্র, মাতার নাম শ্রীনারায়ণী দেবী। নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। [শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনলিন পণ্ডিতের কন্যা।] শ্রীনারায়ণী দেবী সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিয়াছেন—"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্নী শ্রীল কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা॥" শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী "অম্বিকা", তাঁহার ভগিনী 'কিলিম্বিকা'। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই গৌরাবতারে নারায়ণী দেবী। শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীগৌরসুন্দরের উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃপাপাত্রী হইয়াছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ৪ বৎসরের শিশু নারায়ণী কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবাস-পত্নী মালিনী দেবী ব্রজলীলায় স্তন্যদাত্রী 'অম্বিকা' ছিলেন।

মামগাছী গ্রামে (মতান্তরে কুমারহট্টে) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হইলেও ইনি বসবাস করিয়াছিলেন বর্দ্ধমান জেলায় মন্ত্রেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে। এইজন্য বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট দেনুড়ে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বাল্যবয়সে মাতৃসঙ্গে মামগাছি গ্রামে ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার জননী নারায়ণী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে আসেন ; সেখানে তিনি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা লাভ করেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পূর্ব্ব পুরুষের নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র-শিষ্য বলা হয়। 'শ্রীনিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন আদিব্যাস॥' শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবীর মামগাছি গ্রামে পিত্রালয় ছিল। নারায়ণী দেবীর মামগাছিগ্রামে বিবাহ হয়। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ১৪৫৭ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্যমঙ্গল' যেঁহো করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥

(চৈঃ চঃ আ ১১ ৫৪-৫৫)

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার॥

চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা দাস বৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৪-৪১)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলা-বর্ণনে আবেশ হওয়ায় গ্রন্থবিস্তার ভয়ে কোনও কোনও লীলা সূত্ররূপে বর্ণন করেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর্তৃক শ্রীচৈতন্যভাগবতে যাহা সূত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করেন।

"চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন॥
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥"
(চৈঃ চঃ আ ১৩।৪৮-৪৯)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদিলীলা অধ্যয়নলীলা, পৌগণ্ডলীলা, শ্রীমন্মাপ্রভুর কাজীদলন-লীলা, নীলাদ্রিগমনলীলা, পুরীতে জলক্রীড়ালীলা প্রভৃতি বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ দীনজীব গণের প্রতি অপরিসীম কৃপার নিদর্শনরূপ শাসন বাক্য "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মাঁরো তার শিরের উপরে॥" যাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি, মধ্য, অন্ত্য খণ্ডে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাতে জগতের দুর্ভাগা অভিমানী ব্যক্তিগণ অনেকেই ভুল বুঝিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত বিষয়ে যে বিচার প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

"শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হইয়া যে সকল নারকী তাঁহার নিন্দা করে—তাহাদিগের ভগবন্মর্যাদা-লঙ্ঘনের পুনঃ চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্য কল্যাণ-সাধন ও সুমতি আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি। দয়াময় ঠাকুর মহাশয়ের মহা পাষণ্ডীর প্রতিও অমন্দোদয়া ভক্তি ধারা শুদ্ধা সরস্বতী দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে তাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই তাৎপর্য্য শিক্ষা দিলেন যে স্ব-হিত সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ও নিরয়পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ মূঢ়লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াও শ্রীঠাকুর মহাশয় এবং তদনুগত যথার্থ আচার ও প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ দীনজীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক কৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদাস-সাক্ষাদ্ ব্যাসা-বতার বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পদাঘাতাভিনয় কালে একটী ধূলিকণাও যে সকল সৌভাগ্যবান্ নিন্দকের শিরে পতিত হইবে, তাহাদের সুমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থনিবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে অবশ্যম্ভাবী। শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের এতাদৃশ মহা করুণা স্ব-হিতাহিতান-ভিজ্ঞ নির্ব্বোধ অভক্তের বুদ্ধির বা কল্পনার অতীত। সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণভক্তির আচার ও প্রচারকারিগণের নিত্য মঙ্গলময় প্রযত্ন ও ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপর দিকে তেমনই সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত।"

—শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

বৈশাখী কৃষ্ণা দশমী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন। সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন ১৫১১ শকাব্দে।

বৃদ্ধ হইলেও মানুষের ভোগপ্রবৃত্তি যায় না

গত ইং ১৯৮৩ সালের ১৭মে আনন্দবাজার পত্রিকার সহর-সংস্করণে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে—"বিশ্বের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মানুষ হলেন মিশরের ইব্রাহিম এল কুত্তমি। বয়স সাকুল্যে ১৬০ বৎসর। সংসারে ৬ ছেলে, ১ মেয়ে এবং নাতিপুতি সর্ব্বমোট ৮৮ জন। বিবাহেচ্ছু ঐ ভদ্রলোক একটী পাত্রীর খোঁজে আছেন। এ খবর আল আহরামে প্রকাশিত। .... ।"

দেখা যাইতেছে, বৃদ্ধ হইলেও মানুষের ভোগপ্রবৃত্তি কমে না। এতৎপ্রসঙ্গে মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীযযাতি মহারাজের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য। মহারাজ যযাতি শুক্রাচার্য্যের দ্বারা প্রথমতঃ অভিশপ্ত হইয়া জড়াগ্রস্ত হইলেও পরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলে 'কেহ জরা গ্রহণ করিলে তাঁহার যৌবন লইয়া ভোগ করিতে পারিবেন এইরূপ আশীর্ব্বাদও লাভ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে জরা প্রদান করিয়া তাঁহার যৌবন লইয়া সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও যখন তাঁহার ভোগে তৃপ্তি হইল না, তখন বুঝিলেন—ভোগের পথে শান্তি নাই।

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥'
—(ভাঃ ৯।১৯।১৪), (গীতা ২।৫৯)

"দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গযোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার লোক-সম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহারদ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও **জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না।** উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বোলপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে ধর্ম্মসভা

বোলপুর নিবাসী কতিপয় ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনের বিশেষ আগ্রহে এবংসরও গত ২১ ফাল্গুন (১৩৮৯), ৬ই মার্চ্চ (১৯৮৩) রবিবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী তত্রত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে মহতী ধর্ম্মসভার বিশেষ আয়োজন হয়। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ দক্ষিণকলিকাতা শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীঅমর প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে সকাল ৬৫২ মজঃফরপুর প্যাসেঞ্জারে হাওড়া ষ্টেসন হইতে বোলপুর যাত্রা করেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদুর্দ্দৈবদমন দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কএকজন পূর্ব্ব হইতেই আসিয়াছেন। ট্রেণ একটু লেট ছিল। বোলপুর ষ্টেসনে শ্রীমৎ প্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ রাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমৎ সুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী,

শ্রীমান্ সুবোধ ও গোরাচাঁদ এবং তাঁহাদের বৃদ্ধা মাতা, শ্রীমতী জ্যোৎস্না ও গৌরীমাতা প্রভৃতি বহু সজ্জন ও সপরিকর মহিলা শ্রীমদ্ আচার্য্যদেবকে প্রসাদী পুষ্পমাল্য চন্দনাদি দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং মোটর, রিক্সা প্রভৃতি যানের ব্যবস্থা করিয়া বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ তাঁহাদিগকে বেলবাজার ধর্ম্মশালায় লইয়া চলেন। এখানে আমাদের দিবসত্রয় বিশ্রাম রন্ধন ও ভোজনাদির ব্যবস্থা হয়। শ্রীমৎ সুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী এবং শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র ও গোরাচাঁদ—এই পুত্রদ্বয়সহ শ্রীমৎ প্রণতপাল দাসাধিকারী প্রভু সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে দেখাশুনা করেন। অদ্য প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীমদ্ ভোলানাথ দাসাধিকারী মহোদয় ধর্ম্মশালায় বিরাট্ মহোৎসবের আয়োজন করেন। সন্ধ্যায় (৬ই মার্চ্চ ১ম দিবস) শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন হয়। স্বনামধন্য ডাক্তার চপলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় সভার পৌরোহিত্য করেন। বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের ভাষণের পর সভাপতির অভিভাষণ হয়।

দ্বিতীয় দিবস ৭ই মার্চ্চ সকাল প্রায় ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে এক বিরাট্ নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। বৃদ্ধ পুরী মহারাজ পদব্রজে চলিতে অসমর্থ বলিয়া তাঁহার জন্য একখানি রিক্সার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজই মুখ্য কীর্ত্তনীয়া। শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ তাঁহার সহযোগিতা করেন। শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে ব্যাণ্ড পার্টি, তৎপশ্চাৎ পুরী মহারাজের রিক্সা তৎপশ্চাৎ স্থানীয় কীর্ত্তন পার্টি, তৎপশ্চাৎ ছিলেন—শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ মঠসেবকগণের কীর্ত্তন সম্প্রদায়। সুদীর্ঘ ৩ ঘন্টাকাল নগর ভ্রমণ করা হয়। শ্রীমন্দির হইতে যাত্রা করিয়া নীচুপট্টি রোড, কালিকাপুর, উকিল পট্টি, কাছারী পট্টি, হাটতলা, ষ্টেশন রোড, শ্রীনিকেতন রোড, রাই চরণদেব রোড, শান্তিনিকেতন রোড, নেতাজী রোড হইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে যাওয়া হয়, তথায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে বেলা ১১-৩০ টায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। প্রায় সমস্ত রাস্তায়ই শ্রীমান সুবোধ চন্দ্র বাতসা প্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন।

৭ই মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে ধর্ম্ম সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। অদ্যকার নির্দ্ধারিত সভাপতির বিশেষ কারণবশতঃ অনুপস্থিতি হেতু শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যেই সভার কার্য্য পরিচালিত হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল—সুসভ্য মানব সমাজে ভিত্তি—ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস। যথাক্রমে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ দামোদর মহারাজ ও শ্রীং কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুর ভাষণের পর সভাপতির অভিভাষণ হয়।

৮ই মার্চ্চ তৃতীয় দিবস প্রাতে শ্রীমদ্ বিদ্যুদ্‌রঞ্জন বসু ও তৎসহ একজন মাড়োয়ারী বা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসেন। তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। শুনিলাম, শ্রীবিদ্যুৎ বাবু স্বামী শ্রীমন্ মোহনানন্দজীর শিষ্য।

অতঃপর আমরা শ্রীমৎ প্রণতপাল দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে যাই তথায় শ্রীরামচন্দ্র দাস ও দুর্দ্দৈবদমন দাস ব্রহ্মচারিদ্বয় অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও পুরী মহারাজ হরিকথা বলেন। প্রণতপাল প্রভু উক্ত মহারাজদ্বয় ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণকে যথাবিধানে বিবিধোপচারে পূজা ও আরাত্রিকাদি করিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণবের প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁহার গৃহ হইতে ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রসাদাদি পাইয়া বিশ্রাম করি।

অপরাহ্নে শ্রীল তীর্থ মহারাজ ও পুরী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে যাইবার পথে পরম ভাগবত প্রফেসর শ্রীমৎ সুধীর কুমার ঘোষ মহোদয়ের গৃহ হইয়া যান। সগোষ্ঠী প্রফেসর বাবু তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ বলি-বামন সংবাদ ও পুরী মহারাজ কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

অদ্য সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে সভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। ডক্টর দুর্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

অধ্যাপক বিশ্বভারতী, অদ্যকার সভায় পৌরোহিত্য করেন। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল — মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান। প্রথমেই শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীদ্ দামোদর মহারাজ এবং শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুর ভাষণের পর প্রফেসর সুধীর বাবু কিছুক্ষণ বলেন। তৎপর মাননীয় সভাপতি মহোদয় তাঁহার লিখিত সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ ভাষণ পাঠ করেন। অদ্যই শেষ অধিবেশন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ ভাষণ দিবসত্রয়ই শ্রোতৃবৃন্দের খুবই হৃৎকর্ণরসায়ন হইয়াছে। প্রত্যেকদিনই সভায় বোলপুরবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশ হইয়াছে। আমরা শ্রীভগবচ্চরণে সকলেরই পারমার্থিক জীবনোন্নতি প্রার্থনা করি। শ্রীপ্রণতপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুধীর কৃষ্ণদাসাধিকারী, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রণতপাল প্রভুর পুত্রদ্বয়—শ্রীমান্ সুবোধ ও গোরাচাঁদ এবং অন্যান্য যেসকল স্থানীয় ভক্ত আমাদের প্রচারকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সকলের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের সকলেরই নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মফঃস্বল হইতে অগণিত ভক্তগণের শুভাগমন হয়। মঠ হইতেই তাঁহাদের বাসস্থানের ও প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগ দেন এবং নৃত্য-কীর্ত্তনকালে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-তিথিপূজা—অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রি ১১টায় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। শেষ রাত্রি ২-৩০ টার পর সমুপস্থিত শত শত ভক্তবৃন্দকে ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদের সেবা করেন। প্রসাদসেবার জন্য এই প্রকার জনস্রোত পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমঠের সুশোভিত সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডপে ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত পাঁচটী বিশেষ সান্ধ্য

ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন যথাক্রমে ডঃ শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি ও কলিকাতা রাজ্যপরিবহন কর্পোরেসনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ও কলিকাতা মুখ্য-ধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমলেন্দ্র নাথ মৈত্র। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ও শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়—এড্‌ভোকেট। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনের বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন শ্রীব্রিজেন্দ্রলাল সাহা, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা ও অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখার্জ্জী। 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার' এবং 'প্রেমভক্তি ও শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন' যথাক্রমে বক্তব্য-বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। সভায় বক্তৃতা করেন কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, খড়্গপুর ও কলিকাতা—বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ। সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। পূজ্যপাদ স্বামীজীগণের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

চতুর্থ অধিবেশনে প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিহিংসার পরিবর্ত্তে সমষ্টিহিংসা প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সমষ্টিহিংসাকে রুখ্‌তে হ'লে সংঘশক্তি প্রয়োজন। 'সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।' সংঘশক্তি ছাড়া কলিযুগে কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংঘবদ্ধভাবে সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের উদ্যোক্তাগণ যে মাঝে মাঝে ধর্ম্মসম্মেলনাদি করিয়া সজ্জনগণকে সদ্-বিষয়ে সংঘবদ্ধ করিতেছেন এবং একত্রিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন,— এই সংঘবদ্ধ সংপ্রচেষ্টার দ্বারাই সমষ্টি-হিংসা-অসংপ্রচেষ্টাদি প্রতিহত হইতে পারে।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব রায়, শ্রীনারায়ণ-দাস, শ্রীমাধবানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মুখ্য সেবানুকূল্য সংগ্রহ প্রচেষ্টার দ্বারা উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা বিভিন্নভাবে উৎসবটীকে সফল করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদামাদাস বনচারী, শ্রীবাসুদেব দাস (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীগৌরগোপালদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাইদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরামদাস ব্রহ্মচারী।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
(রেজিষ্টার্ড)

গোকুল মহাবন
পোঃ-মহাবন, জেলা-মথুরা
(উত্তর প্রদেশ)
৪ আশ্বিন (১৩৯০) ২১।৯।৮৩

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অধস্তন ও প্রিয়পার্ষদ—নিখিল ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম **নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে তৎকৃপাভিষিক্ত শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগামী ৮ অগ্রহায়ণ (১৩৯০), ইং ২৫ নভেম্বর (১৯৮৩), শুক্রবার কৃষ্ণাপঞ্চমী শুভবাসরে স্বয়ং ভগবান শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও তৎকনিষ্ঠা ভগিনীরূপে আবির্ভূতা শ্রীভগবতী যোগমায়ার আবির্ভাবপীঠ শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নিত্যসেব্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোকুলানন্দ-শ্রীনন্দযশোদা-শ্রীবালগোপাল-শ্রীবলদেবজীউ শ্রীবিগ্রহগণ পূর্ব্বাহ্নে শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-করতালাদি বিবিধ বিচিত্র বাদ্যধ্বনিসহ **বিপুল জয়ধ্বনি ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহল** মধ্যে শ্রীমঠের-পুরাতন গৃহ হইতে **নবনির্ম্মিত নবচূড়া সুরম্য মন্দিরে** নিজসিংহাসনে শুভবিজয় করিবেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে অবিশ্রান্ত নামসংকীর্ত্তন মধ্যে নবমন্দির প্রতিষ্ঠা, বাস্তুযাগ, শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা-বৈষ্ণবহোম-ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অন্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং ২৪ নভেম্বর হইতে ২৬ নভেম্বর পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হইবে।

মহাশয়/মহাশয়া, আপনারা সবান্ধব আগামী ২৫।১১।৮৩ তারিখে উক্ত শ্রীমঠে অনুষ্ঠেয় মহদনুষ্ঠানে এবং দিবসত্রয়ব্যাপী বিবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে ও বিশেষ ধর্ম্মসভায় যোগদান করিলে আমরা পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইব।

ইতি

বিনীত নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
শ্রীরাধাবিনোদ দাস ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

কার্য্য-সূচী

৭ অগ্রহায়ণ, ২৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার

প্রাতঃ ৭ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ব্রহ্মাণ্ডঘাটে স্নান, পূতনাবধ, যমলার্জ্জুনভঞ্জন স্থান, যোগমায়াদেবী, শ্রীনন্দমহারাজের আলয়াদি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভা

বক্তব্যবিষয় ঃ—সর্ব্বোত্তম আরাধ্য নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

সভাপতি ঃ—শ্রীঅবিনাশ গৌড়, খণ্ড অধিকারী, সাদাবাদ (মথুরা)

৮ অগ্রহায়ণ ২৫ নভেম্বর শুক্রবার

পূর্ব্বাহ্নে, নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোকুলানন্দ-শ্রীনন্দযশোদা-শ্রীবালগোপাল-শ্রীবলদেব শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনমুখে শুভবিজয়। অতঃপর মহাভিষেক পূজা, বৈষ্ণবহোম, ভোগরাগ আরাত্রিকান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব।

রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভা

বক্তব্যবিষয় ঃ—শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা

সভাপতি ঃ—অধ্যাপক ডঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা, এম-এস্‌সি, পি-এইচ্-ডি, মথুরা

৯ অগ্রহায়ণ, ২৬ নভেম্বর, শনিবার

রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভা

বক্তব্যবিষয় ঃ—ভক্তাধীন ভগবান

সভাপতি ঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ তিওয়ারী, প্রধান আচার্য্য, রাজকীয় দীক্ষাবিদ্যালয়, মহাবন

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত .. ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ১.৫০
(৪) গীতাবলী ১.৩০
(৫) গীতমালা .. .. ১.[illegible]০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) .. .. ,, .. ১৬.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ৫.০০
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ২.৭[illegible]
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .. ১.০০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— .. ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — .. ৫.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — . ১৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) .. .৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — .. ৩.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — .. ২.৫০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৩৯০
২৩শ বর্ষ { ১২ দামোদর, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, বুধবার, ২ নভেম্বর, ১৯৮৩ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই প্রপঞ্চে আগত অখিল জীবগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা। নাম-নামীকে অভিন্নজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণনাম-ভজনই প্রকৃত উত্তম ভগবদ্ভজন। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, স্বাধ্যায় ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির গর্ব্ব-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া দশপ্রকার অপরাধ সঞ্চয় করিয়া শ্রীনামসেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া কোন গৌড়ীয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অপরাধসঞ্চয়-ফলে দেহারাম, দ্রবিণৈষণা, লোকসংগ্রহ, বহ্বীশ্বরবাদ ও উৎকট অবৈধ লোভের আবরণে শ্রীনামভজনে ঔদাসীন্য ও নানা-প্রকার নামগ্রহণ-ছলনারূপ কপটতা কোনদিনই গৌড়ীয়ের কোন মঙ্গল প্রসব করিতে পারে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ মাদৃশ অনভিজ্ঞের অনুরোধক্রমে জগতে হরিকথা প্রচার করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে আয়োজন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। এই সজ্জনদিগের চেষ্টাকে শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণ আদর করেন না।

তাদৃশ ভগবদ্‌বিদ্বেষী বহির্ম্মুখচেষ্টা-পর জীবগণ প্রভুর মনোঽভীষ্ট বাহ্যানুষ্ঠানে বাধা দিয়া স্ব স্ব-অনর্থময় বিরূপ-নিজাভীষ্ট নির্জ্জনভজনের কল্পিত আদর্শকে বহুমানন করেন এবং তৎফলে তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্ত-কোটি হইতে বিচ্যুত হন মাত্র। তাঁহাদের ভক্ত-বিদ্বেষ স্ব-স্ব-ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য হইতেই উদ্ভূত।

শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে আমরা কুলীনগ্রামবাসী শ্রীরামানন্দবসুর শ্রবণাধিকারে জানিতে পারি যে, কৃষ্ণনাম-গ্রহণরূপ ভজনৈকপরতাই বিষ্ণুসেবার দ্বার বা বৈষ্ণবের কনিষ্ঠত্ব। নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণরূপ মধ্যমাধিকারে ভজনের পথে অভিগমন এবং ভজন-সমৃদ্ধ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে নাম-গ্রহণরূপ কৃষ্ণভজনপ্রয়াসারম্ভ। কেবল নামগ্রহণকার্য্যে শ্রুতনামেরই কীর্ত্তন হয়। নাম কীর্ত্তিত হইলেই অনর্থ অপগত হয়। এস্থলে 'অনর্থ'-শব্দে জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ পিপাসাকেই উদ্দেশ করে।

ইন্দ্রিয়-তর্পণৈষণাই অধোক্ষজ-সেবার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়, সুতরাং তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ-কার্য্য প্রতিহত হইয়া কৃষ্ণেতর ভোগ্য মায়িক বস্তুরই পশ্চাদনু-

ধাবন-প্রবৃত্তি ঘটায়। বৃন্দাবন-স্মৃতি ও তদ্ধাম-প্রকটিত লীলায় প্রবেশাধিকার — জড়ানুভূতির কৃত্রিম স্মরণের সহিত 'এক' নহে। ভগবানের অন্তরঙ্গা সেবা ও বাহ্য অনুষ্ঠানে চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ — সমপর্য্যায়ে গণিত হইবার অযোগ্য। অন্তর্দ্দশায় কৃষ্ণস্মৃতি ও কৃত্রিম সাধকের অষ্টকাল-সেবার সহিত 'এক' নহে।

বাহ্যানুষ্ঠান ও চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-পরিবর্জ্জনে যে ফল্গু-বৈরাগ্য দেখা যায়, তাহাও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু-কথ্যতে॥"

শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ এইসকল কথার মধ্যে সুপ্রবিষ্ট বলিয়া তাঁহারাই শ্রীরূপানুগ; তাঁহাদের অনুষ্ঠানকে কোন পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা নিজকৃতের সহিত 'সমান' জ্ঞান করিলেই তাদৃশ বিদ্বেষকারী ব্যক্তি 'নারকী'-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য হইবেন; সুতরাং অযোগ্য সুদীন মাদৃশ বরাকের পক্ষে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের অনুগমনে—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্য-চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

এই শ্লোকেরই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অবলম্বন নাই।

শ্রীরূপানুগগণের বিরোধি-সম্প্রদায় শুদ্ধভক্তগণের যে-সকল রাদ্ধান্তের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া গৌরসেবা-বিমুখতার আস্ফালন করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই অপরাধফলে প্রেমভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবেন; তাঁহাদের জন্য আমি অনুশোচনা করিতেছি। তাঁহাদের কুবাক্যসমূহ বা কুচেষ্টা-সমূহ শুদ্ধ-সেবকগণের সদ্ধর্ম্ম-প্রচারের কোনপ্রকারেই ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না, পক্ষান্তরে তাদৃশ প্রতিকূলাচরণ-ফলে জগতে বৈকুণ্ঠের অভিনব আলোক প্রদান করাইবার সহায়তাই করিবে। তাঁহাদের ঐ প্রতিকূল চেষ্টাকেও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠসেবকগণ জানেন। "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁর দাস" এই বস্তু-সিদ্ধির কথাটী আলোচনা করিলেই জীবের স্বরূপ-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে না। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের প্রণালীই শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয় মঠের প্রচারের নিত্য আদর্শ হউক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মাদৃশ গৌড়ীয়-চরণ-সেবা-বিমুখ অকিঞ্চন জীবাধম কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বগুরু-গণ-সমীপে নিবেদন করিতেছে যে, গৌড়ীয়মঠবাসিগণ উক্ত ত্রিদণ্ডিপাদের অনুগমনে যে হরিকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাই গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট-প্রচারকারী শ্রীরূপের নিত্যদাস্য। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই মহা-বদান্য গৌরসুন্দরের জগদ্‌বাসীকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয় প্রদান। সেই সেবাই শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের একমাত্র পূজা এবং তাহাই 'ব্যাসপূজা'। আজ কত আনন্দের সহিত গৌড়ীয় মঠবাসিগণের নব-নবায়মান অভিনব সৌন্দর্য্যময়ী মধুর বাণী শতসহস্রকণ্ঠে জীবের দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত হইতেছে শুনিয়া আমাদেরও গৌরদাস্য উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে; আমরাও হৃদয়ের সহিত—

"ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক কর করি' পর-উপকার॥"

—এই পরোপকার-সূচক শ্রীচৈতন্যবাণীকে মূলমন্ত্র বলিয়া জানিয়া আমাদিগকে গৌড়ীয় মঠবাসিগণের নিজগণে গণনপূর্ব্বক এই প্রপঞ্চে সেই পরমার্থ-পথেই যেন নিত্যকাল বিচরণ করি। গৌড়ীয়গণের পূজাই প্রকৃত 'ব্যাসপূজা' বলিয়া প্রদীপ্ত হউক।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দ্দেশে কৃপা যস্য প্রয়োজনং।
বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগ্রহং॥

যে জ্ঞানপ্রদ রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি।

সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে ক্বচিৎ।
তথা মে তত্ত্বনির্দ্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ॥

একটী ক্ষুদ্র রেণু যেমত সমুদ্র শোষণ করিতে অক্ষম, সেইরূপ নির্ব্বোধ ক্ষুদ্রবুদ্ধিজীব যে আমি, আমার পক্ষে তত্ত্বনির্দ্দেশ কার্য্যটী অতীব দুঃসাধ্য।

কিন্তু যে হৃদয়ে কোপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।
স্ফুরন্ সমাদিশৎ কার্য্যমেতত্তত্ত্বনিরূপণং॥

জীব নিজ ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বনির্দ্দেশে সর্ব্বদা অক্ষম, কিন্তু আমার হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ স্নিগ্ধ শ্যামাত্মা কোন পুরুষ উদয় হইয়া তত্ত্ব-নিরূপণ কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই আমি ইহাতে সাহস করিয়াছি।

আসীদেকঃ পরঃ কৃষ্ণো নিত্যলীলাপরায়ণঃ।
চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃতে ধাম্নি নিত্যসিদ্ধগণাশ্রিতে॥

চিৎ ও অচিতের অতীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার চিচ্ছক্তি হইতে আবিষ্কৃত চিদ্ধামের নাম বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ দেশকালাতীত চিৎস্বরূপগণের নিত্যাবস্থান। তাঁহার জীবশক্তি হইতে চিৎ-কণ নির্ম্মিত নিত্যসিদ্ধ জীব সকল তাঁহার লীলোপকরণ। সেই নিত্যসিদ্ধগণাশ্রিত বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলাপরায়ণ হইয়া নিত্য বিরাজমান আছেন। সেই কালাতীত তত্ত্বে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কিছুই প্রয়োগ করা যায় না, কিন্তু অবস্থান ভাবটি বদ্ধজীবের হৃদয়ে ও দেশ কালনিষ্ঠ হওয়ায় আমাদের সমস্ত রচনায় ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান প্রয়োগ নিতান্ত অনিবার্য্য।

চিদ্বিলাসরসে মত্তশ্চিৎকণৈরন্বিতঃ সদা।
চিদ্বিশেষান্বিতে ভাবে প্রসক্তঃ প্রিয়দর্শনঃ॥

তিনি সর্ব্বদা চিদ্বিলাসরসে মত্ত, সর্ব্বদা চিৎকণ-রূপ সিদ্ধ জীবগণের দ্বারা অন্বিত, সর্ব্বদা চিজ্জাত বিশেষ ধর্ম্মপ্রসূতভাবসকলে প্রসক্ত এবং সর্ব্বজনের প্রিয়দর্শন।

জীবানাং নিত্যসিদ্ধানাং স্বাধীনপ্রেমলালসঃ।
প্রাদাত্তেভ্যঃ স্বতন্ত্রত্বং কার্য্যাকার্য্যবিচারণে॥

চিৎকণস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ জীবগণও সর্ব্বচিদাধার কৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে পরস্পর বন্ধনসূত্ররূপ একটী পরম চমৎকার চিদন্বয় তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহার নাম প্রীতি। সেই তত্ত্ব জীবসৃষ্টির সহিত সহজ থাকায় তাহা অগত্যা স্বীকর্ত্তব্য। ইহাতে স্বাধীনতা না থাকিলে জীবের উচ্চোচ্চ রস প্রাপ্ত্যধিকার সম্ভব হয় না। অতএব তাহাদিগকে স্বাধীন চেষ্টার পুরস্কার প্রদান জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কার্য্যাকার্য্য বিচারে স্বতন্ত্রতারূপ অধিকার দিলেন।

যেষাং তু ভগবদ্দাস্যে রুচিরাসীদ্বলীয়সী।
স্বাধীনভাবসম্পন্নাস্তে দাসা নিত্যধামনি॥

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জীবদিগের মধ্যে ভগবদ্দাস্যে যাঁহাদের রুচি প্রবলা রহিল, তাঁহারা নিত্যধামে দাসত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ঐশ্বর্য্যকর্ষিতা একে নারায়ণপরায়ণাঃ।
মাধুর্য্যমোহিতাশ্চান্যে কৃষ্ণদাসাঃ সুনির্ম্মলাঃ॥

তন্মধ্যে যাঁহারা ঐশ্বর্য্যপর, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বকে নারায়ণাত্মক দেখিলেন। মাধুর্য্যপর পুরুষেরা সেব্য-তত্ত্বকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখিলেন।

সম্ভ্রমাদ্দাস্যবোধে হি প্রীতিস্তু প্রেমরূপিণী।
ন তত্র প্রণয়ঃ কশ্চিৎ বিশ্রম্ভে রহিতে সতি॥

ঐশ্বর্য্যপর পুরুষদিগের স্বাভাবিক সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহাদের প্রীতিটী প্রেমরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিশ্বাসাভাবে প্রণয় থাকে না।

মাধুর্য্যভাবসম্পত্তৌ বিশ্রম্ভো বলবান্ সদা।
মহাভাবাবধিঃ প্রীতের্ভক্তানাং হৃদয়ে ধ্রুবং॥

মাধুর্য্যভাবসম্পন্ন পুরুষদিগের বিশ্রম্ভ অর্থাৎ বিশ্বাস অত্যন্ত বলবান্। অতএব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রীতিতত্ত্ব মহাভাবাবধি উন্নত হয়।

জীবস্য নিত্যসিদ্ধস্য সর্ব্বমেতদনাময়ং।
বিকারাশ্চিদ্গতাঃ শশ্বৎ কদাপি নো জড়ান্বিতাঃ॥

কেহ কেহ বলেন যে আত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য-ভাব ব্যতীত অপ্রাকৃতাবস্থায় প্রণয়ভাব, মহাভাব প্রভৃতি যে সকল অবস্থার বিচার করা যায়, সে সকল মায়িক চিন্তাকে অপ্রাকৃত চিন্তা বলিয়া স্থির করা মাত্র। এই অশুদ্ধ মতসম্বন্ধে কথিত হইল যে, নিত্যসিদ্ধ জীবের প্রণয়বিকার সকল জড়গত অবিদ্যা বিকার নয়, কিন্তু চিদ্গত বিলাস বলিয়া জানিতে হইবে।

বৈকুণ্ঠে শুদ্ধচিদ্ধাম্নি বিলাসা নির্ব্বিকারকাঃ।
আনন্দাব্ধি তরঙ্গাস্তে সদা দোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

শুদ্ধ চিদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠে যে সকল বিলাস আছে, সে সমুদায়ই সর্ব্বদোষরহিত আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ-বিশেষ। তাহাদিগের প্রতি বিকার শব্দ প্রযুক্ত হয় না।

যমৈশ্বর্য্যপরা জীবা নারায়ণং বদন্তি হি।
মাধুর্য্যরসসম্পন্নাঃ কৃষ্ণমেব ভজন্তি তং॥

কৃষ্ণ-নারায়ণে কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই। ঐশ্বর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে নারায়ণ বোধ হয়, মাধুর্য্যপর চক্ষে তাঁহাকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখা যায়। বাস্তবিক এ বিষয়ে আলোচ্যগত ভেদ নাই কেবল আলোচক ও আলোচনাগত ভেদ আছে।

রসভেদবশাদেকো দ্বিধা ভাতি স্বরূপতঃ।
অদ্বয়ঃ স পরঃ কৃষ্ণো বিলাসানন্দচন্দ্রমাঃ॥

বিলাসানন্দ চন্দ্রমা পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয় তত্ত্ব কেবল রসভেদে তাঁহার স্বরূপভেদ লক্ষ্য হয়।

আধেয়াধারভেদশ্চ দেহদেহিবিভিন্নতা।
ধর্ম্মধর্ম্মি পৃথগ্ভাবা ন সন্তি নিত্যবস্তুনি॥

স্বরূপের বাস্তবিক ভেদ নাই, কেননা নিত্যবস্তু ভগবানে আধেয়াধার ভেদ, দেহদেহির ভেদ ও ধর্ম্মধর্ম্মির ভেদ নাই। বদ্ধদশায় মানব শরীরে ঐ সকল ভেদ দেহাত্মাভিমান বশতঃ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বস্তু সকলে ঐ প্রকার ভেদ স্বাভাবিক।

বিশেষ এব ধর্ম্মোঽসৌ যতো ভেদঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্ভেদবশতঃ প্রীতিস্তরঙ্গরূপিণী সদা॥

বৈশেষিকেরা বলেন, যে একজাতীয় বস্তু হইতে অন্য জাতীয় বস্তু যদ্দ্বারা ভিন্ন হয় তাহার নাম বিশেষ। জলীয় পরমাণু বায়বীয় পরমাণু হইতে এবং বায়বীয় পরমাণু তৈজস পরমাণু হইতে উক্ত বিশেষ কর্ত্তৃক ভিন্ন হইয়া থাকে। বিশেষ পদার্থ অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদের শাস্ত্রের নাম বৈশেষিক বলিয়া প্রোক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক পণ্ডিতেরা জড় জগতের বিশেষ ধর্ম্মটীকে আবিষ্কার করিয়াছেন, চিজ্জগতের বিশেষের কোন অনুসন্ধান করেন নাই। জ্ঞানশাস্ত্রেও উক্ত বিশেষ ধর্ম্মের কিছু সন্ধান হয় নাই, তজ্জন্য জ্ঞানীগণ প্রায়ই আত্মার মোক্ষের সহিত ব্রহ্মনির্ব্বাণের সংযোজনা করিয়াছেন। সাত্বত মতে ঐ বিশেষ ধর্ম্ম কেবল জড়ে আছে এমত নয়, চিত্তত্ত্বে ঐ ধর্ম্মটী নিত্যরূপে অনুস্যূত আছে। তজ্জন্যই পরমাত্মা হইতে আত্মা, আত্মাগণ জড় জগৎ হইতে এবং আত্মারা পরস্পর ভিন্নরূপে অবস্থান করে। সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতে প্রীতি তরঙ্গরূপিণী হইয়া নানা ভাবান্বিতা হন।

(ক্রমশঃ)

ভক্তিলভ্য ভগবান্

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা-শাস্ত্রে বলিতেছেন—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥"

(গীঃ ৭।২৪)

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, অনুত্তম অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরম্ অর্থাৎ মায়াতীত ভাবম্ অর্থাৎ স্বরূপ-জন্ম-কর্ম্ম-লীলাদি না জানিয়া আমাকে মনে করে যে, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই ইদানীং মায়িক আকারে বসুদেব গৃহে বাসুদেব-কৃষ্ণরূপে জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহারাই এইরূপ মনে করেন যে,—শ্রীভগবান্ অব্যক্ত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, তিনি কার্য্য-বশতঃ ব্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনায় যতই না কেন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করুন, বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রদর্শী হইয়াও তাঁহারা ভগবৎকৃপাব্যতীত দুরধিগম্য ভগবত্তত্ত্ব-বোধে কখনই সমর্থ হইতে পারিবেন না। জগদ্গুরু ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন -

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

-- ভাঃ ১০।১৪।২৯

অর্থাৎ "হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণা, কণা মাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন, তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।"

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩৮

অর্থাৎ "হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যেসকল পণ্ডিতাভিমানি ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু (আমি জানি) আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে।"

ঐকান্তিকী ভক্তিব্যতীত দুরূহ ভগবত্তত্ত্বে কাহারও প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

—গীঃ ১১।৫৩-৫৪

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, "তুমি যে বিজ্ঞানসংকারে আমার নিত্য নরাকার ('মানুষং রূপং'—গীঃ ১১।৫১) দেবাদি দুর্লভ ('নরাকৃতি পরংব্রহ্ম') মূর্ত্তি দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান এবং ইজ্যা (যাগ) প্রভৃতি উপায় দ্বারা কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।"

একমাত্র অনন্যা (কেবলা বা ঐকান্তিকী) ভক্তি-দ্বারাই জীব এতাদৃশ রূপবিশিষ্ট আমাকে জানিতে, দেখিতে ও (আমার লীলায়) প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

ঐ শ্রীগীতায় অন্যত্রও (১৮।৫৫ শ্লোকে) বলিতেছেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

অর্থাৎ "আমি যৎস্বরূপ, যৎস্বভাব (অর্থাৎ যে স্বরূপ ও স্বভাববিশিষ্ট), তাহা নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে। আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলেই জীব আমাতে প্রবেশ করে। * * 'বিশতে মাং'—এই শব্দ প্রয়োগদ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশ-রূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ

মুক্তি হইলে পরম চিদ্রূপ আমার স্বরূপলাভকেই 'বিশতে মাং' শব্দদ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে 'বিশুদ্ধভগবৎপ্রেম' বলিলেও চলে।"

— ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রুতি বলিতেছেন—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে সেই ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করান সেই ভগবান্ ভক্তিবশ্য, ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে বহুল পরিমাণে গীত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়াও বলিতেছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।"

—ভাঃ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি।" উহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকেও বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব, মদীয় সাধনাত্মিকা প্রবলা বা কেবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা কিংবা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।"

ঐ ভক্তি আবার শুদ্ধভক্ত মহতের কৃপা-সাপেক্ষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"মহতের কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

— চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

এই ভক্তিগর্ভেই শ্রীভগবানের প্রকটলীলা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীভগ-বদাবির্ভাব-তাৎপর্য্য-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"যদি বল, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎপ্রকাশিকা মহাশক্তি স্বরূপিণী দেবকী দেবীর গর্ভে প্রাকৃত ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ কিপ্রকারে সমুচিত হইতে পারে? এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থিত হইতে পারে সত্য। ইহার মীমাংসা এই যে,—বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ প্রবিষ্ট হইয়াও যেমন অপ্রবিষ্ট, দেবকীতেও ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ সম্বন্ধে তদ্রূপই জানিতে হইবে। শ্রীভগবদ্ গীতায় (৯।৪-৫) শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—'অতীন্দ্রিয় স্বরূপ সর্ব্ব-কারণভূত আমার দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত। সুতরাং সর্ব্বকারণভূত পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ আমাতে চরাচর সর্ব্বভূত অবস্থিত কিন্তু আমি সেই সকল ভূতে অবস্থিত নহি। আবার আমার অঘটন-ঘটন-চাতুর্য্যপূর্ণ ঐশ্বর-যোগ দর্শন কর—আমি যে বলিলাম, আমাতেই সর্ব্ব ভূত অবস্থিত, ইহাতে বুঝিতে হইবে না যে আমার শুদ্ধস্বরূপে ঐ সকল ভূত অবস্থিত। আমার মায়াশক্তি-প্রভাবেই ঐসকল ভূত অবস্থিত। প্রাকৃত জীব-বুদ্ধিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য-সাধন সম্ভবপর হয় না। ইহাই আমার ঐশ্বর্য্যযোগ জানিবে। আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া ইহাই স্থির করিবে—আমাতে দেহ দেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত নিঃসঙ্গ।'

"আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।৮৯-৯০

সুতরাং দেবকীগর্ভেও ষড়্‌গর্ভ অসুর ঐপ্রকার নিঃসঙ্গভাবে অবস্থিত। কেবল জগতে ভক্তি-পারিপাট্য প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবানের ঐ সকল লীলার অবতারণা। তবে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তজনে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি অবস্থিতা, তদ্‌গর্ভে তদানুষঙ্গিক-ভাবে শব্দাদি ছয়টি বিষয় (মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়) ভোগস্পৃহা বিদ্যমান থাকে। ভক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যজন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে 'হায়, আমি এইসকল বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা দ্বারা সংসারান্ধ-কূপে পতিত হইব',—এইরূপ একটি ভয়ের উদয় হয়। ঐরূপ ভয়োদয়ে ঐসকল বিষয়-ভোগবাসনা কালক্রমে নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন ভগবদ্‌যশঃ-শ্রবণকীর্ত্তনপরি-চর্য্যাদিময়ী ভক্তি অতিপ্রবৃদ্ধা হয়। সেই প্রবৃদ্ধাভক্তিগর্ভে

রূপগুণমহাসমুদ্র ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন। ভক্তির ভগবৎপ্রকাশক শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্ব-হেতু ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করান। 'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' এই শ্রুতিবাক্যও তাহাই সমর্থন করিতেছেন। 'মন হইতে মরীচির আবির্ভাব' —এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টি পুত্রই—মনঃসহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ও কামাদি ছয়টি বিষয়ভোগস্পৃহার অবতারস্বরূপ। দেবকীর ভগবৎপ্রাদুর্ভাবকত্ব অর্থাৎ দেবকী হইতে ভগবান্ আবির্ভূত হন বলিয়া তাঁহার ভক্ত্যবতারত্ব অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী। 'ভয়াৎ কংসঃ' অর্থাৎ ভয় হইতে কংস—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে ভয়ময়ত্বহেতু কংসকে ভয়ের অবতার বলা হয়। ভক্তি-গর্ভগত ছয়টি বিষয়ের যেমন সংসার-ভয়ই নিবর্ত্তক, সেইরূপ দেবকীগর্ভগত ষড়্‌গর্ভাসুরের কংসই হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্ যশঃ পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়, দেবকীতেও তদ্রূপ ষড়্‌গর্ভনামক অসুর নিবৃত্ত অর্থাৎ বিনষ্ট হইবার পর ভগবদ্‌যশঃ কীর্ত্তনকারী—শ্রীভগবানের নিবাস-শয্যা-আসন ছত্রাদি সেবোপকরণরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব হয়। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহ-স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-হেতু প্রথমে দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পরে তাঁহার আসনাদিরূপ অংশ শেষকে কৃষ্ণসেবার্থ দেবকীগর্ভে রাখিয়া তিনি নিজ নিত্য মাতা রোহিণীগর্ভে প্রবেশ করেন। "কৃষ্ণের শেষতা (অর্থাৎ সেবকত্ব) পাইয়া শেষ নাম ধরে।" এই শ্রীবলদেবই সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিস্বরূপ সপ্তমগর্ভ। প্রেমভক্তির আবির্ভাবানন্তর যেরূপ ভগবৎসাক্ষাৎকার-স্বরূপ ভক্তির অষ্টমগর্ভ, সেইরূপ দেবকীর অষ্টমগর্ভ-স্বরূপই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।"

দেবকীর সহিত মা যশোদাও নন্দগোকুলে সমকালে শ্রীনন্দনন্দনকৃষ্ণ ও তদনুজা কন্যা যোগমায়া প্রসব করেন। বসুদেব বাসুদেবকৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিতে গেলে এই বাসুদেবকৃষ্ণই নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন। এজন্য কৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব নিত্য।

লীলাময় শ্রীভগবান্ জন্মরহিত হইয়াও জন্মলীলা প্রকট করেন। তিনি নিজমুখেই বলিতেছেন—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥"

—গীঃ ৪।৬

অর্থাৎ "জন্মরহিত হইয়াও, অবিনশ্বরস্বরূপ হইয়াও এবং সর্ব্বভূতের অর্থাৎ প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বকীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মভূতা মায়া অর্থাৎ যোগমায়াদ্বারা দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি (তির্য্যক্ অর্থাৎ মনুষ্যেতর পশু পক্ষী প্রভৃতি) লোকে আবির্ভূত হই।"

'স্বাং প্রকৃতিং' বলিতে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ অর্থ করিতেছেন—"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিত্যর্থঃ।"

শ্রীল রামানুজাচার্য্যচরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ।"

শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসং, মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। 'স ভগবতঃ কস্মিন্ স্ব মহিম্নি' ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ ব্যবহরামীতি।"

শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"অত্র স্বরূপ-স্বভাব-পর্য্যায়ঃ প্রকৃতি'শব্দঃ, স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায় আলম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি। স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"অত্র 'প্রকৃতি' শব্দেন স্বরূপমেবোচ্যতে। * * স্বরূপঞ্চ তস্য সচ্চিদানন্দ এব।"

সুতরাং 'স্বাং প্রকৃতিং' শব্দে সকলেই ভগবানের নিজ নিত্য স্বভাব বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

'আত্মমায়া' বলিতে আত্মভূতা যা মায়া অর্থাৎ যোগমায়া বুঝিতে হইবে। এই চিচ্ছক্তিবৃত্তি বা যোগমায়া-দ্বারাই শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বরূপের আবরণ ও প্রকাশন কর্ম্ম সম্পাদন করেন। ত্রিগুণময়ী অচিচ্ছক্তি তাঁহার

গুণাতীত অপ্রাকৃত স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকোমামজমব্যয়ম্॥
—গীঃ ৭।২৫

অর্থাৎ "আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যামসুন্দর স্বরূপ নিত্য; ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপে স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়া দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ় লোকগণ অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"

কিন্তু শ্রীভগবান্ যোগমায়া অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখব্যামোহকত্বযোগযুক্তা মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন পরিসর বা বিস্তার অর্থাৎ বিমুখ-বিমোহিনী হইলেও তিনি আবার উন্মুখ-মোহিনী ও তোষণীও বটে। ভগবৎ সেবোন্মুখের নিকট শ্রীভগবান্ তাঁহার যোগমায়াবরণ উন্মোচন করিয়া স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণানুরক্ত শুদ্ধভক্তের নিষ্কপট আর্ত্তিতে ভক্তবৎসল ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম বা লীলা অপ্রাকৃত। প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি অপ্রাকৃত বস্তু। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥—গীঃ ৪।৯

অর্থাৎ "অচিন্ত্য চিৎশক্তিদ্বারা যে দিব্য—অলৌকিক বা অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত মত তত্ত্ব-বিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় (মায়িক) জন্ম গ্রহণ করেন না, কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি-প্রকাশরূপ হ্লাদিনী শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হন।"

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

পূর্ব্বোক্ত গীতা ৭।২৪ শ্লোকোক্ত 'পরং ভাবং' শব্দে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অব্যয়ং নিত্যং বিশুদ্ধোর্জ্জিত-সত্ত্বমূর্ত্তিম্।"

অর্থাৎ আমার পরম স্বরূপ—নিত্য—বিশুদ্ধ উর্জ্জিত (অর্থাৎ তেজস্বী) সত্ত্বমূর্ত্তি।

ব্রহ্মাও স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"
—ভাঃ ১০।১৪।৩২

অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য!

কিন্তু জড়মায়ামোহমুগ্ধ জীবসকল তাঁহাকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া থাকে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
—গীঃ ৯।১১

অর্থাৎ মায়ামোহমুগ্ধ অবিবেকিগণ আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত তত্ত্বই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূতের মহান্ ঈশ্বর আমাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ইহাতে তাহারা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া চরম দুর্গতি লাভ করে। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অনাদর-হেতু তাহাদের সকল আশা, সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান নিষ্ফল হইয়া যায়। তাহারা বিবেকহীন হইয়া রাক্ষস ও অসুরের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। নানা কদর্য্য আচার-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া জগতে মনুষ্যসমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য হইয়া পড়ে। পরন্তু ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ পরমোৎকৃষ্ট দৈবস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া অনন্যচিত্তে নরাকৃতি পরংব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপ ভগবান্‌কেই সমস্ত ভূতের কারণ ও অনশ্বর স্বরূপ চরমতত্ত্বজ্ঞানে ভজনা করেন। তাঁহারা কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধি-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা আমার নামাদি কীর্ত্তন করেন, আমার স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হন, অপতিতভাবে একাদশী জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ও আমার নাম গ্রহণাদি নিয়মপালনকারী হন, আমাতে নমস্কার বিধান করেন এবং ভবিষ্যতে আমার নিত্য সংযোগের আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিযোগদ্বারা নিরন্তর আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। সুতরাং

আমি আমার এইসকল ভক্তের শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

কঠোপনিষদেও লিখিত আছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

অর্থাৎ "এই পরমাত্মাকে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা লাভ করা যায় না। ধারণাশক্তি বা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও (অর্থাৎ প্রাকৃত পাণ্ডিত্যাদি দ্বারা) লাভ করা যায় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ করেন, সেই ব্যক্তির নিকটই তিনি স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।"

এজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তের একমাত্র ঐকান্তিকী ভক্তিলভ্য।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

৫৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
সেক্টর ২০—বি
চণ্ডীগড়
২৯।৯।৭১

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার ঠিকানায় লিখিত পত্র আমি গত পরশ্ব এখানে পাইয়াছি।

শ্রীপাদ বন মহারাজের পাঠ কীর্ত্তন ও প্রচারে তোমাদের সকলের আনন্দ হইতেছে এবং শিলং এ ভাল প্রচার হইয়াছে জানিয়া সুখী ও উৎসাহিত হইলাম।

শ্রী * * দাস নিষ্কপট সেবক ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি। সে গৌহাটী মঠে থাকাতে আমরা সকলেই সুখী ও উৎসাহিত রহিয়াছি। সে শিক্ষিত ও দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন সেবক, তবে তাহার সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য-বোধ থাকায় এবং গভর্ণমেণ্টের ভাল স্থায়ী চাকুরী পাওয়ায় চাকুরীর জন্য তাহাকে বিভিন্ন স্থানে বাধ্য হইয়া যাইতে হইতে পারে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। সে একান্ত ভাবে মঠ সেবক হইতে পারিলে আমাদের অবশ্যই পরমানন্দ হইত সন্দেহ নাই। শ্রীভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাতেই আমাদের সন্তোষ লাভ করা উচিত। তোমরা তাহার সরল ব্যবহারে সুখী জানিয়া উল্লসিত হইলাম।

চঞ্চল বিষয়ে মনকে নিয়োজিত করিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না। সাধকগণ স্থির ও সুখময় শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে মনকে নিয়োজিত রাখিবার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারাই শ্রীভগবদ্ আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ হইতে তাঁহাতে চিত্ত দৃঢ় ভাবে লগ্ন হইবার সুযোগ হইয়া থাকে। বিবিধ কামনাই মনুষ্যকে চঞ্চল বা অশান্ত করিয়া থাকে। তজ্জন্য সাধকগণ ভগবদিতর কামনা বর্জ্জনের যত্ন করেন। শ্রীভগবৎ-সেবা কামই ইতর

কামনা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়। ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা ভক্ত ও শ্রীভগবানের প্রীতি অনুশীলনের যত্ন, ভক্তিশাস্ত্রাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন হইতে চিত্ত বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে আকৃষ্ট হইবার অধিক সুযোগ লাভ করে। অসদ্‌বস্তুর দুঃখপ্রদত্ব এবং সদ্বস্তুর সুখপ্রদত্ব স্বভাব যুগপৎ বোধের বিষয় হইলে অন্বয়ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন এবং ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণেতর বিষয় বর্জ্জনে দৃঢ়তা আসিবে। ত্যক্তগৃহ হইয়া ভজন সাধন করিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে পিতা-মাতা ও শরীর সম্বন্ধীয় কুটুম্বাদির সহিত পত্রাদি ব্যবহারও হিতকর নয়। পত্রাদি লিখিবার ইচ্ছা হইলে মঠসেবকগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পার।

হঠাৎ তীর্থ মহারাজ ও আমি বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া পর পর দুইটী Urgent Telegram পাইয়া বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে বিমানে যাত্রা করিয়া দিল্লী পৌঁছিয়া তথা হইতে প্রায় ১৭৫ মাইল পথ মঠাশ্রিত ভক্তের মোটরে অতিক্রম করতঃ ঐ দিনেই সন্ধ্যায় পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডী গোবিন্দগড়ে পৌঁছি।

নিয়মসেবাকালে বিশেষ আগ্রহের সহিত সাধন ভজন করিবে তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

৬০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা—২৬

স্নেহভাজনেষু,

শ্রী * * দাস, বহুদিন তোমার কোন পত্র পাই নাই। আশা করি তোমরা সকলেই ভজন কুশলে আছ।

তোমার উপর দায়িত্ব দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি। তুমি খুব সাবধানে চলিবে। যেন কোন দিক্ দিয়া কেহ তোমার ত্রুটি না ধরে। ত্যক্তগৃহের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত নিভৃতে আলোচনা বা তাহাদের গৃহে যাইয়া বেশী গল্পগুজব করা অত্যন্ত অশোভনীয় হইয়া থাকে। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা —এই তিনটি সাধকের পতনের কারণ হয়। কাহারও সামান্য দুর্ব্বলতা দেখা গেলে যাহাতে সে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য সাধুসঙ্গে বাস। একে অন্যকে সাহায্য করিবে এবং অন্যের সঙ্গাদিতেও সাধক সাবধান থাকে।

আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। পত্র লেখারও সময় পাই না।

হায়দ্রাবাদ হইতে পরে তথাকার সংবাদ জানাইব। তুমি সকলকে মানাইয়া লইয়া সাবধানে চলিবে। নিজের পরমার্থের আদর্শের দ্বারা অন্যকে আকর্ষণ করাই বুদ্ধিমত্তা। দুটি নূতন সেবক কে কে আছে এবং কাহার কি যোগ্যতা বিস্তৃত জানাইবে।

সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

প্রশ্ন-উত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্ত কয় প্রকার ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভক্ত চারি প্রকার—তামস-ভক্ত, রাজস ভক্ত, সাত্ত্বিক-ভক্ত ও নির্গুণ-ভক্ত বা শুদ্ধভক্ত। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব জননী শ্রীদেবহূতি দেবীকে বলিয়াছেন—

দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা করিয়া সন্ধান।
ক্রোধভাবে যেবা ভজে হৈয়া অজ্ঞান॥
তামস-ভকত তারে জানিব বিচারি।
বৈষ্ণব ছাড়িয়া আন কহিতে না পারি॥
ধন, পুত্র, সম্পদ্ বাঞ্ছিয়া ভজে হরি।
সে ভকত জানিহ রাজস অধিকারী॥
সর্ব্বকর্ম্মফল অর্পি' কেশবচরণে।
যে ভজয়ে, সে হয় সাত্ত্বিক ভক্তজনে॥
হৃদয়নিবাসী হরি গুণের সাগর।
শুনিয়া তাঁহার গুণ ভুবনমঙ্গল॥
মনোগতি যদি সদা তাঁর পদে ধায়।
গঙ্গা যেন দ্রুতবেগে সিন্ধুমুখে যায়॥
নির্গুণ ভকত তাঁরে বলি মহাশয়।
চারিভেদে কহিল ভকত-পরিচয়॥
সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-মুকতি।
দিলেহো না লয়, যাঁর নির্গুণ ভকতি॥
হেন ভক্তিযোগ মাতা কহিল তোমারে।
অবিদ্যা বিনাশি' যাহা কৃষ্ণ দিতে পারে॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন, পূজন, বন্দন।
স্তুতি-ভক্তি করিয়া ভজিব নারায়ণ॥
সর্ব্বভূতে বৈসে হরি করিব ভাবনা।
কোন লোকে বাক্য দ্বারা না দিব যন্ত্রণা॥
দেখিয়া বৈষ্ণব-মূর্ত্তি করিব সম্মান।
দীনহীন দেখিয়া করিব জ্ঞানদান॥
ভকত জনের সঙ্গে করিব মিতালী।
ভক্তিধর্ম্ম, ভক্তিকথা কহিব বিচারি॥
হরিনাম, হরিগুণ, হরিসংকীর্ত্তন।
থাকিব বৈষ্ণবজন-সঙ্গে অনুক্ষণ॥
কৃষ্ণকর্ম্ম নিরবধি করে সাবধানে।
ভক্তিযোগ হয় তাঁর, পায় নারায়ণে॥
এই ভক্তিযোগ মাতা কহিলু তোমারে।
শুদ্ধভক্তি হৈলে জীব হেলে ভব তরে॥

প্রঃ—নাস্তিকের পরিণাম কি ?

উঃ কেহ নাস্তিক হইলে তাহার জীবন যে কিরূপ দুঃখময় হইয়া উঠে তাহা বর্ণনাতীত। মৃত্যুর পর তাহার ভীষণ নরক ত হয়ই উপরন্তু নরকভোগান্তে এ জগতে আসিয়া সে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং গলিতকুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইয়া ভীষণ কষ্ট পায়।

ভগবানের আবেশাবতার পরমভক্ত শ্রীপৃথু মহারাজ ভারতসম্রাট ছিলেন। তাঁহার পিতা বেণরাজা মহা নাস্তিক ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিলেন। 'আমার রাজ্যে কেহ ধর্ম্ম করিতে পারিবে না'—এই কথা প্রচার করিলে দেশে অধর্ম্ম প্রবল হওয়ায় রাজ্যের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হয়। তখন হরিভক্তি-পরায়ণ পরমধার্ম্মিক মুনিগণ বেণ রাজার নিকট আসিয়া তাহাকে মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মুনিগণকে কুমতি-পরায়ণ, দুষ্ট ও রাজদ্রোহী প্রভৃতি বলিয়া ভৎসনা করিলে মুনিগণ দুঃখিত হইয়া অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করেন।

মৃত্যুর পর বেণ রাজা নরকে গমন করে এবং বহু বৎসর যাবৎ ভীষণ নরক-দুঃখ ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তৎপরে সে গলিতকুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। পরদুঃখদুঃখী শ্রীনারদমুনি বেণ রাজার এইরূপ ভীষণ দুঃখ দেখিয়া শ্রীপৃথু মহারাজকে এ সব বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলেন। শ্রীনারদের আদেশ ও উপদেশে শ্রীপৃথুরাজা তাহাকে নিজরাজ্যে আনাইয়া

কুরুক্ষেত্র-তীর্থে পৃথূদকে স্নানাদি করাইয়া তাহাকে সেই ভীষণ দুঃখ হইতে মুক্ত করেন। এই কথা বামনপুরাণে বর্ণিত আছে। এই প্রসঙ্গটী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ২।৭।৯ শ্লোকের টীকায় এইরূপ জানাইয়াছেন —দ্বিজানাং শাপবাক্যমেব বজ্রং তেন নিষ্প্লুষ্টং দগ্ধং পৌরুষং ভগমৈশ্বর্য্যঞ্চ যস্য তম্। শ্রীপৃথুরাজেন নারদাৎ স্বপিতুর্নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠী ম্লেচ্ছত্বপ্রাপ্তিং শ্রুত্বা তমানীয় পৃথূদকাখ্যে' কুরুক্ষেত্রতীর্থে স্নপনাদিনা তদপরিচ্ছেদ্যযাতনাভোগাদুদ্ধারেতি বামনপুরাণকথা জ্ঞেয়া।

প্রঃ—ভক্তগণ পুরশ্চরণ করেন কেন?

উঃ—শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৭।১১) বলেন—নিষ্কামানাং অনেনৈব সাক্ষাৎকারো ভবিষ্যতি।

পুরশ্চরণ করিলে নিষ্কাম ভক্তগণের শীঘ্রই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এইজন্যই ভক্তগণ মন্ত্রের পুরশ্চরণ করেন।

পুরঃ+চরণ=পুরশ্চরণ। চরণ—আচরণ। (শব্দসার)

পুরশ্চরণ—পুরঃ অর্থাৎ অগ্রে বা প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় যে চরণ (আচরণ বা অনুষ্ঠান), তাহাই পুরশ্চরণ।

এখন **প্রশ্ন**—পুরশ্চরণের যখন এত শক্তি বা ফল, তখন সকল ভক্ত পুরশ্চরণ করেন না কেন?

উঃ—পুরশ্চরণ বহুব্যয়-সাধ্যাদি বলিয়া সকলের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। এজন্য ভক্তগণ গুরুকে ঈশ্বর জানিয়া আদর ও প্রীতির সহিত যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। কারণ পুরশ্চরণ না করিয়াও কেবল গুরুসেবার দ্বারাই অনায়াসে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৭।২৪১-২৪২) বলেন—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥

ঐ **শ্রীসনাতনটীকা**—

কেবল-শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ।

প্রঃ—সংশয়াত্মা মানে কি?

উঃ—**শ্রীবিশ্বনাথটীকা** (গীতা ৪।৪০) বলেন—

শ্রদ্ধা আছে অথচ দুর্ব্বলতা বশতঃ তাই ত' আমি এত অযোগ্য সুতরাং আমার সিদ্ধি কি ক'রে হ'বে?—এইরূপ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিই সংশয়াত্মা বা সন্দিগ্ধচিত্ত। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত নিশ্চয়াত্মা ভক্তের এরূপ সন্দেহ বা দুর্ব্বলতা নাই।

সন্দেহ বশতঃ সংশয়াত্মার দৃঢ়তা না থাকায় তাহার সিদ্ধিতে দেরী হয়। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির সিদ্ধি শীঘ্রই হয়। এরূপ সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণ দৃঢ়চিত্ত ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ দৃঢ়চিত্ত ও নিশ্চয়াত্মা হন।

প্রঃ—ত্রিদণ্ডী কে?

উঃ জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন—যিনি কায়, মন ও বাক্য এই তিনটীকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী।

মনুসংহিতাও এই কথাই বলেন—

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কায়, মন ও বাক্যকে হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তিনিই প্রকৃত ত্রিদণ্ডী।

ত্রিদণ্ডীর লক্ষণ সম্বন্ধে সূতসংহিতা ও স্কন্দপুরাণ বলেন—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র হইয়া গায়ত্রী জপ করিবেন।

পদ্মপুরাণ বলেন—

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥

একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী, শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীত-ধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলুধারী বিদ্বান্ (ভক্তিমান্) ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ভগবান্‌কে লাভ করেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর* বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার তারণ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৩.৭-৯)

ব্রহ্মস্তুতি

(পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা পঞ্চতীর্থ)

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন-ঘনশ্যাম-বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীতবস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র। আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র বিষাণ, বেণু প্রভৃতিদ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল; আমি আপনার স্তব করিতেছি॥ ১॥

বিশ্বনাথ টীকাঃ—

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাব্ধৌ পতন্ বিধিঃ।
অস্তৌৎ প্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরশ্লোকং চতুর্দ্দশে॥
মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তর্বিনোদকৃৎ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপদাম্ভোজধ্যানমাত্রৈকসাহসম্।
বিধিস্তবাম্বুধেঃ পারং যিযাসতি মনো মম॥

নিখিলসচ্চিদানন্দ-স্বরূপমূলভূতং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনং সাক্ষাদনুভূয় তত্রৈবোদ্ভূতভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধির্বর্ণয়তি—নৌমীতি। হে ঈড্য, অধুনৈব দৃষ্টব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্ববস্তুতঃ বাসুদেব-সহস্রাংশিত্বেন পরম স্তব্য, তে তুভ্যং নৌমি স্তুত্যা ত্বামভিপ্রৈমি। পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা ত্বাং নৌমি। অভ্রতুল্যবপুষে তড়িদম্বরায়েতি ভূতলসন্তাপহারিত্বং ভক্তচাতকজীবনত্বঞ্চ। গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী অবতংসঃ পৌষ্পঃ চূড়াবর্ত্তী শ্রোত্রবর্ত্তী চ। পরিপিচ্ছম্ উৎকৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ত্তি তৈর্লসন্মুখং যস্তেতা-সাধারণ-লক্ষণবত্ত্বম্। বৈকুণ্ঠীয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোঽপি বৃন্দাবনীয়-গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষশ্চ। বন্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্র-পুষ্পময্যঃ স্রজো যস্তেতি নিশ্রেয়সবনস্থ-পারিজাতা-দীনাং নিকষঃ। কবলাদিভি র্লক্ষ্মভিরেব শ্রীঃ শোভা যস্তেতি গোপবালোচিতাচরণস্যৈব তদীয় সর্ব্বাচরণেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ্যম্। মৃদু অতিসুকুমারৌ পদৌ যস্তেতি তাভ্যাং বনভ্রমণদর্শিনাং কারুণ্যপ্রেমমূর্চ্ছোৎপাদকত্বং, পশুপাঙ্গজায়েতি শ্রীবসুদেবাদিভ্যোঽপি শ্রীমন্নন্দস্য সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্॥ ১॥

টীকার ব্যাখ্যা—দশম স্কন্ধে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা ভক্তি, জ্ঞান, মহাঐশ্বর্য্য ও মহামাধুর্য্যের সমুদ্রে পতিত হইয়া কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত স্তুতি করিয়াছেন এবং প্রশ্নোত্তর উক্ত হইয়াছে।

রত্নের পরিচয়হীন আমার রত্নের বাণিজ্য দর্শন করিয়া সাধুগণ উপহাস করিবেন, নিজের চিত্তবিনোদন-কারী আমি তাহাতে লজ্জা করি না।

শ্রীমদ্ গুরুপাদপদ্মের স্মরণমাত্রেই সাহসী আমার মন

* ভিক্ষু অর্থে সন্ন্যাসী

ব্রহ্মার স্তবসমুদ্রের পারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। সকল সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মূলভূত শ্রীগোপেন্দ্র (নন্দ)-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তাঁহারই প্রতি উৎপন্ন ভক্তিতে নিশ্চলচিত্ত ব্রহ্মা তাঁহাকেই বর্ণনা করিতেছেন—হে 'ঈড্য' সম্প্রতিই ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তু দর্শনকারী আমার সহস্র বাসুদেবের অংশিরূপে উৎকৃষ্ট স্তবের যোগ্য, আপনাকে স্তুতি করিতেছি। স্তুতিদ্বারা আপনাকে অভিপ্রায় করিতেছি (মনে করিতেছি)। পত্যে শেতে' 'পতিকে অভিপ্রায় করিয়া হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিতেছে'—এই প্রয়োগের মত ('তে নৌমি' এখানে চতুর্থীর অর্থ) 'এই স্তুতি আপনাকে দান করিতেছি' এই অর্থ। অথবা আপনাকেই পাইবার নিমিত্ত অথবা প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনাকে স্তুতি করিতেছি। 'অভ্রবপুষে' (যাঁহার বপুঃ শরীরঃ জলধরের মত) 'তড়িৎ-অম্বরায়' (যাঁহার অম্বর—বস্ত্র, তড়িৎ বিদ্যুতের মত পীতবর্ণ) এই দুইপদের দ্বারা ভূতলের সন্তাপহারিতা এবং ভক্তরূপ চাতকের জীবন (জলরূপত্ব) ধ্বনিত হইতেছে। 'গুঞ্জা' (কাঁইচ, কুঁচ) চূড়ায় বর্ত্তমান, 'অবতংস' পুষ্পনির্ম্মিত অলঙ্কার, চূড়ায় ও কর্ণে বর্ত্তমান। পরিপিচ্ছ' উৎকৃষ্ট বর্হ (ময়ূরের পাখা) চূড়ার অগ্রে বর্ত্তমান। সেই সকলের দ্বারা 'লসৎ' শোভমান মুখ যাঁহার, তাঁহাকে, ইহার দ্বারা তাঁহার অসাধারণ লক্ষণ এবং বৈকুণ্ঠের অমূল্য রত্নালঙ্কারসকল হইতে বৃন্দাবনের গুঞ্জা প্রভৃতির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। 'বন্য স্রজে' বন্য বৃন্দাবনেরই স্রজ্' পত্র পুষ্পময়ী মালা যাঁহার, তাঁহাকে। ইহার দ্বারা নন্দন-বনস্থিত পারিজাত প্রভৃতির নিকর্ষ। 'কবল ····শ্রিয়ে' কবল প্রভৃতি 'লক্ষ্ম' (চিহ্ন)-সকলের দ্বারা শ্রী' শোভা যাঁহার, তাঁহাকে। ইহার দ্বারা তাঁহার সকল আচরণ হইতে গোপবালকের উচিত আচরণের শ্রেষ্ঠতা। 'মৃদুপদে' 'মৃদু' অতি সুকুমার পদযুগল যাঁহার, তাঁহাকে। ইহার দ্বারা কৃষ্ণের বনভ্রমণ দর্শনকারিগণের কারুণ্য প্রেম ও মূর্চ্ছার উৎপাদকত্ব। 'পশুপ-অঙ্গজায়' (পশুপালকের পুত্র) ইহার দ্বারা শ্রীবসুদেব প্রভৃতি হইতেও শ্রীমান্ নন্দের সৌভাগ্যের আধিক্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৬)

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী

"শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা। পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা। সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ ॥ রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা। অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥"

—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা ১৪৭-১৫০

"গদাধর পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১।৪১

'গুরুদ্বয় ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বর, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—এই ছয় তত্ত্বরূপেই কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিলাস এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচারে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞায় কথিত।

কৃষ্ণলীলায় যিনি রাধিকা, গৌরলীলায় তিনি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। গৌরনারায়ণের শক্তি—লক্ষ্মীপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরকৃষ্ণের শক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব একবস্তু—নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ॥
—চৈঃ চঃ আ ৭ ৪-৫

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্বে বস্তুত্বে কিছু ভেদ নাই, পরন্তু রসাস্বাদনোদ্দেশে বিচিত্রলীলাময় তত্ত্বই 'ভক্তরূপ', 'ভক্তস্বরূপ', 'ভক্তাবতার', 'ভক্তশক্তি' ও 'শুদ্ধভক্ত' এই পঞ্চপ্রকারে বিবিধ ভেদবিশিষ্ট।

জয় জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের শরণ॥

" 'গদাধরের জীবন'—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শক্তিতত্ত্বের আকর বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও নীলাচল-লীলা উভয়ত্রই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাঁহার বাসস্থান ছিল, পরে নীলাচলে ক্ষেত্র সন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকূলে টোটায় বা উপবনাভ্যন্তরে বাস করেন। শুদ্ধ ভক্ত সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের মধুররস ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে কথিত হন। যাঁহারা মধুররসে ভগবদ্ভজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যেই শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হন। শ্রীনরহরি প্রমুখ শ্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত শ্রীগদাধরপণ্ডিতের অনুগত ছিলেন; তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীগদাধরের প্রিয় সেব্যজ্ঞানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'নিত্যানন্দের জীবন' এবং অপর কেহ তাঁহাকে 'গদাধরের জীবন' বলিয়া থাকেন।"

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে ১৪০৮ শকাব্দে বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে চট্টগ্রাম — বেলেটীগ্রামে (অধুনা বাংলাদেশ) শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আবির্ভূত হন। পিতা—শ্রীমাধব মিশ্র, মাতা—শ্রীরত্নাবতী দেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীবাণীনাথ। কাশ্যপগোত্র। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বেলেটীগ্রামে অবস্থান করার পর তিনি নবদ্বীপে আসেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। শৈশবকাল হইতেই শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর বিষয়-বিরক্তি দর্শন করিয়া শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ তাঁহার প্রতি পরম স্নেহসিক্ত হইয়া নিজরচিত 'কৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসলীলা আরম্ভ করিলে এমন কোনও পণ্ডিত ছিলেন না যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বিচার তর্ক করিতে ভয় পাইতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরের মত খণ্ডন করিয়া আবার পুনঃ তাহা স্থাপন করিতেন। শ্রীমুকুন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ যাঁহারা কৃষ্ণভক্তিরস পানেই আনন্দ লাভ করিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তর্কের ভয়ে তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে পলাইতেন। নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিমাইপণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। একদিন নিমাই পণ্ডিত গদাধর পণ্ডিতকে দেখিয়া মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর ন্যায়শাস্ত্র-মতে 'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি'ই মুক্তির লক্ষণ বলিলেন। নিমাই পণ্ডিত উক্ত বিচারকে খণ্ডন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন 'ইনি যদি কৃষ্ণভক্ত হইতেন ভাল হইত।'

গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শন করিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-বিকার সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়া সকলের নিকট বর্ণন করিলে ভক্তগণ পরমোল্লসিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট নিজস্বরূপ প্রকাশ করিবার মানসে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সকলকে আসিতে বলিলেন। এই কথা শুনিয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে যাইয়া সংগোপনে ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততা ও প্রেম বিকার প্রদর্শন করিলে উহা দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মূর্চ্ছিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন —'প্রভু বলে,—গদাধর! তুমি সে সুকৃতি। শিশু হইতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ় মতি॥ আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে। পাইনু অমূল্য নিধি, গেলা দৈব দোষে॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠিতেন, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করিতেন। একদিন গদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন—'তোমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ তোমার বক্ষে আছেন।' শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ বিদারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবৃত্ত করিলেন। উহা দেখিয়া পুত্র-স্নেহাতুরা শচীমাতা গদাধর পণ্ডিতকে সর্ব্বদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিবার জন্য বলিলেন।

একদিন মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ 'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি'র নাম লইয়া 'পুণ্ডরীকরে, বাপরে আমার' বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু পুণ্ডরীকের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং অবিলম্বে তিনি শ্রীমায়াপুরে আসিবেন বলিয়া জানাইলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়া নিজেকে গোপন রাখিবার জন্য পরম ভোগীর লীলা অভিনয় করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দদত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে ভালভাবে চিনিতেন। কৃষ্ণলীলায় যিনি বৃষভানুরাজ (রাধারাণীর পিতা), তিনি গৌরলীলায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। এজন্য একদিন মুকুন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার জন্য শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করিলে বিদ্যানিধিপ্রভু পরমোল্লাসে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। দিব্য খট্টার উপর দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় উপবিষ্ট বিদ্যানিধি প্রভুর চতুর্দ্দিকে আতরের গন্ধে আমোদিত কক্ষে তাম্বুল-চর্ব্বণাদি মহা-বিলাস ব্যাপার দেখিয়া আকুমার বিরক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর চিত্তে কিছু সংশয় উপস্থিত হইল। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের চিত্তে অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীমুকুন্দ দত্ত বিদ্যানিধি প্রভুর যথার্থ প্রেমময় স্বরূপ প্রকাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণমহিমাত্মক একটী শ্লোক উচ্চারণ করিলেন—"অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২।২৩

উক্ত শ্লোক শ্রবণমাত্রই শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অলৌকিক অষ্টসাত্ত্বিক বিকার সমূহ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পরিদৃষ্ট হইল। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তদ্দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং নিজকৃত অপরাধের জন্য খুবই অনুতপ্ত হইলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু নিজ অপরাধ ক্ষালনের জন্য শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর চির-সঙ্গী ছিলেন—জগাই-মাধাই উদ্ধারের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত জলক্রীড়া, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজলীলাভিনয়, শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ, কাজি উদ্ধার, সন্ন্যাসলীলা, নীলাচল গমন, গুণ্ডিচামন্দির-মার্জন পুরীতে শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি প্রভৃতি সর্ব্বলীলায় তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন, সেই সময়ে প্রথম প্রহরে শ্রীহরিদাস কোটালবেষ শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের বেষ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু রুক্মিণীর বেষ ধারণ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর রমাবেষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধরের রমাবেষে নৃত্য দর্শনে সকলে প্রেমোন্মত্ত হইলেন। সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন — "গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার"। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদ্যাশক্তিবেষ ধারণ করতঃ জগজ্জননীভাবে ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করিলেন এবং ভক্তগণও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তি স্বরূপের স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তমধামে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে টোটাগোপীনাথের সেবা প্রদান করতঃ যমেশ্বরটোটায় (অর্থাৎ যমেশ্বর উপবনে) তাঁহার বাসস্থান নির্ণয় করিয়া দিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নীলাচলে শুভাগমন-সংবাদ পাইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে টোটাগোপীনাথের প্রসাদ সেবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করতঃ গৌড়দেশ হইতে আনীত সূক্ষ্ম চাল শ্রীগোপীনাথের ভোগ রন্ধনের জন্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে দিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী উক্ত চাল ও যমেশ্বর টোটার অর্থাৎ উপবনের শাক-সব্জীর দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলেন। যখন শ্রীগদাধর পণ্ডিত টোটাগোপীনাথকে ভোগ দিতেছেন, সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী পরমোল্লসিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী তিন জনেই পরমানন্দে প্রসাদ সেবা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে শ্রীরামানন্দ রায় ও শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নানাভাবে বাধা দিতে লাগিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহধর্ম্মিনীগণ সহ তৃতীয় বৎসর চাতুর্ম্মাস্যকালে পুরুষোত্তমধামে আসিলেন। গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও রথযাত্রার পর ভক্তগণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কুলীনগ্রামীর ভক্তগণ বৈষ্ণবলক্ষণ জানিতে চাহিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের লক্ষণ বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবার অত্যন্ত দৃঢ়তা প্রকাশ করিলে ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে বিজয়াদশমীদিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গমনপথে অনেক প্রকার সাহায্য করিলেন। চিত্রোৎপল নদী পার হইলে রায় রামানন্দ, মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে 'ক্ষেত্র সন্ন্যাস' ব্রত ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মহাপ্রভুকে বলিলেন —'যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল। ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥' শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনঃ গোপীনাথের সেবা ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনেতেই কোটী গোপীনাথের সেবা হইবে। 'গোপীনাথের সেবা ছাড়িলে দোষ হইবে' শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কথা বলিলে গদাধর পণ্ডিত বলিলেন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও সেবাত্যাগের সমস্ত দোষের ভাগ তাঁহার, তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইয়া মহাপ্রভুকে কষ্ট দিবেন না, একাকী যাইবেন শচীমাতাকে দেখিতে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-প্রীতি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ব্যতীত কেহই বুঝিতে সমর্থ নহেন। অনুরাগমার্গের প্রেম সহজ-বোধগম্য নহে। মহাপ্রভুর জন্য নিজের প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণসেবা সব ছাড়িতে প্রস্তুত। কটকে পৌঁছিয়া মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমার যে উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞা ও সেবা ছাড়িবে তাহা তোমার সিদ্ধ হইল। আমার সঙ্গে চলিলে তোমার সুখ হয়, কিন্তু তুমি আমার সুখ চাও, কি তোমার সুখ চাও? তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, তাতে আমার দুঃখ। যদি আমার সুখ চাও তাহলে নীলাচলে ফিরিয়া যাও, আর কোনও কিছু কথা যদি বল আমার শপথ।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই কথা শুনিয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে সুস্থ করিয়া নীলাচলে লইয়া আসিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলায় রুক্মিনী দেবী দক্ষিণ-স্বভাববশতঃ যেমন শ্রীকৃষ্ণের রহস্যালাপ বুঝিতে পারিতেন না, ভীত হইতেন, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর রহস্যালাপ ও কৃত্রিম ঔদাসীন্য বুঝিতে না পারিয়া সন্ত্রস্ত হইতেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী সরল ও স্নিগ্ধ স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন। এক সময় শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিলে শ্রীবল্লভভট্টের সহিত মহাপ্রভুর অনেক পরিহাস হয়। শ্রীবল্লভভট্টের পাণ্ডিত্য অভিমান দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি উপেক্ষা ভাব প্রকাশ করতঃ তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের দোষ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সমাদৃত না হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লভভট্টের সহিত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর যোগাযোগ পছন্দ না করায় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর

প্রতি ঔদাসীন্য ভাব প্রকাশ করিলেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন এইরূপ আশঙ্কা যুক্ত হইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন—

"আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাই গৌরাঙ্গ' বলি যাঁরে লোকে গায়॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।১৫৭-১৬০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী মাত্র ১১ মাস প্রকট ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর যে নিদারুণ অবস্থা হইয়াছিল, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যকে মাত্র দর্শন দিবার জন্যই তিনি জীবনধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

"শ্রীগৌরসুন্দর বলি মুদয়ে নয়ন।
ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান॥
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর।
যেরূপ হইল তাহা প্রভু অগোচর॥
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে।
আছয়ে জীবন মাত্র নিশ্চল শরীরে॥"

— ভক্তিরত্নাকর ৩।১৪২-১৪৪

১৪৫৬ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠী অমাবস্যা তিথিতে পুরীধামে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অপ্রকট হন।

শ্রীবিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা মহোদয়-মহোদয়াগণকে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভ বিজয়াদশমীর যথাযোগ্য অভিবাদন, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ১৫শ বিলাসের শেষে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্ম-কথিত নিয়মানুসারে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ঐ বিজয়োৎসব-বিধি লিখিত হইয়াছে।

"সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেঽস্মিন্ শমীতলাৎ॥"

অর্থাৎ আমি সীতাকে দেখিয়াছি — শ্রীহনুমানের এই বাক্য শ্রবণে ঐ দিবস শ্রীরামচন্দ্র বানরগণসহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষমূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ঐ দিবস অর্থাৎ আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষীয়া দশমী তিথিতে সর্ব্বাভরণভূষিত, অসিতূণধনুর্ব্বাণধারী রক্ষঃকুল-হন্তা রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে রাজোপচারে অর্চ্চনা করিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইতে হয়। তথায়—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্রী অর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব রামপূজিতে॥"

[অর্থাৎ "শমী পাপ হরণ করেন, শমী লোহিত কণ্টকে পরিপূর্ণা, শমী অর্জ্জুন বাণের ধরিত্রী ও শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যাত্রা করিব। তুমি আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্ন কর্ত্রী হও।"]

—এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করতঃ শমীতলস্থ মৃত্তিকা আতপতণ্ডুলসহ লইয়া গীতবাদ্য সহকারে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ গৃহে লইয়া যাইতে হয়। এই

সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীত্যর্থ কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ লোহিতমুখ বানরাদি চেষ্টা অনুকরণ করিবেন। পরে 'রামরাজ্য' 'রামরাজ্য' এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমা গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় সিংহাসনে স্থাপন করিবেন এবং আরাত্রিক বিধান করতঃ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া বৈষ্ণবরন্দসহ মহাপ্রসাদ সেবা করিবেন—ইহাই শ্রীরামচন্দ্রের সুপ্রাচীন বিজয়াদশমীকৃত্য বা বিজয়োৎসব। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও নীলাচলে বিজয়াদশমী তিথিতে ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমদ্ভাবে লীলাভিনয় করিয়াছেন—

"বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কাগড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী' মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' করে বারবার॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩২-৩৭

অধুনা বঙ্গদেশে এই প্রাচীন বিজয়োৎসবটি শারদীয়া দেবীপূজার অঙ্গরূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়াছি—বঙ্গদেশে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এই দুর্গোৎসব বঙ্গদেশে প্রচার করেন। তিনি সম্রাট্ আকবরের সময় বাংলার সুবেদার ও দেওয়ান ছিলেন। তৎফলে তিনি বহু ধনসম্পত্তি ও 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার পর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা রূপে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। একসময়ে তিনি দেশের সমস্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদনার্থ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। তৎকালে নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুর গ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর রাজাদের পুরোহিত ছিলেন। ঐ বংশোদ্ভূত রমেশ শাস্ত্রী নামক বাংলা ও বিহারের মধ্যে জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যবস্থা দিলেন—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ—এই চারিটি মহাযজ্ঞ বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে অশ্বমেধ ও গোমেধ কলিতে নিষিদ্ধ। রাজসূয় ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সার্ব্বভৌম রাজারাই অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ এই সকল যজ্ঞ ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় নহে, উহা ক্ষত্রিয় রাজগণের জন্যই প্রসিদ্ধ। তবে সত্যযুগে দ্বিতীয় স্বারোচিত মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র চৈত্র বংশোদ্ভূত মহারাজ সুরথ, দেবীর আরাধনা করিয়া চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ সকল যুগে সকলজাতীয় লোকই অনুষ্ঠান করিতে পারেন। ইহাতেই সকল যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। সুতরাং মহারাজ এই শারদীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। সমগ্র পণ্ডিত-সমাজ ইহা অনুমোদন করিলে রাজা কংসনারায়ণ তৎকালীন্ সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে বঙ্গদেশে এই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ব্যতীত দুর্গোৎসব বিবরণ অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আধুনিক দুর্গোৎসব সেই পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর বিধানানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আসামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম)ঃ—আসামের ভক্তবৃন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দসহ কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ বিগত ২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্নে আসামের কামরূপজেলান্তর্গত সরভোগ ষ্টেশনে

শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বৰ্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় দাস ব্রহ্মচারী। সরভোগ রেল ষ্টেশন হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। উক্ত দিবস "রাস্তা রোকো" আন্দোলন হওয়ায় যানবাহনের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সকলকেই পদব্রজে যাইতে হয়। গৃহস্থভক্তগণ সাধুগণের বিছানাপত্রাদি নিজেরা বহন করিয়া চলিতে থাকেন। পথিমধ্যে মঠের কতিপয় ভক্ত সংকীর্ত্তনসহ যোগদান করেন। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইলেও ইন্দ্রদেবতার সৌজন্যে পথে বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু মঠে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর বর্ষা আরম্ভ হয়। আসামের লোকজন বৃষ্টিতে অভ্যস্ত বলিয়া বর্ষার মধ্যেও তাঁহারা উৎসবে ও ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন।

১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রির সভায় **শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন**—"বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থান সরভোগ। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ তাঁহারই স্থাপিত। শ্রীল প্রভুপাদের তথায় শুভপদার্পণের পূর্ব্বে তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে তৎকৃপাভিষিক্ত অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ অগ্রিম ব্যবস্থার জন্য তথায় উপনীত হইয়া দেখেন, সাধুগণ আসিবেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ও সেবার কোনও প্রকার ব্যবস্থাই নাই। যাঁহার উপর উক্ত সেবাকার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, তিনি কিছুই করেন নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তদাশ্রিত বিশিষ্ট পার্ষদগণও আসিবেন। শ্রীল গুরুদেব অত্যল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত কএকটী অস্থায়ী চালাঘর নির্ম্মাণ করাইলেন, কিন্তু সময়াভাববশতঃ বৈষ্ণবসেবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না; খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন! সরভোগ ষ্টেশনে শ্রীল প্রভুপাদকে বিপুল সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত শ্রীল প্রভুপাদ সরভোগ মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। মঠে পৌঁছিয়া শ্রীল গুরুদেব ভাণ্ডারে পর্ব্বতপ্রমাণ চাল, ডাল, তরি-তরকারী সব ভর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, শ্রীল প্রভুপাদের অলৌকিক প্রভাব অনুভব করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান্ নিজে বহন করেন, ইহাও প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির বিষয় হইল।

সরভোগ হইতে ১০, ২০ ৫০, ৬০ মাইল দূর—বহু দূর দূর স্থান হইতেও চাল ডাল, তরি তরকারি আদি সেবোপকরণ বাঁকের সাহায্যে স্কন্ধে বহন করিয়া পদব্রজে তদ্দেশবাসী ব্যক্তিগণ মঠে আসিয়া উপনীত হইতেছেন সাধু মহাপুরুষ দর্শনের জন্য। সাধুসেবার জন্য তাঁহাদের আনীত দ্রব্যের দ্বারা ভাণ্ডার ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ তদ্দেশবাসীর সাধুদর্শনের ও সাধুসেবার আর্ত্তি দর্শন করিয়া অতীব প্রসন্ন হইলেন। তিনিই আসাম কৃষ্ণভক্তি প্রচারের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া পরবর্ত্তিকালে পরমারাধ্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেবকে আসামে প্রচারের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশহেতু আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রচার জীবনের প্রথম দিকের অধিকাংশ সময় আসামের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন এবং আসামের সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার আরম্ভ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রথম দিকের শ্রীচরণাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ প্রায় সবই আসাম দেশবাসী। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থান। উক্ত পবিত্র স্মৃতির উদ্দীপনাহেতু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব উক্ত মঠেই প্রতি বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা বাসরে 'শ্রীব্যাসপূজা'-উৎসব সম্পন্ন করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার প্রকটকালেই তেজপুর গৌহাটী ও গোয়ালপাড়ায় তিনটী বড় মঠ স্থাপিত হয়।

গত তিন বৎসর যাবৎ দৈব-প্রতিকূলতাবশতঃ আসাম প্রচারকার্য্যে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। দুইবার টিকেট রিজার্ভ করিয়া দুইবারই আমাকে টিকেট ফেরৎ

দিতে হইয়াছে। ইহাতে ভক্তগণ খুবই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় বারও 'রাস্তা রোকো'-রূপ বাধা সৃষ্টি হইলেও শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয়। বহুদিন বাদে ভূতভাবন প্রভু, গোপাল প্রভু, অচ্যুতানন্দ প্রভু, হরিদাস প্রভু (হরেকৃষ্ণ প্রভু), উপনন্দ প্রভু প্রভৃতি পুরাতন ভক্তগণকে দেখিলাম, তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া পরম্ সুখ লাভ করিলাম। আসামের পরিস্থিতি শান্ত ও প্রচারানুকূল হইলে পুনরায় তাঁহাদের সঙ্গে আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচার-পর্য্যটনে থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। আসামের ভক্তগণের উপর শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ আছে, সুতরাং তাঁহাদের উদ্বেগের বা চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন হলে গত ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বড়পেটা রোডস্থ আসাম প্রজেক্ট টাইগারের (Assam Project Tiger) এর ফিল্ড ডিরেক্টর শ্রীসঞ্জয়দেব রায় এবং সরভোগের পূর্ত্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীতরুণ চন্দ্র ডেকা যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। সরভোগ পি-জি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীদীনেশ বৈশ্য দ্বিতীয় দিনের সভায় বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণের পরে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ হরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস) ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী শ্রোতাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমঠে অবস্থিতিকালে বহু ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রত্যহ দুইবেলাই মহোৎসব চলিতে থাকে।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত রুণীখাতার সতীর্থ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর বহু অর্থ ব্যয়ে আনীত মিনিবাসে আমরা ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রাতে সরভোগ মঠ হইতে রুণীখাতা যাত্রা করিলেও মাঝপথে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, কারণ কএকদিন প্রবল বর্ষার বন্যায় রেলপথের ও বাস চলাচল পথের বহু সেতু নষ্ট হয়, রাস্তাঘাট ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হয়, আসামের যোগাযোগ পথ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ভক্তগণের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা ছিল শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠেই সম্পন্ন হয়। উহা মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছা বুঝিয়া ভক্তগণ পরমোৎসাহে ১৪ই সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠেই বিরাটাকারে সুসম্পন্ন করেন। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীরাধারাণীর মহিমাসূচক স্তবপাঠ ও কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে শুভাবির্ভাব-কালে মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে মহোৎসবে বহু শত ভক্ত মহাপ্রসাদ সেবা করেন। রাত্রির বিশেষ সভায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীরাধাতত্ত্ব আলোচনা ও স্মরণমুখে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমতী রাধারাণীর মহাভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং রাধাষ্টমী উৎসবের দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রন্ধনসেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শ্রীপ্রেমময় প্রভু গ্রহণ করায় উহাও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় এবং শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরমোহন দাস ও শ্রীশ্যামসুন্দর দাসের সেবা-প্রচেষ্টায় দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আসাম সরকার বহু বালির বস্তা ফেলিয়া রাস্তার অনেক স্থানে তাৎকালিকভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছে সংবাদ পাইয়া আমরা পুনঃ মিনিবাসে ১৫ই সেপ্টেম্বর সরভোগ হইতে রুণীখাতা যাত্রা করি। আমরা প্রথমে নিউ বঙ্গাইগাঁও পরে কাশীকোটরায় পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম রুণীখাতায় যাওয়ার রাস্তার বড় সেতুটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসাম সরকার বহু লোকজন নিয়োগ করিয়া সেতুর পার্শ্বে অস্থায়ীভাবে রাস্তা তৈরীর চেষ্টা করিতেছে, উহা সম্পূর্ণ করিতে অন্ততঃ ৭।৮ দিন

সময় লাগিবে। আমরা যে রাস্তা দিয়া আসিলাম তাহাও বন্যায় এমনভাবে নষ্ট হইয়াছে যে, যেকোনও মুহূর্ত্তে বাস ট্রাক উল্টাইতে ও দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। আমরা কাশীকোটরা হইয়া রুণীখাতা যাইতেছি সংবাদ পাইয়া কাশীকোটরার ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই প্রসাদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও রুণীখাতাতেও প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু রুণীখাতায় কবে কোন্ সময় পৌঁছিব তাহার কোনও নিশ্চয়তা না থাকায় কাশীকোটরার ভক্তবৃন্দের ইচ্ছায় ক্ষুদিরাম প্রভুর গৃহে ভক্তবৃন্দ মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা করেন। রুণীখাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব হইবে বুঝিয়া ক্ষুদিরাম প্রভু ভক্তগণের বিশ্রামের ব্যবস্থাও করিয়া দেন। শ্রীমৎ রাধামোহন প্রভু যে কোনও প্রকারে আমাদিগকে রুণীখাতায় লইয়া যাইবেনই এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করায় বৃদ্ধ শরীর লইয়া খুবই ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, পরে অনেক চেষ্টার পর তিনি ৪টী ঠেলা ও একটী জীপ লইয়া আসেন। আমরা পদব্রজে মালপত্র সহ সেতুর ওপারে যাইয়া জীপ ও ঠেলা গাড়ীর সাহায্যে তথা হইতে যাত্রা করতঃ ১০ মাইল দূরবর্ত্তী রুণীখাতায় আসিয়া পৌঁছি।

রুণীখাতা, কোক্‌রাঝাড় (আসাম) ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ রুণীখাতায় শ্রীরাধামোহন প্রভুর বাড়ীর সন্নিকটে পৌঁছিলে রাধামোহন প্রভু তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ, তাঁহাদের পরিজনবর্গ ও স্থানীয় নরনারীগণ শঙ্খধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনেক দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তি হওয়ায় রাধামোহন প্রভুর বাড়ীর সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। রাধামোহনদাস প্রভুর গৃহে শ্রীরাধামোহন ও গোপালের নিত্য সেবা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীরাধামোহনের মন্দির ও তৎসম্মুখে জগমোহন আছে। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে টিনের দ্বারা আচ্ছাদিত সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। আসামে যে কয়দিন অবস্থিতি হইয়াছিল, প্রত্যহই বিরামহীনভাবে বর্ষা চলিতেছিল—কখনও আস্তে, কখনও জোরে, কখনও ঝির্‌ঝিরে, অবশ্য মাঝে মাঝে সূর্য্যের আলো দেখা গিয়াছিল। তথাপি বর্ষার মধ্যেই দুইবেলা মহোৎসবে কএক শত নরনারী প্রসাদ পাইয়াছেন এবং সভাতেও প্রচুর নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। কোক্‌রাঝাড় জেলায় আসামের বোরোজাতিগণের অধিক সংখ্যায় বাস। উহা ভূটানের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ভূটানের নোট আদির প্রচলনও দেখিলাম। ভূটানের ১ টাকার নোট আমাদের দেশের ২০ টাকা নোটের মত বড়, দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

বঙ্গাইগাঁও শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ রুণীখাতার ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য আহূত হইয়া পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ দীর্ঘসময়ব্যাপী অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন করেন শ্রীউপনন্দ দাসাধিকারী শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী। ১৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রির সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন স্থানীয় ফুলবাং স্কুলের অধ্যাপক শ্রীকমল শর্ম্মা। শ্রীমঠের আচার্য্য ও স্বামীজীগণের ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। সরভোগ, কাশীকোটরা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ রুণীখাতার ধর্ম্মসম্মেলনে ও মহোৎসবে বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর আমাদিগকে রেলষ্টেশনে পৌঁছাইবার কোনওপ্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা সম্ভব না হওয়ায় সেই দিনও রুণীখাতায় আমাদের অবস্থিতি হয় এবং সেই দিনও রাত্রিতে বিশেষ সভার আয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রুণীখাতা পল্লীর রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ উল্লাস ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ মহোদয় রুণীখাতার

প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি। তিনি সম্প্রতি অধিক রক্তচাপহেতু গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িলে যে কোনও মুহূর্ত্তে নশ্বর শরীরের পতন ঘটিতে পারে আশঙ্কায় হরিনাম ও মন্ত্র গ্রহণে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় সুমঙ্গল প্রভু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে রুণীখাতায় শুভপদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে রুণীখাতার প্রচার প্রোগ্রাম স্থির হয়। ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ ও তাঁহার এবং শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী প্রভুর জ্ঞাতিবর্গ প্রায় ১৭।১৮ মূর্ত্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ মহোদয় শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহারা সকলেই সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। প্রত্যহ দুইবেলা উৎসবে রন্ধনাদি সেবায় যাঁহারা বিশেষভাবে যত্ন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী।

শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর বিশেষ ইচ্ছায় ও ব্যবস্থাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন পূর্ব্বাহ্নে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীচিন্তাহরণ রায়ের বাসভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুযায়ী গোয়ালপাড়া মঠে ১৬ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থিতির প্রোগ্রাম ছিল। দৈববশতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত ও রুণীখাতায় উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ায় এবং কলিকাতায় পৌঁছান অত্যাবশ্যক থাকায় গোয়ালপাড়া মঠের প্রোগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত বাতিল করিতে হইল। শ্রীনন্দসুতদাসের মারফৎ প্রেরিত শ্রীপাদ গিরি মহারাজের কৃপালিপিতে গোয়ালপাড়া মঠে শতাধিক ভক্তের আগমন ও তাঁহাদের হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন। তিনি শ্রীভগবানদাস প্রভুকে পত্র দিয়া প্রেরণ করেন গোয়ালপাড়ার ভক্তগণকে প্রবোধ দিবার জন্য। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণকে এই বলিয়া আশ্বাস দিতে বলেন তিনি কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসবের পর আগামী বৎসরের জানুয়ারী মাসে বরাবর গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিবেন এবং কিছু দীর্ঘ দিন তথায় অবস্থান করিবেন।

বিরহ-সংবাদ

স্বধামে শ্রীল মুকুন্দদাস বাবাজী মহাশয়

বিগত ৮ মধুসূদন (৪৯৭ গৌরাব্দ), ২১ বৈশাখ (১৩৯০), ৫ মে (১৯৮৩) বৃহস্পতিবার (শ্রীশ্রীল অভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজার পর দিবস) রাত্রি ৩টার সময় (কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রি ৮।৩৪ পর্য্যন্ত) কৃষ্ণনবমী তিথিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীল মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠে মঠসেবক বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরদিবস ২২শে বৈশাখ শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত সংস্কারদীপিকা বিধানানুযায়ী উক্ত শ্রীমঠের একটি পবিত্র স্থানে তাঁহার সম্পূর্ণ শ্রীঅঙ্গ কীর্ত্তনমুখে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৯০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। শ্রীমঠের কৃষিশিল্প সেবায় তাঁহার প্রচুর উৎসাহ ছিল। তজ্জন্য তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। অতি সরল নামপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন তিনি। দীর্ঘকাল শ্রীধামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার মহদাদর্শ প্রদর্শন সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলেই সদ্গুরুপাদাশ্রয় ভগবদ্ভজনের সৌভাগ্য লাভ হয়।

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.৯০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১২.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, ৫.০০
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন : ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২(অঃ প্রঃ) ফোন : ৪৬০০১

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন : ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১(আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১(উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১(ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ১২ কেশব, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ২ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীমহাযোগপীঠ শ্রীধামমায়াপুর
সময়—অপরাহ্ণ, রবিবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩২

আজ বত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ-ধামসেবা কার্য্যের লীলা অভিনয় করিয়া তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা তাদৃশ সেবা-কার্য্যের বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মহতের আচরণ অনুসরণ করাকে আমাদের 'সৌভাগ্য' বলিয়াই মনে করিতেছি। ঠাকুর ভক্তি বিনোদ শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা ও শ্রীধামসেবা সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সেবার প্রতিকূলে কোন বিচার হইতে পারে, এমন কোন কথা নাই। আমরা তাঁহার সেবার অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেই বাসনা করি; —আমরা নিতান্ত অযোগ্য হইলেও হৃদয়ে বিপুল বাসনা পোষণ করি।

পূর্ব্বে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম যে, যদি আমরা শ্রীধামে অবস্থিত হইয়া শ্রীধামের ভজন করি, শ্রীধামোৎপন্ন বস্তুর দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন ভক্তির অনুকূল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হয়। 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে'—হরিসেবা-চেষ্টা-বিহীনস্থলে বিলাস-বৈভবে মত্ত না হইয়া যদি শ্রীধামে বাস করি, নিরন্তর শ্রীনাম মুখে উচ্চারণ করি, হরিভজন করি, তাহা হইলে অচিরেই শ্রীগৌর ও গৌর-জনের কৃপা লাভ করিতে পারিব। শ্রীগুরুদেবের এইসকল উপদেশ তখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই; মনে করিয়াছিলাম—শ্রীধামে বাস বা শ্রীধামোৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করিলে শ্রীধামে ভোগ্যবুদ্ধি উপস্থিত হইবে; ভাবিয়াছিলাম,—শ্রীধামকে ভোগবুদ্ধি করিয়া কিপ্রকারে ভজনে পারদর্শিতা লাভ করিব? মনে করিয়াছিলাম,—শ্রীধামের সেবা প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি করিতে গিয়া বিষয়ীর ন্যায় বিষয়কার্য্যেই লিপ্ত হইয়া পড়িব। বর্ত্তমান-সময়ে সেবার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও যাহাকে 'মায়ার ব্রহ্মাণ্ড' বলে, সেই কলিকাতা-নগরীতে শ্রীধামের সেবা-বুদ্ধিতেই সেইস্থানে যাইবার বুদ্ধি করিয়াছিলাম। এই অপবিত্র শরীর লইয়া শ্রীধামের রজে গড়াগড়ি দিবার যোগ্যতা হইল না! আবার, কিরূপে শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ ও শ্রীধাম হইতে অন্যত্র গমন করিলাম, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না! শ্রীধামের সেবা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় অন্যত্র উপস্থিত

হইলাম। বিলাস-বৈভবে মত্ত হইবার জন্য বা বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার অযোগ্য সেবককে অন্যত্র আনয়ন করেন নাই,—ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। শ্রীধামের কিরণ-প্রতিভাত কিরণোদ্ভাসিত জ্ঞানেই আমি অন্যত্র বাস করি। যাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে আমাকে কৃপা করেন, তাঁহারা শ্রীধামের কথা, বিষ্ণু-তীর্থের কথা, চিন্ময় ভগবদ্ধামের কথা যে-স্থানে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করেন— আলোচনা করেন, সেইসকল স্থানকে আমি শ্রীধাম ছাড়া আর অন্য কিছু বোধ করিতে পারি না। সেইসকল স্থান গৌড়মণ্ডলেরই অন্তর্গত, শ্রীধাম নবদ্বীপেরই চিদ্বিলাস ক্ষেত্র।

সাত্বত-তন্ত্র-বাক্য যথা—

"একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

সেই ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী, সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদশায়ীও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা কারণোদশায়ি-বিষ্ণুর অভিজ্ঞান এবং তাঁহাদের আধার ভূমিকা যাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারা যে-যে-স্থানে গমন করেন সেই-সেই স্থানই শ্রীধাম ও শ্রীপাট। কিন্তু আমি নিতান্ত সেবা বিমুখ, তাই বঞ্চিত হইয়াছি!—আমি মায়ার ব্রহ্মাণ্ডের কলিকাতা-মহানগরীতে আছি! আবার কিরূপেই বা বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাও বুঝিতে পারি না! আমার এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য অন্যত্র বাস করি, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-প্রাকট্য-বিধানই উদ্দেশ্য।

কলিকাতা মহানগরীও কিছু শ্রীগৌড়মণ্ডলের বহির্ভূত স্থান নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীভাগবতাচার্য্য-প্রভুর সেবা ভূমি ও সপার্ষদ গৌরসুন্দরের পদাঙ্কিত বিহারভূমি 'বরাহনগর'—এই কলিকাতা-মহানগরীরই একাংশ। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর 'শ্যামমঞ্জরী' নাম্নী সখীই শ্রীগৌরাবতারে শ্রীভাগবতাচার্য্য। বরাহনগর—শ্রীগৌড়মণ্ডলের সেই অংশ, যেস্থানে শ্রীশ্যামমঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়। যাঁহাদিগের মায়িক-প্রতীতি বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা ভোগি কর্ম্মীর নিকট ভোগভূমিরূপে প্রতীত কলিকাতা-মহানগরীতে বাস করিয়াও বহু বিশ্রম্ভ-সেবা-পর স্বজনের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয়সখী শ্যামমঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিরন্তর মগ্ন।

এই জন্যই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

'শ্রীগৌরমণ্ডলভূমি, যে বা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥'

ক্রমশঃ

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

প্রপঞ্চমলতোঽস্মাকং বুদ্ধির্দুষ্টাস্তি কেবলং।
বিশেষো নির্ম্মলস্তস্মান্নচেহ ভাসতেঽধুনা॥

প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সম্প্রতি প্রপঞ্চমলের দ্বারা দূষিত থাকায় চিদ্গত নির্ম্মল বিশেষের উপলব্ধি দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবজ্জীবয়োস্তত্র সম্বন্ধো বিদ্যতেঽমলঃ।
স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো যথাত্র সংসৃতৌ স্বতঃ॥

সেই চিদ্গত বিশেষ ধর্ম্মদ্বারা ভগবান্ ও শুদ্ধ জীবনিচয়ের মধ্যে কেবল নিত্যভেদ স্থাপিত হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু একটী নির্ম্মল সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। যেমত বদ্ধ জীবদিগের সাংসারিক সম্বন্ধ পঞ্চবিধ, তদ্রূপ জীব ও কৃষ্ণেও পঞ্চবিধ সম্বন্ধ।

শান্তভাবস্তথা দাস্যং সখ্যং বাৎসল্যমেব চ।
কান্তভাব ইতি জ্ঞেয়াঃ সম্বন্ধাঃ কৃষ্ণজীবয়োঃ॥

পঞ্চবিধ সম্বন্ধের নাম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

ভাবাকারগতা প্রীতিঃ সম্বন্ধে বর্ত্ততেঽমলা।
অষ্টরূপা ক্রিয়াসারা জীবানামধিকারতঃ॥

ভগবৎ-সংসারে বর্ত্তমান শুদ্ধজীবদিগের অধিকার অনুসারে সম্বন্ধভাবগত প্রীতির অষ্টবিধ ভাবাকার উদয় হয়। সেই সকল ভাবই প্রীতির ক্রিয়াপরিচয়। ইহাদের নাম পুলক, অশ্রু, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভেদ, প্রলয়। শুদ্ধজীবে ইহারা শুদ্ধসত্ত্বগত এবং বদ্ধজীবে ইহারা প্রাপঞ্চিক সত্ত্বগত।

শান্তে তু রতিরূপা সা চিত্তোল্লাসবিধায়িনী।
রতিঃ প্রেমা দ্বিধা দাস্যে মমতা ভাবসঙ্গতা॥

শান্তরসাশ্রিত জীবে চিত্তোল্লাসবিধায়িনী রতিরূপা হইয়া প্রীতি বিরাজমান থাকেন। দাস্যরসের উদয় হইলে মমতাভাবসঙ্গিনী প্রীতি রতি ও প্রেমা উভয় লক্ষণে লক্ষণান্বিতা হন।

সখ্যে রতিস্তথা প্রেমা প্রণয়োঽপি বিচার্য্যতে।
বিশ্বাসো বলবান্ তত্র ন ভয়ং বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥

সখ্যরসে রতিপ্রেমাও প্রণয়রূপিণী হইয়া প্রীতিভয়নাশক বিশ্বাস কর্ত্তৃক দৃঢ়ীভূতা-মমতা-সংযুক্তা হন।

বাৎসল্যে স্নেহপর্য্যন্তা প্রীতির্দ্রবময়ী সতী।
কান্তভাবে চ তৎসর্ব্বং মিলিতং বর্ত্ততে কিল।
মানরাগানুরাগৈশ্চ মহাভাবৈর্বিশেষতঃ॥

বাৎসল্যরসে স্নেহভাব পর্য্যন্ত প্রীতির দ্রবময়ী গতি। কিন্তু কান্তভাব উদয় হইলে সে সমস্ত ভাব, মান, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত একত্র মিলিত হয়।

বৈকুণ্ঠে ভগবান্ শ্যামঃ গৃহস্থঃ কুলপালকঃ।
যথাত্র লক্ষ্যতে জীবঃ স্বগণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ॥

জগতে যেরূপ জীবগণ নিজ নিজ আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহস্থরূপে দৃশ্যমান হয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বৈকুণ্ঠধামে তদ্রূপ কুলপালক গৃহস্থরূপে বর্ত্তমান আছেন।

শান্তা দাসাঃ সখাশ্চৈব পিতরো যোষিতস্তথা।
সর্ব্বে তে সেবকা জ্ঞেয়াঃ সেব্যঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়ঃ সতাং॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত সমস্ত পার্ষদগণই ভগবৎসেবক। সাধুদিগের প্রিয়বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেব্য।

সার্ব্বজ্ঞ্যধৃতিসামর্থ্যবিচারপটুতাক্ষমাঃ।
প্রীতাবেকাত্মতাং প্রাপ্তা বৈকুণ্ঠেঽদ্বয়বস্তুনি॥

অদ্বয় বস্তু বৈকুণ্ঠের প্রীতিতত্ত্বে সার্ব্বজ্ঞ্য, ধৃতি, সামর্থ্য, বিচার, পাটব ও ক্ষমা প্রভৃতি সমস্ত গুণগণ একাত্মতারূপে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। জড়জগতে প্রীতির প্রাদুর্ভাব না থাকায় ঐ সকল গুণগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া প্রতীয়মান হয়।

চিদ্দ্রবাত্মা সদা তত্র কালিন্দী বিরজা নদী।
চিদাধারস্বরূপা সা ভূমিস্তত্র বিরাজতে॥

সেই বৈকুণ্ঠ-ধামের বহিঃপ্রকোষ্ঠে রজোতীতা বিরজা নদী ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠে চিদ্দ্রব স্বরূপা কালিন্দী নদী সদাকাল বর্ত্তমান আছেন। সমস্ত শুদ্ধ চিৎস্বরূপগণের আধার কোন অনির্ব্বচনীয় ভূমি বিরাজমান আছে।

লতা-কুঞ্জ-গৃহ-দ্বার-প্রাসাদ-তোরণানি চ।
সর্ব্বাণি চিদ্বিশিষ্টানি বৈকুণ্ঠে দোষবর্জ্জিতে॥

তথাকার সমস্ত লতাকুঞ্জ গৃহদ্বার প্রাসাদ ও তোরণ প্রভৃতি সকলই চিদ্বিশিষ্ট ও দোষবর্জ্জিত। বর্ণিত বস্তু সকলকে দেশ ও কালের জড়ভাব কখনই দূষিত করিতে পারে না।

চিচ্ছক্তিনির্ম্মিতং সর্ব্বং যদ্বৈকুণ্ঠে সনাতনং।
প্রতিভাতং প্রপঞ্চেঽস্মিন্ জড়রূপমলান্বিতং॥

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা এইরূপ বৈকুণ্ঠের ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাব সকলকে চিত্তত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন। পরে ঐ সকল সংস্কারকে কূটযুক্তি-দ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাস বর্ণন সমস্তই প্রাকৃত। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতঃই হয়। যাঁহারা গাঢ়রূপে চিত্তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাযেকাযেই এরূপ তর্ক করিবেন। কেননা মধ্যমাধিকারীরা তত্ত্বের পার না পাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই সংশয়াক্রান্ত হইয়া সংস্থিতি ও পরমার্থের মধ্যে দোদুল্যমানচিত্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃষ্ট হয়, সে সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগত ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই

যে চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ, দুঃখময় ও দেশকাল-নির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগত সম্বন্ধে বর্ণন সকল জড়ের অনুকৃতি নয় কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ।

সদ্ভাবেপি বিশেষস্য সর্ব্বং তন্নিত্যধামনি।
অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপং প্রকৃতেঃ পরং॥

বিশেষ ধর্ম্মকর্ত্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব; অর্থাৎ দেশ কাল ভাব দ্বারা প্রাকৃত তত্ত্ব সকল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই।

জীবানাং সিদ্ধসত্ত্বানাং নিত্যসিদ্ধিমতামপি।
এতন্নিত্যসুখং শশ্বৎ কৃষ্ণদাস্যে নিয়োজিতং॥

নিত্যসিদ্ধ ও সিদ্ধীভূত জীবদিগের সম্বন্ধে নিত্য শ্রীকৃষ্ণদাস্যই নিত্য সুখ।

বাক্যানাং জড়জন্যত্বান্নশক্তা মে সরস্বতী।
বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্য চিদাত্মনঃ॥

চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা, যেহেতু যে বাক্য সকল দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তথাপি সারজুট্ বৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।
বর্ণিতা ভগবদ্বার্ত্তা ময়া বোধ্যা সমাধিনা॥

যদিও বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি সারজুট্ বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। বাক্যসকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না, এতদ্ধেতুক প্রার্থনা করি যে পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক এতত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন। অরুন্ধতী সন্দর্শন প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকর্ষ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যুক্তি প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি সহজ সমাধিনামে লক্ষিত হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যেমত আমি বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক সেইরূপ তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন।

যস্যেহ বর্ত্ততে প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজবিলাসিনি।
তস্যৈবাত্মসমাধৌ তু বৈকুণ্ঠো লক্ষ্যতে স্বতঃ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণসংহিতায়াং বৈকুণ্ঠবর্ণনং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ।

কিন্তু যে সকল উত্তমাধিকারীগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উদয় হইয়াছে, তাহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারীদিগের ইহাতে সামর্থ্য হয় নাই। যেহেতু শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা এতত্তত্ত্ব গম্য হয় না। কোমলশ্রদ্ধেরা শাস্ত্রকে একমাত্র প্রমাণ জানেন এবং ব্রহ্মচিন্তকাদি যুক্তিবাদীরা যুক্তির সীমা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে অশক্ত।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতায় বৈকুণ্ঠ বর্ণন নাম প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হউন।

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীপ্রকাশানন্দ এক নহেন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয়কে এক বলিয়া ধারণা করেন। হুগলী জেলান্তর্গত এলাটির (পোঃ এলাটি) শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় যে অন্বয়ানুবাদ ও তাৎপর্য্যসহিত শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ২য় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন—

"অসংখ্য শিষ্য প্রশিষ্যের পরিচালক কাশীর তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকাচার্য্য মহাশক্তিসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাশয় এই শ্রীগ্রন্থের প্রণেতা।

অবতারবর্য্য শ্রীমন্ গৌরসুন্দরের শ্রীচরণান্তিকে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজরসাস্বাদনে নবজীবন লাভ করিয়াই প্রকাশানন্দ পরে শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ নামে আখ্যাত হন। ইনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি ও শ্রীবৃন্দাবনশতকাদি বহু শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের 'শ্রী' সম্পাদন করিয়াছেন।"

আমরা সাত্বত স্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রথমেই (হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিলাস, ২য় শ্লোক) দেখিতে পাই -

ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌ চ॥

অর্থাৎ ভগবৎপ্রিয় শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীরূপসনাতনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভক্তির বিলাস অর্থাৎ পরমবৈভবরূপ ভেদসমূহ সমাহরণ করিতেছে।

এই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী শ্রীবেঙ্কট ভট্ট নামক জনৈক 'শ্রী'সম্প্রদায়ী ব্রাহ্মণপুত্র। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীত্রিমল্ল বা তিরুমলয় ভট্ট ও কনিষ্ঠ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ শ্রীরামানুজীয়ার্য্যস্বামী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের 'গ্রন্থকারের পরিচয়' নামক ভূমিকায় যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে যথাযথ উদ্ধার করিতেছি—

"শ্রীরঙ্গ তামিল দেশের অন্তর্ভুক্ত, তজ্জন্য তথাকার অধিবাসীর 'ব্যেঙ্কট', 'তিরুমলয়' প্রভৃতি নাম বর্ত্তমান কালে হয় না। এই বংশ সম্ভবতঃ কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছিলেন। ব্যেঙ্কট ভট্ট 'বড়গলই' শাখার রামানুজীয় বৈষ্ণব। ১৪৩৩ শকাব্দের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে তীর্থপর্যটন-চ্ছলে ভক্তগণকে কৃপা বিতরণ করেন। উৎকল প্রদেশের নীলাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে গোদাবরী সঙ্গম পরে বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অনেক তীর্থ স্থানে ভ্রমণ করেন। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী তিথিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। চাতুর্ম্মাস্য আগত দেখিয়া * * ভগবান্ শ্রীচৈতন্য চন্দ্র শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রে চারিমাস কাল বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। তথায় শ্রী সম্প্রদায়িবৈষ্ণবগণের বাস। * * শ্রীরঙ্গ তৎকালে কেবল মাত্র শ্রী-বৈষ্ণবসেবিত তীর্থ ছিল। এইজন্যই শ্রীমন্মহা প্রভু বিষ্ণুভক্ত্যাশ্রিত সদাচারসম্পন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট চারিমাস কাল অতিবাহিত করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণকথা প্রচারদ্বারা জীবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'তিরুমলয়', 'ব্যেঙ্কট' ও 'গোপালগুরু' নামক তিনটী ভ্রাতা মহীশূর প্রদেশ হইতে আসিয়া শ্রীরঙ্গে বাস করিতেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আন্ধ্র বা উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিপ্রবংশের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের গৃহে চারিমাসকাল অতিবাহিত করেন। এই মধ্যম ভ্রাতা ব্যেঙ্কটের পৌগণ্ড-বয়স্ক পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপল ভট্ট।

শ্রী সম্প্রদায়িবৈষ্ণবগণ—শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা প্রিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আন্তরিক দয়া-গুণে এই ভট্ট পরিবার শ্রীকৃষ্ণরস-লাভে নিপুণ হইয়া উঠিলেন। শ্রীতিরুমলয়ের বিষয় আমরা অধিক না জানিতে পারিলেও তিনিও যে শ্রীচৈতন্যগতপ্রাণ ছিলেন—এরূপ বুঝিতে পারা যায়। শ্রীব্যেঙ্কটের সহিত শ্রীচৈতন্য-দেবের কথোপকথন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আছে। শ্রীপ্রবোধানন্দের শ্রীচৈতন্যানুরক্তি অতুলনীয় ছিল। শ্রীপ্রবোধানন্দের সৎশিক্ষাপ্রভাবে শ্রীব্যেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আচার্যত্ব লাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদাসগণের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। শ্রীকবিকর্ণপূর তৎকৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকে শ্রীকৃষ্ণলীলায় 'তুঙ্গবিদ্যা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
স প্রবোধানন্দ যতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী॥

—শ্রীগৌঃ গঃ দীঃ ১৬৩ সংখ্যা

অর্থাৎ ব্রজে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুঙ্গবিদ্যা ছিলেন, তিনিই গৌরোদ্গানসরস্বতী প্রবোধানন্দ যতি।]

শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শ্রীভগবৎপ্রিয় শ্রীপ্রবোধানন্দের শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট— শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন এবং শ্রীরঘুনাথদাসকে সন্তোষসাধন পূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিবিলাস রচনা করিয়াছেন। (সানুবাদ শ্লোকটি এই প্রবন্ধের প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে।)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল যাঁর খ্যাতি সরস্বতী॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁহা বিনা স্বপনে নাহি আন॥" ইত্যাদি

অনেকের নিকট এইরূপ প্রশ্নের উদয় হয় যে, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীগৌরাঙ্গের এতদূর প্রিয় থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীগৌর-ভক্ত পাঠকের প্রীতির জন্যও তাঁহার বিবরণ-মহিমা লিপিবদ্ধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে শ্রীভক্তিরত্নাকরের লেখনীই প্রচুর বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থকার শ্রীঘনশ্যামদাস—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন—

"শ্রীগোপালভট্টের এসব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন॥
না বুঝিয়া মর্ম্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তা'র হৃদয়ে সঞ্চারে॥
পরম রসিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হইয়া না করে বর্ণন॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাহার নিমিত্তে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলা।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিলা॥
কেনে নিষেধিলা ইহা কে বুঝিতে পারে?
নিরন্তর অতি দীন মানেন আপনারে॥
কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে॥"

* * * শ্রীপ্রবোধানন্দের ভাব সমূহ—পরমপরিস্ফুট, ভাষার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ স্থিতি দেখা যায়। * * * শ্রীপ্রবোধানন্দের 'শ্রীরাধারসসুধানিধি' কাব্যগ্রন্থখানি জগতে বাস্তবিকই অতুলনীয়। * * * কেহ কেহ মায়াবাদী কাশীবাসী প্রকাশানন্দের সহিত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রবোধানন্দের একত্বস্থাপনে প্রয়াস পান। আমরা কিন্তু তাঁহাদের কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কারণ—প্রকাশানন্দ নামক মায়াবাদী কাশীবাসী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে এরূপ লিখিত আছে—

"এইরূপে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই' সর্ব্ব অনুচর॥ ৩॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি'।
গর্জ্জিয়া মুরারিঘরে চলিলা আপনি॥ ১৮॥
গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর॥ ৩৫॥
হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এই মত করে বিড়ম্বন॥ ৩৬॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥ ৩৭॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥ ৩৮॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥ ৩৯॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥" ৪০॥

এই ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গে শুভাগমন করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীপ্রবোধানন্দ পাদকে দেখিতে পান। তাঁহারা তৎকালে 'শ্রী' সাম্প্রদায়িক শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব; সুতরাং বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী নিত্য শ্রীনারায়ণ-বিগ্রহের সেবক। আর প্রকাশানন্দ তৎকালে শঙ্করপ্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সেবকাগ্রণী। এই দুই ব্যক্তিকে 'এক' করিবার চেষ্টা বা সাম্যপ্রয়াস —বাতুলতা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ২০শ অধ্যায়েও প্রকাশানন্দের সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ আছে, যথা—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড়ি করি' বলয়ে বিশেষ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহোঁ মুরারি, আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলি' মোরে করে খান খান॥' ইত্যাদি

* * * *

শ্রীপ্রকাশানন্দ একদণ্ডি শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা, আর শ্রীপ্রবোধানন্দ মহীশূর দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী রামানুজীয় ত্রিদণ্ডীজীয়ার-স্বামী। প্রকাশানন্দ — কাশীবাসী মায়াবাদী, আর প্রবোধানন্দ - কাম্যবন প্রবাসী বৈষ্ণব। একজন আর্য্যাবর্ত্তবাসী, অপরজন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব। একজন নির্ব্বিশেষবাদী, আর অপরজন—বিশিষ্টাদ্বৈত সবিশেষ বাদী, পরে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতমতাশ্রিত। একজন বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া উদ্ধার লাভের পর ভক্ত, অপরজন—নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ এবং বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর গুরুদেব। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পরমারাধ্য পিতৃব্য ও গুরুদেবকে নিত্যসিদ্ধ ভক্তকুলচূড়ামণি না বলিয়া বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী মায়াবাদী ও বদ্ধচর বলিয়া লাঞ্ছনা ও নিন্দা করিলে ভীষণ নিরয়জনক বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলায় পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে ও আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই কিপ্রকারে দাক্ষিণাত্যে গিয়া রামানুজীয় 'শ্রী'বৈষ্ণব হইতে পারেন, আবার ১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় কিরূপে মায়াবাদী হন, বুঝা যায় না। অতএব প্রকাশানন্দের সহিত শ্রীপ্রবোধানন্দের একত্ব স্থাপন-প্রয়াস—নিতান্ত অনভিজ্ঞতার পরিচয়। ফলতঃ ঐতিহ্য-সমূহের এইরূপ মূলোৎপাটন-প্রবৃত্তি অল্পদুঃখের বিষয় নহে।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বীয় দৈন্য ও বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত কথা শ্রীচরিতামৃতে আলোচনা করিতে নিষেধ করায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই বলিয়াই বর্ত্তমানকালে এই বিপত্তি দেখা যাইতেছে। শ্রীল প্রবোধানন্দ যদি জানিতেন যে তাঁহাকে তদীয় প্রকটদশায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবাপরাধিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ভাবিকালে এই বিষম ভ্রমময়ী চেষ্টা উৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে শ্রীভট্টগোস্বামিদ্বারা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে সেরূপভাবে নিষেধ করিতেন না। ভক্তি-রত্নাকরের পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীল প্রবোধানন্দের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে এরূপ লিখিত আছে—

"তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ তিন পর্ব্বতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে॥
তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে—'প্রভু বিনে রহিব কেমনে?
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে?
কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কেবা লঞা যাবে?
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করি' আলিঙ্গন।
কহিলা অনেক রূপ প্রবোধ বচন॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল খ্যাতি যতি সরস্বতী॥
পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়, তাঁ বিনা স্বপনে নাহি আন॥'

* * * *

শ্রী' সম্প্রদায়ের গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ গৃহত্যাগ করিয়া

কোনও ক্রমে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা সকলেই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং শ্রীরামানুজীয়াচার্য্য স্বামী নামে অভিহিত হন।

* * * * *

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৯) যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণের তাৎকালিক নেতা শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। কেহ কেহ ভ্রমবশে ইঁহার সহিত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী, পরে কাম্যবনবাসী, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর সামাঞ্জস্য-প্রয়াস করেন। বলা বাহুল্য, প্রবোধানন্দ মহীশূর দেশাগত রঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী জনৈক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীয়ার স্বামী। তিনি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত, রাধারসসুধানিধি, সঙ্গীতমাধব, বৃন্দাবনশতক, নবদ্বীপশতক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনেতা। ব্যেঙ্কট ভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট এবং প্রবোধানন্দ—ইঁহারা তিন ভ্রাতা। মহাপ্রভু ইঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতুর্ম্মাস্যকালে রামানুজীয় সম্প্রদায়স্থ দেখিয়াছিলেন, আবার ১৪৩৫ শকাব্দায় কাশীতে তাঁহাকে শাঙ্করসম্প্রদায়স্থ দেখা অযৌক্তিক। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।"

আমরা শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় সম্পাদিত শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থের সর্ব্বশেষ ২৭২ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে দেখিলাম—

"স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তং
হৃন্নভ উদশীতলয়দ্ যো রাধারসসুধানিধিনা॥"

[অর্থাৎ "যিনি রাধারসসুধানিধিদ্বারা মায়াবাদার্ক-তাপসন্তপ্ত হৃদয়াকাশকে উত্তমরূপে শীতল করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরপয়োধি জয়যুক্ত হইতেছেন।"]

এই শ্লোকটি দেখিয়া অনেকেই প্রকাশানন্দই পরে প্রবোধানন্দ—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হন। আমরা এই শ্লোকটিকে কখনই শ্রীগোপালভট্টপিতৃব্য-রচিত বলিয়া স্বীকারে বাধা নাহি। ইহা সর্ব্বৈব প্রক্ষিপ্ত। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকোক্ত ব্রজলীলার 'তুঙ্গবিদ্যা' কখনই গৌরলীলায় কৃষ্ণভক্তিবিরোধী মায়াবাদদোষদুষ্ট হইয়া আবির্ভূত হইতে পারেন না। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীও ব্রজলীলায় অনঙ্গ মঞ্জরী, কেহ কেহ তাঁহাকে গুণমঞ্জরীও বলেন। উক্ত শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা ১৮৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্॥

সুতরাং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী বা শ্রীগুণমঞ্জরী গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের গুরুদেব শ্রীতুঙ্গবিদ্যা প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কখনই প্রথমে মায়াবাদ পঙ্কে নিমজ্জিত হইবার দুর্ভাগ্য বরণপূর্ব্বক শেষে তাহা হইতে উদ্ধৃত হইবার বিচার প্রদর্শন করিতে পারেন না। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের কোন পার্ষদভক্তের দৃষ্টান্তেই এইরূপ অসমঞ্জস সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয় না। ব্রজলীলার কৃষ্ণপ্রিয়তমা নিত্যসিদ্ধা তুঙ্গবিদ্যাকে গৌরলীলায় ভক্তিবিরোধী মায়াবাদদোষদুষ্ট করিয়া তুলিবার দুঃসাহস খুবই বেদনাদায়ক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আরও দেখাইতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পূর্ব্বে ১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দ পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি মায়াবাদী, ১৪৩৩ শকাব্দায় তিনিই আবার কি করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীবৈষ্ণব হন, আবার ঐ একই ব্যক্তি ১৪৩৫ শকাব্দায় কি করিয়া পুনরায় মায়াবাদী হইয়া পড়েন? সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তিকে কখনই এক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। মায়াবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রভাবে অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদ ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, ইহা আমাদের খুবই আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্যকে বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা খুবই আপত্তিজনক ও মহদপরাধের প্রশ্রয় দান। নিরপেক্ষ সুধী সজ্জন সমাজে ইহা সমালোচ্য হইলে প্রকৃত সত্যোদ্‌ঘাটনফলে বহু ব্যক্তি মহদপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তীর্থ মহারাজ]

প্রশ্ন—পরমধর্ম্ম কি?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥ (ভাঃ ১।২।৬)

যে প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি-রহিতা শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণা নিষ্কামা ভক্তি, নৈষ্ঠিকী ভক্তি সাধনভক্তি, বা শুদ্ধা ভক্তি হইতে প্রেমভক্তি উদিত হয়, তাহাই পরমধর্ম্ম। ইহা দ্বারা চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥
অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হইতে প্রেমা হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৬৬-১৬৯)

সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে প্রেম নাম কয়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৭৭)

এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩০)

অর্থাৎ নিষ্ঠা হইতেই রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম হয়।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। (চৈঃ চঃ)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—(ভাগবত)

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ অর্থাৎ ভগবানে নিষ্ঠাই—শম। নিষ্ঠাই শান্তি ও শুদ্ধভক্তি।

এখন প্রঃ—ভক্তি অহৈতুকী কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—(ভাঃ ১।২।৬ টীকা)

যতো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা ভবেৎ। অহৈতুকী হেতুং বিনৈব উৎপদ্যমানা।

অর্থাৎ হেতু বা কারণ ব্যতীত ভক্তি স্বতঃই প্রকাশিত হন। কারণ ভক্তি দ্বারাই ভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ভক্তির অন্য কোন কারণ বা হেতু নাই। শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা শুদ্ধভক্তিই সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তিই পক্বাবস্থায় প্রেমভক্তি। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই উভয়কেই ভক্তি বলা হয়।

ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুমিতি। যতো ভক্তিরধোক্ষজে ইত্যাদিষু উত্তরস্যা ভক্তেঃ পূর্ব্বা ভক্তিঃ কারণং পক্বাম্রস্য কারণং আমাম্রং ইতিবৎ। স্বাদভেদনিবন্ধনমেব তস্য কারণত্বং বালবোধনার্থং কাল্পনিকমেব ন তু বাস্তবম্। ন হি একস্যৈব পুরুষস্য বালযৌবনাদি অনেকাবস্থাবতো হেতুহেতুমদ্ভাবস্তাত্ত্বিক ইতি।

যদি বল—ভক্তসঙ্গ বা সাধুসঙ্গই ত' ভক্তির কারণ। যথা ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। তদুত্তর এই যে—ভগবতো ভক্তাধীনত্বাৎ ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎ কৃপাহেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। ননু তর্হি কথং ভক্তেরহৈতুকত্বমভূৎ। উচ্যতে—ভগবৎ-কৃপায়া ভক্তকৃপা-অন্তর্ভূতত্বাৎ ভক্তকৃপায়াশ্চ ভক্তসঙ্গান্তর্ভূতত্বাৎ ভক্তসঙ্গস্য ভক্ত্যাঙ্গত্বাৎ অহৈতুকত্বমেব সিদ্ধম্।

কিঞ্চ ভক্তকৃপায়া হেতুঃ ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব, তাং বিনা কৃপোদয়-সম্ভব-অভাবাৎ। সর্ব্ব-প্রকারেণাপি ভক্তের্ভক্তিরেব হেতুরিতি নির্হৈতুকত্বং সিদ্ধং। ভক্তিমতে ভক্তি ভক্ত-ভজনীয় তৎকৃপাদীনাং ন পৃথক্-বস্তুত্বম্।

ভক্তসঙ্গ বা সৎসঙ্গ সাক্ষাৎ ভক্তি বলিয়া ভক্তি দ্বারাই ভক্তি হয়, এই কথা পাওয়া গেল। অতএব

ভক্তি যে কেন অহৈতুকী, তাহা স্পষ্টই জানা গেল।

এখন প্রশ্নঃ—ভক্তি অপ্রতিহতা ইহার অর্থ কি?

তদুত্তরে বলি অপ্রতিহতা কেনাপি নিবারয়িতুং অশক্যা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

(ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)

ভগবানের গুণশ্রবণমাত্রে হৃদয়নিবাসী হৃদয়দেবতা কৃষ্ণের প্রতি সমুদ্রগামী গঙ্গাজলের ন্যায় মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এই ভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা।

শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংস-কারণে। (শ্রীরূপ প্রভু) এই ভক্তিদ্বারা আত্মা মনঃ সম্যগেব প্রসীদতি। কামনা-মালিন্যে সতি মনঃপ্রসাদহেতুত্ব-অসম্ভবাৎ অস্যা ভক্তের্নিষ্কামত্বং স্বত এব আয়াতম্। (শ্রীবিশ্বনাথটীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।

(ভাঃ ৬।৩।২২)

ভগবন্নামগ্রহণাদিদ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভগবানের সুখবিধানরূপ শুদ্ধভক্তি বা নিষ্কামা ভক্তি, তাহাই পরমধর্ম্ম। কারণ ভগবানের সুখের জন্য না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে যে সকামা ভক্তি, তাহা পরধর্ম্ম-পদবাচ্য নহে। সেরূপ নামকীর্ত্তন অপরাধমাত্র।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ৯১ নং ঐ শ্লোকে বলিয়াছেন—

পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্ম্মঃ সার্ব্বভৌমো ধর্ম্ম এতাবান্ স্মৃতঃ, ন এতৎ অধিকঃ। এতাবত্ত্বমেব আহ— ভগবন্নামগ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাৎ ভক্তিরিতি (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি)। এব-কারেণ অন্যব্যাবৃত্তিং স্পষ্টয়তি—ভগবতি ইতি। নামগ্রহণাদির্যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যার্থং প্রযুজ্যতে, তদা তস্য পরত্বং নাস্তি, তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তেন তদপরাধাৎ ইত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণু-ফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতি ইতি ভাবঃ।

ভক্তিকার্য্যে অন্য কামনা থাকিলে তাহা দ্বারা প্রেমভক্তি হইবে না। কারণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত সকামা ভক্তিদ্বারা প্রেম হইতে পারে না। পরমধর্ম্ম শুদ্ধভক্তি বা সাধনভক্তি হইতেই প্রেম হয়। সাধনক্রিয়া শুদ্ধ-ভক্তি নয় বলিয়া তাহাতে প্রেম হইবে না। পরন্তু তদ্দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠাভক্তি বা শুদ্ধভক্তি হয়।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতবরহিত ধর্ম্মই পরম-ধর্ম্ম। তাহা ভগবৎসুখতাৎপর্য্যময়ী নিষ্কামা শুদ্ধভক্তি।

শ্রীবিশ্বনাথটীকার (১।১।২) অনুবাদ—

পরম-শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুসাধ্য এবং ফলপ্রাপ্তিতে উপাদেয় বলিয়া শুদ্ধভক্তিযোগরূপ অভিধেয়ই বিশেষ-রূপে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।২ শ্লোকে পরমধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। তাহা প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদিকাপট্যরহিত ধর্ম্ম বলিয়া নিষ্কামা শুদ্ধভক্তি।

শ্রীজীব প্রভু ঐ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় বলিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতে যে পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ' ভাঃ ১।২।৬ শ্লোক দ্বারা উদ্দিষ্ট। একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষতাৎপর্য্য-হেতু শুদ্ধভক্তির উৎপাদন দ্বারা নিরূপণ করায় এই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু একমাত্র ভগবৎ-সন্তোষ-তাৎপর্য্য-হেতু ইহা কৈতববিহীন।

ভগবৎ-সন্তোষার্থমেব কৃতো ধর্ম্মঃ পরঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ। (ভক্তিসন্দর্ভঃ ৩ শ্লোকস্য ব্যাখ্যা)

শাস্ত্র বলেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা আদি সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ (চৈঃ চঃ)

পরমধর্ম্মরূপা শুদ্ধভক্তি নির্ম্মৎসর নিষ্কাম সাধু-ভক্তের ধর্ম্ম।

এই পরমধর্ম্মের কথা কোথায় আছে?

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২ শ্লোক ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং ······) প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-আদি বাঞ্ছা-রহিত শুদ্ধভক্তিরূপ পরমধর্ম্মের কথা সুষ্ঠুভাবে ও বিস্তৃতভাবে আছে।

কেবল ঈশ্বর আরাধনালক্ষণ ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম। (শ্রীধর স্বামী)।

ভগবন্নিষ্ঠারূপা শুদ্ধভক্তিই পরমধর্ম্ম. এই নিষ্ঠা হইতেই রুচি, আসক্তি, রতি ও প্রেম হয়। 'নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।'

শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কামা ভক্তি, সাধনভক্তি বা নিষ্ঠা-ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন কিছু পরমধর্ম্ম হইতে পারে না।

প্রঃ—ভক্তিপথে ত্রুটী-বিচ্যুতি হইলেও কি কোন ক্ষতি হয় না?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৩৫) বলেন—

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

ভাগবতধর্ম্মে অর্থাৎ ভক্তিতে সমস্ত অঙ্গ জানিয়া বা না জানিয়া সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে না পারিলেও কোন ক্ষতি হয় না, কোন প্রত্যবায় হয় না, বিঘ্ন তাহার কিছু করিতে পারে না। এজন্য ভক্তিপথে সাফল্য হয়ই। (চক্রবর্ত্তীটীকা)

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ-টীকা — যানাস্থায় আশ্রিত্য ন প্রমাদ্যেত কর্ম্মযোগাদিষু ইব বিঘ্নৈর্ন বিহন্যতে। কিঞ্চ নিমীল্য বা নেত্রে ধাবন্ অপি ইহ এষু ভাগবতধর্ম্মেষু ন স্খলেৎ। নিমীলনং অজ্ঞানং অজ্ঞাত্বাপি। ন স্খলেৎ ন প্রত্যবায়ী স্যাৎ। ন চ পতেৎ ফলাৎ ন ভ্রশ্যেৎ।
(শ্রীভক্তিরত্নাবলী টীকা ১।৭৪

প্রঃ—দ্রোণ, বসু ও তৎপত্নী ধরা কি নন্দ-যশোদা-রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

উঃ—না। শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

নিত্যসিদ্ধয়োর্যশোদা-নন্দয়োঃ সাধনসিদ্ধৌ ধরাদ্রোণৌ প্রবিষ্টাবভূতাং ইত্যর্থঃ।

নিত্যসিদ্ধ নন্দযশোদাই বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণের নিত্য পিতামাতা। অপর কেহ কৃষ্ণের মাতা-পিতা হইতে পারেন না। তবে দ্রোণ ধরা সাধন দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিতে আদেশ দেন। তখন তাঁহারা নন্দযশোদাতে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের সেবা লাভ করেন। (ভাঃ ১০।৮।৫০)

প্রঃ—কৃষ্ণকথা-শ্রবণের কি ফল?

উঃ—শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(ভাঃ ১।২।১৭) কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে সকল অনর্থের মূল দুর্ব্বাসনা চিরতরে দূর হয়, সংসারবাসনা শিথিল হয়, হৃদয় নির্ম্মল ও শান্ত হয়, ভক্তি হয় এবং ভগবদ্দর্শনও হইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ-টীকা—(৪।১)

দুর্ব্বাসনা কৃষ্ণকথা-শ্রবণেনৈব নিবর্ত্ততে। সুহৃৎ সতাং —সতাং ভক্তানাং সুহৃৎ হিতকারী। (শ্রীভক্তিরত্নাবলী)

যাহারা কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে না, তাহাদের জীবন ও দেহেন্দ্রিয়াদি সবই ব্যর্থ হয়।

শ্রবণাদি-বিমুখস্য দেহেন্দ্রিয়াদি সর্ব্বং ব্যর্থম্।
(ভাঃ ২।৩।২০, ঐ ৩।২৫ টীকা)

কৃষ্ণকথৈব ভগবদ্বশীকরণী। (ভাঃ ১০।১৪।৩, ঐ ৪।৪ টীকা

যাঁহারা কৃষ্ণকথাকে জীবন করেন, কৃষ্ণকথা-শ্রবণমেব যেষাং জীবনং, করুণাময় কৃষ্ণ কর্ণপথে তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় পাপ, দুঃখ, অশান্তি, উদ্বেগ, বাধা, অনর্থ সবই সমূলে বিনাশ করেন। (ভাঃ ২।৮।৫ ঐ ৪।৭ টীকা)

বস্তুতস্তু কৃষ্ণকথা-শ্রবণং সাক্ষাদেব অজ্ঞাননিবর্ত্তকম্।
(ভাঃ ১১।২০।৯ ঐ ৪।৩৫ টীকা।

কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এবং ভগবানে মতি ও রুচি বর্দ্ধিত হয়।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং। তাহাতে অনুষ্ঠানের কোন অপেক্ষা নাই।

নিত্যং প্রত্যহং। (ভাঃ ১২।৩।১৫ ঐ ৪।৪৪ টীকা)

যাহারা কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিমুখ ও উদাসীন, লক্ষ্মী দেবী তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হন না এবং তাহাদিগকে কৃপাও করেন না। (ঐ ৫।৪৩ টীকা)

প্রঃ—হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ভাঃ ৭।৫।৫—প্রহ্লাদোক্ত এই শ্লোকের অর্থ কি ?

উঃ—অধঃপতনহেতু সর্ব্বনাশকর, অন্ধকূপবৎ বিপজ্জনক, হরিভক্তিবাধক গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ টীকা—যো হরিং আশ্রয়েত স এব বনং গতঃ, অনাসক্তিরেব গৃহপরিত্যাগঃ, ন তু সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন বনগমনং উদ্দেশ্যম্। বনগমনং সঙ্গ-স্নেহপরিত্যাগো বোদ্ধব্যঃ। (শ্রীভক্তিরত্নাবলী ১।৪৪ টীকা)

ব্রহ্মস্তুতি

[পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমদ্ বঙ্কিম চন্দ্র পাণ্ডা তর্ক-তর্কতীর্থ]

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদঃ—আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিংবা অন্যে সমর্থ নহে; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট্ বিগ্রহের মহিমা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্মসুখানুভবস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে জানিতে পারিবে না তাহাতে সন্দেহ কি ?

বিশ্বনাথ টীকা—ননু ভো ব্রহ্মন্ ত্বং জগদৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ অহন্ত্ব বন্যগোপালপুত্রস্ত্বং পুরাতনঃ অহন্ত্ব বালস্ত্বং বেদার্থতাৎপর্য্যবিজ্ঞত্বাৎ পরমবিদান্ সদাচারপরায়ণঃ অহন্ত্ব বৎসচারকত্বাৎ জ্ঞানশূন্যঃ স্মার্ত্তাচারগন্ধমপ্যজানংস্তিষ্ঠন্ ভ্রামান্নপ্যোদনকবলং ভুঞ্জানস্ত্বং মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহন্ত্ব ত্বন্মায়ামোহিতো মনোদুঃখেন বনং পর্য্যটংস্তব স্তবং কর্ত্তুং নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহমকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—অস্যেতি। হে দেব অস্যাপি বালচেষ্টাময়স্য প্রকটিত মৌগ্ধ্যস্য তব বপুষো মহিমমানমবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্নোমি কিমুত কৈশোরলীলস্য প্রকটয়িষ্যমাণমহাচাতুর্য্যস্য বপুষোঽপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা সুখানুভূতিস্তস্যা নিরতিশয়স্বানন্দময়োঽপি বৎসচারণাদিনা যাদৃশং সুখমনুভবসি তস্যেত্যর্থঃ। তথা ত্বৎসহচরাণামপি মনঃসুখানুভূতের্মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব অন্তরেণ প্রত্যাহৃত্যান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্থিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাপ্যহং নেশে কিমুতান্যে ইতি কৈমুত্যপঞ্চকমজ্ঞানাতিশয়প্রতিপাদকং মমাপি জ্ঞানসম্ভাবনায়াং ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ, কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রুবন্ বপুর্বিশিনষ্টি। ময্যপরাধিন্যপ্যনুগ্রহো মহৈশ্বর্য্যাদর্শনোত্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্য তস্য। অনুগ্রহে হেতুঃ; স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছাদিদৃক্ষা-সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অতো ময্যপি ভক্তাভাসবত্ত্বাদপরাধিত্বেঽপ্যনুগ্রহলেশ প্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। নন্বিচ্ছানুগ্রহৌ নরবপুর্ধর্ম্মাবিত্যত আহ—ন তু ভূতময়স্য ভূতময়ং হি বপুর্জড়ং ন তু চিন্ময়ম্। অতএব ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্ "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী"তি এতশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়-

বক্তুং তদেতস্য গোবিন্দস্যাঙ্গানাং যথাকালং অন্যান্ অবতারান্ প্রত্যেব তদঙ্গানাং যথাকালমন্যান্ প্রত্যেব ন তু সাক্ষাত্তং প্রতি। স তু স্বচক্ষুর্ভ্যামেব পশ্যতি স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি, স্বমনসৈব বিচারতি। ন তু স্বপাণিভ্যামপি পশ্যতি ইত্যাদি বিবেচনীয়ম্। অথবা অস্যাপি দেববপুষো দেবাকারস্য অধুনৈব তয়া দর্শিতস্য বাসুদেবমূর্ত্তের্মদনুগ্রহস্য চতুঃশ্লোকী ভাগবতোপদেষ্টৃত্বেন ময্যনুগ্রহবতঃ স্বীয়স্যাংশিনস্তবেচ্ছাসংপাদকস্য ত্বদিচ্ছাসংপাদকত্বেঽপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ—ন তু ভূতময়স্য মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ বেদান্ বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যাপিতোঽপ্যহং জ্ঞাতুং নেশে, কিমুত সাক্ষাত্তবৈব নরবপুষঃ সর্ব্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ কথম্ভূতস্য? আত্মনঃ স্বস্য সুখেষু দধিচৌর্য্যগোপিকাস্তন্যপানবৎসচারণবালচাপল্যাদ্যুত্থেষু স্বাবতারান্তরাসাধারণেষু অনুভূতির্যস্য তস্য ॥ ২ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—"হে ব্রহ্মন্! আপনি জগতের ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আমি বনের গোপালের পুত্র, আপনি পুরাতন, আমি বালক, আপনি বেদার্থের তাৎপর্য্যবিৎ, এই হেতু পরম বিদ্বান, সদাচার-পরায়ণ, আমি বৎসচারক এই হেতু জ্ঞানশূন্য, স্মার্ত্ত (স্মৃতি-বিহিত) আচারের লেশমাত্রও জানি না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে অন্নের গ্রাস ভোজন করি; আপনি মায়ী, পরম সুখী, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, আমি আপনার মায়ায় মোহিত, মনের দুঃখে বনে পর্য্যটন করি, আপনার স্তব করিতে যোগ্য হইতেছি না।" কৃষ্ণের এইপ্রকার বক্রোক্তি আশঙ্কা করিয়া "সত্য, অজ্ঞানবশতঃ মহা অপরাধ করিয়াছি" ইহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন 'অস্য' ইতি। হে 'দেব'! এই বালচেষ্টাময়, অজ্ঞতা প্রকটনকারী আপনার 'বপুষঃ' শরীরের, 'মহি' মহিমা 'অবসিতুং' জানিতে, 'ন ঈশে' সমর্থ হইতেছি না। যে লীলায় মহাচাতুর্য্য প্রকটন করিবেন, সেই কৈশোর লীলাময় শরীরেরও মহিমা জানিতে সমর্থ নহি, ইহা কি বলিব? আর আত্ম-সুখানুভূতেঃ' আপনার 'আত্মার' মনের, যে সুখের অনুভূতি, তাহার মহিমা 'কিমুত' কি বলিব? অর্থাৎ নিরতিশয় নিজানন্দময়ও আপনি বৎসচারণ প্রভৃতির দ্বারা যাদৃশ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, সেই অনুভবের মহিমা জানিতে সমর্থ নহি, ইহা কি বলিব? সেইরূপ আপনার সহচরগণেরও মনের সুখানুভূতির মহিমা জানিতে সমর্থ নহি, সাক্ষাৎ আপনারই কথা কি? 'অন্তরেণ' প্রত্যাহার পূর্ব্বক অন্তরে বশীকৃতও মনের দ্বারা (জানিতে সমর্থ নহি,) অস্থির মনের দ্বারা কি বলিব? 'কঃ' ব্রহ্মাও আমি সমর্থ নহি, অন্যে যে সমর্থ নহে, এ আর কি বলিব? এইরূপ পঞ্চ সংখ্যক কৈমুত্য। ('কিমুত' অধিক কি? তাহার ভাব কৈমুত্য)। আমারও জ্ঞানের সম্ভাবনার প্রতি শাস্ত্রের অভ্যাস, তপস্যা যোগ প্রভৃতি হেতু নহে, কিন্তু কৃপাকটাক্ষের কণই, ইহা বলিবার নিমিত্ত বপুকে বিশেষ করিতেছেন 'মদনুগ্রহস্য' ইতি। অপরাধী ও আমার প্রতি, মহাঐশ্বর্য্য দর্শন হইতে উত্থিত মোহের পরবর্ত্তী সময়ে দর্শন হইতে অনুমিত হইতেছে 'অনুগ্রহ' যাহার সেই বপুর (শরীরের)। অনুগ্রহের প্রতি হেতু 'স্বেচ্ছাময়স্য' 'স্ব' নিজের প্রেমভক্তিমান জনগণের, 'ইচ্ছা' যে যে প্রকার, যে যে 'ইচ্ছা' দর্শনের ইচ্ছা, সেবার ইচ্ছা প্রভৃতি, 'তন্ময়' ভক্তের প্রতি বৎসলতা হেতু সেই সেই ইচ্ছার সম্পাদক, এই অর্থ। এই হেতু অপরাধী হইলেও আমাতেও ভক্তির আভাস আছে বলিয়া, অনুগ্রহের লেশ প্রাপ্তির অধিকার (যোগ্যতা) আছে, এই ভাব। ইচ্ছা ও অনুগ্রহ মনুষ্য-শরীরের ধর্ম্ম; এইকারণে বলিতেছেন, 'ন তু ভূত-ময়স্য', (আপনার এই দেহ পাঞ্চভৌতিক আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত নহে)। যে হেতু ভূতময় বপু জড়, চিন্ময় নহে। অতএব ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি' (৩২) 'যাঁহার অঙ্গ সকল-ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিশিষ্ট অর্থাৎ হস্তও ও দর্শন করিতে সমর্থ হয়, চক্ষুও পালন করিতে পারে—এইরূপ অন্য অঙ্গও অন্য কর্ম্ম করিতে পারে।' এই গোবিন্দের অঙ্গসমূহের সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্টত্ব তাহা যথাকালে অন্য অবতারগণের প্রতিই, তাঁহাদের অঙ্গ সমূহের ইন্দ্রিয়বত্ত্ব যথাকালে অন্যের প্রতি (লক্ষ্য)

করিয়া) সাক্ষাৎ কৃষ্ণের প্রতি নহে। তিনি কিন্তু নিজের চক্ষুযুগলের দ্বারাই দর্শন করেন, নিজের কর্ণযুগলের দ্বারাই শ্রবণ করেন এবং নিজের মনের দ্বারাই বিচার করেন, কিন্তু নিজের হস্তযুগলের দ্বারা দর্শন করেন না, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে। অথবা 'অস্য অপি দেববপুষঃ' দেবাকারের, অধুনাই আপনা কর্তৃক দর্শিত বাসুদেব মূর্ত্তির, 'মদনুগ্রহস্য' চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেষ্টারূপে আমার প্রতি অনুগ্রহকারীর, 'স্ব' স্বীয়-অংশী আপনার, ইচ্ছা সম্পাদনকারীর। আপনার ইচ্ছার সম্পাদক হইলেও আমাদের মত ভৌতিক নহে ইহা বলিতেছেন 'ন তু ভূতময়স্য'। 'মহি' মহিমাকে, 'কঃ' ব্রহ্মাও নিজের ব্যঞ্জক বেদসমূহ এবং বেদ (—বৃক্ষের) ফল শ্রীভাগবত অধ্যাপিত (পাঠিত) হইলেও আমি জানিতে সমর্থ নহি (অবসিতুং নেশে)। নরবপুঃ (নরাকৃতি) সকল অবতারের অংশী স্বয়ং ভগবান্ 'সাক্ষাৎ তব এব' সাক্ষাৎ আপনারই মহিমা জানিতে সমর্থ নহি, ইহা কি বলিব ? কিরূপ আপনার ? 'আত্মনঃ' নিজের, দধি-চৌর্য্য, গোপিকার স্তন্যপান, বৎসচারণ (বাছুর চরাণো) বালচাপল্য প্রভৃতি-জনিত, নিজের অন্য অবতারগণের অসাধারণ, 'সুখ' সমূহে যাঁহার অনুভূতি, তাঁহার ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৬)

শ্রীপরমেশ্বর দাস (শ্রীপরমেশ্বরী দাস)

"নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ পরমেশ্বরঃ।"
—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৩২। ইতি দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অর্জ্জুন সখা।

শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুর বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার শ্রীপাট আঁটপুরে। এই স্থানের পূর্ব্বনাম ছিল বিশখালি। স্থানটী হাওড়া-আমতা রেল লাইনে চাঁপাডাঙ্গা শাখায় আঁটপুর ষ্টেশনের নিকটে এবং বর্দ্ধমানরাজ তেজ বাহাদুরের দেওয়ান পরলোকগত কৃষ্ণরাম মিত্রের স্থাপিত শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দিরের নিকটবর্ত্তী।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকে ধাবমান হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর চাতুরীক্রমে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আনীত হন। তথায় শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু মিলিত হন। শচীমাতা ও ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে নীলাচলে থাকিতে স্বীকৃত হইয়া ছত্রভোগপথে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদরসহ নীলাচলে শুভ বিজয় করেন।

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল হইতে প্রথমবার শুভযাত্রা করিলে সেইবারও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হইল না, তিনি পানিহাটী, কুমারহট্ট, কুলিয়া, রামকেলিগ্রাম, কানাইর নাটশালা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইয়া পুনরায় নীলাচলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবেন শুনিয়া শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী মানসে কুলিয়া হইতে রত্নদ্বারা পথ নির্ম্মাণ করিতে করিতে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া গেলেন, বুঝিলেন এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইবেন না, কানাইর নাটশালা হইতেই ফিরিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়ার কালে লক্ষকোটী লোক তাঁহার সঙ্গে চলিল। কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীর কথা চিন্তা করিলেন। রামকেলি গ্রামে শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

"যাঁহার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নীলাচল-পথে শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে

কিছুদিন ছিলেন। এইবার নীলাচল যাওয়ার পথে সঙ্গী ছিলেন শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত শ্রীদামোদর। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও শ্রীমন্মহাপ্রভু কানাইর নাটশালায় দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ২।১৭৯-১৮৫)। তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে নীচ মূর্খ পতিত সকলকে উদ্ধারের জন্য গৌড়দেশে যাইতে আদেশ করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজগণসহ গৌড়দেশ যাত্রা করিলেন। সেই সময় শ্রীরামদাস, শ্রীগদাধরদাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, শ্রীপরমেশ্বরীদাস, পুরন্দর পণ্ডিত ইঁহারা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত ছিলেন। পথে চলিতে চলিতে নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদগণের বিভিন্নপ্রকার ভাবের প্রকাশ হইল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

"কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরীদাস।
পুরন্দর পণ্ডিত পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের—যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন॥
পথ চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সবার হইল আত্মবিস্মৃতি অত্যন্ত।
কা'র দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত॥"
(চৈঃ ভাঃ অ ৫।২৩২ ২৩৫)

"কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
গোপালভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৫।২৪০)

শ্রীপরমেশ্বরীদাস শ্রীনিত্যানন্দলীলা-পুষ্টির একজন প্রধান পার্ষদ ও নিত্যানন্দের জীবন সদৃশ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ড ৫ম অধ্যায়ে (৭৩২) এইরূপ বর্ণিত আছে—

"নিত্যানন্দ জীবন পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥"

আঁটপুর গ্রামে পরমেশ্বরীদাসের সেবিত শ্রীগৌর-বিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন এইরূপ প্রমাণ-বাক্যও শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায়।

"পুরন্দর পণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে॥"
(চৈঃ ভাঃ ৫।৯৫-৯৬)

শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর খেতুরী মহোৎসবে গমনকালে শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর সঙ্গে ছিলেন এইরূপ বর্ণন ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায়।

"গৌরাঙ্গ, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর।
শ্রীপরমেশ্বরী বলরাম বিজ্ঞবর॥
শ্রীমুকুন্দ, দাস বৃন্দাবন আদি করি।
এ সবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী॥"
(ভঃ রঃ ১০।৩৭৬-৩৭৭)

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবা মাতার সঙ্গে ব্রজধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের সহিত শ্রীরাধিকার মিলন দর্শন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবামাতার আদেশে ইনি আঁটপুরে শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

"তরা আঁটপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ॥
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
রাধা গোপীনাথ সেবা করিল প্রকাশ॥"
ভঃ রঃ ১৩।২৪৫।২৪৬।

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর কিছুকাল খড়দহে এবং বৃন্দাবন হইতে আগমনকালে পুরীজেলার গরলগাছা গ্রামেও অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খড়দহে আসিলে ইনি তাঁহাকে পুরীর রাস্তার বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের স্মরণেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়—এইরূপ মহিমার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত আছে।

"পরমেশ্বরীদাস নিত্যানন্দৈকশরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁর যে করে স্মরণ॥"
(চৈঃ চঃ আ ১১।২৯)

পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি ছিল। কোনও এক সময়ে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের নিকটে

আকনামহেশ গ্রামে শ্রীকমলাকর পিপ্পলায়ের শ্রীপাটে হরিনাম-সংকীর্ত্তন হইতেছিল। শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর তথায় প্রেমে নৃত্য করিতেছিলেন। উচ্চসংকীর্ত্তনধ্বনি ও নৃত্যাদি দেখিয়া কতকগুলি পাষণ্ড ব্যক্তির গাত্র-দাহ উপস্থিত হইল। তাহারা কীর্ত্তন-স্থানকে কলঙ্কিত ও ভক্তগণকে শায়েস্তা করিবার জন্য একটী মৃত শৃগালকে কীর্ত্তনমধ্যে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু বৈষ্ণবপ্রবর পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিলেন না, তাঁহার সংকীর্ত্তন-প্রভাবে মৃত শৃগালও জীবিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাকে। তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত আছে—

"পরমেশ্বরদাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন-স্থানে॥"

শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই একসঙ্গে দুইটি বিশাল বকুল বৃক্ষ ও একটী কদম্ব বৃক্ষ বিরাজিত আছেন, তদুভয়ের মধ্যপ্রদেশে পরমেশ্বরীদাস ঠাকুরের সমাধি ও তদুপরি তুলসীমঞ্চ সুশোভিত। যে বকুলবৃক্ষ দুইটী পরমেশ্বরী ঠাকুরের সময়ে ছিল, তাহারই শাখা হইতে (মতান্তরে দাঁতন হইতে) বর্ত্তমানে বৃক্ষদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রতিবৎসর কদম্ব বৃক্ষে একটী ফুল হয়, তদ্দ্বারা শ্রীবিগ্রহের চরণপূজা হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীল পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসব সম্পন্ন হয়।

তুলসী-মাহাত্ম্য ও স্তব

[পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড বসুমতী সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত]

স্কন্দ উবাচ

মহীরুহফলং জ্ঞাতং প্রপূতং দ্বিবিধং প্রভো।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি পত্রং পুষ্পং সুমোক্ষদম্॥

মহাদেব (ঈশ্বর) উবাচ

সর্ব্বেভ্যঃ পত্রপুষ্পেভ্যঃ সত্তমা তুলসী শিবা।
সর্ব্বকামপ্রদা শুদ্ধা বৈষ্ণবী বিষ্ণুসুপ্রিয়া॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা মুখ্যা সর্ব্বলোকপরা শুভা।
যামাশ্রিত্য গতাঃ স্বর্গমক্ষয়ং মুনিসত্তমাঃ॥
হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং বিষ্ণুনা রোপিতা পুরা।
তুলসীপত্রপুষ্পঞ্চ সর্ব্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিতম্॥
যথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া লক্ষ্মীর্যথাহং প্রিয় এব চ।
তথেয়ং তুলসী দেবী চতুর্থো নোপপদ্যতে॥
তুলসীপত্রমেকন্তু শতহেমফলপ্রদম্।
নান্যৈঃ পুষ্পৈস্তথাপত্রৈর্নান্যৈর্গন্ধানুলেপনৈঃ॥
তুষ্যতে দৈত্যহা বিষ্ণুস্তুলস্যাশ্চ দলৈর্ব্বিনা।
অনেন পূজিতো যেন হরির্নিত্যং পরাশয়া॥
তেন দত্তং হুতং জ্ঞাতং কৃতং যজ্ঞব্রতাদিকম্।
জন্মজন্মনি ভাগিত্বং সুখং ভাগ্যং যশঃ শ্রিয়ম্॥
কুলং শীলং কলত্রঞ্চ পুত্রং দুহিতরং তথা।
ধনং রাজ্যমরোগত্বং জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ॥
বেদ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রঞ্চ পুরাণাগমসংহিতাঃ।
সর্ব্বং করগতং মন্যে তুলস্যাভ্যর্চ্চনে হরেঃ॥
যথা গঙ্গা পবিত্রাঙ্গী সুরলোকে বিমোক্ষদা।
যথা ভাগীরথী পুণ্যা তথৈবং তুলসী শিবা॥
কিঞ্চ গঙ্গাজলেনৈব কিঞ্চ পুষ্করসেবয়া।
তুলসীদলমিশ্রেণ জলেনৈব প্রমোদ্যতে॥
মাধবঃ সম্মুখো যস্য জন্মজন্মসু ধীমতঃ।
তস্য শ্রদ্ধা ভবেচ্ছ্রুত্বা তুলস্যা হরিমর্চ্চিতুম্॥
যো মঞ্জরীদলৈরেব তুলস্যা বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।
তস্য পুণ্যফলং স্কন্দ কথিতুং নৈব শক্যতে॥
তত্র কেশবসান্নিধ্যং যত্রাস্তি তুলসীবনম্।
তত্র ব্রহ্মা চ কমলা সর্ব্বদেবগণৈঃ সহ॥
তস্মাত্তাং সন্নিকৃষ্টে তু সদা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
স্তোত্রমন্ত্রাদিকং যদ্বা সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে॥

যে চ প্রেতাশ্চ কুষ্মাণ্ডাঃ পিশাচা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
ভূতদৈত্যাদয়স্তত্র পলায়ন্তে সদৈব হি॥
অলক্ষ্মীর্নাশিনী ঘূর্ণা যা ডাকিন্যাদিমাতরঃ।
সর্ব্বাঃ সঙ্কোচিতাং যান্তি দৃষ্ট্বা তু তুলসীদলম্॥
ব্রহ্মহত্যাদয়ঃ পাপা ব্যাধয়ঃ পাপসম্ভবাঃ।
কুমন্ত্রিণা কৃতা যে চ সর্ব্বে নশ্যন্তি তত্র বৈ॥
ভূতলে ব্যাপিতং (রোপিতং যেন হর্য্যর্থং তুলসীবনম্।
কৃতং ক্রতুশতং তেন বিধিবৎ প্রিয়দক্ষিণম্॥
হরিলিঙ্গেষু চান্যেষু শালগ্রামশিলাসু চ।
তুলসীগ্রহণং কৃত্বা বিষ্ণোঃ সাযুজ্যমাব্রজেৎ॥
নন্দন্তি পুরুষাস্তস্য মাধবার্থে ক্ষিতৌ তু যঃ।
তুলসীং রোপয়েদ্ধীরঃ স যাতি মাধবালয়ম্॥
পূজয়িত্বা হরিং দেবং নির্ম্মাল্যং তুলসীদলম্।
ধারয়েদ্যঃ স্বশীর্ষে তু পাপাৎ পূতো দিবং ব্রজেৎ॥
পূজনে কীর্ত্তনে ধ্যানে রোপণে ধারণে কলৌ।
তুলসী দহতে পাপং স্বর্গং মোক্ষং দদাতি চ॥
উপদেশং দিশেদস্যাঃ স্বয়মাচরতে পুনঃ।
স যাতি পরমং স্থানং মাধবস্য নিকেতনম্॥
হরেঃ প্রিয়করং যচ্চ তন্মে প্রিয়তরং ভবেৎ।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং দেবীনাঞ্চ সমন্ততঃ॥
শ্রাদ্ধেষু যজ্ঞকার্য্যেষু পর্ণমেকং ষড়ানন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তুলসীসেবনং কুরু॥
তুলসী সেবিতা যেন তেন সর্ব্বং তু সেবিতম্।
গুরুং বিপ্রং দেবতীর্থং তস্মাৎ সেবয় ষন্মুখ॥
শিখায়াং তুলসীং কৃত্বা যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
দুষ্কৃতৌঘাদ্বিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গমেতি নিরাময়ম্॥
রাজসূয়াদিভির্যজ্ঞৈর্ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ।
যা গতিঃ প্রাপ্যতে ধীরৈস্তুলসীসেবিনাং ভবেৎ॥
তুলসীদলেন চৈকেন পূজয়িত্বা হরিং নরঃ।
বৈষ্ণবত্বমবাপ্নোতি কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ॥
ন পিবেৎ স পয়ো মাতুস্তুলস্যাঃ কোটিসংখ্যকৈঃ।
অর্চ্চিতঃ কেশবো যেন শাখামৃতুলপল্লবৈঃ।
ভাবয়েৎ পুরুষান্মর্ত্ত্যাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
পূজয়িত্বা হরিং নিত্যং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
প্রধানতো গুণাস্তাত তুলস্যা গদিতা ময়া॥
নিখিলং পুরুকালেন গুণং বক্তুং ন শক্নুমঃ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যমাখ্যানং পুণ্যসঞ্চয়ম্।
পূর্ব্বজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ॥
সকৃৎ পঠনমাত্রেণ বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
সর্ব্বদা জয়মাপ্নোতি ন গচ্ছেৎ স পরাজয়ম্॥
লেখয়িত্বৈৎ গৃহে যস্য তস্য লক্ষ্মীঃ প্রবর্ত্ততে।
ন চাধয়ো ন চ প্রেতা ন শোকা নাবমাননা॥
ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণং তত্র যত্রৈবং বর্ত্ততে লিপিঃ॥

ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তুলসীমাহাত্ম্যং নাম ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ

ঈশ্বর (মহাদেব) কহিলেন, সমস্ত পত্র পুষ্প মধ্যে মঙ্গলময়ী তুলসীই সাধুতমা। ইহা সর্ব্বকামপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভুক্তিমুক্তিপ্রদা, মুখ্যা এবং সর্ব্বলোক মধ্যে পরমশুভা। মুনিশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। পুরাকালে বিষ্ণু সর্ব্বলোকের হিতের নিমিত্ত ইহা রোপণ করিয়াছিলেন। তুলসীপত্রে এবং তুলসী মঞ্জরীতে সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। লক্ষ্মী যেমন বিষ্ণুর প্রিয়া এবং আমি যেমন বিষ্ণুর প্রিয়, তেমনি এই তুলসীদেবীও তাঁহার প্রিয়া। এই তিনজন প্রিয় ব্যতীত চতুর্থ আর নাই। তুলসীদল শতহেম ফলপ্রদ; তুলসীদল ব্যতীত অন্য পুষ্প, পত্র বা গন্ধানুলেপন দ্বারা দৈত্যঘাতী বিষ্ণু কিছুমাত্রই তুষ্ট হন না। যে ব্যক্তি তুলসী পত্র দ্বারা নিত্য হরির অর্চ্চনা করে, তৎকর্ত্তৃক সমস্তই দত্ত, হুত, জ্ঞাত এবং নিখিল যজ্ঞ ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জন্মে জন্মে সুখ, ভাগ্য, যশঃ, শ্রী, কুল, শীল, কলত্র, পুত্র, দুহিতা ধন, রাজ্য আরোগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বেদ বেদাঙ্গ, শাস্ত্র পুরাণ, আগম ও সংহিতা সমস্তই একমাত্র তুলসীদল দ্বারা বিষ্ণুপূজনকারীর করগত বলিয়াই আমি মনে করি। পবিত্রাঙ্গী গঙ্গা যেমন সুরলোকে মোক্ষপ্রদা এবং ভাগীরথী যেমন পুণ্যা, এই শিবদা তুলসীও সেইরূপ গুণযুতা। গঙ্গাজলে বা পুষ্কর সেবায় কি হইবে, একমাত্র তুলসীদল দ্বারাই

যথেষ্ট পবিত্রতা হইয়া থাকে। জন্মে জন্মে মাধব যাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তুলসী দ্বারা হরি অর্চ্চনায় সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরী দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে, হে স্কন্দ! তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে আমি অক্ষম। যেখানে তুলসীবন, সেইখানেই কেশব এবং সেইখানেই ব্রহ্মা, কমলা ও অন্য সমস্ত দেব সন্নিহিত। অতএব তুলসী দেবীকে সর্ব্বদাই পূজা করিবে। তুলসীর সমীপে যে কিছু স্তোত্র বা মন্ত্রাদি পাঠ করা যায়, সমস্তই অনন্তফলজনক হয়; সকল প্রেত, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, ব্রহ্ম-রাক্ষস বা ভূত, দৈত্য প্রভৃতি সমস্তই তুলসীর সান্নিধ্য হইতে পলায়ন করে। অলক্ষ্মীনাশিনী, ঘূর্ণী এবং ডাকিনী প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই তুলসীদল দেখিয়া সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। কুমন্ত্রিকৃত ব্রহ্মহত্যাদি এবং পাপজ পাপব্যাধি সমস্তই তুলসী-সান্নিধ্যে নষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরির নিমিত্ত ভূতলে তুলসীবন প্রস্তুত করেন, তৎকর্ত্তৃক বিধিবিহিত প্রিয় দক্ষিণান্বিত শত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরি প্রতিমা বা অন্যান্য শালগ্রাম শিলায় তুলসী অর্পণ করিয়া নর বিষ্ণু-সাযুজ্য লাভ করে। যে ধীর ব্যক্তি মাধবার্থ ভূতলে তুলসী রোপণ করে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ আনন্দিত হয় এবং রোপণকর্ত্তা মাধবালয়ে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরি দেবের অর্চ্চনা করিয়া নির্ম্মাল্য তুলসীদল স্বীয় শীর্ষে ধারণ করে, সে পাপ হইতে পূত হইয়া স্বর্গে গমন করে। কলি-কালে তুলসী পূজন, তুলসী কীর্ত্তন, তুলসী ধ্যান, তুলসী রোপণ এবং তুলসী ধারণ সর্ব্বপাপহর এবং স্বর্গমোক্ষপ্রদ। যে ব্যক্তি তুলসীদ্বারা সেবার উপদেশ দেয় এবং স্বয়ং উহাদ্বারা অর্চ্চনা করে, সে পরমস্থান মাধবনিকেতনে উপনীত হইয়া থাকে। হরির যাহা প্রিয়কর, আমারও তাহা প্রিয়তর। হে ষড়ানন! সমস্ত দেবদেবীর অর্চ্চনায় শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞকার্য্যে তুলসী-পত্রই একমাত্র প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তুলসী পত্রেরই সেবা কর। যে ব্যক্তি তুলসী সেবা করে, তৎকর্ত্তৃক গুরু, বিপ্র, দেব, তীর্থ, সমস্তই সেবিত হইয়া থাকেন। অতএব হে ষড়্বক্ত্র! তুমি তুলসীরই সেবা কর। যে ব্যক্তি শিখায় তলসী রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে দুষ্কৃতরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া নিরাময় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। রাজসূয়াদি যজ্ঞ এবং বিবিধ ব্রত নিয়ম দ্বারা ধীরগণ যে গতি প্রাপ্ত হয়, তুলসীসেবিগণেরও সেই গতি হইয়া থাকে। নর একটি মাত্র তুলসীদল দ্বারা হরি পূজা করিয়াও বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্য বহুল শাস্ত্রজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি তুলসীর কোটিসংখ্যক শাখা ও মৃদুল পল্লব দ্বারা কেশবের অর্চ্চনা করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না। কোমল তুলসীদল দ্বারা নিত্য হরিপূজা করিয়া মানব শতসহস্র ব্যক্তির প্রতিপালক হইয়া থাকে। বৎস! আমিও প্রধানতঃ তুলসীর এই সকল গুণ বর্ণন করিলাম। কিন্তু ইহার সমস্ত গুণ বর্ণন করিতে বহুকালেও আমরা সমর্থ নহি। যে ব্যক্তি নিত্য এই পুণ্যপুঞ্জ জনক আখ্যা শ্রবণ করে, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ ও জন্মবন্ধন হইতে তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা একবার মাত্র পাঠ করিলে মানব অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার ব্যাধি বা মূর্খত্ব কখনও হয় না। ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা জয়লাভ করে, তাহার কখনই পরাজয় হয় না। এই আখ্যান লিখিত হইয়া যাহার গৃহে থাকে, তাহার লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। এই আখ্যানলিপি যেখানে অবস্থান করে, তথায় ক্ষণমাত্রও ব্যাধি, শোক, প্রেত বা কোন অবমাননার কারণ থাকে না।

(ক্রমশঃ)
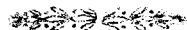
বিরহ-সংবাদ

স্বধামে শ্রীল হৃষীকেশ মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত প্রিয়শিষ্য রিষড়া (পোঃ রিষড়া, জেঃ হুগলী) ৪৫।১ কেশব চন্দ্র সেন রোডস্থ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ গত ৮ হৃষীকেশ (৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ), ১৪ ভাদ্র (১৩৯০), ৩১ আগষ্ট (১৯৮৩) বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-বাসরে রাত্রি ১০-৫ ঘটিকায় তাঁহার নিজমঠ-ভবনে শিষ্য বৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে ৭২ বৎসর বয়সে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। গত ২রা আশ্বিন, ১৯শে সেপ্টেম্বর সোমবার উক্ত রিষড়া মঠে তাঁহার বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস শ্রীমঠের নাটমন্দিরে মধ্যাহ্নে একটি বিরহ সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ এবং শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের কএকজন শিষ্য ভাষণ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাশ্যামসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজাদি এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগের পর সভাভঙ্গ হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজ বৈষ্ণবোচিত অশেষ সদ্গুণালঙ্কৃত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার সতীর্থ পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজকে তাঁহার ভারতব্যাপী মঠমন্দিরের প্রায় সকল অনুষ্ঠানেই যোগ-দানার্থ আহ্বান করিতেন। পূঃ হৃষীকেশ মহারাজ হিন্দী ও বাংলা ভাষায় সুন্দর ভাষণ প্রদান করিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরও সুমধুর ছিল। এজন্য উভয় ভাষাভাষীই তাঁহার বক্তৃতা ও কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার স্বরচিত গীতিগুলিও ছিল গম্ভীরার্থবোধক। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন গুণবান্ বৈষ্ণবকে হারাইয়া খুবই দুঃখ অনুভব করিতেছি।

"দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥"

তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ গোবিন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য মঠবাসী ও গৃহস্থশিষ্য-গণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-জন্মবার বুধবারে শ্রীগুরুদেবের মহাপ্রয়াণ সাধারণ মাহাত্ম্যের পরিচায়ক নহে। ইহাই তাঁহাদের অন্তরের একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হউক।

স্বধামে শ্রীমদ্ গৌরপদ দাসাধিকারী

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীমদ্ গৌরপদ দাসাধিকারী গত ৪ পদ্মনাভ (৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ), ৯ আশ্বিন (১৩৯০), ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৮৩) সোমবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে রাত্রি ২ ঘটিকায় (কৃষ্ণচতুর্থী দিবা ২।২ পর্য্যন্ত, পরে পঞ্চমী) আসামপ্রদেশান্তর্গত তেজপুর গাড়োয়ানপট্টিস্থ নিজ বাসস্থানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল ঢাকা বিক্রমপুর পরগণান্তর্গত নাগের হাট গ্রামে। তাঁহার পূর্ব্বনাম ছিল শ্রীগৌরাঙ্গ মণ্ডল, পিতার নাম—পরলোক প্রাপ্ত শ্রীপূর্ণচন্দ্র মণ্ডল। তাঁহার জন্ম তারিখ—২৯ কার্ত্তিক (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) বুধবার; সুতরাং খুব অল্পবয়সেই দেহরক্ষা করিয়াছেন।

তিনি ৩ কন্যা, ২ পুত্র ও পত্নীকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সাত্বতস্মৃতিবিধানানুযায়ী তেজপুর মঠেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। তেজপুরে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বৈষ্ণবোচিত বহু সদ্‌গুণমণ্ডিত থাকিয়া সকল বৈষ্ণবেরই স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ন্যায় একজন শান্ত স্নিগ্ধ ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি।

"স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ।"
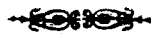
শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজের নিত্যলীলা প্রবেশ

গত ১৯ দামোদর (৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ), ২২ কার্ত্তিক (১৩৯০), ৯নভেম্বর (১৯৮৩) বুধবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে উষঃকালে ৪ ২০ মিঃ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ১০৬ নং হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরস্থ শ্রীগৌড়ীয় প্রেমধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সভাপতি পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ তাঁহার ৯১ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর শ্রীচরণকমল এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিশান্তলীলা-প্রবেশলীলা স্মরণ করিতে করিতে তৎপাদপদ্মে চিরাশ্রয় লাভ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্ব সন্ধ্যায় কএকবার উচ্চৈঃস্বরে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ এবং তচ্ছিষ্য বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার শ্রীমুখে তাঁহাদের নাম শুনা যাইত। মহারাজ তাঁহাদিগকে খুব ভালবাসিতেন। বেলা প্রায় পৌনে একটায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কলিকাতা হইতে রিজার্ভ বাসযোগে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ তদীয় মঠভবনে লইয়া যাইবার জন্য যাত্রা করা হয়। ঐ বাসে প্রায় ৪০ মূর্ত্তি পুরুষ ও মহিলা ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের অনুগমন করেন। বাসখানি প্রায় ৫ টায় গন্তব্যস্থানে উপনীত হয়। ভক্তগণ সমস্ত পথ উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর ও সহরনবদ্বীপস্থ বিভিন্ন মঠের সেবকবৃন্দ সমাধিস্থানে সমবেত হন। শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদকৃত সংস্কারদীপিকা বিধানানুযায়ী সমাধির যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করা হয়। বলাবাহুল্য সমস্ত কৃত্যই মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সমাধিকৃত্য সম্পূর্ণ করিতে রাত্রি পৌনে নয়টা বাজিয়াছিল।

পূজ্যপাদ মহারাজের আবির্ভাবকাল ১৩০০ বঙ্গাব্দে বৈশাখমাসে শুক্লা প্রতিপত্তিথিতে অশ্বিনীনক্ষত্রে, রবিবারে। মাস-বার-তিথি-নক্ষত্র—সমস্তই প্রথম। মহারাজ খুব নামভজনপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবোচিত প্রায় সকলসদ্‌গুণই তাঁহাতে বিরাজিত ছিল। এইসকল ভুবনপাবন বৈষ্ণব সত্যসত্যই ধরিত্রীবক্ষের মহামূল্য রত্নস্বরূপ। "তাঁহা বিনা রত্ন শূন্যা হইল মেদিনী।" পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তচ্চরণাশ্রিত মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের 'মহেন্দ্র' নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার দীক্ষার নাম রাখিয়াছিলেন শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী; পরে তাঁহাকে 'ভক্ত্যালোক'—এই ভক্তিসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-নাম হইয়াছিল—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পূজ্যপাদ মহারাজকে তাঁহার ব্রহ্মচারী অবস্থায় কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসের এবং পরে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের ম্যানেজমেন্টের ভার প্রদান করেন। তৎসমুদয়সেবাই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনপূর্ব্বক তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর কৃপাশীর্ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন শুদ্ধ ভজনপরায়ণ আদর্শ বৈষ্ণবের অভাব অপূরণীয়।

(পরবর্ত্তি সংখ্যায় সমাপ্য।)

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০

(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০

(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.২০

(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৬.০০

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ১৫.০০

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, ৪.০০

(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫

(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫

(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০

(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০

(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ

(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০

(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০

(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০

(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০

(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৫০

(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। **অতিরিক্ত** ডাকমাশুল—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সজ্ঘপতি ঃ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ [illegible]

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ [illegible]

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৯০

২৩শ বর্ষ } ১১ নারায়ণ, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শনিবার, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীধামের প্রভা, কিরণ, প্রতিফলন—শ্রীধামই। মহা-বিষ্ণুত্রয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র— প্রত্যেক জীবহৃদয়, প্রত্যেক পরমাণু; সুতরাং সর্ব্বত্রই শ্রীধাম। সেই অপ্রাকৃত শ্রীধামের কেন্দ্র-স্থল শ্রীমায়াপুর—ব্রহ্মার হৃদয়। ব্রহ্মা এইস্থানে গৌর-কৃষ্ণের তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই নিরস্তকুহক পরমসত্য—তাহাই বিজ্ঞান-সমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত পরমভগবজ্‌জ্ঞান—তাহাই 'বেদান্ত' বা 'ব্রহ্মসূত্র'; সূত্রের যে-ব্যাখ্যা ভক্তিবিরোধি-সম্প্রদায় অন্যপ্রকারে করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা সবিশিষ্ট হইলেই শ্রীনবদ্বীপধাম অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি। শ্রীগৌরসুন্দরের পত্নী—শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা। শ্রী-ই কমলা গৌর-নারায়ণের দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাজমানা; প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বামপার্শ্বে শোভিতা, এবং লীলা বা দুর্গা-শক্তি ধামস্বরূপিণী হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রতিপাদ্য-লীলা-পুরুষোত্তমের পাদপদ্মালিঙ্গিতা।

শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি শ্রীধামের স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকটিত। তাই (চৈঃ চঃ মধ্য ১২ পঃ)—

"আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
মনে-বনে 'এক' করি' মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

যে দিন গুরুকৃপা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় সেইদিন অন্যরকম দেখি,—

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা-নগরীতে বাস করিয়াও যখন গৌড়ীয় মঠে প্রতি-হৃদয়েই শ্রীগুরুদেবের লীলা-বৈচিত্র্য দেখি, তাহাতে মনে হয় না যে, অচিৎমায়ার ব্রহ্মাণ্ডে বাস করিতেছি। তাঁহাদের কীর্ত্তনমুখে চিদ্-বিলাসের বিচার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইলেই মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা-বৃত্তিদ্বয় আচ্ছাদন

করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন —'মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে যাইও না।' আমি বিধিবাধ্য হইয়া তাঁহার সেই আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য। কিন্তু অপার করুণার সাগর শ্রীগুরুদেব আমাকে বস্তু-মূর্ত্তিতে কৃপা করেন— বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন— শ্রীধামের স্বরূপ প্রকাশ করেন। সুতরাং আমার ন্যায় হরিবিমুখের হৃদয়েও যে শ্রীধামস্বরূপ একেবারেই প্রতিফলিত হয় না, তাহাও নহে। সশক্তিক শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-প্রচার, বিধিরাজ্যের শ্রী-ভূ লীলাপরিবেষ্টিত গৌর-নারায়ণের পূজা-দ্বারা অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার লাভ করিবার সুযোগ, এবং আমার গুরুবর্গের সেবোন্মুখী জিহ্বা হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণ প্রভৃতি—শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা-ক্রমেই সাধিত হইতেছে।

আমাতে হরিবিমুখ বৃত্তি থাকিলেও আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্! জন্মের প্রারম্ভেই শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের গৃহে আদি ভাস্করালোক দর্শন করিয়াছিলাম। জন্মের পূর্ব্ব হইতেও হরিকথা—বৈকুণ্ঠকথা শ্রবণ করিবার অধিকার হইয়াছিল। আমার কি সৌভাগ্য!—আমার সমগ্র জীবনেই হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য হইয়াছে! হরিকথাকে কোনও দিন 'বিষয়কথা' বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি নাই।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার হিতৈষীবর্গ, আজ বহুভাবে শ্রীধামের-সেবা ও শ্রীধামের-প্রচার করিতেছেন। এই শ্রীধাম-সেবা-প্রকটের মূলপুরুষ—বৈষ্ণব, সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ। এইস্থান—সেই মহাজনেরই প্রদর্শিত ভূমি। তিনি এইস্থানই দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন,—ইহাই অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর। তাঁহার অনুগত দাসাভিমানী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদনুসারেই শ্রীধামসেবার লীলা অভিনয় করিয়াছেন।

এই ধামের বিদ্বেষিগণের প্রতিকূল আচরণের ফলে জগতের সমস্ত জীব ক্রমশঃ এই শ্রীধামের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য জানিতে পারিবেন। সর্ব্বত্রই সত্যবিষয়ের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভগবদনুগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ব্রজবাসিগণই ভগবানের অনুকূল সেবক প্রচারক; অঘ, বক পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি—কৃষ্ণের প্রতিকূল প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এইসকল অঘ বক-পূতনাদির প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে; অঘ, বক ও পূতনা-গণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই; ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। স্বার্থান্ধ শ্রীধাম বিদ্বেষিগণও তদ্রূপ নিত্য চিন্ময়-ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না; কেননা, উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে! পরন্তু ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম-প্রচারের সহায়তাই করিবে।

বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ যেরূপ নির্ব্বিশিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধাম বিদ্বেষিগণ নির্ব্বিশিষ্ট অবস্থা লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছন্নাবতারি শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধকথা ও তদ্রূপ-বৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী বিদ্বেষিকুল অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; যেহেতু গৌর-কৃষ্ণ — নিত্য, তাঁহার কাম — নিত্য, তাঁহার নাম — নিত্য, তাঁহার ধাম— নিত্য।

যাঁহারা শ্রীভগবানের কামের সেবা করিতেছেন, শ্রীনামের সেবা করিতেছেন, শ্রীধামের সেবা করিতেছেন, এবং নামীর সহিত শ্রী, ভূ, লীলা-শক্তিত্রয়ের সেবা করিতেছেন তাঁহাদিগের চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

অত্রৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং জ্ঞাতব্যং সততং বুধৈঃ।
শক্তিশক্তিমতো ভেদো নাস্ত্যেব পরমাত্মনি॥

পণ্ডিতগণের জ্ঞাতব্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বিজ্ঞান সম্প্রতি বিচারিত হইবে। আদৌ জ্ঞাতব্য এই যে, শক্তি ও শক্তিমানের সত্তা-ভেদ নাই। পরব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অতএব শক্তিতত্ত্বকে স্বীকার করা সারগ্রাহীদিগের কর্ত্তব্য। শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে শক্তি কখনই ভিন্নতত্ত্ব নহেন। জড়জগতে যদিও পরমার্থসম্বন্ধে সম্যক্ উদাহরণ পাওয়া যায় না, তথাপি আদর্শানুকরণ সম্বন্ধবশতঃ কোন কোন স্থলে উদাহরণ পাওয়া যায়। অগ্নি ও দাহিকা শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে না।

তথাপি শ্রূয়তেঽস্মাভিঃ পরা শক্তিঃ পরাত্মনঃ।
অচিন্ত্যভাবসম্পন্না শক্তিমন্তং প্রকাশয়েৎ॥

সমাধিকৃৎ পুরুষদিগের ... পরব্রহ্মের অচিন্ত্যভাব সম্পন্না পরাশক্তিই শক্তিমান্ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করেন। যদি অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তিকে ভিন্ন করিয়া সৃজন করা হইত, তাহা হইলে শক্ত্যভাবে অগ্নির সত্তা প্রকাশ হইত না। তদ্রূপ ব্রহ্মশক্তি সুপ্ত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশ হন না।

সা শক্তিঃ সন্ধিনীভূত্বা সত্তাজাতং বিতন্যতে।
পীঠসত্তা স্বরূপা সা বৈকুণ্ঠরূপিণী সতী॥

ব্রহ্মের পরাশক্তির তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। পরব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ যে সচ্চিদানন্দ তাহাই সৎ (সন্ধিনী) চিৎ (সম্বিৎ) আনন্দ (হ্লাদিনী) এই তিনটী ভাব সংযুক্ত। প্রথমে পরব্রহ্ম ছিলেন, পরে স্বশক্তি প্রকাশ দ্বারা সচ্চিদানন্দ হইলেন এরূপ কালগত ভাব পরতত্ত্বে কখনই অর্পণ করা উচিত নয়। সচ্চিদানন্দ স্বরূপই অনাদি, অনন্ত ও নিত্য বলিয়া সারগ্রাহীদিগের বোধ্য। সন্ধিনী হইতে সমস্ত সত্তাজাত উদয় হইয়াছে। পীঠসত্তা, অভিধাসত্তা, রূপসত্তা, সঙ্গিনীসত্তা, সম্বন্ধসত্তা, আধার-সত্তা ও আকার প্রভৃতি সমস্ত সত্তাই সন্ধিনী-সম্ভূতা। সেই পরা শক্তির তিন প্রকার প্রভাব অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীবপ্রভাব ও অচিৎপ্রভাব। চিৎপ্রভাবটী স্বগত এবং জীব ও অচিৎপ্রভাবদ্বয় বিভিন্ন-তত্ত্ব গত। শক্তির প্রভাব অনুসারে ভাব সকলের ভিন্ন ভিন্ন বিচার করা যাইতেছে। চিৎপ্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনী ভাবগত পীঠসত্তাই বৈকুণ্ঠ।

কৃষ্ণাদ্যাখ্যাভিধা সত্তা রূপসত্তা কলেবরং।
রাধাদ্যাসঙ্গিনী সত্তা সর্ব্বসত্তা তু সন্ধিনী॥

তাহার অভিধাসত্তা হইতে কৃষ্ণাদি নাম। রূপসত্তা হইতে কৃষ্ণ-কলেবর, সঙ্গিনী ও রূপসত্তার মিশ্রভাব হইতে রাধাদি প্রেয়সী।

সন্ধিনীশক্তিসম্ভূতাঃ সম্বন্ধা বিবিধা মতাঃ।
সর্ব্বাধারস্বরূপেয়ং সর্ব্বাকারা সদংশকা॥

সন্ধিনীশক্তি হইতে সমস্ত সম্বন্ধভাবের উদয় হয়; সদংশ স্বরূপ সন্ধিনীই সর্ব্বাধার ও সর্ব্বাকার স্বরূপা।

সম্বিদ্ভূতা পরাশক্তির্জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপিণী।
সন্ধিনীনির্ম্মিতে সত্ত্বে ভাবসংযোজিনী সতী॥

সম্বিদ্ভাবগতা পরাশক্তিই জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপিণী। তদ্দ্বারা সন্ধিনী নির্ম্মিত সত্ত্ব সকলে সমস্ত ভাবের প্রকাশ হয়।

ভাবাভাবে চ সত্তায়াং ন কিঞ্চিদপি লক্ষ্যতে।
তস্মাত্তু সর্ব্বভাবানাং সম্বিদেব প্রকাশিনী॥

ভাবসকল না থাকিলে সত্তার অবস্থান জানা যাইত না, অতএব সম্বিৎ কর্ত্তৃক সমস্ত তত্ত্বই প্রকাশ হয়। চিৎপ্রভাব গত, সম্বিৎকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠস্থ সমস্ত ভাবের উদয় হইয়াছে।

সন্ধিনী-কৃত-সত্ত্বেষু সম্বন্ধভাবযোজিকা।
সম্বিদ্রূপা মহাদেবী কার্য্যাকার্য্যবিধায়িনী।

কার্য্যাকার্য্য বিধানকর্ত্রী সম্বিদ্দেবীই বৈকুণ্ঠস্থ সকল সম্বন্ধভাব যোজনা করিয়াছেন। শান্তদাস্য প্রভৃতি রস ও ঐ সকল রসগত সাত্ত্বিক কার্য্য সমুদায় সম্বিৎ-কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

বিশেষাভাবতঃ সম্বিদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।
বিশেষসংযুতা সা তু ভগবদ্ভক্তিদায়িনী॥

বিশেষধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে সম্বিদ্দেবী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবকে উৎপন্ন করেন এবং তৎকালে জীবসম্বিৎ ব্রহ্মজ্ঞান আশ্রয় করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল বৈকুণ্ঠের নির্ব্বিশেষ আলোচনা মাত্র। বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয়ে সম্বিদ্দেবী ভগবদ্ভাবকে প্রকাশ করেন তৎকালে জীবগত সম্বিৎকর্ত্তৃক ভগবদ্ভক্তির ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে।

হ্লাদিনীনামসংপ্রাপ্তা সৈব শক্তিঃ পরাখ্যিকা।
মহাভাবাদিষু স্থিত্বা পরমানন্দদায়িনী॥

চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তি যখন হ্লাদিনী ভাব সংপ্রাপ্ত হন, তখন মহাভাব পর্য্যন্ত রাগ বৈচিত্র্য উৎপত্তি করিয়া তিনি পরমানন্দদায়িনী হন।

সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্না কৃষ্ণার্দ্ধরূপধারিণী।
রাধিকা সত্ত্বরূপেণ কৃষ্ণানন্দময়ী কিল॥

সেই হ্লাদিনী সর্ব্বোর্দ্ধভাবসম্পন্না হইয়া শক্তিমানের শক্তিস্বরূপা তদর্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্ত্বা গত অচিন্ত্য কৃষ্ণানন্দরূপ এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের ব্যাপ্তি করেন।

মহাভাবস্বরূপেয়ং রাধাকৃষ্ণবিনোদিনী।
সখ্য অষ্টবিধা ভাবা হ্লাদিন্যা রসপোষিকাঃ॥

সেই কৃষ্ণবিনোদিনী রাধা মহাভাবস্বরূপা হয়েন, সেই হ্লাদিনীর রসপোষিকারূপ অষ্টবিধ ভাব আছে, তাঁহারাই রাধিকার অষ্ট সখী।

তত্তদ্ভাবগতা জীবা নিত্যানন্দপরায়ণাঃ।
সর্ব্বদা জীবসত্ত্বায়াং ভাবানাং বিমলা স্থিতিঃ॥

জীবগত হ্লাদিনীশক্তি যখন জীবসত্ত্বায় কার্য্য করেন, তখন সাধুসঙ্গ বা কৃষ্ণকৃপাবলে যদি চিদ্গত হ্লাদিনী কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়, তবে তত্তদ্ভাবগত হইয়া জীব সকল নিত্যানন্দপরায়ণ হইয়া উঠে, এবং জীবসত্ত্বাতেই বিমলভাবের নিত্য স্থিতি ঘটে।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদেকা কৃষ্ণে পরাৎপরে।
যস্য স্বাংশবিলাসেষু নিত্যা স ত্রিতয়াত্মিকা॥

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী অখণ্ডা পরাশক্তিরূপে বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ সত্ত্বা জ্ঞান ও রাগ ইহারা সুন্দররূপে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ বিলাসরূপে স্বাংশগত লীলায় সেই শক্তি নিত্যই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধাত্মিকা আছেন।

এতৎসর্ব্বং স্বতঃকৃষ্ণে নির্গুণেঽপি কিলাদ্ভুতং।
চিচ্ছক্তিরতি সম্ভূতং চিদ্বিভূতিস্বরূপতঃ॥

এবম্প্রকার বিশেষ ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে নিত্যরূপে আশ্রয় পাইয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুতরূপে নির্গুণ, যেহেতু এ সমস্তই তাঁহার চিচ্ছক্তিরতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং চিদ্বিভূতি স্বরূপ। (ক্রমশঃ)

'শরণাগতিই' ভক্তের 'প্রাণ'

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীগৌরগত প্রাণ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীগৌরবিরহে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত খেদের সহিত বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন—

"সৈবেয়ং ভুবি ধন্যগৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ।
সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তান্যেব নামানি তু।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরি হরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো
হা চৈতন্য কৃপানিধান তব কিং বীক্ষ্যে পুনর্বৈভবম্॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১৪০

অর্থাৎ "পৃথিবীতে সেই এই ধন্যা গৌড়নগরী, সেই এই সমুদ্রের উপবনাদিযুক্ত তীর, সেই এই শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের সেই সকল হরেকৃষ্ণাদি নামও বর্ত্তমান, হরি হরি! কিন্তু কোথায়ও ত' তাদৃশ প্রেমানন্দোৎসব দৃষ্ট হইতেছে না! হা চৈতন্য, হা কৃপানিধে তোমার বৈভব পুনরায় কি আমার নয়নগোচর হইবে? ॥ ১৪০ ॥

পরমকরুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবপ্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে তাঁহার অনর্পিতচর স্বভক্তিসম্পদ্—ব্রজের দুর্ল্লভপ্রেম বিতরণার্থ স্বীয় পার্ষদ ও ধামসহ এই গৌড়দেশে শ্রীধামমায়াপুরে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ভক্তগণকে তাঁহাদের প্রাণস্বরূপ যে শরণাগতি শিক্ষা দিলেন, এই শরণাগতিই ঐ প্রেমসম্পদ্ লাভের একমাত্র উপায়। শরণাগত ভক্তকেই শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম দুর্ল্লভ প্রেমসম্পদের উত্তরাধিকারী করেন। গজেন্দ্র শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ॥

—ভাঃ ৮।৩।২০

অর্থাৎ ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তন পূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় প্রার্থনা করেন না, (আমি সেই পরিপূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্তব করি।)

ভগবৎপ্রপন্ন ভক্তগণ ভগবৎপ্রপত্তিরূপ মহাসম্পত্তি দ্বারাই পরিপূর্ণ, তাঁহাদের সুখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এজন্য তাঁহাদের হৃদয়ে সুখাভাব জনিত কোন ক্ষোভের উদয় হয় না। আমরা সেই প্রপত্তিসুখ বঞ্চিত হইয়াই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি অবান্তর কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ রূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানানর্থ বরণ করি।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তৎপ্রণীত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শরণাপত্তির লক্ষণ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

অঙ্গাঙ্গিভেদে এই শরণাগতি ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে—'গোপ্তৃত্বে বরণং' এই বাক্যটি শরণাগতি শব্দের সহিত একার্থ বোধক হওয়ায় ইহাই অঙ্গী, অপর পাঁচটি উহার পরিকরত্বহেতু অঙ্গস্বরূপ। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার শ্রীশরণাগতি-গ্রন্থের প্রথমেই কীর্ত্তন করিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখান শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বেবরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস পালন ॥
ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তিপ্রতিকূল ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥
রূপসনাতনপদে দন্তে তৃণ ধরি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুইপদ ধরি' ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি করহ উত্তম ॥"

ঠাকুর তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে উক্ত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্যের অর্থ এইরূপ লিখিতেছেন—

"শরণাগতির ছয় প্রকার লক্ষণ—(১) আনুকূল্য সঙ্কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব—এইরূপ সঙ্কল্প (সম্যক্ নির্ণয় বা গ্রহণ); (২) প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জন অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব',—এইভাবে ত্যাগ; (৩) 'তিনি রক্ষা করিবেন' অর্থাৎ কৃষ্ণব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—এই বিশ্বাস (তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে।); (৪) কৃষ্ণকে গোপ্তা বা পালয়িতা বলিয়া বরণ অর্থাৎ কৃষ্ণই আমার একমাত্র

পালনকর্ত্তা এবং দেবমনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই—এইরূপ স্থির বিশ্বাস; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, উহা কৃষ্ণেচ্ছার পরতন্ত্র—এইরূপ বুদ্ধিই আত্মসমর্পণ এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন বুদ্ধি।"

ঐ বৈষ্ণবতন্ত্রে শরণাগতের আচরণ কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

অর্থাৎ শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্, আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনেও জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। —চৈঃ চঃ ম ২২।৯৮ অঃ প্রঃ ভাঃ

কৃষ্ণে সমর্পিতাত্ম শরণাগত ভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসম অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়তম জ্ঞান করেন—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥
—চৈঃ চঃ ম ২২।৯৯

শ্রীভগবান্ তৎপ্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ —ভাঃ ১১।২৯।৩৪

অর্থাৎ "মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে (নিজেকে) আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রস ভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন।" —অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিতেছেন—"আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যেকালে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টা প্রভৃতি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎপ্রাপ্তি হেতু তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠ বস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠধর্ম্মে বা মায়িক ভোগে আর তাঁহাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না।"

'আত্মভূয়ায় কল্পতে' অর্থে আমার (ভগবানের) তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এরূপ অর্থও করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক অভেদ বা ঐক্যার্থ কখনই অভীপ্সিত নহে, তবে শরণাগত ভক্ত ভক্তবৎসল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিজাভিন্ন কলেবর রূপে দর্শন করেন।

ভক্ত সর্ব্বদাই শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার দ্বারা তাঁহাকে আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকেন। অষ্টাক্ষর বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে যে 'নমঃ' শব্দ আছে, পাদ্মোত্তর খণ্ডে তাহার ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে—

অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ॥
ভঃ সঃ ২৩৬ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ নমঃ শব্দের 'ম'কার অহঙ্কার বাচক এবং 'ন'কার তাহার নিষেধক। সুতরাং নমঃ শব্দ দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং তদধীন জীবনবিশিষ্ট বলিয়া স্বকীয় সামর্থ্যবিধি নিঃশেষে পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বর-সামর্থ্যানুসারে তাহার কোন বস্তুই অলভ্য হয় না। যে জীব সমস্ত ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন, তিনি সুস্থ ভাবে শয়ন করিয়া যাবতীয় কর্ম্ম আচরণ করেন।

শ্রীদেবকী দেবীও তৎপুত্ররূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি॥" —ভাঃ ১০।৩।২৭

অর্থাৎ "এই মর্ত্ত্যলোক (মরণশীল মানব) মৃত্যুরূপ সর্পভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়া সে সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে।"

বস্তুতঃ শ্রীভগবানের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত জীবের দ্বিতীয় কোন বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয় স্থান নাই।

শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত ভক্তকে সকল ক্লেশ হইতে উদ্ধার করেন। তিনিই একমাত্র গোপ্তা—পালয়িতা — রক্ষয়িতা। ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলেন — হে ভগবন, আমি দেবদেব জনার্দ্দনরূপী আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতেছি'—এইরূপে যিনি আমাতে শরণাপন্ন হন, আমি তাঁহাকে যাবতীয় ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।'

কিভাবে শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে শরণাগত হইতে হয় তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ।

অর্থাৎ "যে শরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বারা 'হে ভগবন্, আমি আপনারই আশ্রিত হইয়াছি',—এইরূপ উচ্চারণ মনদ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীরদ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয় সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করেন, তিনিই সুখী হইয়া থাকেন।"

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিতেছেন—

"আত্মনিবেদন　তুয়াপদে করি'
　হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল,　চিন্তা না রহিল,
　চৌদিকে আনন্দ দেখি।
অশোক অভয়　অমৃত আধার
　তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন　বিশ্রাম লভিয়া
　ছাড়িনু ভবের ভয়॥" ইত্যাদি।

"এখন বুঝিনু প্রভো তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃত পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥
বড়দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সবদুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে॥" ইত্যাদি।

"সর্ব্বস্ব তোমার　চরণে সঁপিয়া
　পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর　তোমার কুকুর
　বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে　আমারে পালিবে,
　রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে　আসিতে না দিব,
　রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজজন　প্রসাদ সেবিয়া
　উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন　পরম আনন্দে
　প্রতিদিন হবে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া　তোমার চরণ
　চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে　নিকটে যাইব,
　যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ　কভু না ভাবিব,
　রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ　তোমারে পালক
　বলিয়া বরণ করে॥"

ঠাকুরের 'শরণাগতি' গীতিকাব্যে এইরূপ বহু সারগর্ভ গীতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সারগ্রাহী পাঠক ঠাকুরের কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা গ্রন্থ এবং

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা গ্রন্থ কণ্ঠহার করিলে ভজনরাজ্যে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবেন। আমরা এই প্রবন্ধে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রণীত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে উদ্ধৃত কতিপয় প্রামাণিক শ্লোক সানুবাদ উদ্ধার করিয়াছি।

ভজনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্য ভক্তের প্রাণস্বরূপ শরণাগতির কথা বিশেষভাবে আলোচ্য। অশরণাগত ব্যক্তি লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাগমার্গ অবলম্বনের ধৃষ্টতা করতঃ রাগভজনচেষ্টা দেখাইতে গেলে অচিরেই নানানর্থ প্রপীড়িত হইবেন। 'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি' বটে, কিন্তু 'বিধিমার্গরত-জনে স্বাধীনতা রত্নদানে রাগমার্গে করান প্রবেশ'— এই মহাজন-বাক্যাবলম্বনে সর্ব্বতোভাবে গুর্ব্বানুগত্যে নামভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নামই কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগের শরণাগতিরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ আমাদিগকে রাগমার্গে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৭)

শ্রীনিবাস আচার্য্য

নদীয়া জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপের উত্তরে চাখন্দি গ্রামে ১৪৪১ শকাব্দে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু আবির্ভূত হন। পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণিত আছে — কাটোয়াতে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তদ্দর্শনে শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য 'হা চৈতন্য', 'হা চৈতন্য' এই নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতঃ সর্ব্বক্ষণ ক্রন্দন করিতে থাকেন। শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের ঐ প্রকার প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সজ্জনগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত জানিয়া তাঁহার নাম 'চৈতন্যদাস' রাখিলেন। তখন হইতে তিনি 'চৈতন্যদাস' নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদাসের কোনও কামনা না থাকিলেও অকস্মাৎ পুত্র-কামনা প্রবল হওয়ায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে সেই কথা জানাইলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া পতিকে শীঘ্র নীলাচলে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইতে ও নিবেদন করিতে পরামর্শ দিলেন। শ্রীচৈতন্যদাস সস্ত্রীক নীলাচল যাত্রা করিলেন। পথে লক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা শ্রীবলরাম বিপ্রের গৃহে যাজিগ্রামে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইয়া কিছু নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন—"শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।" শ্রীজগন্নাথদেব কি ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন, ভক্তগণ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া উহা ব্যক্ত করিলেন — "শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্র-কামনা হইয়াছে। তাহার 'শ্রীনিবাস' নামক পুত্ররত্ন জন্মিবে, যে পুত্র আমার অভিন্ন প্রেমস্বরূপ হইয়া সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করিবে। শ্রীরূপাদির দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করিব এবং শ্রীনিবাসের দ্বারা গ্রন্থরত্নসমূহ বিতরণ করিব।" শ্রীনিবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশস্বরূপ ছিলেন।

"হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া।
কহয়ে গভীরনাদে ভাবাবিষ্ট হইয়া॥
'পুত্রের কামনা করি' আইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস নামে তাঁর হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থ রত্ন বিতরিব॥

মোর শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তারে দেখি' সর্ব্বচিত্তে বাড়িল উল্লাস॥"
—ভক্তিরত্নাকর ২য় তরঙ্গ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্যদাস গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যথাকালে শুভ মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদাস সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে শ্রীগৌর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। ক্রমশঃ শ্রীচৈতন্যদাস শ্রীনিবাসের অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ উপনয়ন-সংস্কারাদি যথারীতি সুসম্পন্ন করাইলেন। শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এবং খণ্ডবাসী ভক্তগণের বিশেষতঃ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের কৃপা ও স্নেহ শ্রীনিবাসের প্রতি প্রচুররূপে বর্ষিত হইল।

শ্রীনিবাস পিতৃমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিতামৃত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নিরন্তর শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রবণ করিতে করিতে পিতাপুত্র উভয়ে প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িতেন। শ্রীনিবাসের জননী শ্রীনিবাসকে বহুবিধভাবে নামসংকীর্ত্তন করাইতেন। শ্রীনিবাস পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

শ্রীনিবাস শ্রীধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তৎপর কিছুদিন বাদেই পিতৃবিয়োগ হয়। ভক্ত পিতার বিরহে শ্রীনিবাস অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। ভক্তগণ বহু প্রকারে তাঁহাকে ও তাঁহার জননীকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

শ্রীনিবাস জননীকে সঙ্গে লইয়া চাখন্দি হইতে যাজিগ্রামে মাতামহের গৃহে আসেন। শ্রীনিবাসকে দর্শন করিয়া গ্রামের লোকজন খুবই উল্লসিত হইলেন। কিছুদিন যাজিগ্রামে অবস্থান করতঃ শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিতে পারেন—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীনিবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পুনঃ যাজিগ্রামে আসিয়া মাতৃ আদেশ গ্রহণ করতঃ তিনি শীঘ্রগতি গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে নীলাচল যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সংবাদ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, মূর্চ্ছাভঙ্গের পর প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন প্রদান করতঃ নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। নীলাচলে পৌঁছিলে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। নীলাচলে রায় রামানন্দ, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীশিখি মাহিতি, শ্রীসার্ব্বভৌম পণ্ডিত, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীশঙ্কর শ্রীগোপীনাথাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীনিবাস মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদের কৃপাও লাভ করিলেন।

নীলাচলে কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীনিবাস শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। অতঃপর শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া নীলাচল হইতে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন-পথে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অপ্রকট সংবাদ শ্রবণে বিরহ-বিহ্বল হইয়া পুনঃ প্রাণ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু স্বপ্নে প্রকটিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ উক্ত প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিলেন। নবদ্বীপে পৌঁছিয়া শ্রীনিবাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাসের ঐ প্রকার অবস্থা দেখিয়া শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীনিবাসকে দর্শন প্রদান ও কৃপা করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তীব্র বৈরাগ্যের সহিত গৌর-ভজননিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীনিবাস বিস্মিত হইলেন। শ্রীনিবাস তথায় স্বপ্নে শচীমাতার দর্শন ও কৃপাও লাভ করিলেন। অতঃপর শ্রীনিবাস বৈষ্ণবকৃপালাভেচ্ছু হইয়া নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ খানাকুল কৃষ্ণনগর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি গৌড়মণ্ডলের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকেন। শ্রীগৌর-

পার্ষদ ও শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদগণের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ লাভ করিয়া শ্রীনিবাস নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। শ্রীমুরারি, শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীদামোদর, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরদাস, শ্রীপরমেশ্বরীদাস, শ্রীজাহ্নবাদেবী, শ্রীবসুধাদেবী, শ্রীবীরভদ্র, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সকলেই শ্রীনিবাসের কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল অবস্থা দেখিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া জননী দেবীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার অনুমতি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে থাকেন। জননীদেবী পুত্রের ব্যাকুলান্তঃকরণ দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। শ্রীনিবাস অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া মৌরেশ্বর, একচাকাধাম হইয়া কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগতীর্থ দর্শনান্তে বহুদিন বাদে যখন ব্রজে আসিয়া পৌঁছিলেন, শুনিলেন শ্রীরূপ-গোস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী অপ্রকট হইয়াছেন; শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী তখনও প্রকট আছেন। শ্রীনিবাস গোস্বামিত্রয়ের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া পরম ধন্য হইলেন। শ্রীনিবাস শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আশ্রয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহসিক্ত হইয়া শ্রীনিবাসকে নিজ আরাধ্য শ্রীরাধাদামোদরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাস গোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের কৃপাও লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের উজ্জ্বলনীলমণি শ্লোক ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি শ্রীনিবাসকে 'আচার্য', নরোত্তমকে 'ঠাকুর' ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে 'শ্যামানন্দ' পদবী প্রদান করিলেন। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৪ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

অনুবাদ—জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানদ্বারা ভগবৎ-স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাঁহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎ সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ লীলা-পর বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন, তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন। ৩॥

বিশ্বনাথ টীকা—নন্বু তর্হি "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"-তি শ্রুতের্জ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেয়ুস্তত্রাহ—জ্ঞান ইতি, উদপাস্য ঈষদপাকৃত্য সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোঽপি স্বমাধুর্য্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম্। ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ ন তু তীর্থাদ্যপাটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণ-প্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিরারম্ভ-পরিসমাপ্ত্যোর্নমন্তঃ। তত্র তন্বা পাণিভ্যাং সহ শীর্ষ্ণা ভূমিস্পর্শেন। বাচা কৃষ্ণ-কথায়ৈঃ "তদাস্বাদকেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমন্ত" ইতি বচনেন মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং

জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি। জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্তু ন বশীকৃতো ভবস্ততঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৄণাং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। অতস্ত্বৎ কথৈকদেশজ্ঞানমেব ত্বজ্‌জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ।

টীকার ব্যাখ্যা—(যদি কেহই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ না হয়,) তাহা হইলে 'তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে' এই শ্রুতি অনুসারে অজ্ঞানহেতু লোকসকল সংসারকে কি করিয়া পার হইবে? তাহাতে বলিতেছেন 'জ্ঞানে' ইতি। উদপাস্য ঈষৎও প্রয়াস না করিয়া, 'সন্মুখরিতাং' 'সৎ' মৌনশালিগণও যাঁহা কর্ত্তৃক নিজের মাধুর্য্যের দ্বারা 'মুখরিত' মুখরীকৃত হইয়া থাকেন, সেই আপনার বা আপনার জনগণের 'বার্ত্তা'কে, 'স্থানে' ভক্তগণের নিবাসেই 'স্থিত' হইয়া, তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়া নহে, 'শ্রুতিগতাং' তাঁহাদের সন্নিধিমাত্রে কর্ণেন্দ্রিয় প্রাপ্তা, 'তনু-বাক্-মনোভিঃ' (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) (কথার আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিতে 'নমন্তঃ' (প্রণাম করতঃ) তাহাতে তনুর দ্বারা মস্তকের সহিত হস্তযুগলের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া। 'বাক্' দ্বারা কৃষ্ণকথার নিমিত্ত তাঁহার আস্বাদক বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করতঃ; 'মনের দ্বারা' শ্রুত কথার নিশ্চয় কারিণী বুদ্ধিদ্বারা, প্রণাম করতঃ যাঁহারা কেবল জীবন ধারণ করেন যদিও অন্য কর্ম্ম না করেন, তথাপি 'তৈঃ' (তাঁহাদের কর্ত্তৃক) 'প্রায়শঃ' 'ত্রিলোক্যাং' (তিনলোকে) অন্যসকলের কর্ত্তৃক 'অজিতঃ' 'অপি' (জিত না হইয়াও) আপনি 'জিতঃ অসি' বশীকৃতও হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানহেতু মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক বশীকৃত হন না। অতএব কথা শ্রবণকারিগণের সংসার-পার আর আশ্চর্য্য কি? এইভাব। এই হেতু আপনার কথার একদেশের জ্ঞানই আপনার জ্ঞান, তাহার দ্বারা সংসারও পার হইয়া থাকেন, এই শ্রুতির অর্থ জানিতে হইবে, এই ভাব।

> শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
> ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
> তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
> নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ৪॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গল লাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ৪॥

বিশ্বনাথ টীকা— শ্রবণকীর্ত্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থীভবন্তি। যদুক্তং নৃসিংহপুরাণে—"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥" ইতি। তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াসবন্তস্তেষাং দুঃখমেব ফলতীত্যাহ -- শ্রেয়ঃসামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাং তব ভক্তিং উদস্যেতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা। শ্রেয়াংসি জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাসাধন সাধ্যানি ফলানি যয়ৈব স্যুস্তাং ভক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্য্যবসিতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ অল্পপ্রমাণং তণ্ডুলং পরিত্যজ্য যতস্ততঃ পরিশ্রম্যানীয় পর্ব্বতপ্রমাণং স্থূলতুষপুঞ্জং সঞ্চিত্য অন্তান্তঃকণহীনধান্যাভাসস্যাবঘাতং কুর্ব্বতাং জনানাং যথা স স্থূলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলং হস্তাদিবেদনামাত্রফলপ্রদঃ। ৪॥

টীকার ব্যাখ্যা—শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতির মধ্যে একটি ভক্তির দ্বারাও ভক্তগণ কৃতার্থ হইয়া থাকেন। যে হেতু নৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে — যাহা ক্রয় করিয়া লাভ করিতে হয় না, সেই পত্র, পুষ্প, ফল ও জল সকল সময়েই বিদ্যমান থাকায় পুরাণ পুরুষ ভক্তিদ্বারা সুখলভ্য হইলে লোক মুক্তির নিমিত্ত কেন প্রযত্ন করে? তথাপি যাহারা ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানে প্রয়াসী হয়, তাহাদের দুঃখই ফলিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন। 'শ্রেয়ঃ' অভ্যুদয় ও অপবর্গসকলের সরোবর হইতে নির্ঝর সমূহের মত 'সৃতি' সরণ (নির্গমন) যাহা হইতে হয়, সেই আপনার 'ভক্তি'কে উদস্য ইহা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা। 'শ্রেয়ঃ' নানাসাধনের দ্বারা সাধ্য ফলসমূহ, যাহার

দ্বারা হয়, সেই ভক্তিকে, 'ত্যাগ করিয়া' এই অর্থ। 'তেষাং' তাহাদের, 'অন্যৌ' এই বোধ (জ্ঞান), 'ক্লেশল' যে ক্লেশকে, 'লাতি' দান করে, সে ক্লেশল, 'শিষ্যতে' পর্য্যবসিত হয়। (সেই বোধ ক্লেশদাতারূপে পর্য্যবসিত হয়)। তাহাতে দৃষ্টান্ত —'স্থূল তুষাবঘাতিনাং' অল্প পরিমাণ তণ্ডুল পরিত্যাগ করিয়া যে সে স্থান হইতে পরিশ্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতপ্রমাণ স্থূল তুষরাশি সঞ্চয় করিয়া সেই মধ্যে-তণ্ডুলকণহীন ধান্যাভাসের অবঘাত-কারি জনগণের সেই স্থূলতুষ 'ক্লেশল' কেবল হস্ত প্রভৃতির বেদনামাত্র ফলপ্রদ হয়।

তুলসী-মাহাত্ম্য ও স্তব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৮ পৃষ্ঠার পর]

দ্বিজা উচুঃ।

তুলসীপুষ্পমাহাত্ম্যং শ্রুতং ত্বত্তো হরেঃ শুভম্।
তস্যাঃ স্তোত্রং কৃতং পুণ্যং শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্॥

ব্যাস উবাচ।

পুরা স্কন্দপুরাণে চ যন্ময়া কীর্ত্তিতং দ্বিজাঃ।
কথয়ামি পুরাণঞ্চ পুরতো মোক্ষহেতবে॥
শতানন্দমুনেঃ শিষ্যাঃ সর্ব্বে তে সংশিতব্রতাঃ।
প্রণিপত্য গুরুং বিপ্রাঃ পপ্রচ্ছুঃ পুণ্যতো হিতম্॥
পূর্ব্বং ব্রহ্মমুখান্নাথ যচ্ছ্রুতং তুলসীস্তবম্।
তদ্বয়ং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥

শতানন্দ উবাচ।

নামোচ্চারে কৃতে তস্যাঃ প্রীণাত্যসুরদর্পহা।
পাপানি বিলয়ং যান্তি পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্॥
সা কথং তুলসী লোকৈঃ পূজ্যতে বন্দ্যতে ন হি।
দর্শনাদেব যস্যাস্তু দানং কোটিগবাং ভবেৎ॥
ধন্যাস্তে মানবা লোকে যদ্গৃহে বিদ্যতে কলৌ।
শালগ্রামশিলার্থন্তু তুলসী প্রত্যহং ক্ষিতৌ॥
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি ধন্যাস্তে করপল্লবাঃ।
কেশবার্থং কলৌ যে চ রোপয়ন্তীহ ভূতলে॥
কিং করিষ্যতি সংরুষ্টো যমোঽপি সহকিঙ্করৈঃ।
তুলসীদলেন দেবেশঃ পূজিতো যেন দুঃখহা॥
তীর্থযাত্রাদিগমনৈঃ ফলৈঃ সিধ্যতি কিন্নরঃ।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাশনে কেশবার্চ্চনে।
তুলসী দহতে পাপং কীর্ত্তনে রোপণে কলৌ॥
তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈর্নিত্যং পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি॥
মন্ত্রেণানেন যঃ কুর্য্যাদ্বিচিত্য তুলসীদলম্।
পূজনং বাসুদেবস্য লক্ষকোটিগুণং ভবেৎ॥
প্রভাবং তব দেবেশি গায়ন্তি সুরসত্তমাঃ।
মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পাতালে নাগরাট্ স্বয়ম্॥
ন তে প্রভাবং জানন্তি দেবতাঃ কেশবাদৃতে।
গুণানাং পরিমাণন্তু কল্পকোটিশতৈরপি।
কৃষ্ণানন্দাৎ সমুদ্ভূতা ক্ষীরোদমথনোদ্যমে॥
উত্তমাঙ্গে পুরা যেন তুলসী বিষ্ণুনা ধৃতা।
প্রাপ্যৈতানি ত্বয়া দেবি বিষ্ণোরঙ্গানি সর্ব্বশঃ॥
পবিত্রতা ত্বয়া প্রাপ্তা তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্।
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরুষ মেঽবিঘ্নং যতো যামি পরাং গতিম্॥
রোপিতা গোমতীতীরে স্বয়ং কৃষ্ণেন পালিতা॥
জগদ্ধিতায় তুলসী গোপীনাং হিতহেতবে।
বৃন্দাবনে বিচরতা সেবিতা বিষ্ণুনা স্বয়ম্॥
গোকুলস্য বিবৃদ্ধ্যর্থং কংসস্য নিধনায় চ।
বশিষ্ঠবচনাৎ পূর্ব্বং রামেণ সরযূতটে॥
রাক্ষসানাং বধার্থায় রোপিতা ত্বং জগৎপ্রিয়ে।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
বিয়োগে বাসুদেবস্য ধ্যাত্বা ত্বাং জনকাত্মজা।
অশোকবন মধ্যে তু প্রিয়েণ সহ সঙ্গতা॥

শঙ্করার্থং পুরা দেবি পার্ব্বত্যা ত্বং হিমালয়ে।
রোপিতা তপসো বৃদ্ধ্যৈ তুলসীং ত্বাং নমাম্যহম্॥
সর্ব্বাভির্দেবপত্নীভিঃ কিন্নরৈশ্চাপি নন্দনে।
দুঃস্বপ্ননাশনার্থায় সেবিতা ত্বং নমোঽস্তু তে॥
ধর্ম্মারণ্যে গয়ায়াঞ্চ সেবিতা পিতৃভিঃ স্বয়ম্।
সেবিতা তুলসী পুণ্যা আত্মনো হিতমিচ্ছতা॥
রোপিতা রামচন্দ্রেণ সেবিতা লক্ষ্মণেন চ।
পালিতা সীতয়া ভক্ত্যা তুলসী দণ্ডকে বনে॥
ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যথা শাস্ত্রেষু গীয়তে।
তথৈব তুলসী দেবী দৃশ্যতে সচরাচরে॥
ঋষ্যমূকে চ বসতা কপিরাজেন সেবিতা।
তুলসী বালিনাশায় তারাসঙ্গমহেতবে॥
প্রণম্য তুলসীদেবীং সাগরোৎক্রমণং কৃতম্।
কৃতকার্য্যঃ প্রহৃষ্টশ্চ হনুমান্ পুনরাগতঃ॥
তুলসীগ্রহণং কৃত্বা বিমুক্তো যাতি পাতকৈঃ।
অথবা মুনিশার্দ্দূলা ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥
তুলসীপত্রগলিতং যস্তোয়ং শিরসা বহেৎ।
গঙ্গাস্নানমবাপ্নোতি দশধেনুফলপ্রদম্॥
প্রসীদ দেবি দেবেশি প্রসীদ হরিবল্লভে।
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতে তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্।
দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ॥
যৎপাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে বার্দ্ধকে কৃতম্।
তৎসর্ব্বং বিলয়ং যাতি তুলসীস্তবপাঠতঃ॥
প্রীতিমায়াতি দেবেশস্তুষ্টো লক্ষ্মীং প্রযচ্ছতি।
কুরুতে শত্রুনাশঞ্চ সুখং বিদ্যাং প্রযচ্ছতি॥
তুলসীনামমাত্রেণ দেবা যচ্ছন্তি বাঞ্ছিতম্।
গর্হ্যাণমপি দেবেশো মুক্তিং যচ্ছতি দেহিনাম্॥
তুলসী স্তবসন্তুষ্টা সুখং বৃদ্ধিং দদাতি চ।
উৎক্রান্তং হেলয়া বিদ্ধি পাপং যমপথে স্থিতম্॥
যস্মিন্ গৃহে চ লিখিতো বিদ্যতে তুলসীস্তবঃ।
নাশুভং বিদ্যতে তস্য শুভমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥
সর্ব্বঞ্চ মঙ্গলং তস্য নাস্তি কিঞ্চিদমঙ্গলম্।
সুভিক্ষং সর্ব্বদা তস্য ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্॥
নিশ্চলা কেশবে ভক্তির্ন বিয়োগশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
জীবতি ব্যাধিনির্ম্মুক্তো নাধর্ম্মে জায়তে মতিঃ॥
দ্বাদশ্যাং জাগরে রাত্রৌ যঃ পঠেৎ তুলসীস্তবম্।
তীর্থকোটিসহস্রৈস্তু যৎ ফলং লক্ষকোটিভিঃ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি পঠিত্বা তুলসীস্তবম্॥
ইতি শ্রীপাদ্মে মহাপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে তুলসীস্তবমাহাত্ম্যং নামৈকষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥

বঙ্গানুবাদ

দ্বিজগণ কহিলেন,—আমরা আপনার নিকট শুভ তুলসী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় পুণ্য স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। ব্যাস বলিলেন,—দ্বিজগণ! পূর্ব্বে আমি স্কন্দপুরাণে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে মোক্ষহেতু অগ্রে সেই পুরাণ-কথা কীর্ত্তন করিতেছি। শতানন্দ মুনির শিষ্যগণ সকলেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণ; তাঁহারা গুরু শতানন্দকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পুণ্যার্হ হিত জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন—নাথ! আপনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখে যে তুলসীবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, হে ব্রহ্মবিদ্‌বর! আমরা আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শতানন্দ কহিলেন,—তুলসীর নামোচ্চারণমাত্রেই মুরারি শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন, পাপ সকল বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং অক্ষয় পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। এ হেন তুলসীকে লোকে কেন পূজা বন্দনা করিবে না? তুলসীর দর্শনমাত্রেই কোটি গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে। কলিকালে জগতে সেই সকল মানবই ধন্য, যাহাদের গৃহে প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনার্থ তুলসী অবস্থান করে। যে করপল্লবসকল কলিতে কেশবনিমিত্ত তুলসী রোপণ বা তুলসী চয়ন করে, তাহারাই ধন্য। যে ব্যক্তি তুলসীদল দ্বারা দুঃখহারী দেবদেবের অর্চ্চনা করে, কিঙ্করগণ সহ যম রুষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে পারে? সুতরাং তীর্থযাত্রাদিজনিত ফল দ্বারা আর কি সিদ্ধ হইয়া থাকে? স্নানে, দানে, ধ্যানে, প্রাশনে বা কেশবার্চ্চনে এবং রোপণে ও কীর্ত্তনে তুলসী পাপ হরণ করে। হে তুলসি! তুমি অমৃতোদ্ভবা সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়া; আমি তোমাকে কেশবার্থ চয়ন করিতেছি, হে শোভনে! তুমি বরপ্রদা হও। তোমার অঙ্গজাত

তুলসীপত্র দ্বারা হরিকে যাহাতে পূজা করিতে পারি, হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিমলনাশিনি! তুমি তাহাই বিধান কর। এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তুলসীদল চয়ন করিয়া যে ব্যক্তি বাসুদেবের অর্চ্চনা করে, তাহার লক্ষ কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে দেবেশি! সুরসত্তমগণ তোমার মাহাত্ম্য গান করেন। মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, পাতালস্থ নাগরাজ, কেশব ব্যতীত দেবগণ কেহই তোমার প্রভাব অবগত নহেন কিংবা শতকল্প কোটি কালেও গুণের পরিমাণ করিতে সমর্থ নহেন। তুলসি! তুমি ক্ষীরোদমন্থনকালে কৃষ্ণানন্দ হইতে সমুদ্ভূতা। পূর্ব্বে বিষ্ণু তোমাকে উত্তমাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া তুমি পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ, হে দেবি! তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার অঙ্গজাত পত্রপুঞ্জ দ্বারা যাহাতে হরিকে আমি অর্চ্চনা করিতে পারি, তুমি তাহাই নির্ব্বিঘ্নে করিয়া দাও, তাহাতেই আমি পরম গতি প্রাপ্ত হইব। হে দেবি! তুমি গোমতীতীরে রোপিত এবং জগতের ও গোপীগণের হিতের নিমিত্ত স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছ। বৃন্দাবন বিচরণ কালে স্বয়ং বিষ্ণু গোকুলরক্ষা ও কংসের নিধন নিমিত্ত তোমার সেবা করিয়াছেন। হে জগৎপ্রিয়ে! পূর্ব্বে বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে রাক্ষসগণের বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র তোমাকে সরযূতটে রোপণ করিয়াছিলেন, আমি তপোবৃদ্ধি নিমিত্ত তুলসী তোমাকে প্রণাম করি। বাসুদেবের বিয়োগে জনকসুতা অশোকবন মধ্যে তোমাকে ধ্যান করিয়া প্রিয়জন সহ মিলিত হইয়াছিলেন।—হে দেবি! পুরাকালে পার্ব্বতী শঙ্কর-নিমিত্ত এবং তপোবৃদ্ধির জন্য তোমাকে হিমালয়ে রোপণ করিয়াছিলেন, সেই তুলসী তুমি, তোমাকে নমস্কার করি। সমস্ত দেবপত্নী ও কিন্নরগণ দুঃস্বপ্ন-নাশের নিমিত্ত নন্দনে তোমার সেবা করিয়াছিলেন, তোমাকে নমস্কার করি। গয়াধামে ধর্ম্মারণ্যে পিতৃগণ তোমার সেবা করেন। আত্মহিতেচ্ছু ব্যক্তিগণই পুণ্য তুলসী সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যে তুলসী রাম কর্ত্তৃক রোপিত, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং সীতা কর্ত্তৃক ভক্তি পূর্ব্বক পালিতা হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যব্যাপিনী গঙ্গা যেমন শাস্ত্রসমূহে গীত হইয়া থাকেন, তেমনি তুলসী দেবীও চরাচরে দৃষ্ট হইতেছেন। কপিরাজ সুগ্রীব ঋষ্যমূক বাসকালে তারাসঙ্গ লাভের নিমিত্ত বালিবধ কামনায় তুলসী সেবা করিয়াছিলেন। হনুমান্ তুলসীদেবীকে প্রণাম করিয়াই সাগর লঙ্ঘন করেন এবং কৃতকার্য্য ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। হে মুনিবরগণ! তুলসী গ্রহণ করিয়া নর পাতক মুক্ত হয়। ইহাতে ব্রহ্মহত্যাও দূরীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মস্তকে তুলসীপত্র-গলিত জল বহন করে, তাহার গঙ্গাস্নান তুল্য ফল এবং দশ ধেনুদানের পুণ্য লাভ হয়। হে ক্ষীরোদমথন-সম্ভবে, তুলসি, হে দেবি, হরিবল্লভে, দেবেশি! তোমাকে আমি নমস্কার করি। যে ব্যক্তি দ্বাদশীরাত্রে জাগরণ করিয়া এই তুলসী স্তব পাঠ করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। বাল্যে, কৌমারে, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যে কিছু পাপ করা হয়, তুলসীস্তব পাঠে তৎ সমস্তই বিলীন হইয়া থাকে। ইহাতে দেবেশ প্রীত হন, তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী প্রদান করেন, শত্রু নাশ করিয়া দেন এবং সুখ ও বিদ্যা দান করেন। তুলসীর নাম মাত্র উচ্চারণেই দেবগণ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন তুলসী সেবী দেহিগণকে দেবেশ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন। স্তব তুষ্টা তুলসী সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন এবং অনায়াসেই সর্ব্ব পাপ নাশ করেন। যাহার গৃহে তুলসীস্তব লিখিত হইয়া থাকে, তাহার কোনই অশুভ থাকে না, সে নিশ্চিতই শুভ লাভ করে। তাহার সমস্তই মঙ্গলময় হয়, কিছুই অমঙ্গল থাকে না। সর্ব্বদাই তাহার সুভিক্ষ হয়, ধনধান্য প্রচুর হইয়া থাকে। কেশবে তাহার নিশ্চলা ভক্তি হয়, বৈষ্ণবগণ-সহ কখনই তাহার বিয়োগ ঘটে না। সে নীরোগ হইয়া জীবন ধারণ করে, অধর্ম্মে তাহার মতি হয় না। দ্বাদশীরাত্রে জাগরণ করিয়া যে ব্যক্তি তুলসীস্তব পাঠ করে, সহস্র কোটি বা লক্ষ কোটি তীর্থ সেবায় যে ফল হয়, তুলসীস্তব পাঠে তাহারও সেই ফল হইয়া থাকে।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চণ্ডীগড় মঠে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাবতিথিপূজা অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাবতিথিপূজা এবং তদুপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা এই বৎসর চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৯ কার্ত্তিক, ১৬ নভেম্বর বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে বিশেষভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে সুসজ্জিত পুষ্পসমাধি-মন্দিরে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা-বিধান ও তচ্চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন সর্ব্বাগ্রে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। তৎপর তিনি বস্ত্রার্পণাদির দ্বারা উপস্থিত ও অনুপস্থিত পূজনীয় বৈষ্ণবগণের পূজা সম্পাদন করিলে সমুপস্থিত ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের পক্ষ হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের পূজাকালে সর্ব্বক্ষণ তদীয়মাহাত্ম্যসূচক মহাজনগীতাবলী কীর্ত্তিত ও উচ্চ-সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তনমুখে পুষ্পসমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন। শ্রীল গুরুদেবের ও শ্রীবিগ্রহগণের মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে একাদশী ব্রতোপযোগী ফলমূলদুগ্ধাদি অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু প্রভৃতি রাজ্য হইতে এবং কলিকাতা হইতেও বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। পরদিবস ১৭ নভেম্বর শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

১৬ নভেম্বর শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাবতিথিবাসরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম্-আর্ শর্ম্মা। প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীবি-ডি পাণ্ডে। চণ্ডীগড়ের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি, এল্ বার্ম্মা বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে রাজ্যপালকে ইংরাজী ভাষায় লিখিত অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। উক্ত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত হাইকোর্টের রিডার শ্রীশুকদেব রাজ বক্সী।

রাজ্যপাল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠাতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—

"আজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাবতিথিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের যে সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি তদ্রূপ ইতঃপূর্ব্বে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুরে যাওয়ার এবং কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী কিভাবে সম্পন্ন হইবে তদ্‌সম্বন্ধে আলোচনা সভায় যোগদানেরও আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে মানবজাতির মধ্যে ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মবাণীর অলৌকিক অবদান। শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণ উক্ত বাণী সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করিতেছেন। শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরাশান্তি লাভের ও ভগবৎপ্রাপ্তির সুনিশ্চিত উপায়-রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ তাহাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে প্রেম, মৈত্রী ও সহিষ্ণুতার বিশেষ আবশ্যকতা। আমাদের দুর্ভাগ্য অসহিষ্ণুতার দ্বারা আমরা মনুষ্যের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছি।"

মাননীয় বিচারপতি শ্রীএম্-আর্ শর্ম্মা সভাপতির অভিভাষণে (ইংরাজীতে) বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার পৃথিবীতে আবির্ভাবই মনুষ্যজাতির কল্যাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি আদর্শ মহাপুরুষ ছিলেন, নিজে আচরণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা দার্শনিক ও ধর্ম্মীয় কঠিন ও গূঢ় বিষয়গুলি বুঝাইবার

তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। সুপুরুষ আদর্শচরিত্র মহাজ্ঞানী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসিবার ও তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি।"

চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি এল্ বার্ম্মা শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহা কর্ত্তৃক আরব্ধ চণ্ডীগড়স্থ শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য যাহাতে দ্রুত সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য সকলকে যথাশক্তি সাহায্যের জন্য হার্দ্দী আবেদন জ্ঞাপন করেন। তিনি শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের মহিমার বিষয়ে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের অবদান ও শিক্ষা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"We have assembled here to celebrate the Holy Advent Anniversary of our Most Revered Gurudeva His Divine Grace Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, Founder-President of the All India Sree Chaitanya Gaudiya Math Organisation. I am very much happy to get His Excellency Sree B. D. Pande, Governor of Punjab, Hon'ble Mr. Justice M. R. Sharma and Sree P. L. Verma, Retd. Chief Engineer amidst us on this Holy occasion. When His Excellency Sree B. D. Pande was previously Governor of West Bengal, he participated in the Preparatory Meeting of the Quincentenary (Fifth Centenary) of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu held in Calcutta in which His Excellency Gyani Zail Singh, President of Indian Union and other high dignitaries were present. At that time I had the occasion to listen to Sree B. D. Pande and Sree Gyani Zail Sing and was much impressed on hearing their speeches and seeing their high esteem for Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu and His teachings. Of course, we are previously known to Gyani Zail Sing as he came to our Chandigah Math twice when he was Chief Minister of Punjab. I have never expected that I Shall again come in contact with Sree P. D. Pande in Chandigarh. It is, by the will of Lord that, perchance, he has come to Chandigarh as Governor of Punjab. I am grateful to him that he has accepted our invitation immediately on our approach. This proves that he has not forgotten us. Hon'ble Mr Justice M. R. Sharma is a patron of our Institution and is one of our best friends. He has got great respect for our Most Revered Sreela Gurujee Maharaj and Sreela Guru Maharaj also had special affection for him. Sree P. L. Verma, Retired Chief Engineer, is also a great patron of our Math. Sreela Guru Maharaj liked him very much and consulted with him about construction of the Math building at every step. He has made the design of the Temple,

Most Revered Founder-Acharya, whose birth-day we are celebrating here, was a great Spiritual Dynamic Personality. We are all attracted to Him by His Divine Personality, inspiring speeches and His unique ideal life. He propagated the message of Divine Love of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu throughout the country from one corner to the other. His exposition of the most difficult philosophical and scriptural thoughts in a very lucid manner and with examples, was so grand and attractive that learned persons were immediately impressed.

Where lies the speciality and excellence of Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu's Divine Message. Briefly to say, Lord Chaitanya Mahaprabhu says that Divine Love is the strongest spiritual force on earth to bring unity of hearts amongst all irrespective of caste, creed and religion. Divine Love means love of the Divinity and love of all in relation

to Divinity. We are not inclined to love others when we do not see our relation with them. Parents have got natural love for children. They are not to be taught for this. As long as we do not see our own relation with other persons, we cannot love them. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu teaches us that all the 'Jivas' (individual entities) are coming out of the Same Source—Supreme Lord Sree Krishna. 'Jivas' are the parts of the potency of Supreme Lord Sree Krishna. If we love Krishna, we shall have love for all 'Jivas' automatically. Love is superior to non-violence. Non-violence means to abstain from doing injury to others, this is negative, but love means to do good to others—this is positive. So, the wise are non-violent. It is foolishness, stupidity, sheer ignorance to think that we shall be happy by injuring others. We shall not gain anything by resorting to violence. Violence begets violence. Even if we do not believe in God, nature cannot remain unbalanced. Science says, "To every action there is equal and opposite reaction". If we inflict injury to any Jiva by body, mind and words, that injury will in return come up on us with double force and we shall have to suffer and repent intensely for this. The Vedas say "Don't injure any sentient being". "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বানি ভূতানি।" If we do not want suffering, we should not injure any Jiva.

When we realise that we are coming from the Same Source we are inter-related, we cannot injure any Jiva, because that will be against our interest. The interest of all Jivas lies in the service of the Prime cause Who is Godhead Himself. If God is satisfied, every body will be satisfied—"তস্মিন্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" In Tatiriya Upanishad it is said—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" Jivas are coming out of Brahma, maintained by Brahma and will ultimately go to Brahma. This word 'Brahma' denotes Sree Krishna Who is Para-Brahma. Sree Krishna is the Ultimate Reality. Sree Krisha says in the Geeta, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" There is nothing superior to Me. 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।' I am the cause of Brahma. It is stated in Brahma Samhita, fifth chapter—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥' Sree Krishna is Supreme Godhead. He is All Existence, All-Knowledge and All Bliss. He is the Origin of all, Cause of all causes. According to the Geeta, Jivas are the parts of the potency of the Supreme Lord Sree Krishna. So, Jivas are from Krishna, in Krishna, by Krishna, they should remain for Krishna. As such Jivas cannot be happy independent of Krishna. To understand this clearly take for instance this body. A limb of the body—this hand is from body, is in body and is by the body i. e. is maintained by the body, so its enhancement and satisfaction depends on the body. If this hand non-cooperates with the body, if it puts block in the connection of the body and makes friends with you—all the participants of this meeting, will you be able to make the hand happy and enhance it? All the Doctors of Chandigarh will not be able to make the hand happy, if it non-cooperates with the body. As constitutionally this hand is out of the body, is in the body, and is maintained by the body, so it should remain for the body. In like manner the constitutional position of Jivas are such that they cannot be happy independent of Godhead.

When we shall see our interest in the service of the Whole—Sree Krishna, this knowledge will solve all problems and bestow on us eternal bliss. When there are different centres of interest, fight is inevitable, nobody can avoid it. For instence, if we draw circles with different centres, circumferences will

cross. But if we draw circles with one centre, circles may be smaller or bigger, but there will be no crossing. That common centre of interest is the Absolute Whole Who is the All-Unifying Spiritual Principle. Increase of centres of interests will increase group fightings. Lessening of the centres of interest will lessen fights, ultimately it will culminate to the Absolute Whole which is the most elevated state of human thought.

When we shall think that this physical tabernacle is the person and limited objects of this world are our actual necessity, we cannot but quarrel with each other for the acquisition of the limited objects. If one gets a property of this world, other persons are deprived of it, when one person gets, another person does not get, fight, jealousy, malice amongst the haves and havenots will surely ensue. But if our attention is diverted towards the Unlimited, towards Infinite, towards Purna (The Absolute Whole), fights for limited objects will stop. If one gets Purna, others will not be deprived. Purna minus Purna is Purna, it is not zero. Infinite minus Infinite is Infinite. "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥" Infinite persons can get Infinite, yet remainder will be Infinite. That Infinite Reality is Sree Krishna Who is All Existence, All-Knowledge and All Bliss.

How the Jivas of this world can attain Sree Krishna or Love for Sree Krishna. They are to cultivate for this. Principal spiritual practices for getting Krishna-prema are hearing (Shrawana), chanting (Kirtana) and remembering (Smarana) about Sree Krishna. Constant cultivation of above thoaghts and devotional practices will implant those holy thoughts within our minds. Amongst all devotional practices, chanting of the Holy Name is the easiest and the most effective 'Sadhana' in Kaliyuga under which banner people of all sects can unite. Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu's message of Divine Love has of late received universal appreciation in the world and people belonging to different eountries, nations and faiths have accepted this creed."

রাজ্যপাল সস্ত্রীক শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী প্রভৃতি দর্শন করতঃ হার্দ্দী উল্লাস প্রকাশ করেন।

চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব এইবার চণ্ডীগঢ় মঠে মাসব্যাপী অবস্থান করতঃ শ্রীদামোদর-ব্রত পালন করেন। তজ্জন্য স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও উল্লাস বর্দ্ধিত হয়। তথায় বিরাটাকারে শ্রীঅন্নকূট উৎসবও সম্পন্ন হয়।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহনদাস বনচারী, শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণদাস বনচারী, শ্রীসুদামা বনচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, শ্রীশচীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীচন্দ্রশেখর), শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীগৌরসুন্দরদাস, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী ও ধর্ম্মসম্মেলনাদি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীওমপ্রকাশ বিন্দ্‌লিশ মহোদয় পুষ্পসমাধি মন্দিরের সংস্কারসাধনে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করায় সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় মহোৎসব

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে বিগত ৮ অগ্রহায়ণ (১৩৯০), ২৫ নভেম্বর (১৯৮৩) শুক্রবার কৃষ্ণাপঞ্চমী শুভবাসরে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবপীঠ শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা গোকুলানন্দ-শ্রীনন্দ-যশোদা-শ্রীবালগোপাল ও শ্রীবলদেবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সহায়তায় বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী যথাবিহিতভাবে পূর্ব্বদিবস (২৪ নভেম্বর) প্রাতে চক্র প্রতিষ্ঠা ও পরদিবস শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার কার্য্য সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে ও আনুগত্যে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবহোম, বাস্তুযাগ এবং যাহা যাহা করণীয় তৎসমুদয় সম্পাদন করেন। শ্রীমন্দিরদাতা শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী মহোদয় পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রতিষ্ঠার যাবতীয় কৃত্যাদি দর্শন করেন।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। পাকা গৃহাদিতে থাকিবার সঙ্কুলান না হওয়ায় বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁবু ভাড়া করিয়া অনেকগুলি অস্থায়ী শিবির তৈয়ারী করা হয়। বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া সকলেই উল্লসিত হন। শ্রীমন্দিরদাতা সগোষ্ঠী রেবতীরঞ্জনবাবুকে সকলেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে থাকেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ অসুস্থ শরীর লইয়াও শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে এবং রন্ধনশালাদি অন্যান্য নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। নির্ম্মাণকার্য্যের সহায়করূপে গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারীজীও কায়-মনোবাক্যে প্রচুররূপে যত্ন করেন। উক্ত মন্দিরের প্ল্যান তৈয়ারী করিয়া কলিকাতানিবাসী ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয়রঞ্জন দে মহোদয়ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যে শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করতঃ উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন মুখরিত অবস্থায় পর পর শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করিতেছিলেন সেই সময়ে যে আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। উক্ত দিবস মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে বহু সহস্র ব্রজবাসী নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসবের বিশেষ আনুকূল্য করিয়া রেবতীবাবু, লুধিয়ানার শ্রীমহেন্দ্র কাপুর ও শ্রীরাকেশ কাপুর সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

২৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে চক্রপ্রতিষ্ঠার পর শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, পূতনাবধ, দামবন্ধনলীলা ও যমলার্জ্জুনভঞ্জনস্থান, শ্রীনন্দমহারাজের আলয় ও যোগমায়াদি দর্শনান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর সংকীর্ত্তনে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ ব্রহ্মাণ্ডঘাটে শ্রীকৃষ্ণের মৃৎভক্ষণলীলা, পূতনাবধ ও দামবন্ধনলীলার মহিমা হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৪ নভেম্বর হইতে ২৬ নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, মথুরার অধ্যাপক ডাঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা, এম্‌-এস্‌সি, পি-এইচ্‌-ডি এবং মহাবনের রাজকীয় দীক্ষা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান আচার্য্য শ্রীহরেকৃষ্ণ তেওয়ারী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করতঃ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় বক্তৃতা করেন পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুব্রত পরমার্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী সস্ত্রীক শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, শ্রীমন্দির দাতা সস্ত্রীক শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী, তাঁহাদের পঞ্চপুত্র— শ্রীপরিমলকান্তি চৌধুরী, ডাঃ শ্রীসুবিমল চৌধুরী, শ্রীসুভাষ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীসুকুমার চৌধুরী, শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের নেতৃত্বে রিজার্ভ বাসসহযোগে আগত চণ্ডীগড়ের ভক্তবৃন্দ, ভাটিণ্ডার ভক্তবৃন্দসহ বেদ শ্রীওম প্রকাশ শর্ম্মা ও শ্রীরাজকুমার গর্গ, দিল্লীর ভক্তবৃন্দ, আনন্দপুরের সস্ত্রীক ডাঃ শ্রীসরোজরঞ্জন সেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে গোকুল মহাবন মঠের গৃহাদিসহ ভূমিদাতা শেঠ শ্রীভোলানাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গায়ত্রীদেবীর কৃষ্ণকার্য্যে সেবার আদর্শের কথা উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। গোকুল মহাবন মঠ সংরক্ষণে স্থানীয় প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীহরি পাঠকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন।

উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহে বিশেষভাবে যত্ন করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীমজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর (সুশীল) ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী শ্রীঅচ্যুতানন্দদাস ভাণ্ডারী প্রভু, শ্রীঅরুণদাস অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিভিন্নভাবে সেবায় আনুকূল্য করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২ অগ্রহায়ণ, ১৯ নভেম্বর শনিবার হইতে ৪ অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এবং অন্যান্য ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য চণ্ডীগড় হইতে ১৮ই নভেম্বর অপরাহ্নে দেরাদুনে শুভপদার্পণ করেন। ১৯ নভেম্বর শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর পরিভ্রমণ করেন। ২০শে নভেম্বর রাসপূর্ণিমা তিথিবাসরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা রাধারমণ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমঠে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীমঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রের উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা ১.৯০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.৯০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.০০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ১৮.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,, ৭.০০
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, ১.০০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — ,, ১.৯০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — স ৫
(১৪) শুক্ল-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ১.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ১.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, ৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৪.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ২.৯০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা— দেবপ্রসাদ মিত্র ,, ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক। ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

১২শ সংখ্যা

মাঘ

১৩৯০

শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
আবির্ভাবপীঠোপরি শ্রীমন্দির

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬ ৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ ফোন ঃ ৪৬০০১)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আঃ) ফোন ঃ ২৭১৭০

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর ৭৮৪০০১ (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়—১৬০০২০ (পাঃ) ফোঃ ২৩৭৮৮

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (উড়িষ্যা)

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিঃ) ফোঃ ১২৯৭

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন, জিলা—মথুরা

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন ২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৯০
২৩শ বর্ষ } ১২ মাধব, ৪৯৭ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, সোমবার, ৩০ জানুয়ারী, ১৯৮৪ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীভাগবত-জনানন্দ-মঠ, চিরুলিয়া, মেদিনীপুর
সময়—অপরাহ্ণ, শুক্রবার, ১৯শে চৈত্র, ১৩৩২

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"
"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥"

শ্রীমদ্‌বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিলাম। বৈষ্ণবগণের শেষবাক্যে শুনিলাম, তাঁহারা —কৃপা-প্রসাদ-ভিক্ষু। বৈষ্ণবের ইহাই বিশেষত্ব যে, তাঁহারা প্রসাদভিক্ষু; 'প্রসাদ' অর্থাৎ অনুগ্রহ। উপক্রম ও উপসংহারে তাঁহারা বৈষ্ণবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। মহাভাগবত-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সমগ্রজগৎকে শ্রীভগবানের প্রসাদ-রূপে দর্শন করেন, প্রসাদ-রূপে গ্রহণ করেন। যাঁহার সম্পত্তি আছে, তিনিই আমাদিগকে সম্পত্তি দান করিতে পারেন। যে ভগবান্ সমস্ত সম্পত্তির মালিক, সেই ভগবানের সেবা-ব্যতীত যাঁহাদের অন্য কোন কৃত্য নাই—সমগ্র জগৎ যাঁহাদের নিকট 'প্রসাদ', — জড় সুখাশা-বাদি (optimist)-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার করেন, সেইরূপ কথা বলিতেছি না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তগণ সমগ্রজগৎকে প্রসাদরূপে প্রদান করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ—ভগবদ্ভক্তগণের প্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য লালায়িত। কে ভগবানের প্রিয়তম,—কে ভগবানের প্রসাদের মালিক, তাহার নির্দ্ধারণ আমাদের ভাগ্যহীনতা ও ভাগ্যবিশিষ্টতার উপরই নির্ভর করে। যদিও ভগবানের প্রসাদ আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তথাপি ভগবানের প্রসাদ যাঁহারা লাভ করেন—ভগবদ্দত্ত যাঁহাদের সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রসাদও আমাদের অপ্রয়োজনীয় নহে। ভগবৎপ্রসাদকে 'মহা-প্রসাদ' বলে। ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া যাঁহারা মহান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রসাদই 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণচেতাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। ভারতীয় সামাজিক-বিচারে আমরা দুইপ্রকার মতভেদ লক্ষ্য করি—(১) যাঁহারা কর্ম্মফল-প্রভাবে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করিলেও

তাঁহাদিগকে অবৈধরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদেরই প্রসাদ বাঞ্ছনীয় বলিয়া কোথাও স্বীকৃত হয়; আর, (২) যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে নৈষ্কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রসাদগ্রহণই নিত্য-শ্রেষ্ঠ-সৌভাগ্য-লাভের উপায় বলিয়া কোথাও বিশ্বাস করা হয়। এক-প্রকার বিচার এই যে, হাজার-হাজার বিমূঢ় লোক যে মত পোষণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ করা উচিত নহে; দ্বিতীয়-প্রকার বিচার এই যে, মতভেদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রকৃত-সত্য বিচার করা আবশ্যক।

'সত্য হউক, অসত্য হউক, অনেকগুলি লোক যাহাতে অসন্তুষ্ট হয়, তাহা করিব না',—এইরূপ জন-প্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'সুকৃতি' হইতে বঞ্চিত না হই। জন-প্রিয়তাই প্রয়োজনীয়', — এইরূপ বিচার মায়া-বিমুগ্ধ নির্ব্বুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বর বস্তু— পরম-সত্যবস্তু। 'জনপ্রিয়তা'কে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার মনে করিলে সত্যস্বরূপ-ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়। জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎপ্রসাদের অবজ্ঞার ফলে আমরা গোপনে অমেধ্য বস্তুসমূহ গ্রহণ করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হই।

ভগবৎপ্রসাদের প্রতি আমাদের অবজ্ঞা এবং ভগবৎ-প্রসাদ যাহা নহে, তাহাতে আমাদের অনুরাগ-বৃদ্ধি হয়। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে, 'ভগবান্' নয় যাহা বা 'সত্যস্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা—অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা তখন মৎস্যাদ ও পশু পক্ষীর মাংসভোজী হইয়া পড়ি। ঐগুলি (মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য দ্রব্য)—ভগ-বানের ভোগ্য নহে, কারণ, উহা হিংসা-মূলে উৎপন্ন। আর্য্য-বিধবা স্ত্রীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐসকল অমেধ্যগ্রহণ-চেষ্টা দেখিতে পাই না। পতিসুখে বঞ্চিত আর্য্য-বিধবা-স্ত্রীগণ, বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না, তাহা কখনও গ্রহণ করেন না—ইহা সামাজিকগণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলিরূপে অর্পিত পশুর মাংস যদি 'প্রসাদ' হইত, তবে চতুর্থাশ্রমী বা বিধবাদিগকেও উহা দেওয়া যাইতে পারিত! সাধারণতঃও দেখা যায় যে, কোনও ভদ্রলোক কোনও হিংসার প্রশ্রয় দেন না। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, 'তবে কেন শাস্ত্রে বিধিমূলে ঐরূপ হিংসা-কার্য্যে অনুমোদন দেখা যায়?' তদুত্তরে সাত্বতশাস্ত্র-সমূহ বলেন,— যাহাদের অত্যন্ত শুক্রশোণিতের জন্য লোভ রহিয়াছে, তাহাদের শুক্রশোণিতের প্রবল বুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐসকল বিধির উদ্দেশ্য।' সুতরাং যে-স্থলে নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেই-সেইস্থলেই অমেধ্য' আমিষাদি কখনও 'ভগবৎপ্রসাদ' বলিয়া গৃহীত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৪ পৃষ্ঠার পর]

জীবশক্তি-সমুদ্ভূতো বিলাসোঽন্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
জীবস্য ভিন্নতত্ত্বত্বাৎ বিভিন্নাংশো নিগদ্যতে॥

চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তির সন্ধিনী ও হ্লাদিনীভাব সকলের বিচার সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে জীবপ্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনীভাব সকলের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভগবৎ স্বেচ্ছাক্রমে অচিন্ত্য পরা-শক্তি কর্ত্তৃক চিৎকণ-স্বরূপ জীব সকল সৃষ্ট হয়। জীবকে স্বাতন্ত্র্য দানপূর্ব্বক তাহাকে ভিন্ন তত্ত্বরূপে অবস্থান করায় জীবসত্তায় ভগবদ্বিলাসকে চিদ্বিলাস হইতে ভিন্ন কহা যায়।

পরমাণুসমা জীবাঃ কৃষ্ণার্ককরবর্ত্তিনঃ।
তত্তেষু কৃষ্ণধর্ম্মাণাং সদ্ভাবো বর্ত্ততে স্বতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চিৎসূর্য্যস্বরূপ এবং ঐ অতুল্য সূর্য্যের কিরণ পরমাণুস্বরূপ জীবনিচয় লক্ষিত হয়। অতএব স্বভাবতই কৃষ্ণধর্ম্ম সকল জীবে উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রস্য যথা বিন্দুঃ পৃথিব্যা রেণবো যথা।
তথা ভগবতো জীবে গুণানাং বর্ত্তমানতা॥

ভগবদ্গুণ সকলের সমুদ্র ও পৃথিবীর সহিত কষ্টে তুলনা হয়, ঐ তুলনা অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে গেলে জীবগত গুণ সকল বিন্দু ও রেণুর সদৃশ হইয়া উঠে।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ কৃষ্ণে পূর্ণতমা মতা।
জীবে হ্যণুস্বরূপেণ দ্রষ্টব্যা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণতমা কিন্তু জীবেও উহারা অণুরূপে বর্ত্তমান আছে, ইহা সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিরা দেখিতে পান।

স্বাতন্ত্র্যে বর্ত্তমানেঽপি জীবানাং ভদ্রকাঙ্ক্ষিণাং।
শক্তয়োঽনুগতাঃ শশ্বৎ কৃষ্ণেচ্ছায়াঃ স্বভাবতঃ॥

জীব মাত্রেরই ভগবদ্দত্ত স্বাতন্ত্র্য আছে, তথাপি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণের শক্তি স্বভাবতঃ কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত থাকে।

যে তু ভোগরতা মূঢ়াস্তে স্বশক্তিপরায়ণাঃ।
ভ্রমন্তি কর্ম্মমার্গেষু প্রপঞ্চে দুর্নিবারিতে॥

যাঁহারা হিতাহিত বোধে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং ভোগরত হন, তাঁহারা চিচ্ছক্তির অনুগত না হইয়া স্বগত জীবশক্তির বলে বিচরণ করেন। যে প্রপঞ্চ একবার আশ্রয় করিলে সহজে উদ্ধার পাওয়া কঠিন তাহাতে বর্ত্তমান হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করেন।

তত্রৈব কর্ম্মমার্গেষু ভ্রমৎসু জন্তুষু প্রভুঃ।
পরমাত্মস্বরূপেণ বর্ত্ততে লীলয়া স্বয়ং॥

যে জীব সকল কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ লীলাপূর্ব্বক পরমাত্মারূপে বর্ত্তমান থাকেন।

এষা জীবেশয়োর্লীলা মায়য়া বর্ত্ততেঽধুনা।
একঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে চাপরঃ ফলদায়কঃ॥

সম্প্রতি বদ্ধজীবে, জীব ও ঈশ্বরের লীলা মায়িকরূপে প্রতীয়মান হয়। জীব কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন এবং পরমাত্মা কর্ম্মফল প্রদান করিতেছেন।

জীবশক্তিগতা সা তু সন্ধিনী সত্ত্বরূপিণী।
স্বর্গাদিলোকমারভ্য পারক্যং সৃজতি স্বয়ং॥

জীবপ্রভাবগত পরাশক্তি সন্ধিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া যখন সত্ত্বরূপিণী হন, তখন স্বর্গাদি সমস্ত পরলোক সৃজন করেন।

কর্ম্ম কর্ম্মফলং দুঃখং সুখং বা তত্র বর্ত্ততে।
পাপপুণ্যাদিকং সর্ব্বমাশাপাশাদিকং হি যৎ॥

কর্ম্ম, কর্ম্মফল, দুঃখ, সুখ, পাপ, পুণ্য ও সমস্ত আশাপাশ সেই সন্ধিনী নির্ম্মাণ করেন। লিঙ্গশরীরের পারক্যধর্ম্ম তদ্দ্বারাই সৃষ্ট হয়। স্বর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক, এই সমস্ত লোকই জীবগত সন্ধিনীনির্ম্মিত। অপিচ নীচ ভাবাপন্ন নরকাদিও ঐ সন্ধিনী-নির্ম্মিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জীবশক্তি-গতা সম্বিদীশজ্ঞানং প্রকাশয়েৎ।
জ্ঞানেন যেন জীবানামাত্মন্যাত্মাহি লক্ষ্যতে॥

জীব প্রভাবগতা পরাশক্তি সম্বিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশজ্ঞানকে প্রকাশ করেন। যে জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় পরমাত্মা লক্ষিত হন। চিৎপ্রভাবগত পরাশক্তি সম্বিদ্রূপা হইয়া নির্ব্বিশেষাবস্থায় যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করেন তাহা হইতে ঈশজ্ঞান ক্ষুদ্র ও ভিন্ন।

বৈরাগ্যমপি জীবানাং সম্বিদা সম্প্রবর্ত্ততে।
কদাচিল্লয়বাঞ্ছাতু প্রবলা ভবতি ধ্রুবম্॥

জীবগত সম্বিত হইতে জীবগণের মায়া তাচ্ছিল্যরূপ বৈরাগ্যের উদয় হয়। জীব কখন কখন আত্মানন্দকে ক্ষুদ্র বোধ করিয়া পরমাত্মানন্দকে অপেক্ষাকৃত বৃহজ্-জ্ঞানে তাহাতে আত্মলয় বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

জীবে যাহ্লাদিনী শক্তিরীশভক্তিস্বরূপিণী।
মায়া নিষেধিকা সাতু নিরাকারপরায়ণা॥

জীবপ্রভাবগত পরাশক্তি হ্লাদিনী ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঈশভক্তি প্রকাশ করেন। ঐ ভক্তি ঈশ্বরের মায়িক ভাব নিষেধ করত ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া স্থাপন করে।

চিচ্ছক্তিরতিভিন্নত্বাদীশভক্তিঃ কদাচন।
ন প্রীতিরূপমাপ্নোতি সদা শুষ্কা স্বভাবতঃ॥

চিচ্ছক্তির রতি হইতে ঈশ ভক্তি ভিন্ন, অতএব

ঈশভক্তি স্বভাবতঃ শুষ্ক অর্থাৎ রসহীন, ইহা প্রীতিরূপা নহে।

কৃতজ্ঞতা ভাবযুক্তা প্রার্থনা বর্ত্ততে হরৌ।
সংসৃতেঃ পুষ্টিবাঞ্ছা বা বৈরাগ্যভাবনাযুতা॥

ঈশভক্তেরা ঈশ্বরের প্রতি যে প্রার্থনা করেন, তাহা কৃতজ্ঞতাযুক্ত অতএব অহৈতুকী ভক্তি-নিঃসৃতা নয়। সময়ে সময়ে সংসারের উন্নতির আশায় পরিপূর্ণ। কখন কখন উহাতে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য লক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণের নামই তাঁহার ব্রজবাস ও প্রেমসেবা দিতে সমর্থ

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা কত জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই ধরাধামে কত যে বাসা বাঁধিতেছি, আবার পুরাতন বাসা ভাঙ্গিয়া কত যে নূতন নূতন বাসা গড়িয়া তুলিতেছি, আবার সেগুলি সাজাইতে সাজাইতে কত যে জীবন চলিয়া যাইতেছে—এক বাসা বদলাইয়া আর এক বাসা ধরিয়া তাহাকে নিজ নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্যানুকূল করিয়া লইতে কত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে—কতই যে উদ্বেগ—অশান্তি ভোগ করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু "মাধব হাম পরিণাম নিরাশা", "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয়সাগরে সিনান করিতে অমিয় গরল ভেল !!"—কত উত্থান ও পতনের ঐতিহ্য রচনা করিতে করিতে কত ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব সহিতে সহিতে চলিয়াছে মানব-জীবন অনন্তের পথে। কত নূতন নূতন আশা উৎসাহ উদ্যম—আবার সঙ্গে সঙ্গেই নৈরাশ্য ঔদাস্য বুকভাঙ্গা বেদনার গভীর উচ্ছ্বাস। তথাপি নাহিক বিরাম—অবিরাম চলিয়াছে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভাঙ্গাগড়ার হাসিকান্নার এক অফুরন্ত দুরন্ত রহস্য !

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছেন—"সংসারে থাকাকালে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, কিন্তু সেই অসুবিধায় মুহ্যমান হওয়া বা অসুবিধা দূর করবার চেষ্টা করাই আমাদের প্রয়োজন নয়। এইসকল অসুবিধা বিদূরিত হবার পর আমরা কি বস্তু লাভ ক'রব, আমাদের নিত্যজীবন কি হ'বে, এখানে থাকাকালেই তার পরিচয় লাভ করা আবশ্যক। এখানে যতরকম ধরণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বস্তু আছে, যাহা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয়প্রকারেরই মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হ'তে আমরা যতটা তফাৎ হ'ব, ততই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট ক'রবে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাকৃষ্ট হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়। * * দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে সেই নিত্যপ্রয়োজনের রাজ্যে প্রবেশই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।"

মুণ্ডকশ্রুতি আমাদিগকে তারস্বরে বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

অর্থাৎ সেই পরমবস্তুবিজ্ঞানার্থ (প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিরূপ ত্রিবিধ) সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ সদ্গুরুসমীপে উপস্থিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীপ্রবুদ্ধ যোগেশ্বর বলিতেছেন—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ উত্তম শ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বেদাখ্য শব্দ-ব্রহ্মের ন্যায়তঃ ব্যাখ্যায় পারদর্শী অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞ (তাহা না হইলে শিষ্যের সংশয় নিরাকরণে অযোগ্য হইবেন) এবং পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে শম অর্থাৎ মোক্ষ তদুপরি অবস্থিত বলিয়া উপশম—ভক্তিযোগ, তদাশ্রিত—সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পরায়ণ বৈষ্ণববর গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

শুদ্ধভগবদ্ভক্ত মহাজন সদ্গুরুই জীবের প্রকৃত শ্রেয়ো নির্দ্ধারণে সমর্থ। সেই মহাজননির্দ্ধারিত পথই প্রকৃত সুপথ—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধ্যাদি লিপ্সু 'গুরু'-নামধারী গুরুব্রুবগণ প্রেয়ঃ (অর্থাৎ আপাত সুখপ্রদ হইলেও পরিণামে দুঃখদায়ক) -পথকেই শ্রেয়ঃ (আপাত দুঃখজনক হইলেও পরিণামে সুখপ্রদ)-পথ বলিয়া ভ্রান্ত হন। এজন্য শ্রুতি শুদ্ধভক্তি-মার্গ প্রদর্শক সদ্গুরুপাদাশ্রয়েরই বিধান বিশেষভাবে প্রদান করিয়াছেন। 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' অর্থাৎ এইরূপ সদ্গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিই পরমবস্তুর বিজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা ভক্তিমার্গকেই একমাত্র 'শ্রেয়ঃসৃতি' শ্রেয়ঃ সরণি বা শ্রেয়ঃপথ বলিয়াছেন। শ্রেয়ঃসৃতি ভক্তিপথ ছাড়িয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি পথ অবলম্বন করিলে তাহা স্থূলতুষাবঘাতের ন্যায় নিরর্থক ক্লেশপ্রদ হইবে। গোলোক বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশের একমাত্র দ্বার—ভক্তি, তদিতর মার্গ কখনই আমাদিগকে এই মায়ামরীচিকাময় ত্রিতাপসঙ্কুল প্রাপঞ্চিক জগৎ অতিক্রম করিয়া পরম মঙ্গলময় চিদ্রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে দিবে না। এজন্য সদ্গুরুর সৎপরামর্শই প্রকৃত আত্মহিতা-কাঙ্ক্ষি ব্যক্তির বরণীয়। "তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে মায়া-পিশাচী পলায়। কৃষ্ণভক্তি পায় কৃষ্ণনিকট যায়॥" "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সদ্গুরু শিষ্যকে রাগমার্গানুসরণের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিলেও প্রথমেই বিধিমার্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া রাগ-মার্গানুসরণের অনধিকার চর্চ্চা শিক্ষা দেন না। পরমারাধ্য প্রভুপাদ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—"জন্মে জন্মে শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হবেন। * * * জগতে শ্রীরূপানুগচিন্তাস্রোত প্রবাহিত হ'ক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন যজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তাতে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হবে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপরঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করুন।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে 'গৌরশক্তিস্বরূপ' ও 'রূপানুগবর' বলিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগধারাই সেই শ্রীভক্তিবিনোদ ধারা। শ্রীরূপের উপদেশসার বা শিক্ষাসার—

"তন্নামচরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥"

অর্থাৎ "ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণভিন্ন অন্যরুচিপর রসনাকে এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্য চিন্তাপর মনকে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলার সম্যক্ কীর্ত্তনে এবং অনুক্ষণ স্মরণাদিতে নিযুক্ত করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাসপূর্ব্বক ব্রজবাসিজনের অনুগত হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে,—ইহাই সমস্ত উপদেশের সার।"

শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদধারায় এই শিক্ষাসারই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঠাকুর তাঁহার শরণাগতি-গীতিকাব্যে গাহিয়াছেন—

"হরি হে!
শ্রীরূপ গোসাঞি, শ্রীগুরু রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পা'বে নাম-গানে॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতন করি'।
রসনা-মানসে করহ নিয়োগ,
ক্রমবিধি অনুসরি'॥

ব্রজে করি' বাস রাগানুগ হঞা
স্মরণ-কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল করহ যাপন
উপদেশ-সার ধর॥

হা রূপ গোসাঞি, দয়া করি' কবে
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা॥"

অস্থায়ী বাসা বাঁধিতে বাঁধিতে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পরিশেষে ব্রজে আসিয়া শেষ স্থায়ী বাসা বাঁধিতে পারিলেই জীবের জীবন প্রকৃত সার্থকতা লাভ করে। শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ ধারানুসরণেই— শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণের দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী করুণাকটাক্ষেই সেই স্থায়ী বাসস্থান লাভের অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ সংলাপে তাই কথিত হইয়াছে—

"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা রাস॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৫৩

কৃষ্ণপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবও তাই বলিতেছেন—

"আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥"
—ভাঃ ১০।৪৭।৬১

অর্থাৎ যাঁহারা দুস্ত্যজ পতি পুত্র পিত্রাদি আত্মীয় স্বজন এবং আর্য্যপথ (সজ্জনমার্গ—স্বকুলধর্ম্ম-লোকধর্ম্ম-ধৈর্য্য-লজ্জা-মর্য্যাদাদি) পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবী অন্বেষণ করিয়াছেন, অহো আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণরেণুসেবী গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করিলে অর্থাৎ আমি সেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্তা ব্রজগোপীগণের চরণরেণুলাভে সৌভাগ্যবতী অতি ক্ষুদ্র জাতি গুল্মলতৌষধিগণের মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্মলাভ করিতে পারিলে নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিব।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন—স্বয়ং নামী কৃষ্ণ নামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই নামাশ্রিত ভাগ্যবান্ জীবকেই এই নিত্য ব্রজবাসসৌভাগ্য প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-নিজজন মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার শরণাগতি-গীতিকাব্যের 'কৃষ্ণনাম ধরে কত বল'—এই গীতিটিতে কীর্ত্তন করিতেছেন—

" * * *
প্রেমের কলিকা নাম অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজরূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় নিজ স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ॥
* * * "

ভক্তির সাধন ভাব ও প্রেম—এই তিনটি অবস্থা। সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দুই প্রকার। "যাঁহাদের হৃদয়ে রাগোদয় ('রাগ' বলিতে কৃষ্ণে স্বাভাবিক অনুরাগ বা আসক্তি) হয় নাই, তাঁহাদের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি হয়, তাহাই 'বৈধী ভক্তি'।" (অঃ প্রঃ ভাঃ) ইহার ৬৪টি অঙ্গ। তন্মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটি অঙ্গকে সকল সাধনশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইঁহাদের আংশিক অনুষ্ঠান প্রভাবেই কৃষ্ণে প্রেমোদয় হয়। কেহ এক অঙ্গ, কেহ বা বহু অঙ্গ সাধন করেন। কিন্তু নিষ্ঠা (অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্—চিত্তবিক্ষেপরহিত যে নৈরন্তর্য্য) হইতেই প্রেমতরঙ্গের উদ্ভব হয়। (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ দ্রষ্টব্য।) অন্যত্র শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন—ভজনের মধ্যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ, উহা কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধারণ করেন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তবে দশাপরাধশূন্য হইয়া নিরন্তর অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণে প্রেমলাভ সম্ভব হইয়া থাকে। এই নিরপরাধে নামকীর্ত্তন হইতেই জীব শুদ্ধ রাগাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রজবাসীর ইষ্টবস্তু কৃষ্ণে যে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী সেবনপ্রবৃত্তি, তাহারই নাম 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি সেই রাগময়ী হইলেই

'রাগাত্মিকা' নামে অভিহিত হয়। সেই রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তির অনুগতা ভক্তিই 'রাগানুগা' নামে কথিতা হন। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ, আবিষ্টতা—তটস্থ লক্ষণ। অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তুতে গাঢ়তৃষ্ণার উদয় হইলেই তাঁহাতে আবিষ্টতা আপনা হইতেই আসিয়া যায়। ব্রজবাসীর স্ব স্ব স্বভাবগত দাস্য, সখ্য বাৎসল্য বা মধুরভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের কথা শুনিয়া কোন ভাগ্যবান্ সাধকজীবের ঐ চারিটী ভাবের কোন একটি স্বরূপগতভাবে কৃষ্ণ ভজনের লোভ বা লালসার উদয় হয়। তিনি সেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সেইভাবে ভজনরত ব্রজবাসীর ভাবের অনুগমন করেন। ইহাতে তাঁহার প্রকৃতি শাস্ত্রযুক্তি মানে না—

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৬৮

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পত্রে উপদেশ

৬১

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জলন্ধর সিটি
১৬-৪-৭৬

স্নেহভাজনেষু,

* * * তোমার ৯।৪।৭৬ তারিখের পত্র ও তৎসহ ইংরাজি মুদ্রিত পত্র দুইখানি পাইয়াছি।

দিল্লীর সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে ও ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে।

* * *

মনুষ্যের রকমারী কামের তাড়না থাকিলে উহা পূরণে বাধা হইলে বা বাধার আশঙ্কা দেখা দিলে তাহার চিত্তে অশান্তি দেখা দেয়। মুখে আমরা অনেকে শ্রীভগবচ্চরণে শরণাগত তথা শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছি বলি। "মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা", এই সব বুলি মহতের অনুকরণে উচ্চারণ করিলেও কার্য্যতঃ শরণাগতির অভাব হইতে এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত কামোত্থ রকমারী অশান্তি ও ঝগড়া দেখা দেয়। সুতরাং দায়িত্বশীল সেবকগণকে সাধকের অনর্থের দিকে চিন্তা করিয়া ক্রমমার্গে উহা সংশোধনের বা নিয়মণের যত্ন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রবাদ আছে, কম্বলের লোম বাছিতে গেলে কম্বলের অস্তিত্ব থাকিবে না। যাহারা নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত, প্রবল কাম, ক্রোধ ও লোভের দাস হইবে, তাহাদের পক্ষে মঠে বাস সমীচীন নয়। সংসারে যাইয়া পরিশ্রম করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং ক্রমমার্গে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ও সহিষ্ণু হইলে পুনঃ মঠে বাস করিতে আসিলেই ভাল হয়। নচেৎ দুই-চারটি অশোভনীয় চরিত্রের লোকের জন্য সকল লোক বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। আমি * * ও * * অন্ততঃ একবৎসরের জন্য মঠ ছাড়িয়া গৃহে যাইয়া পিতামাতার সেবা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছি। সুতরাং হায়দ্রাবাদে মঠসেবকগণের মধ্যে যাহার অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতি অথবা অশালীন ব্যবহার দেখিবে, যে কামক্রোধাদির দাস, তাহার কথা আমাকে জানাইলে আমি তাহাকে পৃথক্ পত্র দিয়া আবশ্যক হইলে গৃহে যাইবার উপদেশ দিব। ভক্ত ও ভগবৎসেবার নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থের দ্বারা আমরা রজস্তমোগুণতাড়িত ব্যক্তিদের পোষণ করিতে পারি না। হায়দ্রাবাদ মঠের উৎসবের কিছু

পূর্ব্বে তীর্থ মহারাজ অথবা ভারতী মহারাজকে অবশ্যই পাঠাইবার চেষ্টা করিব। আমি হয়ত ২৫।২৬ মে পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি। ২০শে এপ্রিল হইতে ২৪শে পর্য্যন্ত পার্টিসহ হোসিয়ারপুরে থাকিব।

সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

৬২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
সেক্টর ২০-বি,
চণ্ডীগঢ়,
৯-৫-৭১

স্নেহভাজনেষু,

* * * শ্রীধীরকৃষ্ণ প্রভুর নামে লিখিত আমার পত্র পাইয়া থাকিবে।

* * *

সাধকের জীবন সর্ব্বদাই সুসংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু লোকের সহিত বাস করিতে হইলে সহনশীলতা অত্যাবশ্যক, স্মরণ রাখিবে। তদুপরি যাঁহারা দায়িত্বশীল অথবা বয়োবৃদ্ধ, তাঁহারা এমন কোন আচরণ করিবেন না, যাহা অপরের অনুকরণের পক্ষে অহিতকর হয়। বহু লোক একসঙ্গে বাস করিতে হইলে তাহাদের সাধন ভজনের এবং চরিত্রবত্তার কিংবা সদ্‌গুণাবলীর তারতম্য অবশ্যই থাকিবে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য এবং রূপ-যৌবনাদির তাৎকালিক বা লৌকিক মর্য্যাদা প্রদান না করিলে বহু ক্ষেত্রেই অশান্তি দেখা দিয়া থাকে। অশান্ত বা ক্ষুব্ধ চিত্তে কখনও ভগবৎস্মরণাদি কিংবা নাম-মন্ত্র জপাদিও সুষ্ঠুরূপে সম্ভব হয় না। তজ্জন্য সাধক চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিবে না। ক্ষুব্ধ হইলেই চিত্ত বিশেষ বিষয়ে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীভগবদাবেশ লাভ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে সাধকের অনুধাবনীয়। জগতের সর্ব্বত্রই তাপত্রয় রহিয়াছে। জগতের সকলকে নিজের মতে আনা সম্ভব নয়। তজ্জন্যই ধীর ব্যক্তিগণ নিজ আরাধ্যের স্নেহময় হস্ত সর্ব্বত্র রহিয়াছে বুঝিয়া নিজের মনোমত অবস্থা না হইলেও নিজেকে আগন্তুক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলেন। "তৎকৃপাবলোকন" সাধন-ভক্তির একটী অঙ্গ বলিয়া জানিবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

ব্রহ্মস্তুতি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠার পর]

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া ;
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, হে অচ্যুত পুরাকালে ইহলোকে বহু যোগী পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যোগমার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাঁহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন রূপা ভক্তিদেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্যরূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথটীকা—এবং শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিমেব স্থিরীকৃত্য তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। হে ভূমন, প্রভো, ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ এবং ত্বয্যেবার্পিতা ঈহা চেষ্টা যৈস্ত্বদ্ভক্ত্যর্থমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগশ্রদ্ধাবতাং বর্ণাশ্রমকর্ম্মানধিকারান্নিজকর্ম্মশ্রবণকীর্ত্তনাদেব তেন লব্ধয়া বিশেষতস্তু কথয়া শ্রুতকীর্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্রাপিতয়া ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়ৈব বিবুধ্য বিজ্ঞায় ত্বদ্রূপগুণলীলাদিকমনুভূয়েত্যর্থঃ। পরাং প্রেমবৎ পার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা, যথা কেবলবোধো বিফলস্তথা কেবলযোগশ্চেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। বহুকালং যোগিনো ভূত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অর্পিতা ঈহা চেষ্টা চ নিজকর্ম্ম চ তাভ্যাং লব্ধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানমিশ্রয়ৈব বিবুধ্য ত্বাং জ্ঞাত্বা ॥ ৫ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—এইরূপে দুই শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেকে (বিধিনিষেধ) ভগবানের প্রাপ্তির প্রতি ভক্তিকেই (কারণ) স্থির করিয়া তাহাতে সাধুগণের আচরণকে প্রমাণ করিতেছেন, 'পুরা' ইতি। হে 'ভূমন্' প্রভো! 'ইহ' এই জগতে. 'যোগিনঃ' ভক্তিযোগিগণ, এইরূপে যাঁহারা 'ত্বয়ি' আপনাতেই, 'ঈহা' চেষ্টা, 'অর্পিতা' অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা (ত্বয্যর্পিতেহা) আপনার ভক্তির নিমিত্তই সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকারী. এই অর্থ। (শুদ্ধ) ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাবান্ জনগণের বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মে অধিকার নাই, এই কারণে 'নিজ-কর্ম্ম' শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াই তাহার দ্বারা 'লব্ধয়া' (প্রাপ্ত) বিশেষতঃ 'কথা' শ্রুত কীর্ত্তিত ও স্মৃত কথা দ্বারা, 'উপ' অধিকভাবে, 'নীতয়া' প্রাপিতা 'ভক্ত্যা' প্রেমরূপা ভক্তির দ্বারাই, 'বিবুধ্য' বিশেষভাবে জানিয়া, 'আপনার স্বরূপ গুণ লীলা প্রভৃতি অনুভব করিয়া' এই অর্থ। 'পরাং' প্রেমবৎ পার্ষদত্ব রূপা 'গতিং' গতিকে, 'প্রপেদিরে' প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা, 'যেরূপ কেবল বোধ (জ্ঞান) বিফল, সেইরূপ কেবল যোগও', এই বিষয়ে সদাচারকে প্রমাণ করিতেছেন 'পুরা' (পূর্ব্বে) ইতি। বহুকাল যোগী হইয়াও যোগকে নিষ্ফল জানিয়া, 'ত্বয়ি' আপনাতে 'অর্পিতা' 'ঈহা' চেষ্টা (লৌকিক) এবং (শাস্ত্রবিহিত) নিজকর্ম্ম, এই উভয়ের দ্বারা 'লব্ধয়া' লব্ধ, 'ভক্ত্যা' জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দ্বারাই আপনাকে 'বিবুধ্য' জানিয়া (পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন) (এই পক্ষে 'ত্বদর্পিতেহানিজকর্ম্মলব্ধয়া' একটি পদ)।
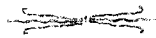
(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত মাথুরমণ্ডল পরিক্রমা ও দর্শন করিলেন।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের আদেশক্রমে গোশকটের সাহায্যে মথুরার ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রদত্ত সম্পুটে গোস্বামিগণের রচিত অমূল্য গ্রন্থরত্ন লইয়া শ্রীল

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু অগ্রহায়ণ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে গৌড়-দেশের পথে শুভযাত্রা করিলেন। বিপৎসঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা হিন্দুরাজ্য বন-বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে বনপথে আসিবার কালে সর্ব্বত্র এইরূপ প্রচারিত হইল—একজন মহাজন বহুমূল্য ধনরত্ন লইয়া পুরী যাইতেছেন। বন-বিষ্ণুপুরের দস্যুরাজা বীর হাম্বীর উক্ত সংবাদ শুনিয়া গণিতাকে আদেশ করিলেন গণনা করিয়া দেখিতে, উহা সত্য কি না। গণিতা গণনা করিয়া বলিলেন—গাড়ীপূর্ণ ধনরত্ন এক মহাজন লইয়া আসিতেছেন। বীর হাম্বীর রাজা কাহাকেও প্রাণে না মারিয়া উক্ত ধনরত্ন অপহরণের জন্য দস্যুগণকে নির্দ্দেশ দিলেন। দস্যুগণ রাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চণ্ডীপূজা করিল। তাহারা গুপ্তচর পাঠাইয়া জানিতে পারিল, যাহারা ধনরত্ন আনিয়াছে, তাহারা আহারাদির পর শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। দস্যুগণ উহাকে চণ্ডীর কৃপা ও সুবর্ণ সুযোগ বুঝিয়া গ্রন্থসম্পুটকে বহুমূল্য রত্নসম্পুট মনে করিয়া অপহরণ করতঃ রাজার নিকট পৌঁছাইয়া দিল। রাজা বিশাল পেটেরা দর্শনে বহু ধনরত্ন পাওয়া যাইবে মনে করিয়া পরমোল্লসিত হইলেন। কিন্তু সম্পুট খুলিয়া দেখেন সেখানে শুধু গ্রন্থ, আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গ্রন্থ-রত্ন দর্শনে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইল। রাজা গণিতাকে বলিলেন—তাহার গণনাত ঠিক হয় নাই—গণিতা বলিল, 'যতবার গণিয়াছি অমূল্য রত্নই দেখিয়াছি, আশ্চর্য্য ব্যাপার, কি করিয়া উহা মিথ্যা হইল বুঝিতে পারিতেছি না।' গ্রন্থরত্ন দর্শনে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত ও অনুতপ্ত রাজা গ্রন্থাচার্য্যের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে স্বপ্নযোগে গ্রন্থা-চার্য্যের দর্শন পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া গ্রন্থরত্ন দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, বহু অন্বেষণ করিয়াও গ্রন্থরত্নের সন্ধান না পাইয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণ বৈষ্ণবাচার্যত্রয়ের দুঃখ দেখিয়া দস্যুরাজা বীর হাম্বীরের দ্বারা ঐরূপ কার্য্য হইয়াছে অনুমান করতঃ রাজাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং লোকপরম্পরা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু একজন ব্যক্তির মাধ্যমে জানিতে পারিলেন বনবিষ্ণুপুরের রাজার দ্বারাই উক্ত কার্য্য হইয়াছে, তাঁহার নিকট গ্রন্থরত্নের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। উক্ত সম্ভাবনার কথা শুনার পর গ্রন্থরত্ন পাইবার আশায় প্রভুত্রয় প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গ্রন্থরত্নের সন্ধানের জন্য বনবিষ্ণুপুরে থাকিবেন স্থির করিলেন। তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে খেতুরীতে ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে প্রেরণ করিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বনবিষ্ণুপুরে থাকাকালে কৃষ্ণবল্লভ নামক একজন ব্রাহ্মণ সন্তানের নিকট জানিতে পারিলেন রাজা বীর হাম্বীর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে বিশেষ আগ্রহযুক্ত এবং প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া থাকেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু একদিন, যে স্থানে রাজা প্রত্যহ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন সেই স্থানে ঐ ব্রাহ্মণকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তৎসমীপে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পরমভাগবতত্বের পরিচয় পাইয়া এবং তদীয় মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত ও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রাজা তাঁহার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু নিজ গ্রন্থরত্ন উদ্ধাররূপ কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সেইদিন হইতে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া রাজা মোহিত হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু মুখ্যতঃ কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রচার করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনের বিশেষ সুর ছিল, যাহা শুনিলেই চিত্ত আকৃষ্ট হইত ও প্রাণ মন মাতিয়া উঠিত। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গানের সুরের নাম ছিল যথাক্রমে —মনোহরসাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি। বীর হাম্বীর রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অবস্থিতির জন্য একটী

নির্জ্জন আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একদিন উক্ত নির্জ্জন আবাসস্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বীর হাম্বীর রাজাকে একাকী পাইয়া গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশের ও তাহার অপহরণের পূর্ণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শুনাইলেন। বীর হাম্বীর রাজা উহা শুনিয়া নিজকৃত অপকার্য্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং গ্রন্থরত্নের সম্পুটটী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে সমর্পণ করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ রত্ন পাইয়া প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন. সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে লোক মারফৎ উক্ত শুভ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ক্রমশঃ বীর হাম্বীর রাজা এবং তাঁহার পরিজনবর্গ সকলেই শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। বীর হাম্বীরের দীক্ষা-নাম হইল শ্রীচৈতন্যদাস।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কিছুদিন বাদে বনবিষ্ণুপুর হইতে যাজিগ্রামে মাতামহের স্থানে আসিলেন এবং তথা হইতে কাটোয়া নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু—খণ্ডবাসী ভক্ত শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিশেষ অনুগত এবং ভগবদ্ভক্ত জননীদেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও অনুরক্ত ছিলেন। পুত্রের বিবাহের জন্য জননীদেবী ব্যাকুল হইলে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে বিবাহের জন্য আদেশ করিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু বিবাহের জন্য স্বপ্নযোগে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু মনে মনে লজ্জিত হইলেও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর, জননীদেবীর ও সরকার ঠাকুরের আদেশকে লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া বিবাহে স্বীকৃত হইলেন যাজিগ্রাম নিবাসী শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের ভক্তিমতী কন্যা 'শ্রীঈশ্বরীর' সহিত বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা খুবই কঠিন। ভক্ত ও ভগবানে একান্ত শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হন।

অতঃপর শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্য কিছুদিন অধ্যাপনা কার্য্য করিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন খণ্ডবাসী ভক্ত শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কবিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সহিত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥"

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীল দাস গদাধর ও শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রকট-লীলা সংবরণ করিলে এবং দ্বিজ শ্রীহরিদাস আচার্য্য অপ্রকট হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু পুনঃ বিরহ-ব্যাকুল হইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। গোস্বামিগণের স্নেহপূর্ণ বাক্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিরহ সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইল। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুও ব্রজে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের, শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের এবং কাঞ্চনগড়িয়াতে দ্বিজ হরিদাস আচার্য্যের বিরহমহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু কাঞ্চনগড়িয়া হইতে বুধরি-গ্রামে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বিপুল সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে খেতুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে খেতুরীস্থিত শ্রীমন্দিরে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত শ্রীব্রজ

মোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণ সেবা প্রকটিত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ও পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উক্ত মহদনুষ্ঠানে শ্রীজাহ্নবাদেবীও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী যখন শ্রীব্রজমণ্ডল দর্শনান্তে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কাটোয়াতে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীজাহ্নবাদেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া যাজিগ্রামে গিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের তিরোভাব হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু পুনঃ বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং শ্রীখণ্ডে যাইয়া বিরহোৎসবে যোগদান করিলেন। বিরহোৎসবান্তে তিনি শ্রীখণ্ড হইতে বিরহ-ব্যাকুল হৃদয়ে যাজিগ্রামে আসিলেন, পরে তথা হইতে বনবিষ্ণুপুরে পৌঁছিলেন। রাজা বীর হাম্বীর, তাঁহার পরিজনবর্গ ও বিষ্ণুপুরবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দর্শন লাভ করিয়া পরমোল্লসিত হইলেন। এখানে পুনঃ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করিবার জন্য। এদিকে শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মাধবীদেবীও তাঁহাদের কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাও স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে কন্যা সমর্পণের জন্য। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু পুনঃ আদিষ্ট হইয়া দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিলেন। শুদ্ধভক্তের ভক্ত ও ভগবানের ইচ্ছাপূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কোনও মৃগ্য না থাকায় তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য তাঁহারা সবকিছু করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। তাঁহাদের ঐসব কার্য্যে প্রাকৃত কামগন্ধ নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্ত্যাবিষ্ট অবতার শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য তাঁহার কৃপাব্যতীত কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

বর্ষশেষে

'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার ২৩শ বর্ষ সমাপ্ত হইল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ইহার ১৯শ বর্ষে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদিগকে কাঁদাইয়া অপ্রকট লীলা আবিষ্কার করেন। তদবধি তদীয় বিরহবেদনা বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনামূলে তদানুগত্যে তৎপ্রবর্ত্তিত সম্পাদকসঙ্ঘ এই শ্রীপত্রিকার সেবা যথাশক্তি পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি পরোক্ষে থাকিয়া তাঁহাদিগকে শক্তি সঞ্চার করুন, যাহাতে পত্রিকার সেবকসঙ্ঘ তাঁহার সঞ্চারিত শক্তিপ্রভাবে তদীয় মনোঽভীষ্ট কীর্ত্তন সেবাদ্বারা তাঁহার চিত্তের প্রকৃত সন্তোষ বিধান করিতে পারেন। শ্রীপত্রিকার সেবাকার্য্যে তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটী বিচ্যুতি তিনি তাঁহাদিগকে সংশোধন করিয়া লইবার দিব্য প্রেরণা প্রদান করুন, ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

বকরূপী ধর্ম্মের 'কা চ বার্ত্তা'—এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—

মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিন্দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।

অর্থাৎ এই মায়াকৃত মহামোহময় কড়াইয়ে কালরূপী পাচক সূর্য্যরূপ অগ্নি, দিবারাত্ররূপ ইন্ধন বা জ্বালানি কাষ্ঠ এবং মাস ও ঋতু রূপ দর্ব্বী অর্থাৎ হাতা দ্বারা বেশ ঘুঁটিয়া ঘুঁটিয়া পাক করিতেছেন,—ইহাই এজগতের বার্ত্তা বা সংবাদ।

জগতের এই চিরপ্রসিদ্ধ সুনিশ্চিত অবশ্যম্ভাবী 'বার্ত্তা' অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিদিন ভূত অর্থাৎ জীবসকল যমমন্দিরে গমন করিতেছে, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও অবশিষ্ট জীবসকল যে স্থিরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে অর্থাৎ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিয়া জড়বিষয়-সুখ ভোগ করিতে চাহে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

এক্ষেত্রে জীবের প্রকৃত মঙ্গলের পথ নির্দ্ধারণ খুবই কঠিন সমস্যার বিষয়। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ— আশ্রয়হীন, আধ্যক্ষিক অনুমানকে ভিত্তি করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতে গেলে তাহা কখনই প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। শব্দশাস্ত্রও অনন্তপার তাহাতে আবার তাহা বিভিন্ন মতবাদ পরিপূর্ণ। এমন কোন মুনিঋষি নাই, যাঁহার এক একটি পৃথক্ মত নাই। কথায় বলে —'নানা মুনির নানা মত'। সুতরাং সেই সকল বিভিন্ন বিবদমান মতবাদ পরিপূর্ণ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া প্রকৃত শ্রেয়ঃসার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অস্মদ্দৃশ বদ্ধজীবের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হয় না। এজন্য 'কঃ পন্থাঃ' এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মহারাজ বলিলেন—প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম বা তত্ত্ব শুদ্ধভক্ত মহাজনের হৃদয়গহ্বরে অতি সন্তর্পণে সংরক্ষিত আছে. এজন্য সেই মহাজন যে পথ অবলম্বন করেন, তাহাই জানিতে হইবে সর্ব্বশাস্ত্রসার সুসিদ্ধান্ত-সম্মত সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে অনুসরণীয় সুনিশ্চিত শ্রেয়ঃপথ। শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সর্ব্বশেষ সমাধিলব্ধ বস্তু— সর্ব্ববেদান্তসার উত্তরমীমাংসা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন সেশ্বর সাংখ্যকর্ত্তা কপিলদেব, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশজন মহাজনকে সেই সর্ব্বশাস্ত্রসার পরম গুহ্য বিশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ ভাগবতধর্ম্মরহস্য-বেত্তা বলিয়া জানান হইয়াছে। ইঁহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র সর্ব্ববাদি-সুসম্মত সর্ব্বজন-অনুসরণীয় নিশ্চিত শ্রেয়ঃপথ বলিয়া মানিতে হইবে। সকল মহাজনই একমাত্র ভক্তিমার্গকেই সধ্রীচীন বা সমীচীন শ্রেয়ঃপথ বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে নিমি মহারাজ ভগবৎপরিতোষকর বা ভগবৎপ্রণীত ভাগবত-ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রবণ করিতে চাহিলে কবি হবি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রুমিড় চমস করভাজন—এই নয়জন ঋষি তৎসম্বন্ধে নানাকথা অবতারণা করিয়া পরিশেষে ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তন যজ্ঞদ্বারা ভগবদারাধনাকেই 'পরম ধর্ম্ম' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও তারস্বরে ঘোষণা করিলেন—

"সেইত' সুমেধা, আর কলিহত জন।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

চতুর্যুগের মধ্যে কলি নানা দোষের আকর হইলেও একটি মহদ্‌গুণের জন্য ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে॥"

অর্থাৎ "হে রাজন্, এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নাম-সংকীর্ত্তনদ্বারাই সর্ব্বযুগের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্য্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

"ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥"
—ভাঃ ১১।৫।৩৬-৩৭

অর্থাৎ "ইহ সংসারে ভ্রমণশীল জীবগণের এই নাম-সংকীর্ত্তন অপেক্ষা পরম লাভজনক অন্য কিছুই নাই, যেহেতু নামসংকীর্ত্তন হইতেই পরম শান্তি লাভ এবং সংসার-দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

পরম করুণাময় স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কলিতে ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই মহানীতি পালনাদর্শ প্রদর্শন-মুখে নিজ-নাম বিনোদিয়া গোরা নিজ-নাম কীর্ত্তনপর হইয়া জগজ্জীবকে ষোলনাম বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন শিক্ষা দিলেন—

"আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু বলে,—কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৫-৭৮

"আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৮।২৫-২৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকেও এই নামসংকীর্ত্তনেরই প্রাধান্য কথিত, তাই আমাদের শ্রীপত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে এই নাম-মহিমাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়া থাকে। পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক বিশেষ প্রণিধান সহকারে শ্রীপত্রিকার প্রবন্ধসকল আলোচনা করিলে দেখিবেন ইহাতে মহাজনসিদ্ধান্তই নানাভাবে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। আমাদের জীবন অতি অল্পস্থায়ী। তাহাতে আবার আমরা নানাভাবে কলিপ্রপীড়িত। জন্ম হইতে মৃত্যুর করাল কবলে কবলিত না হওয়া পর্য্যন্তই আমাদের যা কিছু সময়। সেই অত্যল্প সময়েরও আমরা কত অপব্যবহার করি। পরমার্থ আলোচনার জন্য কতটুকু সময় আমরা আমাদের দৈনন্দিন রুটিনে রাখি! অথচ এই দুর্লভ জীবনটির গণাদিনের অপব্যবহারফলে আমরা আবার মনুষ্য জন্ম যে পাইব, তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী মনুষ্যেতর যোনি লাভের বহু দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দ্রষ্টব্য। বিশেষতঃ এই ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্মলাভের জন্য দেবতারাও পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যকে অবহেলা করতঃ পরমার্থানুসন্ধানে আলস্য না করিয়া কলিযুগপাবনাবতারী মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসরণই অবিলম্বে একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই আমরা মহাজনবাক্যাবলম্বনে এই পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচনা করি। সুধী সজ্জনগণ কৃপাপূর্ব্বক এই পত্রিকার সযত্নে অনুশীলন করিলে শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় রহস্য জ্ঞানের সুযোগ লাভ করিবেন বলিয়া আশা করি।

পাঞ্জাব, জম্মু ও দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

রাজপুরা (পাঞ্জাব)— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে বিগত ৭ আশ্বিন (১৩৯০), ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯৮৩) শনিবার হিমগিরি এক্সপ্রেসে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস আম্বালা ক্যান্ট, ষ্টেশনে নামিয়া মোটরকারযোগে রাজপুরায় পৌঁছিলে রাজপুরাবাসী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক বাদ্যাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী এবং বৃন্দাবন হইতে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারীসহ রাজপুরায় প্রচার পার্টীর সহিত যোগ দেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরঘুনাথ শালদি মহোদয় সহরের বিভিন্ন স্থানে ২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ২ অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় শিবমন্দির টাহলীওয়াল চৌকে একদিন, শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে দুইদিন, শ্রীগীতাভবনে একদিন, শ্রীমহাবীর মন্দিরে দুইদিন ও শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে দুইদিন প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত

বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীস্বর্গধামে, শ্রীমূলরাজ বালিয়ার গৃহে, ভারত কমার্স ইণ্ডাষ্ট্রীজে, শ্রীকে সি উংরেজার গৃহে, শ্রীরঘুনাথ শালদির বাসভবনে, শ্রীব্রজবিহারী পাঠকের আলয়ে ও শ্রীজগদীশ বালিয়ার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

২রা অক্টোবর প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির হইতে বাদ্যাদিসহ বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিক্রমা করতঃ শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের উদ্যোগে চণ্ডীগড়বাসী বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ একটী রিজার্ভ বাসে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য আসেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী (কলিকাতা), শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন, রন্ধনাদি বিবিধভাবে সেবা করিয়া প্রচারানুকূল্য বিধান করেন।

রাজপুরায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারকার্য্যে সাফল্যের জন্য শ্রীরঘুনাথ শালদি ও শ্রীমূলরাজ বালিয়া— গৃহস্থ ভক্তদ্বয় বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জম্মু:—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সদলবলে গত ১৬ আশ্বিন, ৩ অক্টোবর সোমবার রাজপুরা হইতে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে জম্মু ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী দেরাদুন মঠ হইতে জম্মুতে আসিয়া পার্টির সহিত যোগ দেন। ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীগীতাভবনে এবং অপরাহ্নে রাণীতালাব মন্দিরে, ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে এবং ৯ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীরামমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে ধর্ম্ম-সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বক্তৃতা করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতাগণের আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব জম্মু ইউনিভার্সিটী ক্যাম্পাসে এবং শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া, শেঠ শ্রীফকিরচাঁদ গুপ্ত, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীমদনলাল গুপ্ত প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের বাসভবনে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৯ই অক্টোবর রবিবার প্রাতে শ্রীগীতাভবন হইতে সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া স্থানীয় শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। নগর-সংকীর্ত্তনে স্থানীয় নরনারী-গণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীহংসরাজজী ভাটিয়া গীতাভবনে সাধুগণের থাকিবার, তাঁহাদের যথোচিত সেবার এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিপুল ব্যবস্থা করিয়া বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীদুর্গাদাস সাম্বেওয়ালের প্রচার-কার্য্যের জন্য নিষ্কপট প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

নিউদিল্লী:— দিল্লীবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গোকুল মহাবন হইতে ১১ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর সোমবার নিউদিল্লী ষ্টেশনে মধ্যাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত-রাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও সর্দ্দার শ্রীমঙ্গল সৈনজী। প্রচারকার্য্যের প্রাক্ ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীরাম-দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ দিল্লীতে দুইদিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছেন। পরবর্ত্তিকালে বৃন্দাবন হইতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী কৈথাল হইতে শ্রীমঠের সহকারী

সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারীসহ এবং চণ্ডীগঢ় হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ যোগ দেন।

মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীত্রিলোকীনাথ আগরওয়ালের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীসহ অবস্থান করেন। অন্যান্য সকলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয় পার্শ্ববর্ত্তী আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায়।

২৯ নভেম্বর হইতে ৬ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন তত্ত্ববিষয়ে রসদ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব দিল্লী মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রহ্লাদরায় গোয়েল, দিল্লী শঙ্করপুরস্থ স্বধামগত শ্রীতিলকরাজ অরোরার পুত্রগণ, শ্রীওমপ্রকাশ বরেজা, শ্রীঅমরচাঁদ সৈনী, শ্রীহরসহায়মলজী—গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহাদের আলয়ে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুরজভানজীর ব্যবস্থায় বিশেষ সভামণ্ডপেও অভিভাষণ প্রদান করেন।

৩ ডিসেম্বর শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ন শ্রীমন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পাহাড়গঞ্জ এলাকার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে দিল্লীবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত, আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালার ও শ্রীরামায়ণ প্রচার-সভার সভ্যবৃন্দের সম্মিলিত উদ্যম ও সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)ঃ—ভাটিণ্ডাবাসী ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পার্টি সহ দিল্লী হইতে ৮ই ডিসেম্বর যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস রাত্রিতে ভাটিণ্ডা রেলষ্টেশনে পৌঁছিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাবিনোদ বাবাজী। বৈদ শ্রীওমপ্রকাশজীর ব্যবস্থায় প্রত্যহ অপরাহ্ণে ভাটিণ্ডা সহরে এবং শ্রীরাজকুমার গর্গ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় ভাটিণ্ডা কলোনীতে শ্রীহরিমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ভাটিণ্ডা কলোনীতে একদিন নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হইয়াছিল। চণ্ডীগঢ় মঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য ভাটিণ্ডাবাসী ভক্তবৃন্দ স্থুল আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে—গত বৎসর কাগজের মূল্যাদি তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষার হার ৮ টাকা করা হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আপনাদের সহানুভূতি প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। পুনঃ কাগজের ও মুদ্রণ খরচাদি অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা লজ্জিত ও নিরুপায় হইয়া বার্ষিক ভিক্ষা ৮ টাকার স্থলে ১০ টাকা ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি, তজ্জন্য আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, এই প্রার্থনা। ভিক্ষার দ্বারা আমাদের প্রতিষ্ঠান চলে। যাহাতে 'পারমার্থিক পত্রিকা' প্রকাশ যথারীতি চলিতে থাকে, তজ্জন্য গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন—তাঁহাদের ভিক্ষা যেন তাঁহারা যথাসময়ে প্রেরণ করেন। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-35

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

[১৩৮৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৯০ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৪৯৭

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা	১।১, ২।২১, ৩।৪১, ৪।৬১, ৫।৮১, ৬।১০৩, ৭।১২১, ৮।১৪১, ৯।১৫৭, ১০।১৮১, ১১।২০১, ১২।২২১
বেদাদি শাস্ত্রসমূহের কালনিরূপণে পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত	১।৪, ২।২৩, ৩।৪৪, ৪।৬২, ৫।৮৫, ৬।১০৫, ৭।১২৩, ৮।১৪৩
বর্ষারম্ভে	১।৬
আমি কে ?	১।১০
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	১।১৫
যশড়ায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা	১।১৬,
দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দিবস-পঞ্চক ব্যাপী বার্ষিক মহোৎসব	১।১৭
সোমড়া বাজারে বিরাট্ ধর্ম্মসভা	১।১৮
শ্রীচৈতন্য-বাণীর গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন	১।১৮
নিমন্ত্রণ পত্র	
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসব	১।১৯
শ্রীশ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীসমাধি মন্দিরে তদীয় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	১।২০
কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব	৬।১১৯
গোকুলমহাবন মঠে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব	৮।১৫৫
বৈষ্ণব সদাচার	২।২৫
অর্চ্চন-প্রসঙ্গ	২।৩৩
শ্রীল মাধব মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গীতি	২।৩৮
বিরহ-সংবাদ	
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ	২।৩৯
শ্রীপাদ মোহিনীমোহন রায় রাগভূষণ	২।৩৯
শ্রীযুক্তা শৈলবালা বসু	২।৩৯
ব্যারিষ্টার ডঃ সচ্চিদানন্দ দাস	২।৪০
শ্রীল মুকুন্দদাস বাবাজী মহাশয়	৯।১৭৯
স্বধামে শ্রীল হৃষীকেশ মহারাজ	১০।১৯৯
স্বধামে শ্রীমদ্ গৌরপদ দাসাধিকারী	১০।১৯৯
শ্রীপাদ পরমহংস মহারাজের নিত্যলীলা প্রবেশ	১০।২০০
Statement about ownership and other particulars about newspaper "Sree Chaitanya Bani"	২।৪০
শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবানুগত ব্যতীত প্রেমসম্পদ্ দুরধিগম্য	৩।৪৫
প্রশ্ন উত্তর	৩।৪৮, ৬।১১৩, ৭।১৩৩, ৯।১৬৭, ১০।১৮৮
শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট আচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীল মাধব দেবগোস্বামীপাদের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	৩।৫১, ৪।৭৭
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্মোৎসব	৩।৫২

প্রবন্ধ-পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শিলচরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার	৩।৫৯
১৯৮৩ সালে (৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ) শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল	৩।৬০
নববর্ষের শুভাভিনন্দন	৩।৬০
সর্ব্বমুখ্য ও মূল সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই পরতমত্ব	৪।৬৪
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত	৪।৭০, ৫।৯২, ৬।১১২. ৭।১৩২, ৮।১৪৯, ৯।১৭০, ১০।১৯৪, ১১।২০৮, ১২।২২৯
পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার	৪।৭৩
কলিকাতা মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব	৪।৭৭
সদ্‌গুরু ও সচ্ছাস্ত্রই শ্রেয়ঃ-পথপ্রদর্শক	৫।৮৭
জালন্ধরে ও চণ্ডীগড়ে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান	৫।৯৮
কালীনারায়ণপুর (নদীয়া) ও আঁটপুরে (হুগলী) শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ	৫।১০১
যশড়ায় শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রেমবশ্য শ্রীজগন্নাথদেব	৬।১০৬
মানুষের কি এখনও লজ্জা হইবে না ?	৬।১১৬
শিমলায় ও হোশিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৬।১১৬
শুদ্ধিপত্র	৬।১১৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব	৭।১২৪
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পত্রে উপদেশ	৭।১৩০, ৮।১৪৭, ৯।১৬৫, ১২।২২৭
আগরতলা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলন	৭।১৩৬
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মহোৎসব	৭।১৪০
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্	৮।১৪৪
বৃদ্ধ হইলেও মানুষের ভোগপ্রবৃত্তি যায় না	৮।১৫১
বোলপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে ধর্ম্মসভা	৮।১৫১
কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব, পাঁচদিন ব্যাপী ধর্ম্মসভা ও নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা	৮।১৫৩
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	৯।১৫৯, ১০।১৮২, ১১।২০৩, ১২।২২২
ভক্তিলভ্য ভগবান্	৯।১৬১
ব্রহ্মস্তুতি	৯।১৬৯, ১০।১৯২, ১১।২১০, ১২।২২৯
শ্রীবিজয়া দশমীর শুভাভিনন্দন	৯।১৭৪
আসামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য	৯।১৭৫
শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীপ্রকাশানন্দ এক নহেন	১০।১৮৪
তুলসী মাহাত্ম্য ও স্তব	১০।১৯৬, ১১।২১২
'শরণাগতিই' ভক্তের 'প্রাণ'	১১।২০৪
চণ্ডীগড় মঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাব তিথিপূজা অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল	১১।২১৫
গোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়া-বিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় মহোৎসব	১১।২১৯
দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব	১১।২২০
শ্রীকৃষ্ণের নামই তাঁহার ব্রজবাস ও প্রেমসেবা দিতে সমর্থ	১২।২২৪
বর্ষশেষে	১২।২৩২
পাঞ্জাব, জম্মু ও দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	১২।২৩৪
গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন	১২।২৩৬

নিয়মাবলী

১। শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ৮.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা .৭০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে, এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত —ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত .. ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, .. ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, .. ১৬.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, .. ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, . [illegible].০০
(৯) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন
মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১০) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ১.২৫
(১১) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.০০
(১২) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)— ,, ১.২০
(১৩) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by THAKUR BHAKTIVINODE — যন্ত্রস্থ
(১৪) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— — ভিক্ষা ২.০০
(১৫) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—
ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৭) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৮) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৩.০০
(১৯) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — .. ১.৫০
(২০) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র .. ৮.০০

(২১) সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিক্ষা—১.০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০.৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :—
শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬